ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী—গ্রন্থমালা ১৪

ভদুন্ত অনুকন্ধচার্য-বিবচিত

অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ

(द्वीक गत्नाविखान)

শ্রীমৎ নাবদ মহাথেব বর্ত্তৃক ইংবাজী ভাষায অনূদিত ও ব্যাখ্যাত

> অনুবাদক স্বভূতি রঞ্জন বড়ুুুুুয়া

ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী কলিকাতা ABHIDHARMARTHA-SAMGRAHA—Being a Bengali translation of Narada Mahathera's A Manual of Abhidhamma by SUBHUTI RANJAN BARUA

© ধর্মান বেছি গ্রন্থ প্রকাশনী

প্রকাশক:

ড. হুকোমল চৌবুরী
 ধর্নাদার বৌদ্ধ গ্রায় প্রকাশনী
 ৫০-টি / ১দি, পটায়ী বোড
 ক্রিকাতা-৭০০০১৫

ख्यम मास्त्रवन . sis नात्यव, ১৯৯১

মূদ্রক . শ্রীনন্দত্বনাল চক্রবর্তী শ্রীতারা প্রেস ৩৯।৪. রামতক্ব বোদ লেন, কলিকাতা-৬,

প্রাপিরান: মহাবোধি বুক এজেনী ৪এ, বংকিন চ্যাটার্জী ব্রীট, কলিকাতা-৭৩

লাশনাৰ বুক শপ্ ২১, কলেছ ট্রিট, বলিকাতা-৭৩

र्ना: 5हिन होदा

প্রকাশকের নিবেদন

পালি অভিধর্ম সাহিত্যেব চবম পাবিভাষিক গ্রন্থ এই "অভিধন্মখসঙ্গহ" (= অভিধর্মার্থ-সংগ্রন্থ)। ইহা শ্রীলঙ্কাব মূলসোমবিহাববাসী আচার্য অন্তব্দদ্ধ কর্তৃক খৃষ্টীয় একাদশ শতকে বিবচিত। একে আশ্রয় কবে শ্রীলংকার শ্রীমৎ নববিমলবৃদ্ধি স্থবিব "পোরাণটীকা" রচনা কবেছেন এবং শ্রীমৎ স্থমঙ্গলম্বামী "বিভাবনী টীকা" রচনা কবেছেন।

এগুলোকে ভিত্তি কবে পরবর্তীকালে ব্রহ্মদেশে এক বিবাট অভিধর্যসাহিত্য গডে ভঠে। ব্রহ্মদেশের স্থবিব সদ্ধন্মজ্যোতিপাল এব উপব বচনা কবেন "সংখেপ-বর্ণনা" এবং লেডি সয়াড বচনা কবেন "পবমখদীপনী"। আধুনিক যূগে এব শেষ ভাষ্যকাব মহাবাষ্ট্রনিবাসী (কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়েব পালিবিভাগেব সর্বপ্রথম অধ্যাপক)শ্রীমৎ ধুম্মানন্দ কোসম্বী। তাঁব রচনাব নাম "নবনীত টীকা"। গভীব গবেষণাপূর্ণ ভূমিকা ও টীকা-টিপ্পনীসহ লেভি স্যাড্ব "প্ৰমুখদীপনী"ৰ ইংৰেজী অনুবাদ কৰে তদীয় শিশু আরাকানবাসী সোযে জান্ আউং বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। পরবর্তীকালে শ্রীলংকা থেকে প্রকাশিত ডাঃ ডে সিলভাব ইংবেজী অনুবাদ সোয়ে জান আউং এব গ্রন্থেবই হুবহু নকল বলা ঘায়। এবপর কলম্বোব বজিবারামবাসী শ্রীমৎ নাবদ মহাথের A Manual of Abhidhamma নাম দিয়ে অভিধন্মথসংগহেব প্রাঞ্জল ইংরেজী অমুবাদ প্রকাশ কবেছেন। মূলসহ ইংবেজী অমুবাদ এবং সাবগর্ভ ব্যাখ্যা সম্বলিত নাবদ মহাথেবোব গ্রন্থ বিদ্বজ্জনসমাদৃত। ইহা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ খুষ্টাব্দে। পরে এর আবও ৩টি সংস্কবণ প্রকাশিত হয়েছে। স্বর্গীয় স্থভৃতিবঞ্জন বড়ুয়া নাবদ মহাথেবোর এই গ্রন্থথানিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ কবে বাংলা ভাষাভাষী অভিধর্মবদপিপাস্থদেব ক্বতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বাংলা ভাষায় 'অভিধন্মথসঙ্গুহেব' প্রথম বাংলা অনুবাদ প্রকাশ কবেন ১৯৪১ খৃঃ চট্টগ্রামের আবুব্ধিলনিবাসী ডাঃ বামচন্দ্র বড়ুষা। দ্বিতীয় বাংলা অন্থবাদ প্রকাশ করেন মহামূনি পাহাডতলি নিবাসী বীবেক্সলাল মৃৎস্থলি। অধ্যাপক ডক্টর বেণীমাধ্ব বড়ুয়াব ভাষায় "(ডাঃ) বামচক্রের পর প্রবীণ লেথক শ্রীযুক্ত বীবেন্দ্রলাল মুংস্কৃদ্দি অনেকাংশে স্থবোধ্য কবিয়া "অভিধর্মার্থসংগ্রহ" বাঙালী পাঠকেব নিকট উপস্থাপিত কবিয়াছেন সত্য, কিন্তু রামচন্দ্রই ত এবিষয়ে বাংলায় পথপ্রদর্শক।" প্রসন্ধতঃ উল্লেখযোগ্য যে ডাঃ বামচন্দ্র এবং বীবেদ্রবাব্ উভযেই ব্রহ্মদেশে থেকে পালি ও বর্মী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ কবেছিলেন বলেই পালি "অভিধন্মথ্যসঙ্গহেব" মনোগ্রাহী অমুবাদ কবতে পেবেছিলেন। এবপব সম্প্রতি বৌদ্ধপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু শীলানন্দ ব্রহ্মচাবী মহাশয় "অভিধর্ম দর্পণ" (২ থণ্ডে) প্রকাশিত কবেছেন। শীলানন্দবাবুব "অভিধর্ম-দর্পণ" অভিধন্মখ্যসঙ্গহেব ঠিক বঙ্গান্থবাদ ন। হলেও তাবই ছাষা অবলম্বনে বচিত।

যাহোক স্বর্গীয় স্কভৃতিবাবু বহু যত্নসহকাবে নাবদ মহাথেবোব গ্রন্থখানিব প্রাঞ্জন বন্ধান্নবাদ কবে আমাদেব উপহাব দিয়েছেন। তিনি তাঁব অন্থবাদগ্রন্থখানিকে আমাদেব "ধর্মাধাব বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী" থেকে প্রকাশিত কবার জন্ম মৃত্যুব অব্যবহিত পূর্বে আমাদেব হাতে তুলে দিয়েছেন। আমবা চেষ্টা কবেছি যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে তাঁব অমূল্য গ্রন্থখানিকে মৃদ্রিত ও প্রকাশিত কবাব। অভিধর্ম তথা বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে জিজ্ঞান্থ পাঠকসমাজ যদি আমাদেব অনিচ্ছাক্বত মৃদ্রণক্রটিসমূহ উপেক্ষা কবে মূল গ্রন্থেব বদান্বাদনে নিমন্ন হযে উপকৃত হন তাহলে আমাদেব শ্রম ও অর্থব্যব দার্থক হয়েছে বলে মনে কবব। শ্রীতাবা প্রেম এবং কণিকা প্রেমেব সন্থাধিকাবিগণ বন্ধসহকাবে অত্যন্ধ সময়ে এই গ্রন্থেব মৃদ্রণকার্য্য সমাপ্ত কবে আমাদেব ধন্থবাদার্হ হযেছেন।

এই গ্রন্থ প্রকাশেব জন্ম স্বভৃতিবাবৃব স্থযোগ্যা সহধমিণী শ্রীমতী পাবমিতা বড়ুরা, পাঁচ হাজাব টাকা, স্বভৃতিবাবৃব ভ্রাতা সমাজদেবক শ্রীস্থপ্রীতিবঞ্জন বড়ুয়া পাঁচ হাজাব টাকা, শুভাক্স্যায়ী শ্রীশচীন বড়ুয়া ও শ্রীপ্রদীপ বড়ুয়া প্রত্যেকে পাঁচ 'শ টাকা দান কবেছেন। তাঁদেব ক্বতজ্ঞতা জানাবাব ভাষা আমাদেব নেই।

পবিশেষে প্রার্থনা কবি—সমাজদবদী, পবহিতত্রতী, সাধক ও সাহিত্যিক স্বভূতিবাবু তাঁব স্থক্কতির ফল ভোগ কবে নির্বাণশান্তি লাভ কন্দন।

৪ঠা নবেম্বব, ১৯৯১ ১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৯৮ ত্রী স্থকোমল চৌধূরী সাধাবণ সম্পাদক ধর্মাধাব বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী

স্চীপত্ৰ

	পৃষ্ঠা
প্রকাশকেব নিবেদন	10
প্রথম পবিচ্ছেদ	
চিত্ৰস্ংগ্ৰহ বিভাগ	7
দ্বিতীয পবিচ্ছেদ	
চেতসিক-সংগ্রহ বিভাগ	৬৮
ভূ তীয পবিচ্ছেদ	•
পকিপ্পক সংগ্ৰহ বিভাগ	245
চতুর্থ পবিচ্ছেদ	
বীথি সংগ্ৰহ বিভাগ	24.2
পঞ্ম পরিচ্ছেদ	
বীথিমুত্ত সংগ্ৰহ বিভাগ	२०१
ষষ্ঠ পবিচেছদ	•
রূপ সংগ্রহ বিভাগ	२ 8¢
সপ্তম পরিচ্ছেদ	
সমূচ্চয সংগ্ৰহ বিভাগ	् २৮०
অষ্টম পরিচ্ছেদ	
পচ্চয সংগ্ৰহ বিভাগ	900
নবম পরিচ্ছেদ	
কম্মটঠান সংগ্রহ বিভাগ	wit@)

নমো তস্স ভগবতো অবহতো সম্মাসম্বৃদ্ধস্স প্রথম পবিচ্ছেদ

(চিত্তসংগহবিভাগো)

নানা প্রকাব চিত্ত সংগ্রহ

স্থচনা

- সম্মাসম্বৃদ্ধমতুলং—সদদ্ধম্মগণুত্তমং
 অভিবাদিয় ভাসিস্সং— অভিধম্মশ্বসংগহং
 - ১. অতুলনীয় সম্যক্সপ্নুদ্ধ, সদ্ধর্ম ও উত্তম সজ্বকে বন্দনা কবে আমি অভিধর্ম বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা কবব।

ব্যাখ্যা

- (১) এই গ্রন্থের নাম অভিধর্মার্থ সংগ্রহ। অভিধর্ম অর্থে বুঝায়—, উচ্চতব ধর্ম বা বাণী। অর্থ অর্থে—বিষয়বস্তু এবং সংগ্রহ অর্থে সংক্ষিপ্তা—সাব বুঝায়। 'অভি' শব্দকে এখানে অধিকতব গুরুত্ব আবোপ কবে ব্যবহাব কবা হয়েছে যেমন মহান, উৎকৃষ্ট, সর্বোত্তম,
- (২) ধম্ম বা ধর্ম বহু অর্থবোধক শব্দ। ইহা ধব-ধাতু নিষ্পান্ন, ধাবণ কবা, সমর্থন কবা। এখানে ধম্ম শব্দেব অর্থ বাণী রূপে গৃহীত হয়েছে। অত্থসালিনীতে (অর্থকথা) 'অভি'কে 'অতিবেক' উচ্চতব, বৃহত্তব, অতিবিক্ত অথবা 'বিসিট্ঠ' বিশিষ্ট, স্পষ্ট, বিশেষ, সর্বোত্তম অর্থেও গ্রহণ কবা হয়েছে।

অভিধন্ম বা অভিধর্ম অর্থ—উচ্চতব বাণী কাবণ ইহা কোন ব্যক্তিকে বিমুক্তি সোপানে পৌছিয়ে দিতে সক্ষম অথবা ইহা সূত্র পিটক এবং বিনয় পিটকেব শিক্ষাকেও অতিক্রম কবে। সূত্র ও বিনয় পিটকে বৃদ্ধ প্রচলিত শব্দ যথা মান্নুষ, পশু, জীব ইত্যাদি ব্যবহাব কবেছেন। অপব পক্ষে অভিধর্ম পিটকে তিনি প্রত্যেক বিষয়কে স্ক্ষান্নস্ক্রাকপে বিশ্লেষণ কবেছেন এবং গভীবার্থ প্রকাশক বস্তুনিবপেক্ষ শব্দ ব্যবহাব কবেছেন। একপ স্পষ্ট বিশ্লেষণ মূলক বস্তুনিবপেক্ষ পদ্ধতি ব্যবহাব কবাতে তা অভিধর্ম নাম ধাবণ কবেছে।

এরপ গুরুত্বপূর্ণ গভীবার্থ প্রকাশক অধ্যাত্মবাণীব আধিক্য হেতু অথবা তা বিমুক্তি প্রদর্শী বলে অথবা বিষয় বিন্যাসে সর্বোৎকৃষ্ট বিশ্লেষণ মূলক পদ্ধতি অনুসবণ কবা হয়েছে বলে তাকে অভিধর্ম ই বলা হয়।

- (৩) অভিধন্ন—অভিধর্ম পিটক সাত খণ্ড গ্রন্থেব সমাবেশ; যথা ধন্মসঙ্গণি, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্গলপঞ্ঞত্তি, কথাবখু, যমক এবং পট্ঠান।
 - ১। ধন্মসঙ্গণি^২—ধর্মেব শ্রেণীভাগ

এই গ্রন্থ চাব অধ্যাযে বিভক্ত যথা (১) চিত্ত (২) নপ (৩) নিক্থেপ—পূর্ববর্ণিত বিষয়েব সংক্ষেপ সাব (৪) অখ্,দ্ধাব— বিশ্লেষণ।

অভিধর্মের সংক্ষেপসার ২২ তিক মাতিকায (তিন পঙ্ জি যুক্ত গাথায়) এবং ১০০ ছক মাতিকায (ছই পঙ্ জি যুক্ত গাথায) এই গ্রন্থে সংযোগ কবা হয়েছে। এই গ্রন্থের রহৎ অংশে প্রথম তিক মাতিকার (মাতৃকার) বিশদ ব্যাখ্যা তা যথাক্রমে কুসলা ধম্মা, অকুসলা ধম্মা এবং অব্যাক্ত বা কুশল অকুশল

^{5.} The Expositor, Part I p. 3.

R. Buddhist Psychology by Mrs Rhys Davids; Guide Through the Abhidhammapitaka by Ven. Nyanatiloka.

ন্ধপে অনির্দিষ্ট ধর্ম)। এই গ্রন্থেব ১৩ এব অধিক ভানবাব^৩ (২৫০ আবৃত্তিযোগ্য গাথা) এবং সর্বমোট ১০৪,০০০ অক্ষব আছে।

২। বিভঙ্গ--বিভাগ সমূহ

এই গ্রন্থ ১৮ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম তিন অধ্যায়ে ১. পঞ্চন্ধর ২. দ্বাদশ আয়তন ৩. অষ্টাদশ ধাতু বিষয়েব বর্ণনা আছে। এ তিন বিষয় অত্যন্ত প্রযোজনীয়। অন্য বিষয়গুলি হল — ৪ চাব আর্যসত্য ৫. দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয় ৬ প্রতীত্য সমুৎপাদ ৭ চাব শ্বৃতি প্রস্থান ৮. চাব সম্যক প্রধান ৯ চাব ঋদ্ধিপাদ ১০. সপ্ত বোধ্যঙ্গ ১১. অষ্টাঙ্গিক মাগ ১২. ধ্যান ১৩ চাব অপ্রমেয় ১৪ শিক্ষাপদ (শীল) ১১. চাব প্রতিসন্তিদা ১৬. জ্ঞান-বিভঙ্গ ১৭ ক্ষুদ্রবস্তু বিভঙ্গ (চিত্তেব অকুশল অবস্থার দীর্ঘ বর্ণনা) ১৮. ধর্ম-হাদ্য বিভঙ্গ (পূর্ব বিষয়েব সংক্ষেপ বর্ণনা)।

প্রায প্রতি বিভাগ তিন অংশে বিভক্ত যথা সূত্র মতে ব্যাখ্যা, অভিধর্ম মতে ব্যাখ্যা এবং প্রশ্নোত্তবচ্ছলে ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থ ২৪০,০০০ অক্ষবযুক্ত এবং পঁয়ত্রিশ ভানবাবে সমাপ্ত।

৩। ধাতুকথা –ধাতু সম্বন্ধে আলোচনা

ŧ

এই গ্রন্থেব আলোচ্য বিষয় হল—ক্ষন্ধ, আয়তন এবং ধাতু ধর্মগুলিব সঙ্গে অন্তর্ভু কিবা অন্তর্ভু কি নয় অথবা সম্পর্কিত কি বা সম্পর্কিত নয় গ এই গ্রন্থ চৌদ্দ অধ্যায়ে (৪৮,০০০ অক্ষব যুক্ত) এবং ছয় ভানবাবে সমাপ্ত।

আলোচনা পদ্ধতি নিয়ে বিচাব কবতে গেলে এ গ্রন্থ সূত্র পিটকেব অঙ্গুত্তব নিকায় পর্যাযভুক্ত। বহুবিধ ধর্ম বিষয়কে বাদ দিয়ে কেবল মাত্র নানা প্রকাব পুক্ষ বিশেষেব বর্ণনা এই গ্রন্থে সন্নিবেশ কবা হয়েছে। এই গ্রন্থ দশ অধ্যায়ে সমাপ্ত। প্রথম অধ্যায়ে এক ব্যক্তি

ত ভানবার = ২৫০ গাথা, গাথা = চার পঙ্ক্তি = ৮ অক্সর, এক ভানবার = ৮০০০ অক্সর।

বিষয়ে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে যুগল ব্যক্তি বিষয়ে, তৃতীয় অধ্যায়ে তিন ব্যক্তি-বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পববর্তী অধ্যায়গুলিতে এক এক অধিক ব্যক্তিকে গ্রহণ কবে তাঁদেব সম্বন্ধে আলোচনা কবা হয়েছে। এই গ্রন্থ ৪০,০০০ অক্ষব যুক্ত এবং পাঁচ ভানবাবে সমাপ্ত।

ে। কথাবথ, বিকদ্ধ ধর্মবাদীদেব অধর্ম মতবাদ খণ্ডন

এই গ্রন্থেব বচয়িতা হলেন মোগ্ গলিপুত্ত তিস্স স্থবিব। সমাট ধর্মাশোকেব বাজত্বকালে তাঁব আবির্ভাব হয়। খুষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তিনি তৃতীয় মহাসঙ্গীতিব সভাপতি ছিলেন। এই সঙ্গীতি পাটলীপুত্র নগবে (বর্তমান পাটনা) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বুদ্ধবাণীব প্রমাণ দ্বাবা বিকদ্ধবাদীদের অধর্ম মতবাদ খণ্ডন এই গ্রন্থেব বিষয়বস্তু। তৃতীয় মহাসঙ্গীতিতে এই গ্রন্থ অভিধর্মভুক্ত কবা হয়।

অর্থসালিনী (অথসালিনী) নামক টীকা গ্রন্থে বলা হয়েছে কথাবখু গ্রন্থে এক হাজাব সূত্র বিজ্ঞমান—তাতে বয়েছে ৫০০ ধর্মবাদী এবং ৫০০ অধর্মবাদী সূত্র। আকাবে ইহা প্রায় দীঘ নিকায়েব সমান। এই গ্রন্থে ২১৬ ধর্মবিকদ্ধ মতবাদ সহ তেইশ অধ্যায়ে সমাপ্ত।

৬। যমক - যুগল প্রশ্ন ও উত্তব

এই গ্রন্থের বিষয় বিস্থাস থেকেই এ নাম ধাবণ কবেছে। বেমন 'হেতু' বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম যমকঃ সকল কুশল ধর্ম কি কুশল হেতুক ? সকল কুশল হেতুক কি কুশল ধর্ম ? ইত্যাদি।

এই গ্রন্থ দশ অধ্যায়ে বিভক্ত, যথা ১। মূল যমক (কুশল, অকুশল, অব্যাকৃত সম্বন্ধে) ২। স্কন্ধ যমক ৩। আয়তন যমক ৪। ধাতু যমক ৫। সত্য যমক ৬। সংস্কাব যমক ৭। অনুশয় যমক ৮। চিত্ত যমক ৯। ধর্ম যমক ১০। ইন্দ্রিয় যমক। এই গ্রন্থ ৯৬০,০০০ অক্ষব যুক্ত এবং ১২০ ভানবাবে সমাপ্ত।

৭। পট্ঠান – প্রধান কাবণ (সম্বন্ধ)

ইহা অভিধর্ম পিটকেব একটি অত্যাবশ্যকীয় এবং বিশালকায় গ্রন্থ। কোন ব্যক্তি যদি এই গ্রন্থ ধৈর্য সহকাবে পাঠ কবেন তবে তিনি বুদ্ধেব সর্বজ্ঞতাজ্ঞান এবং গভীব অন্তর্পৃষ্টিমূলক বিদর্শন প্রজ্ঞাব শতমুখে প্রশংসা না কবে পাবেন না। ইহাতে সন্দেহ প্রকাশেব কোন অবকাশ নেই যে এই গ্রন্থ প্রণযনকাবী নিশ্চিত একজন গভীব মনস্তাত্ত্বিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি বই আব কেহ নন্।

পট্ঠান শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে 'প' (বছতব) পূর্ব ক 'টঠান' (সম্বন্ধ) বা সাহায্যকাবী কাবণ (পচ্চয়) থেকে। এ নামে অভিহিত হওয়াব কাবণ হল—এই গ্রন্থে ২৪ প্রকাব প্রধান (সম্বন্ধ) এবং ধন্মসঙ্গণিব তিক এবং ছক অর্থাৎ তিন বা ছই পঙ্জিযুক্ত গাথাগুলিও তৎসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এই বিষয়গুলি অভিধর্ম পিটকেব সাববস্তা।

এ গ্রন্থের আবশ্যকতা এত অধিক যে ইহাকে তাই 'মহাপকবণ' বা বৃহত্তব গ্রন্থ বলা হয়। অঅসালিনীব একপ বর্ণনা অমুসাবে এ গ্রন্থের গভীবন্থ প্রকাশিত হয়: তিনি (বৃদ্ধ) ধন্মসঙ্গণি বিষয় চিন্তাকালে তাব দেহ হতে ষড় রশ্মি বিচ্ছুবিত হয়নি। সেকপ অহা পাঁচ খণ্ড অভিধর্ম-গ্রন্থ ভাবনা কালেও তা হয়নি। কিন্তু যখন তিনি 'মহাপকবণ' বিষয়ে মনঃসংযোগ কবে ২৪ প্রকাব সার্বিক প্রধান কাবণ সম্বন্ধে চিন্তা এবং বিষয় বিহাস ইত্যাদি আবস্তু করেন তখন বাস্তবিকপক্ষে তাঁব সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রকাশেব স্থযোগ হয়েছিল এবং তখন তাঁব দেহ থেকে ব্যুবর্ণবিশ্মি নির্গত হয়েছিল। ও

^{8.} এবিষয়ে পরবর্তী পরিচ্ছেদে যথাস্থানে ব্যাখ্যা করা হবে ৫ GuideThrough The Abhidhammpaitaka (Nyanatiloka), Buddhist Psychology, Introduction to the Expositor, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Foreword to the Tikapatthana Text.

অভিধন্মখা

(বিষয়-বস্তু)

- তথ বৃত্ত' অভিধম্মখা—চতুধা পবমখতো
 চিত্তং চেতসিকং ক্পং—নিব্বানং ইতি সব্বথা।
- প্রমার্থ প্রকাশ অভিপ্রাযে তিনি যে অভিধর্ম ব্যক্ত কবেন
 তা চাব প্রকাব যথা চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ।

ব্যাখ্যা

(৪) সত্য—সত্য ছই প্রকাব – সম্মূতি সত্য (বা ব্যবহাবিক সত্য) ও প্রমার্থ সত্য । যা সাধাবণতঃ ব্যবহাবিকরপে সত্যাকাবে প্রচলিত তা সম্মূতি সত্য, যা প্রম সত্য তা'ই প্রমার্থ সত্য ।

দৃষ্টান্তঃ টেবিলেব উপবিভাগেব মস্থাতা বা আমবা দেখি তা সম্মুতি বা ব্যবহাবিক সত্য। পারমার্থিক সত্য হিসেবে আপাতঃ দৃশ্যমান উপরিভাগেব মস্থাতা হল শক্তি এবং গুণ বা অন্য অর্থে কম্পন ব্যতীত আব কিছু নয়।

একজন বৈজ্ঞানিক সাধাবণ উদ্দেশ্যে 'জল' শব্দ ব্যবহাব কবেন।
কিন্তু গবেষণা গৃহে তিনি বলেন H²O (হাইড্রোজেন ২ ও অক্সিজেন)।
সেই একই প্রকাবে বৃদ্ধ সূত্র পিটকে ব্যবহাবিক প্রথায় যথা পুক্ষ,
নাবী, জীব, আত্মা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহাব কবেছেন। কিন্তু অভিধর্ম
পিটকে তাব বচনভঙ্গী ভিন্ন। এখানে তিনি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি
অনুসবণ কবেছেন এবং পবম সত্য জ্ঞাপক শব্দ যথা ক্ষন্ধ, ধা হু, আযতনঃ
ইত্যাদি ব্যবহাব কবেছেন।

প্রমথ (প্রমার্থ) শব্দটি অভিধর্মে এক মহান অর্থব্যঞ্জক গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। ইহা প্রম এবং অথ (অর্থ) শব্দদ্বয়ের সংযুক্তি। প্রম বলতে বুঝায—অবিপ্রীত, নিবর্তিত (নিব্রুট্টিত) এবং অথ বলতে বুঝায় বিষ্য বা বস্তু। স্বত্বাং প্রমার্থ অর্থে বুঝায়—অবিপ্রীত বা নিবর্তিত বিষয়। নিবর্তিত শব্দকে প্রমার্থেব নিকটবর্ত্তী শব্দকপে ব্যবহাব কবা যায়। যদিও অবিপ্রবীত শব্দ এখানে ব্যবহাব কবা হয়েছে তবুও এ শব্দ দ্বাবা সকল প্রমার্থকে চিবস্থায়ী বা নিত্য (অপ্রবির্তনীয়) বুঝায় না।

দৃষ্টান্তঃ একটি পিতল নির্মিত পাত্র পবমার্থ নয। ইহাব প্রতিমুহূতে পবিবর্ত ন হচ্ছে, এবং তাকে অন্যক্ষপ কাৰুকার্য কবা পাত্রেও পবিবর্ত ন কবা যায়। এই উভয বস্তুকে বিশ্লেষণ কবে তাদেব মৌলিক জডশক্তি এবং গুণে পবিণত কবা যাকে অভিধর্মে 'কাপ পবমার্থ' বলা হয়। তাবাও পবিবর্ত নশীল, তৎসন্ত্বেও তাদেব বিশিষ্ট লক্ষণগুলি কপেব (জড় পদার্থেব)। এই বিশিষ্ট লক্ষণগুলি পিতল পাত্রেব হোক বা বঞ্জিত পাত্রেব হোক তা একবকম , তবুও ষে কোন সংমিশ্রণে নির্মিত হোক না কেন তাবা কিন্তু সেই একছকে বন্ধা কবে—তাই অর্থকথায় 'পবম'কে 'অবিপবীত' বা সত্যক্ষপে বর্ণিত হয়েছে। অথ শব্দ ইংবেজী ভাষায় বহু অর্থ জ্ঞাপক 'বস্তুকে' বুঝায়। এখানে অথ শব্দ দ্বাবা অর্থ বা মর্ম প্রকাশক শব্দকপে ব্যবহৃত হয়নি।

প্রমার্থ বা নিবর্ভিত সত্য চাব প্রকাব। এ চাব সত্য লৌকিক এবং লোকোত্তব সর্ব বিষয় বা বস্তুকে বুঝায়।

জীব লৌকিক, নির্বাণ লোকোন্তব। জীব নাম-কপেব সমাবেশ।
অভিধর্মে মৌলিক জড় পদার্থ এবং জড় পদার্থে ব পবিবর্তন এ উভয়কে
কপ বলা হয়। অপবপক্ষে কপকে ২৮ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।
এ বিষয়ে পববর্তী পবিচ্ছেদে বিশেষকপে ব্যাখ্যা কবা হবে। 'নাম'
বলতে চিন্ত এবং চৈতসিক উভয়কে বুঝায়। এ পুস্তকেব দ্বিতীয়
পবিচ্ছেদে চৈতসিক বিষয়ে আলোচনা কবা হয়েছে যাব সংখ্যা ৫২।
তাদেব মধ্যে একটি হল বেদনা (অনুভূতি)। অপবটি হল সঞ্জ্ঞা
বা সংজ্ঞা (বিষয় যে কপে ইন্দ্রিয়দাবে প্রকটিত হয় সে কপে জানা)।
অবশিষ্ট ৫০ চৈতসিককে যুক্তভাবে 'সঙ্খাব' বা সংস্কাব (মানসিক বৃত্তি)
বলা হয়, এ সকল সংস্কাবেব আধাব হল 'বিঞ্ঞান' বা চিন্ত। এই
পবিচ্ছেদেব আলোচ্য বিষয় বিজ্ঞান।

পূর্ব বিশ্লেষণ অনুযায়ী জীব পঞ্চর্কর (পঞ্চক্খর) দ্বাবা গঠিত, ষথা কপ (জড় পদার্থ), বেদনা (অনুভূতি), সঞ্ঞা (সংজ্ঞা, প্রথম প্রকটিত জ্ঞান), সঙ্খাব (সংস্কাব) এবং বিঞ্ঞান (চিত্ত বা মন)।

চিত্ত, চৈতসিক ৮ প্রকাব লোকোত্তব চিত্ত এবং তাদেব চৈতসিক ব্যতীত) এবং রূপ লোকিক বা লোকীয় এবং নির্বাণ লোকোত্তর। লোকোত্তব নির্বাণই কেবলমাত্র প্রথম সত্য। ইহাই বুদ্ধবাণীব চরম লক্ষ্য। অন্য তিন বিষয়কে তাদেব বিভ্যমানতা (বিজ্জমান ধম্মা) হেতু সত্য বলা হয়। তাছাড়া তাবা অপরিবর্তনীয়, অবিপবীত এবং নির্বাভিত বিষয়। তাদেব সম্পর্কিত বিষয় আমাদেব ভিতর এবং বাহিব নিয়ে।

প্রথম প্রমার্থ বা সত্য হল চিত্ত। ইহা চিত্তি ধাতু নিম্পন্ন, চিন্তা করা। অর্থকথা অনুসাবে চিত্ত হল—ষা বিষয়কে জানে (চিন্তেতি, বিজানাতি)। ইহা কোন বিষয়েব চিন্তা করে, এ অর্থে কিন্তু ব্যবহার করা হয় নি। অভিধর্ম অনুসারে চিন্তের উত্তম সংজ্ঞা হল—বিষয়কে জানে (বা অবগত হয়) কারণ বিষয়কে জানার জন্ম আত্মারূপে কোন জ্ঞাতা নেই।

চিত্ত, চেত্ত, চিত্ত,প্পাদ, নাম, মন, বিঞ্ঞান প্রভৃতি শব্দ এক অথে ব্যবহৃত হয়। তাই অভিধর্ম অনুসাবে মন এবং চিত্তেব মধ্যে কোন পবথ কবা হয়নি। যখন কথিত জীবকে তুই ভাগে ভাগ কবা হয় (নামৰূপ) তখন 'নাম' ব্যবহাব কবা হয়; আব যখন পঞ্চত্ত্বন্ধ পো ভাগ কবা হয় তখন 'বিঞ্ঞান' বা বিজ্ঞান ব্যবহাব কবা হয়, যখন 'চিত্ত' শব্দ ব্যবহাব কবা হয় তখন নানাবিধ চিত্তশ্রেণীকে নির্দেশ কবে। বিক্ষিপ্তক্ষেত্রে সাধাবণভাবে মনকে চিত্ত এবং মন ৰূপে বাববাব ব্যবহাব কবা হয়েছে।

অন্য তিন প্ৰমাৰ্থ বিষয় যথাস্থানে আলোচনা কৰা হবে।

৬ চিন্ত সম্বন্ধে Mr. Aung এব Compendium of Philosophyর ভূমিকা দেখুন। তাতে আরও বিস্তৃত বর্ণনা আছে

চতুব্বিধানি চিত্তানি

চিত্ত চতুর্বিধ বা চাব শ্রেণীব

- ৩. তথ চিত্তং তাব চতুব বিধং হোতি :—
 - ১। কাঁমাবচবং ২। রূপাবচবং ৩। অরূপাবচবং
 - ৪। লোকুত্তবং চা'তি।
- ৩. তাদেব মধ্যে চিত্ত প্রথমত চাব প্রকাব—
 - ১। কামলোকীয চিত্ত ২। কপলোকীয় চিত্ত ৩। অকপ-লোকীয় চিত্ত ৪। লোকোত্তব চিত্ত।

বাাখা

(৫) কাম অর্থে ব্ঝায় ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয় কাম-বিষয় ভোগের ইচ্ছা বা কামনা, যথা রূপ, শব্দ, গন্ধ, বস এবং স্পৃশ্য বিষয়। কাম অর্থে ১১ প্রকাব লোকীয় সচেতন জীব (স্তব)কেও ব্রঝায়, যথা চাব প্রকাব অপায় (নবক, অসুব, প্রেভ, পশুরা তির্যক্) ভূমি, মনুষ্য ভূমি এবং ছয় দেবভূমি।

'অবচব' শব্দেব অর্থ যা ঘূবে বেডায় বা যাতাযাত কবে। তা হলে কামাবচব অর্থে বুঝায় যা সাধাবণতঃ লোকীয় কামাবচব ভূমিতে ঘূবে বেডায় অথবা বা সেই ভূমিব-ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় বিষয়েব সঙ্গে সংযুক্ত। এ চিত্তগুলি সাধাবণতঃ সকল সময় উক্ত ১১ প্রকাব লোকীয় (কামাবচব ভূমিতে) উৎপন্ন হয়।

(৬) নপাবচব, অনপাবচব বলতে বুঝায যা (যে চিন্তু) নপ এবং অনপ ধ্যানেব সঙ্গে যুক্ত অথবা যা নপ এবং অনপ ভূমিতে বিচবণ কবে (বা উৎপন্ন হয়)।

বপলোক (বা ভূমি) হল, ষেখানে বপধ্যান লাভী ব্যক্তিগণ উৎপন্ন হন। এখন প্রশ্ন হতে পাবে—কপলোকে স্বর্গ বা দেবলোকেব ন্যায় স্ক্রার্ক দেহেব অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও কপলোককে পৃথককপে গণ্য কবা হল কেন ? এ ব্যাপাবে অর্থকথাব ব্যাখ্যা হল—কপলোকেব জীবগণ পৃথিবী, আপ, তেজ ইত্যাদি কপকে আলম্বন (বিষয়) কপে গ্রহণ কবে ধ্যান উৎপন্ন কবেন এবং সে স্তবে উৎপন্ন হন—তাই পৃথককপে গণ্য কবা হয়।

অবপলোক (বা ভূমি) হল, যেখানে ব্যপদেহেব বিভ্যমানতা নেই। ধ্যানশক্তি দ্বাবা তাঁদেব মনই কেবলমাত্র এই স্তবে বিভ্যমান থাকে।

সাধাবণতঃ মনকে বাপদেহ থেকে পৃথক কবা যায় না কিন্তু চিক্তশক্তি প্রভাবে বিশেষ ক্ষেত্রে তা কবা যায় যেমন চুম্বকশক্তি দারা
একখণ্ড লোহকে বাযুতে স্থিব বাখা যায়।

(৭) লোক + উত্তব = লোকোত্তব। এ ক্ষেত্রে 'লোক' অর্থ হল পঞ্চম্বন্ধ এবং উত্তব অর্থে উর্ধ, অতীত বা দূবে অথবা উত্তবণ কবে। এই লোকোত্তব চিত্ত ব্যক্তিকে এই বিশ্বেব নাম কপ (মন দেহ) থেকে উত্তবণ কবে (বা উর্ধে উত্তোলন কবে)। প্রথম তিন শ্রেণীব চিত্তকে লোকীয় বা লোকিক চিত্ত বলা হয়।

কামাবচর-চিত্তানি

কামাবচৰ (বা লোকীয়) চিত্ত

- (ক) অকুসল-চিত্তানি-১২
- (ক) অকুশল চিত্ত-১২
- ৪. তথ কতমং কামাবচবং ?
- ১। সোমনস্স-সহগতং দিট্ঠিগতসম্পযুক্তং অসংখাবিকং একং
- ২। সোমনস্স-সহগতং দিট্ঠিগতসম্পযুত্তং সসংখাবিকং একং
- ৩। সোমনদ্দ-সহগতং দিট্ঠিগতবিপ্পযুক্তং অসংথাবিকং একং
- ৪। সোমনস্স-সহগতং দিট্ঠিগতবিপ প্যুক্তং সসংখাবিকং একং
- ৫। উপেক্খা-সহগতং দিট্ঠিগতসম্পযুক্তং অসংখাবিকং একং
- ৬। উপেকৃখা-সহগতং দিট্ঠিগতসম্পযুক্তং সসংখাবিকং একং
- ৭। উপেক্থা-সহগতং দিট্ ঠিগতবিপ্ পযুক্তং অসংথাবিকং একং
- ৮। উপেকৃথা সহগতং দিট্ঠিগতবিপ**্**পয়ৃত্তং সসংখাবিকং
 - একং'তি ইমানি অটঠ'পি লোভসহগতচিত্তানি নাম।
- ৯। দোমনস্স-সহগতং পটিঘসম্পযুক্তং অসংখাবিকং একং
- ১০। দোমনস্স-সহগতং পটিঘসম্পযুত্তং সসংখাবিকং একং'তি ইমানি দ্বে'পি পটিঘসম্পযুত্তচিত্তানি নাম।
- ১১। উপেক্থা-সহগতং বিচিকিচ্ ছাসম্পযুক্তং একং
- ১২। উপেক্খা-সহগতং উদ্ধচ্চসম্পয়্তং একং'তি
 ইমানি দ্বে'পি মোমূহচিত্তানি নাম। ইচ্চে'বং সব্বথা'
 পি ঘাদসাকুসল-চিত্তানি সমন্তানি।

অট্ঠধা লোভমূলানি—দোসমূলানি চ দ্বিধা মোহমূলানি চ দে'তি—দাদসাকুসলা সিযুং।

- তাদেব মধ্যে কামাবচব চিত্ত কি ?
 আট লোভমূলক চিত্ত—
- ১। যে এক চিত্ত (ষড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েব কথা নাপ, শব্দ, গন্ধ, বস, স্পৃশ্য এবং ভাব বা চিন্তনীয় বিষয়েব যে কোন একটিকে আলম্বন কবে) স্বীয় স্বভাব হেতু বা স্বতঃফূর্তভাবে, হঠাৎ (অসংস্কাবিক চিত্ত), অনুভূত আনন্দ সহকাবে (সোমনস্থা সহগত), মিথ্যাদৃষ্টিগত হয়ে (দৃষ্টিসম্প্রযুক্ত) (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ালম্বনকে শুভ, মুখ, নিত্য, আত্মা মনে কবে) উৎপন্ন হয়।
 - ২। যে এক চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে (সসংস্কাবিক চিত্ত), অমুভূত আনন্দ সহকাবে (সৌমনস্থ-সহগত), মিথ্যাদৃষ্টগত হযে (দৃষ্টিসম্প্রযুক্ত) উৎপন্ন হয।
 - ৩। যে এক চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু (অসংস্কাবিক চিত্ত), অনুভূত আনন্দ সহকাবে (সৌমনস্থ সহগত), মিথ্যাদৃষ্টিগত না হয়ে (দৃষ্টিবিপ্রযুক্ত) উৎপন্ন হয়।
 - ৪। যে এক চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে (সসংস্কাবিক চিত্ত), অনুভূত আনন্দ সহকাবে (সৌমনস্থ-সহগত), মিথ্যাদৃষ্টিগত না হয়ে। দৃষ্টিবিপ্রযুক্ত) উৎপন্ন হয়।
 - ৫। যে এক চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু (অসংস্কাবিক চিত্ত), উপেক্ষা সহকাবে বা নিবপেক্ষভাবে (উপেক্ষা সহগত), মিথ্যাদৃষ্টিগত হয়ে (দৃষ্টিসম্প্রযুক্ত) উৎপন্ন হয়।
 - ৬। যে এক চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎ্সাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে (সসংস্কাবিক চিত্ত), উপেক্ষা সহকাবে (উপেক্ষা-সহগত), মিথ্যাদৃষ্টিগত হয়ে (দৃষ্টিসম্প্রযুক্ত) উৎপন্ন হয়।
 - ৭। যে এক চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু (অসংস্কাবিক চিত্ত), উপেক্ষা সহকাবে (উপেক্ষা সহগত), মিথ্যাদৃষ্টিগত না হয়ে (দৃষ্টিবিপ্রযুক্ত) উৎপন্ন হয়।
 - ৮। যে এক চিত্ত আলম্বনেব শুতি নিজ বা পবেব উৎসাহ-

উত্তেজনা সাপেক্ষে (সসংস্থাবিক চিত্ত), উপেক্ষা সহকাবে (উপেক্ষা সহগত), মিথ্যাদৃষ্টিগত না হযে (দৃষ্টিবিপ্রযুক্ত) উৎপন্ন হয । এই আট প্রকাব চিত্ত লোভমূলব ।

ছুই দ্বেষমূলক চিত্ত—

১। যে এক চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু (অসংস্কাবিক চিত্ত), হুৰ্মনতা (অপ্রিয় অনিষ্টভাব) সহকাবে (দৌর্মনস্থ সহগত), পটিয় (দ্বেয় বা হনন ইচ্ছা) সহ (পটিযসম্প্রযুক্ত) উৎপন্ন হয়।

১০। যে এক চিত্ত নিজ বা পবেব উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে । অসংস্কাবিক চিত্ত), ত্বৰ্ম নতা সহকাবে (দৌম নস্য সহগত), পটিঘ সহ । (পটিঘসম্প্রযুক্ত) উৎপন্ন হয়।

এই ছই প্রকাব চিত্ত দ্বেষমূলক।

ছই মোহমূলক চিত্ত—

১১। যে এক চিত্ত উপেক্ষা সহকাবে (উপেক্ষা সহগত), . বিচিকিৎসা বা সন্দেহ (বিচিকিৎসা সম্প্রযুক্ত) সহ উৎপন্ন হয।

১২। যে এক চিত্ত উপেক্ষা সহকাবে (উপেক্ষা সহগত), ওদ্ধত্য -বা চঞ্চলতা (ঔদ্ধত্য সম্প্রযুক্ত) সহ উৎপন্ন হয়।

এই ছুই চিত্ত মোহমূলক।

বাব প্রকাব অকুশল চিত্ত বর্ণনা এপর্যন্ত।

সংক্ষিপ্তাকাবে

আট চিত্ত লোভমূলক, হুই চিত্ত দ্বেম্লক এবং হুই চিত্ত মোহমূলক। সর্বমোট বাব অকুশল চিত্ত।

ব্যাখ্যা—

চার শ্রেণীব চিত্ত

(৮) অকুশল, কুশল, বিপাক, ক্রিয়া

পূর্ব অন্নপবিচ্ছেদে স্তব ভেদে চাব শ্রেণীব চিত্ত, যেন্সপে যেস্তবে (ভূমিতে) অন্নভূত হয় তা বিস্তৃতভাবে ভাগ কবে দেখান হযেছে L

তাদেব স্থ্যকৃতি বা স্থভাব অনুসাবে তাবা নিজেদেব চাব শ্রেণীতে বিভক্ত কবেছে, তাদেব মধ্যে যে সকল অকুশল চিত্ত আছে তা লোভ, দেব এবং মোহ থেকে উৎপন্ন হয়। তাদেব বিপবীত চিত্ত হল কুশল চিত্ত কাবণ তাবা অলোভ, অদেব এবং অমোহ হেতুব সঙ্গে যুক্ত। পূর্ববর্তী চিত্তগুলি অকুশল কাবণ তাবা অনিষ্ট (অমনোজ্ঞ) বিপাক (অনিট্ঠ বিপাক বা ছঃখদ ফল) প্রদান করে আব পববর্তী চিত্তগুলি কুশল কাবণ তাবা ইষ্ট (মনোজ্ঞ) বিপাক (ইট্ঠ বিপাক বা স্থখদ ফল) প্রদান করে আব পববর্তী চিত্তগুলি কুশল কাবণ তাবা ইষ্ট (মনোজ্ঞ) বিপাক (ইট্ঠ বিপাক বা স্থখদ ফল) প্রদান কবে। কুশল এবং অকুশল উভয় চিত্ত যা সম্পাদন কবে তাকে পালিতে কর্ম বলা হয়। এই কুশল এবং অকুশল চিত্তকৃত কর্মে ব যে অনিবার্য বিপাক বা ফল উৎপন্ন হয় তাকে বিপাক চিত্ত বলা হয়। ইহা হাদযঙ্গম কবতে হবে যে কর্ম এবং বিপাক সম্পূর্ণনপে নানসিক (ঘটনা)। চতুর্থ বক্ম চিত্তকে ক্রিয়া চিত্ত বলা হয়। কাবণ তা কর্ম কাত্র ক্রিয়ানপে পর্যবসিত হয়।

(৯) তিন মূল (হেতু)—লোভ, দ্বেন, মোহ অকুশলমূল। তাদেব বিপবীত হল কুশলমূল।

লোভ √ লুভ্ ধাতু নিষ্পান্ন, লেগে থাকা, জডিয়ে থাকা —কামনা-বাসনা ৰূপেও অনুবাদ কবা হয়। কোন বিদ্বান ব্যক্তি 'লোভ' ৰূপেও ভৰ্জনা কবেন।

ইন্দ্রিযগ্রাহ্য কাম্য বিবয়ে সাধারণতঃ কামনা বাসনা উৎপন্ন হয়। বিষয় অকাম্য হলে বস্তুতঃ দেব উৎপন্ন হয়।

পালি ভাষায় দ্বেৰ শব্দেব প্ৰতিশব্দ হল—দোস বা পটিঘ, দোস থছুস্ ধাতু নিষ্পন্ন, অসন্তুষ্ট হওযা। পটিঘ শব্দেব উৎপত্তি 'পটি' পূৰ্বক থঘ (হন) ধাতু থেকে, হনন কবা, আঘাত কবা, সংস্পর্শে আসা। দ্বেব, বিদ্বেষ শব্দগুলি 'পটিঘ' শব্দেব স্থলে ব্যবস্থাত হয়।

মোহ শক্ষেব উৎপত্তি √মূহ ধাতু থেকে, সংশ্য যুক্ত হওযা। ইহা ইষ্টানিষ্ট বোধেব অভাব, অজ্ঞানতা, বিভ্রান্তি ইত্যাদি। মোহ বিষয়কে আচ্ছন্ন বা আবৃত কবে এবং মনকে আবদ্ধ কবে, মোহকে অবিদ্যা ৰূপেও ভৰ্জমা কৰা হয়।

অভিধর্ম অনুসাবে মোহ সকল প্রকাব অকুশলেব সঙ্গে যুক্ত থাকে। লোভ এবং দ্বেষ একসঙ্গে উৎপন্ন হয় না, তাবা সর্বদা মোহেব সঙ্গে যুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয়। অপবপক্ষে মোহ একাই উৎপন্ন হয়— তাই মোহকে 'মোমূহ' বলা হয়, অর্থাৎ প্রচণ্ড বা ঘনীভূত মোহ প্রমুষ্টিত থাকা।

উক্ত ভিন অকুশল মূলেব সম্পূর্ণ বিপবীত হল—তিন কুশলমূল। কেবলমাত্র অকুশল তাদেব মধ্যে বিজমান থাকেনা এমন নয়, নিশ্চিত কুশলেব কাবণও তাদেব মধ্যে উপস্থিত থাকে। অলোভকে কেবলমাত্র কামনা বা বাসনাহীনতা বুঝায না, দানশীলতাকেও বুঝায। অদ্বেষকে শুধুমাত্র দ্বেষ বা বিদ্বেষহীনতা বুঝায না, শুভেচ্ছা, পবোপকাবিতা এবং মৈত্রীকেও বুঝায। অমোহকে কেবল মোহহীনতা বুঝায় না, জ্ঞান বা প্রজ্ঞাকেও বুঝায।

(১০) বেদনা (অনুভূতি)

বেদনা, কেহ কেহ বলেন ইন্দ্রিযানুভূতিই চৈতসিক (বা চিত্তবৃত্তি)
যা সকল প্রকাব চিত্তেব সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্রধানত বেদনা তিন
প্রকাব যথা সৌমনস্থ বা মানসিক স্থখবেদনা, দৌম নস্য বা
মানসিক ছঃখবেদনা এবং উপেক্ষা (বা উপেক্ষাবেদনা, চিত্তেব
নিবপেক্ষতা বা তত্রমধ্যস্থতা বা যা স্থখও নয়-ছঃখও নয়)। শাবীবিক
স্থখবেদনা সহ বেদনা সর্বমোট পাঁচ প্রকাব।

সৌমনস্থ গুণবাচক বিশেয়—'মু' (উত্তম) এবং 'মন' দ্বাবা গঠিত। সাধাবণ অর্থে স্থমনতা বা স্থখময় বেদনা। দৌর্মনস্য শব্দ 'হু' (খাবাপ) 'মন' দ্বাবা গঠিত। অর্থ হল—হুম নতা বা তুঃখময বেদনা। তৃতীয় বেদনা হল, উপেক্ষা বা নিবপেক্ষ বেদনা (স্থখও নয়—ছঃখও নয়)। নিবপেক্ষতা এখানে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহাব কবা হয়েছে। কিন্তু তা অক্সমনস্কতা অর্থে ব্যবহাত হয়নি। স্থখ 'সু' (সহজ) এবং 'খ' (বহন কবা, সহ্য কবা) দ্বাবা গঠিত।

যা সহজে সহ্য কবা যায় তাই সুখ। ছংখ 'ছ' (কঠিন, ব্যথা, কণ্ঠ) এবং 'থ' (বহন কবা, সহ্য কবা) অর্থাৎ যা কণ্ঠ সহকাবে সহ্য করা যায় তা'ই ছংখ। এই উভয় বেদনাই শারীবিক। অভিধর্ম অনুসাবে কেবলমাত্র এক প্রকার চিত্ত আছে যা সুখসহগত এবং অন্যটি ছংখসহগত। ছই চিত্ত দৌর্মনস্য সহগত। ৮৯ চিত্তেব মধ্যে অবশিষ্ট ৮৫ চিত্ত সুখ অথবা উপেক্ষা সহগত।

সৌমনস্য (স্থমনতা), দৌম নস্য (ছ্ম নতা) এবং উপেক্ষা (নিবপেক্ষতা) বাস্তবিকই মানসিক স্থখ এবং ছঃখ বাস্তবিক পক্ষে শাবীবিক বা কায়িক। একাবণে (কায় স্পর্শে) উপেক্ষা (বেদনা) নেই; অভিধর্ম অনুসাবে তাই (কায়ে বা দেহে কেবল) প সুখ এবং ছঃখ অনুভূত হয়।

(১১) मृष्टि (पिछे ्छि)---

দৃষ্টি √দিন্ ধাতৃ থেকে উৎপন্ন, দেখা অন্নভব কবা। দৃষ্টিকে সাধাবণতঃ ধারণা বিশ্বাস, অভিমত বপে অন্নবাদ কবা হয়। সম্যক্ গুণযুক্ত হলে এ শব্দেব অর্থ হয—সম্যক্দৃষ্টি অথবা সত্য বিশ্বাস; মিথ্যা যুক্ত হলে ইহাব অর্থ হয়—মিথ্যাদৃষ্টি বা অসত্য বিশ্বাস, এখানে দৃষ্টি মিথ্যাদৃষ্টি বপে ব্যবহৃত হযেছে।

(১২) সাংস্কাবিক (সংখাবিক)-

এ শব্দ অভিধনে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহাব কবা হয়েছে। এ শব্দ 'সং', (উত্তম) এবং √কব, (কবা, আয়োজন কবা, সম্পন্ন করা) ধাতু থেকে উৎপন্ন। সাধারণতঃ বুঝায়—সম্পন্ন কবে, তৈয়াব কবে, আয়োজন কবে।

ধর্ম শব্দেব ক্যায় সংস্কাব শব্দেব অর্থও ব্যাপক। ইহার প্রকৃত অর্থ বিষয় পবিপ্রেক্ষিতে জ্ঞাত হওয়া।

যখন সংস্কার পঞ্চমদ্ধেব একটি স্বন্ধৰূপে ব্যবহৃত হয় তখন ইহাব দ্বাবা বেদনা ও সংজ্ঞা ব্যতীত অন্য সকল চৈতসিককে বুঝায়। প্রতীত্যসমূৎপাদ

৭. উপেক্ষা দেখুন, ব্যাখ্যা নং ৪২।

নীতিতে ইহা (সংস্কাব) সকল কুশল অকুশল কর্ম এবং কুশল চিস্তাকে নির্দেশ কবে । যখন সর্বসংস্কাব পবিবর্ত নশীল এবং তৃঃখময় বলা হয় তখন বুঝতে হবে এখানে নিশ্চিতভাবে সকল কাবণোৎপন্ন বা সংস্কাববদ্ধ বিষয় বা বস্তাকে বুঝাচ্ছে ।

এই বিশেষ ক্ষেত্র 'দ' = সহ এবং অ = নয় এবং ব্যবহাব কবা হয়েছে। তাতে সসাংস্কাবিক শব্দেব অর্থ দাঁডায়—যে বিষয় নিজ বা পবেব উৎসাহ, উত্তেজনা, প্রবোচনা প্রচেষ্টায় উৎপন্ন হয়, আব অসাংস্কাবিক শব্দেব অর্থ হল—যে বিষয় স্বীয় স্বভাব হেতু (নিজেব বা পবেব কোন প্রকাব প্রচেষ্টা ব্যতীত স্বতঃফুর্তভাবে) উৎপন্ন হয়।

দৃষ্টান্ত স্বৰূপ বলা যায—যদি কেহ বিষয় দ্বাবা প্ৰভাবিত হয়ে বা নিজ ভাবনা-চিন্তা দ্বাবা বা অন্যেব দ্বাবা উৎসাহিত, উত্তেজিত বা প্ৰবোচিত হয়ে কৰ্ম সম্পাদন কৰে তবে তা সসাংস্কাবিক। অপবপক্ষে যদি কেহ বিষয় দ্বাবা প্ৰভাবিতি না হয়ে বা নিজ ভাবনা-চিন্তা বাতীত বা অন্যেব দ্বাবা উৎসাহিত, উত্তেজিত বা প্ৰবোচিত না হয়ে হঠাৎ স্বতঃক্ষৃতভাবে কৰ্ম সম্পাদন কৰে তবে তা অসাংস্কাবিক।

(১৩) বিচিকিৎসা (বিচিকিচ্ছা)—

ইহা একটি নৈতিক-ধর্ম সূচক শব্দ । অর্থকথায় বিচিকিৎসাব ছুই প্রেকাব ব্যাখ্যা বয়েছে ।

- ১০ 'বিটি' = বিচিনন্তো অর্থে অনুসন্ধান কবা—কিচ্চ অর্থে ক্লান্ত হওয়া, বিজ্ঞান্ত হওয়া, বিক্লিপ্ত হওয়া। ইহা বিক্লিপ্ত চিস্তা বা বিজ্ঞান্তি।
- ২০ 'বি', না থাকা + 'চিকিচ্ছা' (চিকিৎসা) নিবাময় (জ্ঞানেব)। অর্থ হল জ্ঞানেব নিবামযতাব অভাব বা বিষয় সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানেব অভাব।

৮. বিচিকিৎসা কোন প্রকার প্রকৃত সিদ্ধান্তে পৌছতে না পারা। মধ্যম নিকায় অর্থকথা।

এই উভয় ব্যাখ্যার অর্থ হল—মনেব বিক্লিপ্ততা দারা কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে না পারা, অর্থাৎ মনেব সন্দেহ, কিংকর্তব্যবিমৃত্তা, সংশয়, দিধা ইত্যাদি।

বৌদ্ধর্মে বিচাব বা অন্থসন্ধানের মাধ্যমে সত্য হৃদয়ক্তম করাকে নিক্ৎসাহিত কবে না এবং অন্ধ বিশ্বাসকেও মেনে নিতে বলে না।

(১৪) প্ৰস্নত্য (উদ্ধচ্চ)—

ইহা 'উ' = (উপব) এবং 'ধু' = (কম্পিত হওয়া, উত্তেজিত হওয়া)
দারা গঠিত হয়েছে। অর্থ হল — উত্তেজিত হওয়া, চঞ্চল হওয়া, বিশিশু
হওয়া। সাধাবণভাবে বলতে গেলে ইহা চিত্তেব উত্তেজিত বা উত্তোলিত
অবস্থা। এখানে ইহা সিদ্ধান্তবিহীন চিত্তচাঞ্চল্যকে বুঝার। ইহা
চিত্তের একাগ্রতার বিপরীত। অখসালিনী অনুসাবে ইহা চিত্তের
অশাস্কতা, মানসিক একাগ্রতাহীনতা বা বিভ্রান্তি।

(১৫) কুশল এবং অকুশল (কুসল এবং অকুসল)-

এই অনুচ্ছেদে অকুশন চিন্ত বিষয়েই আলোচনা করা হচ্ছে।
অকুশলেব ঠিক বিপবীত হল কুশল। অথসালিনী অনুসারে ইহার
উৎপত্তিগত অর্থ নিমুরূপ ইঃ—

- 'কু' (খাবাপ, অকুশল)+√সল (নাড়া দেওয়া. কম্পিভ কবা, ধ্বংস কবা)। যা অকুশল বা নিন্দনীয় বিষয়কে নাড়া দেয়, ধ্বংস কবে তাই কুশল।
- ২. 'কুস'+ √ লু = কেটে ফেলা। 'কু' (খাবাপ, মন্দ) থেকে 'কুস' এবং 'সি' (জড়িত থাকা) অর্থাৎ যা নিন্দার (অকুশলের) সঙ্গে জড়িত তাই 'কুস' (পাপ)। কুশল হল যা পাপকে (অকুশলকে) কর্তন করে।
- ৩. (অ): 'কু' (খাবাপ, মন্দ)+√স্থ (কমিয়ে দেয়)। যা খারাপ বা অকুশলকে কমিয়ে দেয় বা সম্পূর্ণ নিমূল কবে তা'ই কুস—

a. See Expositor, part I, p.50.

জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। একপেই 'কুস' শব্দেব উৎপত্তি + √লু = কত'ন কবা, নিমূ ল কবা।

প্রজ্ঞা দাবা যে পাপ (বা অকুশল) নিমূল বা কর্তিত হয তাই কুশল।

(আ) একপেই 'কুস' শব্দেব উৎপত্তি + √ল গ্রহণ কবা। প্রজ্ঞা দ্বাবা যা গৃহীত হয তা'ই কুশল।

8. কুশ তৃণ (কুস) হুধাব দিয়েই হাত কাটে। সেরপভাবে কুশলও উৎপন্ন এবং অনুৎপন্ন^{১০} ইন্দ্রিয় কামনা-বাসনা (লালসা) উভয়কে নিমূল কবে (কাটে)।

অখসালিনী এ শব্দেব আবও অর্থ প্রকাশ কবে:--

'কুশল' শব্দেব অর্থ হল — বোগহীনতা (আবোগ্য), দোষহীনতা (অনবজ্জ), চতুব বা নিপুণ (ছেক), স্থখ-বিপাক।

চতুব ব্যতীত অন্য তিন শব্দ কুশল শব্দেব অথে প্রয়োগ কবা যায়।

ইন্দ্রিয-লালসা রূপ কায়িক-মানসিক পীড়াব মুক্তি অথে কুশল বোগহীনতা। ইন্দ্রিয় কলুষতা-দোষ-অগ্নি থেকে মুক্তি অথে কুশল দোষহীনতা। এখানে স্থাবিপাক বলতে স্থা-অন্নভূতিকে বুঝায না। ইহা কায়িক-মানসিক লঘুতা, মুছতা, কর্মণ্যতা ইত্যাদিকে, নির্দেশ করে।

অখসালিনীতে কুশল শব্দেব আবও ব্যাখ্যা আছে—যেমন প্রজ্ঞা দ্বাবা সম্পাদিত কর্মই কুশল। (কোসল্লসম্ভূতট্ঠেন কোসল্লং বুচ্চতি পঞ্ঞা)।

এ শব্দেব বিবিধ অর্থ থেকে কুশল,শব্দেব অর্থ দাঁড়ায়—মনোজ্ঞ । বা নৈতিক। কোন কোন পণ্ডিত 'নিপুণ' শব্দ কুশল অথে ব্যবহাব । কবেন। স্মৃতবাং অকুশল অথে বুঝায়—অমনোজ্ঞ বা অনৈতিক।

^{50.} See Buddhist Psychology xxxii

তাহলে কুশল এবং অকুশল অথে যথাক্রমে উত্তম এবং অধ্য, স্থায় এবং অস্থায়কে বুঝায়।

(১৬) একটি কর্ম কুশল বা অকুশল আমবা কি প্রকাবে নির্ণয কবব ? নৈতিকতাব মানদণ্ড কি ?^{১১}

সংক্ষেপে: অকুশল অকুশল মূলেব (হেতুব) সঙ্গে যুক্ত। আৰ কুশল কুশল মূলেব সঙ্গে সংযুক্ত।

বীজ যখন উর্বব ভূমিতে বপন কবা হয তখন তাদেব প্রাকৃতিক স্বভাববশতঃ শীঘ্র বা বিলম্বে ফল প্রদান কবে সেরূপ কুশল ও অকুশল কর্ম সুখদ ও তুঃখদ ফল প্রদান কবে—তাকে বিপাক বলা হয়।

(১৭) ক্রিয়া, (কিবিয়া), সাধাবণ অথে কার্য

এখানে ক্রিয়া অর্থে ফল বা বিপাকহীন কর্মকে নির্দেশ কবা হয়েছে। কর্ম ফলপ্রস্থ হয়। ক্রিয়া বা কিবিয়া ফলপ্রস্থ হয় না। বৃদ্ধ এবং অর্থ গেণেব কুশল কর্মকে ক্রিয়া বলা হয়। তাঁবা কর্ম সঞ্চয় কবেন না। কাবণ তাঁবা কুশল—অকুশল এ উভয় কর্মেব অংগ্রীত হয়েছেন।

অভিধর্মে বিপাক এবং ক্রিয়াকে যুক্তভাবে অব্যাকত বা অব্যাকৃত (কুশলও নয় অকুশলও নয়) বলা হয়। অব্যাকৃত কর্ম ফল প্রদানে অসমর্থ। বিপাক ও অব্যাকৃত কাবণ তা নিজেই নিজেব ফলম্বরূপ। ক্রিয়া কথনও ফল উৎপন্ন কবে না।

> বাব প্রকার অকুশল চিত্তেব দৃষ্টান্ত লোভ চিত্তে

- (১৮) ১. একজন বালক স্বীয় স্বভাব হেতু (হঠাৎ) আনন্দ সহকাবে, ইহাতে কোনও পাপ নাই মনে করে (মিথ্যাদৃষ্টিগত হয়ে), একটি ফল চুবি কবল।
- ২০ একজন বালক তাব বন্ধু দ্বাবা প্রবোচিত হয়ে, আনন্দ সহকাবে, ইহাতে কোন পাপ নাই মনে কবে, একটি ফল চুবি কবল।

See my - 'The Buddha and his teachings' p. 293

- ৩ একজন বালক স্বীয় স্বভাব হেতু, আনন্দ সহকাবে, ইহাতে কোন পাপ আছে কি নেই কিছুই মনে না কবে (মিথ্যাদৃষ্টিগত না হয়ে), একটি ফল চুবি কবল।
- ৪ একজন বালক তাব এক বন্ধু দ্বাবা প্রবোচিত হয়ে, আনন্দ সহকাবে, ইহাতে কোন পাপ আছে কি নেই কিছুই মনে না কবে, একটি ফল চুবি কবল।
- ৫০ একজন বালক স্বীয স্বভাব হেছু, উপেক্ষা সহকাবে
 (নিবপেক্ষভাবে), ইহাতে কোন পাপ নাই মনে কবে, একটি ফল
 চুবি কবল।
- ৬ একজন বালক তাব এক বন্ধু দ্বাবা প্রবোচিত হয়ে, উপেন্ধা সহকাবে, ইহাতে কোন পাপ নাই মনে কবে, একটি ফল চুবি কবল।
- ৭ একজন বালক স্বীয় স্বভাব হেতু উপেক্ষা সহকানে, ইহাতে কোন পাপ আছে কি নেই কিছুই মনে না কবে, একটি ফল চুবি কবল।
- দ একজন বালক তাব এক বন্ধু দ্বাবা প্রবোচিত হযে, উপেক্ষা সহকাবে, ইহাতে কোন পাপ আছে কি নেই কিছুই না মনে কবে, একটি ফল চুবি কবল।

দেষ বা পটিঘ চিত্তে

- এক ব্যক্তি দ্বেষ পববশ হযে, হিভাহিত বিছু চিন্তা না কবে
 (স্বীয স্বভাব হেতু) এক ব্যক্তিকে হত্যা কবল।
- >
 এক ব্যক্তি দ্বেষ প্রবশ হয়ে, হিতাহিত চিন্তা কবে (বা অন্তেব দ্বানা প্রবোচিত হয়ে), এক ব্যক্তিকে হত্যা কবল।
- (১৯) হত্যা—অভিধর্ম অনুসাবে দ্বেষ বা পটিঘ দ্বাবাই হত্যাকার্য সম্পাদিত হয়। যে কোনও অভিমত দ্বাবা অনুপ্রাণিত হযে, পটিঘ চিত্ত দ্বাবা সাধাবণতঃ হত্যাকার্য সম্পাদিত হয়। যেখানে পটিঘ আছে সেথানে দৌর্মনস্য বা হুর্মনতা আছে। যেখানে দৌর্মনস্য আছে, সেথানে পটিঘ সূক্ষ্ম বা প্রকট থাকে।

দৃষ্টান্তস্বৰূপ মনে কৰুন একটি শিশু যাব ভাল-মন্দ বিচাবেব কোন সমতা নেই, সে হাসিমুখে একটি পিপ্ ভা মেবে কেলল। সে জানেনা যে সে হত্যা নামক একটি কুকর্ম কবছে। সে কি পিপ্ ড়াটিব প্রতি কোন দ্বেষ বা পটিঘ পোষণ কবেছিল? এক্ষেত্রে কি কোনও দ্বেষ বা পটিঘ বিদ্যমান? ইহা বলা অণ্যন্ত কঠিন। সে মুহূতে তাব কোন্ চিত্ত উৎপন্ন হয়েছে? ইহা নবম বা দশম চিত্ত হতে পাবে না। কাবণ সে খেলতে খেলতে, নির্দোষভাবে আনন্দ সহকাবে হত্যা কবেছে। তা'হলে কি এ অবস্থায় তাব নিকট তৃতীয় লোভমূলক চিত্ত উৎপন্ন হয়েছিল?

একজন ব্যক্তি ক্রীডাচ্ছলে বধ কবলেও তা নবম অথবা দশম চিত্ত উৎপত্তিতেই কববে। কাবণ বধক্ষণে তাব নিকট দ্বেষ বা পটিঘ অনুভূতি বিছামান ছিল।

গবেষণা গৃহে জীব হত্যা বিষষে কি দাড়ায ? একজন বৈজ্ঞানিক জীব হত্যা করতে কোন প্রকাব ইতস্ততঃ কবেন না। তাঁব প্রধান উদ্দেশ্য হল – বৈজ্ঞানিক গবেষণাএবং বোগ মৃক্তিব সোপান তৈবী কবা। তৎসত্ত্বেও ইহা হত্যাচিত্ত।

হংখ অবসানেব উদ্দেশ্যে যখন কোন আঘাতপ্রাপ্ত পশুকে কোন ব্যক্তি হত্যা কবে তখন কি তাব নিকট পটিঘ চিত্ত উৎপন্ন হয় १ পশুটিব হিতচিন্তায় সে হত্যা কবে বটে, তৎসত্ত্বেও তাব পটিঘ বিদ্যমান থাকে কাবণ বিষয়েব প্রতি একপ্রকাব পটিঘ তাব থাক্বেই। যদি নৈতিকভাবে এ কাজকে সমর্থন কবা হয়, তা'হলে কেহ জটিল ছ্বাবোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত বোগীদেব সম্পূর্ণ বিনাশ সমথ ন কববেন কি १

পূর্বে বলা হয়েছে যেখানে দৌর্মনদ্য বা হুর্মনতা থাকে সেখানে পটিঘও বিজ্ঞান থাকে।

দৃষ্টান্তস্বৰূপ বলা যাক্—যখন কোন ব্যক্তি পৰীক্ষায় অকৃতকাৰ্য হয়ে ছঃখিত হয়, তখন কি সেই ব্যক্তি মনে পটিঘ পোষণ কৰে ? পটিঘ শব্দেব অৰ্থ যদি কেহ সমাক্তাবে অনুধাবন কৰেন তবে উক্ত প্ৰশ্নেব উত্তব পৰিষ্কাৰ হবে। অমনোক্ত সংবাদ প্ৰাপ্তিব কলে মনে একপ্ৰকাৰ সূক্ষ্ম পটিঘ উৎপন্ন হয, তাতে আব কোন সন্দেহ থাকে না। নিকট আত্মীয়েব মৃত্যুব জন্য কোন ব্যক্তিব ক্রন্দনও এ পর্যাযভুক্ত কাবণ এটাও দুঃখজনক ঘটনা। অনাগামী এবং অর্হৎগণ কখনও দুঃখিত হন না, শোকাত হন না কাবণ তাঁবা দ্বেষ বা পটিঘ সম্পূর্ণ বিনাশ কবেছেন।

ভগবান বৃদ্ধেব পবিনির্বাণেব পব ভদন্ত আনন্দ অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে ক্রন্দন কবেন কাবণ তিনি তখনও স্রোতাপন্ন। কিন্তু অহ ৎগণ এবং ভদন্ত কাশ্যপ এবং ভদন্ত অনুক্রদ্ধ, ছই অনাগামীগণ অশ্রুবিসর্জম কবেন নি। তাঁবা প্রশান্ত ছিলেন।

মোহ চিত্তে

(২০)মোহ -

[

১১. বুদ্ধেব উৎপত্তি অথবা ধর্মেব ফলদান ক্ষমতা সম্বন্ধে কোন ব্যক্তিব অজ্ঞতাই মোহ (সংশয)। ১২. কোন ব্যক্তিব বিভ্রাপ্ত মনকে কোন বিষয়ে একাগ্র করতে না পাবা।

অজ্ঞতা বা চিত্তেব বিজ্ঞান্তি বশতঃ এই ছই চিত্ত হুর্বল। এই চিত্তদ্বয়ে সুখ এবং ছংখ বেদনা নেই, কেবল উপেক্ষা বেদনা বিভামান। (২১) বাব প্রকাব অকুশল চিত্তেব সঙ্গে সম্পর্কিত দশ প্রকার অকুশল কর্ম।

এইগুলি কায়—বাক্য—মন দ্বাবা সম্পাদিত দশ অকুশল কর্ম। কায়কর্ম: ১. প্রাণীহত্যা ২. চুবি ৩. মিথ্যা কামাচাব।

বাক্যকর্ম : ৪ মিথ্যাবাক্য

পেশুনবাক্য ৬. কর্কশবাক্য

৭ বুথাবাক্য ।

মন.কর্মঃ '৮. পবশ্রীকাতবতা ৯. দ্বেষ ১০. মিখ্যাদৃষ্টি 1^{১২}'

১২। মিথ্যাদৃষ্টি: কর্মকলে অবিশ্বাস, কারণ এবং ফল উভরে অবিশ্বাস,
কর্মে অবিশ্বাস। তা যথাক্রমে নান্তিক দৃষ্টি, আহেতুক দৃষ্টি,
অবিভা দৃষ্টি।

এই সকল কর্ম পূর্বোক্ত বারপ্রকাব অকুশল চিত্তদ্বাবা সম্পাদিত হয়। প্রাণীহত্যা সাধাবণতঃ নবম ও দশম চিত্তদ্বাবা করা হয়। প্রথম আট অকুশল চিত্তদ্বাবা সাধাবুণত চুবি (কর্ম) কবা হয়। মিথ্যা কামাচাব প্রথম আট চিত্তদ্বাবা সম্পাদিত হয়।

চুবি দ্বেষচিত্ত দ্বাবাও কবা যেতে পাবে। এ অবস্থায় নবম ও দশম চিত্তদ্বাবা চুবি কর্ম সম্পন্ন কবাব সম্ভাবনা আছে।

মিথ্যা এবং পিশুন বাক্য প্রথম দশচিত্তঘাবা বলা হয়। কর্কশবাক্য নবম ও দশম চিত্তঘাবা বলা হয়। পবশ্রীকাতবতাব উৎস হল প্রথম আট প্রকাব চিত্ত। মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ চিত্ত ১৬(ক) থেকে।

(২২) চাব শ্রেণীব আর্ষেব স্তবভেদে অকুশল চিত্তেব নির্মূল হয় : শ্রোতাপদ্মেব প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং একাদশ চিত্ত নির্মূল হয়। কারণ তিনি ছই সংযোজন যথা সংকাষদৃষ্টি বা আত্মদৃষ্টি এবং বিচিকিৎসা বা ত্রিবত্নে ১° সংশয় ধ্বংস কবেছেন।

সকুদাগামী (একবাব মাত্র আগমনকাবী) বিমুক্তিব (নির্বাণ লাভের)
দ্বিতীয় সোপানে (স্তবে) উন্নীত। তাঁব পববর্তী হুই সংযোজন যথা
কামবাগ (ইন্দ্রিয়াসক্তি) ও পটিঘ (দ্বেষ) ক্ষীণ হয় ।

অনাগামী (যিনি আব আগমন করবেন না) বিমুক্তিব তৃতীয সোপানে আক্চ। তিনি পূর্বোক্ত ছই সংযোজন যথা কামবাগ এবং পটিঘ সহ নবম ও দশম চিত্তও নিমূল কবেছেন।

অর্হ তেব নিকট বাব অর্গল চিত্তেব একটিও উৎপন্ন হয়না, কাবণ তিনি অবশিষ্ট পাঁচ সংযোজন যথা কপবাগ (কপথান ও কপলোকে প্রতি আসক্তি), অকপবাগ (অকপথান ও অকপলোকেব প্রতি আসক্তি), মান (অহমিকা), ঔদ্ধত্য (চঞ্চলতা) এবং অবিভা (অজ্ঞানতা) নির্মূল কবেছেন।

⁵⁰¹ The Expositor Part I, p 129-133

১৩(ক:। বুদ্ধ ধর্ম এবং সভ্য।

(শ্রোতাপন্ন সীলব্বত প্রামাস (শীলব্রত প্রামর্শ) অর্থাৎ কৃদ্ধুদাধন বা তন্ত্র-মন্ত্র, যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি, দ্বাবা মৃক্তিলাভে বিশ্বাম ইত্যাদি অপনোদন কবেন। ইহা পূর্বে উল্লেখ কবা হয়নি। ইহাও দশ সংযোজনেব এক সংযোজন)। ১৪

১৪। যা জীবকে সংসারাবর্তে সংযোজিত (আবদ্ধ) করে রাথে তাই সংযোজন। শীপত্রতসহ প্রথম পাঁচ সংযোজনকে অধ্যোভাগীয় ও .অপর পাঁচ সংযোজনকে উর্বভাগীয় সংযোজন বলে।

অহেতুক চিত্তানি—১৮

(অকুসল বিপাক চিত্তানি)

৫. ১. উপেক্থা সহগতং চক্থুবিঞ ্ঞাণং; তথা ২. সোতবিঞঞাণং ৩. ঘাণবিঞ ্ঞাণং ৪. জিব্ হাবিঞ ্ঞাণং ৫. ছক্থসহগতং-কাষবিঞ ্ঞাণং ৬. উপেক্থাসহগতং সম্পটিচ্ছনচিত্তং ৭. উপেক্থাসহগতং
সন্তীবণচিত্তং চা'তি।

ইমানি সত্ত'পি অকুসলবিপাকচিত্তানি নাম। (কুসল বিপাক' অহেতুক চিত্তানি)

৮০ উপেক্থাসহগতং কুসলবিপাকং চক্থুবিঞ্ঞানং; তথা ১০ সোতবিঞ্ঞাণং ১০ ঘাণবিঞ্ঞাণং ১১ জিব্হাবিঞ্ঞানং ১২ স্থসহগতং কাষবিঞ্ঞাণং ১৩ উপেকখাসহগতং সম্পটিচ্ছনচিত্তং ১৪০ সোমনস্ সহগতং সন্তীবণচিত্তং ১৫০ উপেক্থাসহগতং সন্তীবণচিত্তং চা'তি।

> ইমানি অট্ঠ'পি কুসলবিপাক' অহেতুক চিন্তানি নাম। (অহেতুক কিরিয়া চিন্তানি)

১৬. উপেক্থাসহগতং পঞ্চাবাবজ্জননিত্তং; তথা ১৭. মনোদারাবজ্জননিত্তং চা'তি।
জনচিত্তং ১৮ সোমনস্সসহগতং হসিতৃপ্পাদচিত্তং চা'তি।

ইমানি তীণি' পি অহেতুক কিবিযা চিত্তানি নাম। ইচ্চে'বং সব্বথা' পি অট্ঠাবসাহেতুকচিত্তানি সমভানি।

সত্তাকুসলপাকানি-পুঞ্ঞপাকানি অট্ঠধ। কিবিযাচিন্তানি তীণি'তি-অট্ঠাবস অহেতুকা।

১৮ প্রকার অহেতুক চিভ

(অকুশল অহেতুক বিপাক চিত্ত)

৫. ১. উপেক্ষাসহগত চক্ষ্বিজ্ঞান ; সেরূপ ২. শ্রোত্রবিজ্ঞান ৩. খ্রাণবিজ্ঞান ৪. জিহ্বাবিজ্ঞান ৫. দুঃখসহগত কায়বিজ্ঞান ৬. উপেক্ষাসহগত সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত ৭. উপেক্ষাসহগত সম্ভীবণ চিন্ত।

এই সাতটি অহেতৃক অকুশল বিপাক চিত্ত। (কুশল অহেতৃক বিপাক চিত্ত।)

৮. উপেক্ষাসহগত কুশল বিপাক চক্ষৃবিজ্ঞান; সেরূপ ৯ শ্রোত্র-বিজ্ঞান ১০, জ্ঞাণবিজ্ঞান ১১, জিহ্বাবিজ্ঞান ১২, স্থখসহগত কাষবিজ্ঞান ১৩, উপেক্ষাসহগত সম্প্রতীচ্ছন চিন্ত ১৪, স্থখসহগত সন্তীবণ চিন্ত ১৫. উপেক্ষাসহগত সন্তীবণ চিন্ত।

এই আটটি অহেতুক কুশল বিপাক চিত্ত।

(অহেতুক ক্রিয়া চিত্ত)

১৬: উপেক্ষাসহগত পঞ্জাবাবত ন চিক্ত ১৭. উপেক্ষাসহগত মনোদ্বাবাবত ন চিক্ত ১৮. সুখসহগত হাসি-উৎপাদক (হসিতোৎপাদ) চিক্ত।

এই তিনটি অহে চুক ক্রিয়া চিত্ত।

সর্বমোট ১৮ প্রকাব অহে ছুক চিত্ত।

সংক্রিপ্তাকাবে

সাত অকুশলবিপাক চিত্ত, আটু কুশল বিপাক চিত্ত এবং তিন ক্রিয়া চিত্ত—সর্বমোট ১৮ অহেতুক চিত্ত। ব্যাখ্যা:—

(২০) হেতু শব্দকে সাধাবণতঃ 'মূল কাবণ' নপে অনুবাদ করা হয়। পুত্রে আমবা 'কো হেতু, কো পচ্চযো' (হেতু কি, প্রভায় কি) শব্দসমষ্টি দেখতে পাই। অভিধর্মে হেতু এবং প্রভায়কে ভিন্ন এবং বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত কবা হয়। হেতু পূর্বোক্ত ছয় 'মূল' নপে বর্ণিত হয়েছে। প্রভায় হল সাহায্যকাবী কাবণ । উপকাবকধন্ম উপকাবকধর্ম)। হেতু হল বুক্ষেব মূল শিক্তেব ক্রায়। প্রভায় হল জল, সাব ইত্যাদি।

পূর্বে কি আঠাব প্রকাব চিত্তকে অহেতুক চিত্ত বলা হয় কাবণ তাবা হেতু সংযুক্ত (সম্পযুক্তক হেতু) নয়। ইহা বুঝতে হবে যে এমন কি অহেতুক চিত্তগুলিও মুখ্য কাবণ (নিব্বত্তক হেতু) শূন্য নয়। অবশিষ্ট ৭১ প্রকাব চিত্তকে সহেতৃক চিত্ত বলা হয়। এগুলিব মধ্যে ছই চিত্ত একহেতৃযুক্ত, অপব ৬৯ চিত্ত ছই বা তিন হেতৃযুক্ত।

- (২৪) দ্বিপঞ্চিবজ্ঞান—এখানে পাঁচ জোড়া (পাঁচ কুশল+পাঁচ অকুশল) বিপাক চিত্ত সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। তাবা পঞ্চ-ইন্দ্রিয়েব উপব নির্ভ বশীল বলে, এ নামে অভিহিত হয়। 'ফু:খ-সহগত কাষবিজ্ঞান এবং পুথ সহগত কাষবিজ্ঞান' বাতীত অন্তচিত্তগুলি উপেন্ধা-সহগত বলে তুলনামূলক ভাবে হুর্বল। অভিধর্মে এই দশ (বা পাঁচ জোড়া) চিত্তেব নাম দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান, সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত এবং পঞ্চদ্বাবাবজ্জন বা পঞ্চদ্বাবাবর্তন চিত্তই হল মনধাতু' এবং অবশিষ্ট ৭৬ চিত্ত মনোবিজ্ঞান-ধাতু'।
- (২৫) সম্প্রতীক্ষন (সম্পটিচ্ছন)—যেই চিত্তক্ষণে চিত্ত বিষয় প্রীক্ষা থ্রহণ কবে, তা'ই সম্প্রতীক্ষন। যেই চিত্তক্ষণে চিত্ত বিষয় প্রীক্ষা কবে, তা'ই সন্তীবণ। যেই চিত্তক্ষণে চিত্ত পঞ্চেন্দ্রিয় বিষয়েব যে কোন একটির দিকে প্রবর্তিত হয়, তাকে পঞ্চনাবাবর্তন বলা হয়। যেই চিত্তক্ষণে চিত্ত মানসিক বিষয়েব প্রতি প্রবর্তিত হয়, তা হল মনোদ্বাবাবর্তন। যাবা অহ'ৎ নয়, কেবল মাত্র তাদেব নিকট পঞ্চন্দ্রাবাবর্তন এবং মনোদ্বাবাবর্তন এই ছই ক্রিয়া (কিবিয়া) চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়। অন্তান্থ্য ক্রিয়া চিত্তগুলি কেবলমাত্র বৃদ্ধণণ এবং অহ'ৎগণেব নিকট উৎপন্ন হয়। এই মনোদ্বাবাবর্তন চিত্ত ব্যবস্থাপন (বোখপন) কৃত্য সম্পোদন কবে। সে সম্বন্ধে পবে আলোচিত হবে।
- (২৬) হাসি উৎপাদক বা হসিতোৎপাদ চিত্ত অহ ৎগণেব এক বিশিষ্ট চিত্ত। স্থানুভূতিই এই হাসি উৎপত্তিব কাবণ। তেব শ্রেণীব চিত্ত ব্যক্তি বিশেষে হাসি উৎপাদন কবে। সাধাবণ মানুষেব (পৃথগ্জন) লোভমূলক সৌমনস্থ সহগত চাব চিত্তেব এক চিত্ত অথবা সৌমনস্থ সহগত চাব কুশল চিত্তেব এক চিত্ত হাসিব উদ্রেক কবে।

শ্রোভাপন্ন, সকুদাগামী এবং অনাগামী সৌমনস্ত সহগত, দৃষ্টি

বিপ্রযুক্ত, তৃই অকুশল চিত্তেব এক চিত্ত বা চাব কুশল চিত্তেব একটি।
উৎপন্ন হলে মুত্র হাস্থা কবেন।

অর্হৎ এবং পচ্চেক বৃদ্ধগণ চাব শোভন ক্রিয়া চিত্তেব এক চিত্ত বা হাসি-উৎপাদক চিত্ত উৎপন্ন হলে মৃত্তহাস্ত কবেন। সম্যক্ সমৃদ্ধগণ জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত, সোমনস্ত সহগত তুই শোভন ক্রিয়া চিত্তেব একটি উৎপন্ন হলে মৃত্তাসিব উদ্রেক হয়। হাসি-উৎপাদক চিত্ত সুক্ষ আধ্যাত্মিক হর্ষ (উচ্ছাস) প্রকাশ বই আব বিছু নয়।

অভিধর্মার্থ সংগ্রহে বিভিন্ন প্রকাব হাসিব কথা উল্লেখ কবা ।
হয়েছে: বৌদ্ধশান্তে ছয় প্রকাব হাসিব কথা বলা হয়েছে।
যথা ১. স্মিত – যা মুখাবয়বে মৃছ হাসি বাপে প্রতিভাত হয়।
২. হসিত—এ হাসিতে ঠে ট কম্পিত হয় এবং দাতেব অগ্রভাগ
বিকশিত হয়। ০ বিহসিত—এ হাসিতে মৃছ শব্দ হয়। ৪.
উপহসিত – এ হাসিতে মাথা, ঘাড, বাছ দোলিত হয়।
থাকে পা পর্যন্ত সমস্ত দেহে সমুখ ও পশ্চাৎ দিকে আন্দোলিত হয়।
হাসি দেহেব এক অভিব্যক্তি (কায়-বিজ্ঞপ্তি) যা বাক্য দ্বাবা প্রকাশিত
(বাক্য-বিজ্ঞপ্তি) নাও হতে পাবে। সুশিক্ষিত এবং মর্যাদা সম্পন্ন
ব্যক্তিব নিকট প্রথম ছই প্রকাব, সাধাবণ মান্ত্র্যেব নিকট প্রবর্তী ছই প্রকাব এবং হীনস্বভাব ব্যক্তিব নিকট শেষোক্ত ছই প্রকার হাসি
বিকশিত হয়।

(২৭) চিত্তবীথি—জ্ঞাতা মন ভিতৰ এবং বাহিব থেকে বিষয গ্রহণ কবে। যখন কোন ব্যক্তি গভীব নিদ্রামগ্ন থাকে তখন তাব মন সম্পূর্ণ 'থালি' থাকে। অথবা অন্ত অর্থে তখন মন ভবাঙ্গ অবস্থায় থাকে। যখন আমাদেব মন বাহ্যিক কোন বিষয়ে সাড়া দেয়না তখন আমরা সর্বদা মনেব এরূপ নিষ্ক্রিয় অবস্থা অনুভব কবি (অতীত ভবাঙ্গ কাল)। যখন কোন বিষয় বা আলম্বন মনে প্রবেশ করে তখন ভবাঙ্গ প্রবাহ

se | Compendium of Philosophy = Aung

বাধা প্রাপ্ত হয় বা কম্পিত হয় (ভবাঙ্গ-চলন কাল)। তথন ভবাঙ্গ এক চিত্তক্ষণেব জন্য আবৰ্তিত হয়ে স্তব্ধ হয় বা আলম্বন ত্যাগ করে (ভবাঙ্গ-উপচ্ছেদ কাল)। তাবপব পঞ্চদ্বাবাবর্তন চিত্ত উৎপন্ন হয় এবং বিলুপ্ত হয়। এইক্ষণে প্রাকৃতিক প্রবাহ (ভবাঙ্গ) বাধা প্রাপ্ত হয় এবং মন বিষয়েব দিকে ধাবিত হব (মনস্কাবেব জাগবণকাল)। তৎপরক্ষণে চক্ষুবিজ্ঞান ^{১৬} উৎপন্ন হয় এবং তা ধ্বংস হয় কিন্তু এথনও বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানা (বা জ্ঞান) হয়নি (চক্ষুবিজ্ঞান বা আলম্বন ভেদে পঞ্চ-বিজ্ঞানেব যে কোন বিজ্ঞান উৎপত্তি কাল)। এই ইন্দ্রিয়-কার্য পববর্তী-ক্ষণে দৃষ্ট বিষয় বা আলম্বনকে গ্রহণ করে (সম্প্রতীচ্ছন কাল)। তাবপব বিষয়েব ক্ষণিক অনুসন্ধান কবা হয় বা গৃহীত বিষয়কে পৰীক্ষা কবে (সম্ভীবণ কাল)। তারপব গৃহীত বিষয়কে কিন্তপে ব্যবহাব করা হবে তা নির্দ্ধাবিত হয়। (ব্যবস্থাপন কাল)। এ চিত্তক্ষণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবা হয়। স্বাধীন চিত্ত এখানেই 'কর্ম' আবম্ভ কবে। পবক্ষণেই এক অতি গুৰুহপূৰ্ণ মনস্তাত্ত্বিক প্ৰবাহ উৎপন্ন হয—তাকে 'জবন' বলা হয়। এই স্তবে কর্ম কুশল বা অকুশল বিবেচিত (নির্দ্ধারিত) হয়। এই স্তবেই 'কর্ম' সম্পাদিত হয় , যদি কর্ম সম্যক্ দৃষ্টিগত (যোনিসো মনসিকাব) হয় তবে সে জবন (বেগ) কুশল (সংযুক্ত) হয আর যদি মিথ্যাদৃষ্টি-গত (অবোনিসো মনসিকাব) হয় তবে সে জবন অকুশল (সংযুক্ত) হয়। অর্হংগণেব ক্ষেত্রে এই জবন কুশলও নয়, অকুশলও নয়; তা ক্রিয়া চিত্ত মাত্র। এ জবন , স্তব) সাত চিত্তক্ষণ মাত্র স্থায়ী হয (অর্থাৎ জবনক্ষণে বিষয় বা আলম্বন উপলব্ধি কবে)। মৃত্যু মুহুর্তে পাঁচ চিত্তক্ষণ স্থায়ী হয। সম্পূর্ণ চিত্তবীথি বিভাজনীয় সময়েব অতি ক্ষুদ্রতম ক্ষণে আবস্ত হযে তদালম্বন চিত্তে (পূর্ব আলম্বন,অনুষায়ী রূপ ধাবণ কবে) শেষ হয়। তদালম্বন চিত্ত হুই চিত্তক্ষণ স্থায়ী হয় এবং এক চিত্তবীথি ১৭ চিত্তক্ষণেৰ মধ্যে ^{১৭} সম্পূৰ্ণ হয।

১৬। যদি আলম্বন রূপ হয়। পাঁচ ইন্সিয় আলমনেয় উপর পঞ্চ বিজ্ঞান উৎপত্তি নির্ভির করে।

See Compendium of Philosophy, p 27-30

তিন প্রকাব ভবাঙ্গ চিত্তই বিপাক। তাবা পূর্বোক্ত ছই উপেক্ষাসহপত সন্তীবণ চিত্ত অথবা ষষ্ঠ বিভাগে বর্ণিত আট প্রকাব শোভন
বিপাক চিত্তেব একটি। পঞ্চনাবার্তন চিত্ত ক্রিয়াচিত্ত। পঞ্চবিজ্ঞান
দান কুশল এবং অকুল চিত্তেব একটি। সম্প্রতীচ্ছন এবং সন্তীবণ ও
বিপাক চিত্ত। মনোদ্বাবার্বর্তন (মনোদ্বাব চিত্ত) ক্রিয়া চিত্ত যা
ব্যবস্থাপন চিত্তন্তপে কাজ কবে। ব্যক্তি তাব স্বাধীন চিন্তাকে এখানে
(এ স্তবে) ব্যবহাব কবেন। সাত জবন চিত্তক্ষণ কর্ম উৎপন্ন কবে
(বা জবন ক্ষণেব কৃত্য কর্মে পবিণত হয়)। তদালম্বন বিপাক চিত্তব
একটি।

এরপে এক চিত্তবীথিতে বহু চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়, যা কর্ম বিপাক ' **অথবা** ক্রিয়া। ১৮

১৮। এ বিষয়ে চতুর্থ পরিচ্চেদে বর্ণিত হবে।

একটিব মাধ্যমে মনে উপস্থিত হয়	नद्या नर	PS 91 9	हमानम्बन : जानगरमित काभ स्विण (कर्मभश्च्य्य) व। मक्य्वण
চিত্তবীথি—অভিধৰ্য অনুসাবে যথন,কোন বিষয় বা আলহন প'চি ইন্দ্ৰিয় দারেব যে কোন একটিব মাধ্যমে মনে উপস্থিত তথন চিত্তবীথি একপে প্ৰবাহিত হয় ঃ————————————————————————————————————	ऽव हिदुश्रंत यक हिद्दायि	8 90 55 56 58	জবন কুশল বা অকুশন নাপে চিন্তেব গমন বা বেগ এবং চিত্তেব সক্রিম আলম্বন উপঙ্গনি
ন বিষ নাহিত		d.	ব্যবস্থাপনঃ গৃহীত আলম্বনেব ব্যবহাব ব্যবস্থা
11. 19.		б	সন্তীবণ: গৃহীত আলম্বন প্ৰীক্ষা
त्व सः विभा	•	ව	সম্প্রতীচ্ছন ঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ম আলম্বন গ্রহণ
अब्रुमा उदी थि	विवर्ध = विश्वित	8	পঞ্চবিজ্ঞানঃ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় বিজ্ঞানেব উৎপত্তি
अस्मिर्भ ज उथन हिख	7	တ	পঞ্চৰাবাবৰ্তনঃ আলম্বনেব দিকে মনস্বাবেব আবর্তন
্ত্ৰ		9	ভবাঙ্গ-উপচ্ছেদঃ ভবাঙ্গেব স্বীয় আলম্বন ত্যাগ
खीथि व		~	ভবাঙ্গ-চলনঃ ভবাঙ্গ কম্পন
कि		^	অতীত ভবাঙ্গ: চিৰ্ন্তেব ভবাঙ্গ বা নিষ্ক্ৰিয় পৰস্থা

সোভন চিত্তানি

পাপাহেতুকয়ৃত্তানি — সোভনানি'তি বুচ্চবে
 একূনসট্ ঠিচিত্তানি—অথ একনবৃতী' পি বা।

(অট্ঠ কামাবচব কুসলচিত্তানি)

মহাকুশল চিত্ত

- ১ সোমনদ্ সদহগতং ঞাণ সম্পযুত্তং অসংখাবিকং একং
- ২. সোমনস্সসহগতং জ্ঞাণসম্পযুক্তং সসংখাবিকং একং
- ৩. সোমনদ্সসহগতং ঞাণবিপ্পযুত্তং অসংখাবিকং একং
- ৪. সোমনস্ সসহগতং ঞাণবিপ্ পযুত্তং সসংখাবিকং একং
- ৫. উপেক্থাসহগতং ঞাণসম্পযুক্তং অসংথাবিকং একং
- ৬. উপেক্খাসহগতং ঞাণসম্পযুত্তং সসংখাবিকং একং
- ৭. উপেক্খাসহগতং ঞাণবিপ্ পযুত্তং অসংখাবিকং একং
- ৮. উপেক্থাসহগতং ঞাণবিপ্পযুত্তং সসংখাবিকং একং' তি। ইমানি অট্ঠা' পি সহেতৃকা কামাবচবকুসলচিতানি নাম-ী

(অট্ঠ কামাবচব বিপাকচিত্তানি)

মহাবিপাক চিত্ত

- ৯ সোমনস্সসহগতং ঞাণসম্পযুত্তং অসংখাবিকং একং
- ১০. সোমনস্সসহগতং এগাসস্পযুক্তং সসংখাবিকং একং
- ১১. সোমনস্সসহগতং এলাবিপ্পযুদ্ধং অসংখাবিকং একং
- ১২. সোমনদ্ সসহগতং ঞাণবিপ প্যুক্তং সসংখাবিকং একং
- ১৩. উপেক্থাসহগতং ঞাণসম্পযুত্তং অস্ংখাবিকং একং
- ১৪ উপেক্থাসহগতং ঞাণসম্পযুত্তং সসংখাবিকং একং
- ১৫ উপেক্থাসহগতং ঞাণবিপ প্যু রং অসংখাবিকং একং
- ১৬ উপেকথাসহগতং ঞাণবিপ্পযুক্তং সসংখাবিকং একং'তি
 ইমানি অট্ঠ' পি সহেতৃক কামাবচব বিপাকচিত্তানি নাম ।

(অট্ঠ কামাবচব কিবিয়া (ক্রীযা) চিত্রানি) মহাক্রিয়া চিত্ত

- ১৭ সোমনস্সসহগতং ঞাণসম্পযুক্তং অসংখাবিকং একং
- ১৮. সোমনস্ সসহগতং ঞাণসম্পযুত্তং সসংখাবিকং একং
- ১৯. সোমনস্সসহগতং এগণবিপ্পযুত্তং অসংখাবিকং একং
- ২০. সোমনস্সসহগতং ঞাণবিপ্পযুত্তং সসংখাবিকং একং
- ২১. উপেক্খাসহগতং ঞাণসম্পযুত্তং অসংখারিকং একং
- ২২. উপেক্থাসহগতং ঞাণসম্পমুক্তং সসংখাবিকং একং
- ২৩. উপেকৃথাসহগতং এগ্রাণবিপ প্যুব্তং অসংখাবিকং একং
- ২৪. উপেক্থাসহগতং ঞাণবিপ্ পযুক্তং সসংখাবিকং একং তি।
 ইমানি অট্ঠ'পি সহেতৃক কামাবচব কিবিয়াচিত্তানি নাম।
 ইচ্চে'বং সক্ৰথা'পি সহেতৃক-কামাবচব-কুসল-বিপাক-কিরিয়াচিত্তানি সমন্তানি।

বেদনা-ঞাণ-সংখাবা ভেদেন চত্বীসতি
সহেতৃ-কামাবচব-পুঞ্ঞপোকক্রিয়া মতা।
কামে তেবীস পাকানি—পুঞ্ঞা পুঞ্ঞানি বীসতি
একাদস ক্রিয়া চেতি—চতুপঞ্ঞাস সব্বধা।

২৪ প্রকাব কামাবচর শোভন চিত্ত

৬. অকুশল এবং অহেত্_ক চিন্ত ব্যতীত অবশিষ্ট চিন্তগুলি 'শোভন' চিন্ত। তাদেব সংখ্যা ১৯ অথবা ১১।

আট প্ৰকাব কুশল চিত্ত

- ১। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু (অসংস্কাবিক)
 অনুভূত আনন্দ সহকাবে (সৌমনস্থ সহগত), জ্ঞানসংযুক্ত (জ্ঞানসম্প্রযুক্ত) হয়ে উৎপন্ন হয়।
 - ২। যে এক প্রকাব চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব

উৎসাহ উত্তেজনা সাপেক্ষে (সসাংস্কাবিক), অনুভূত আনন্দ সহকাবে জ্ঞানসংযুক্ত হযে উৎপন্ন হয়।

- ৩। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু, অহুভূত আনন্দ সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত না হয়ে (জ্ঞানবিপ্রযুক্ত) উৎপন্ন হয়।
- ৪। যে এক প্রকাব চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে, অনুভূত আনন্দ সহকাবে, সংযুক্ত না হয়ে উৎপন্ন হয়।
- ৫। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতৃ, উপেক্ষা সহকাবে
 (উপেক্ষা সহগত) জ্ঞানসংযুক্ত হযে উৎপন্ন হয়। ১৯
- ৬। যে এক প্রকাব চিত্ত অবলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে, উপেক্ষা সহকাবে; জ্ঞানসংযুক্ত হযে উৎপন্ন হয়।
- ৭। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেভু, উপেক্ষা সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত না হয়ে উৎপন্ন হয়।
- ৮। যে এক প্রকাব চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত না হয়ে উৎপন্ন হয়।

এই আটটি কামাবচব সহেতুক কুশল চিত্ত।

(পূর্বজন্মকৃত) কুশলেব আট প্রকাব বিপাক চিত্ত

- ৈ ৯। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেড়ু, অনুভূত আনন্দ সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয়।
- ১০। যে এক প্রবাব চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে, অন্নভূত আনন্দ সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয়।
- ১১। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু অন্নভূত আনন্দ সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত না হয়ে উৎপন্ন হয়।

১৯। এথানে উপেক। ভত্তমধ্যস্থতাও ব্ঝার। ব্যাখ্যা নং ১০ দেখুন।

- ১২। যে এক প্রকার চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎসাহ উত্তেজনা সাপেক্ষে, অনুভূত আনন্দ সহকারে, জ্ঞানসংযুক্ত না হয়ে উৎপন্ন হয়।
- ১৩। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু, উপেক্ষা সহকারে, জ্ঞানসংযুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয়।
- ১৪। যে এক প্রকাব চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেকে, উপেক্ষা সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয়।
- ১৫। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু, উপেক্ষা সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত না হয়ে উৎপন্ন হয়।
- ১৬। যে এক প্রকাব চিন্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পরেব উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে, উপেক্ষা সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত না হয়ে উৎপন্ন হয়।

এই আটটি কামাবচব সহেতুক বিপাক চিত্ত।

(অটি প্রকাব কামাবচব ক্রিয়া চিত্ত)

- ১৭। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু, অমুভূত আনন্দ সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয়।
- ১৮। যে এক প্রকাব চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পরেব উৎসাহ উত্তেজনা সাপেক্ষে, অনুভূত আনন্দ সহকারে, জ্ঞানসংযুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয়।
- ১৯। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয় স্বভাব হে হু, অনুভূত আনন্দ সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত না হয়ে উৎপন্ন হয়।
- ২০। যে এক প্রকাব চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবের উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে, অন্নভূত আনন্দ সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত না হযে উৎপন্ন হয়।
- ২১। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু, উপেক্ষা সহকারে, জ্ঞানসংযুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয়।

২২। যে এক প্রকাব চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎসাহ-উণ্টেজনা সাপেকে, উপেক্ষা সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত হযে উৎপন্ন হয়।

২৩। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু, উপেক্ষা সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত না হয়ে উৎপন্ন হয়।

২৪। যে এক প্রকাব চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে, উপেক্ষা সহকারে, জ্ঞানসংযুক্ত না হযে উৎপন্ন হয়।

এই আটটি কামাবচব সহেতৃক ক্রিয়া চিত্ত।

এখানে কামাবচব শোভন কুশল, বিপাক, ক্রিযা-চিত্তেব বর্ণনা শেষ হল।

কামাবচর সহেতৃক শোভন, সংক্ষিপ্তাকাবে কুশল, বিপাক, ক্রিয়া চিত্ত বেদনা জ্ঞান-সংস্কাব বশে চবিবশ প্রকাব হয়।

কামাবচব বিপাক চিন্ত তেইশ, কুশল এবং অকুশল চিন্ত কুড়ি এবং ক্রিয়া চিন্ত এগার। সর্বমোট (কামাবচব) চিন্ত চুয়ান্নটি।

ব্যাখ্যা

- (২৮) শোভন—বলাব কারণ তাবা কুশল গুণ উৎপন্ন কবে। যা অলোভ, অন্বেয, অমোহেব সঙ্গে সংযুক্ত, বেমন দান, মৈত্রী, প্রজ্ঞা (অর্থ কথা)।
- (২৯) পাপ—ছঃখেব দিকে চালিত কবে। পাপ শব্দেব চেয়ে অকুশল বা মন্দ পাপ শব্দেব প্রকৃত অনুবাদ। কাবণ পাপ শব্দ দাবা খ্রীপ্টিয় দৃষ্টিভঙ্গি স্টিত হয়।
- (৩০) হেতুক এবাব যে সকল চিত্তেব বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে তা সহেতুক, ইহা পূর্ব অন্থচ্ছেদে বর্ণিত অহেতুক চিত্তেব ঠিক বিপবীত। চবিবশ প্রকাব কামাবচব শোভন চিত্তেব মধ্যে, বাবটি ছই হেতুক (দিহেতুযুক্ত) যথা অলোভ (দান) এবং অদেষ (মৈত্রী) এবং অপব বাবটি চিত্ত তিন বা ত্রিহেতুযুক্ত যথা অলোভ (দান), অদ্বেষ (মৈত্রী) এবং অমোহ (জ্ঞান বা প্রজ্ঞা)।

(৩১) ৫৯ অথবা ৯১ প্রকাব চিত্ত—
কামাবচব—২৪
কপাবচব—১৫
অবপাবচব – ১২
লোকোত্তব – ৮
মোট ৫৯

যখন আট লোকোন্তব চিত্তকে পাঁচ কুশল নপধ্যান দ্বারা গুণ $(+ \times (-8))$ কবা হয় তখন একপ সংখ্যা দাঁডায়ঃ ২৪+১৫+১২+৪০=৯১)।

- (৩২) এরাণ (জ্ঞানা)—যা সত্য উপলব্ধি কবে বা জানে (অর্থ-কথা)। এরাণ বা জ্ঞান এখানে প্রজ্ঞা শব্দেব সমার্থক। ইহা মোহ (অজ্ঞানতা) শব্দেব বিপবীত। মোহ হল—অজ্ঞতা, বিপ্রান্তি, নিবুদ্ধিতা।
- (৩৩) অসংখাবিক—অসংস্কাবিক। ^{২০} অর্থকথা অনুসাবে—কোন ব্যক্তি যখন ভিতর বা বাহিব থেকে কোন প্রকাব উৎসাহ—উত্তেজনা ব্যতীত স্বীয় স্বভাব হেতু (স্বতঃস্কূর্তভাবে) তৎক্ষণাৎ কুশল কর্ম সম্পাদন কবে, তাই অসাংস্কাবিক কর্ম, স্থখান্ত এবং পবিবেশ হেতু তার দেহ ও মন কর্মক্ষম হয় এবং তা কুশল কর্ম সম্পাদনেব সহাযক হয়। ভাছাড়া পূর্বে কুশল কর্ম সম্পাদনেব প্রবৃত্তিও সাহায্য কবে।
- (৩৪) সকল প্রকাব কুশল কর্ম প্রথম আট প্রকাব কুশল (শোভন)
 চিত্ত দ্বাবা সম্পাদিত হয়। আট (কুশল) বিপাক চিত্ত প্রথম আট
 কুশল চিত্তেব ফল। আট অহেতুক (কুশল) বিপাক চিত্তও এই
 আট কুশল চিত্তেব ফল। তাহলে দেখা যায় কুশল বিপাক চিত্ত
 সর্বমোট যোল। অপব পক্ষে বাব অকুশল চিত্তেব মাত্র সাত (অকুশল)
 অহেতুক বিপাক চিত্ত বিভ্যমান।

বৃদ্ধ এবং অৰ্হংগণেব এই তেইশ্ প্ৰকাৰ বিপাক চিত্ত উৎপন্ন হয়

२०। व्याथा नः १२ (मथून।

কাবণ তাবা পূর্বকৃত কুশল-অকুশল কর্মেব ফল নির্বাণ লাভ না কবা পর্যন্ত ভোগ কবেন। কিন্তু তাদেব প্রথম আট কুশল চিত্ত উৎপন্ন হয় না কাবণ তাবা ফল প্রদান সক্ষম নৃতন কর্ম সঞ্চয় কবেন না। আবও একটি কাবণ হল তাবা সকল সংযোজন (যা জন্ম-মৃত্যুব আবর্তনে বদ্ধ কবে বাথে) সম্পূর্ণ ধ্বংস কবেছেন। যথন তাবা কুশল কর্ম সম্পাদন কবেন তথন তাদেব আট কুশল চিত্ত উৎপত্তিব পবিবর্তে আট ক্রিয়া চিত্ত উৎপন্ন হয়, যাব কোন ফল-উৎপাদন ক্ষমতা নেই। সাধাবণ মানুষ, স্রোভাপন্ন, সকুদাগামী এবং জনাগামীর সেই আট ক্রিয়া চিত্ত উৎপন্ন হয় না।

- (৩৫) প্রথম আট কুশল চিত্রেব উদাহবণ
- ১। এক ব্যক্তি সজ্ঞানে (জ্ঞানযুক্ত হয়ে), আনন্দেব সঙ্গে, তৎক্ষণাৎ এক ভিখাবীকে কিছু দান দিল।
- ২। এক ব্যক্তি সজ্ঞানে, আনন্দেব সঙ্গে, আনক ভেবে-চিস্তে বা অন্তেব দ্বারা উৎসাহিত হয়ে, এক ভিখাবীকে কিছু দান দিল।
- ৩। এক বালক কিছুই না বুঝে (জ্ঞানযুক্ত না হয়ে) একজন ভিক্ষুকে দেখে আনন্দেব সঙ্গে, তৎক্ষণাৎ প্রণাম করল। এক ব্যক্তি স্বতঃক্তুর্ভাবে, আনন্দেব সঙ্গে, কোন অর্থ না বুঝে স্থ্র আবৃত্তি কবল।
- ৪। এক বালক মাযের উপদেশে, কিছুই না বুঝে, আনন্দেব সঙ্গে এক ভিন্দকে প্রণাম কবল। এক ব্যক্তি শিক্ষক দ্বাবা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে, অর্থ কিছুই না বুঝে, আনন্দেব সঙ্গে স্ত্র আঁবৃত্তি কবল।
- ৫। এক ব্যক্তি সজ্জানে, উপেক্ষা সহকাবে, তৎক্ষণাৎ এক ভিক্ষুকে কিছু দান দিল।
- ৬। এক ব্যক্তি সজ্ঞানে,উপেক্ষা সহকাবে, অক্সেব দারা উৎসাহিত হযে বা ভেবে-চিন্তে এক ভিক্ষুকে কিছু দানু দিল।
- ৭। এক বালক কিছুই না বুঝে, উপেক্ষা, সহকারে, তৎক্ষণাৎ এক ভিক্ষুকে প্রণাম কবল।

৮। এক বালক কিছুই না বুঝে, উপেক্ষা সহকাবে, মাযেব উপদেশ অনুসাবে বা ভেবে-চিন্তে এক ভিক্ষুকে প্রণাম কবল।

রূপাবচর চিত্তানি

- ৭: (৫ ৰূপাবচৰ কুসল চিত্তানি)
- ১। বিতক্ক-বিচাব-পীতি-স্থখ'একগ্গতা-সহিতং পঠ্মজ্ঝানকুসলচিত্তং।
- ২। বিচাব-পীতি-স্থ'একগ্গতা-সহিতং ছতিযজ্ঝান-কুসল-চিত্তং।
 - ০ । পীতি-সুখ' একগ**্গতা-সহিতং ততিয়জ্ঝান-কুসলচিত্তং** ।
 - ৪। স্থ' একগ্গতা-সহিতং চতুখজ্ঝান-কুসলচিত্তং।
 - উপেক্খ'একগ্গতা-সহিতং পঞ্মজ্ঝান-কৃসলচিত্তং চেতি।

ইমানি পঞ্চ'পি কপাবচবকুসলচিত্তানি নাম।

(৫ ৰূপাৰচৰ বিপাক চিত্তানি)

- ১। বিতকক্-বিচাব-পীতি-স্থথ'একগ্গতা-সহিতং পঠমজ্ঝান-কুসলচিত্তং।
- ২। বিচাব-পীতি-সুখ'একগ্গতা-সহিতং ছতিযজ্ঝান-কুসল-চিত্তং।
 - ৩। পীতি-সুখ'একগ্গতা-সহিতং ততিষজ্ঝান-কুসলচিত্তং।
 - ৪। সুখ'-একগ্গতা-সহিতং চতুখজ্বান-কুসলচিত্তং।
 - ৫। উপেক্খ'একগ্গতা-সহিতং পধ্মজ্ঝান-কুসলচিত্তং চেতি।

ইমানি পঞ্চ'পি ক্রপাবচরবিপাকচিত্তানি নাম।

(৫ রূপাবচব ক্রিয়া চিত্তানি)

১। বিতক্ক বিচার-পীতি—স্থ'একগ্গতা-সহিতং পঠমজ্ঝান-কুসলচিত্তং।

- ২। বিচাব-পীতি-সুখ'একগ্গতা-সহিতং ছতিযজ্ঝান-কুসল-চিত্তং।
 - ৩। পীতি-সুখ'একগ্গতা-সহিতং ততিযজ্ঝান কুসলচিত্তং।
 - ৪। সুখ' একগ্ গতা সহিতং চতুখজ্ ঝান-কুসলচিত্তং।
 - ে উপেক্ খ'একগ্গতা-সহিতং পঞ্চমজ্ঝান-কুসলচিত্তং চেতি
 ইমানি পঞ্'পি কপাবচব ক্রিযাচিত্রানি নাম।

ইচ্চেবং সব্ বথা'পি পন্নবস কপাবচব-কুসল-বিপাক-ক্রিয়া-চিন্তানি সমতানি।

> পঞ্চধা ঝানভেদেন - ব্যপাবচবমানসং পুঞ্ঞপাকক্রিয়াভেদা – তং পঞ্চদসধা ভবে।

১৫ বাপাবচব চিত্ত

- ৭. (৫ কপাবচর কুশল চিত্ত)
- ্ ১। প্রথম ধ্যান কুশল চিত্তে বিভর্ক, বিচাব, প্রীতি, সুখ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে।
- ২। দ্বিতীয় ধ্যান কুশল চিত্তে বিচার, প্রীতি, সুখ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে।
- ় ৩। তৃতীয ধ্যান কুশল চিত্তে শ্রীতি, স্থথ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে।
- ৪। চহুর্থ ধ্যান কুশল চিত্তে স্থ্য এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে।
- পঞ্চম ধ্যান কুশল চিত্তে উপেক্ষা এবং একাগ্রতা ধ্যানাঞ্চ কপে
 বিদ্যমান থাকে।

এই পাঁচটি ৰূপাবচর ধ্যান কুশল চিত্ত।

(৫ রূপাবচব বিপাক চিত্ত)

৬। প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্তে বিতর্ক, বিচাব, প্রীতি, সুখ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে।

- ৭। দ্বিতীয় ধ্যান বিপাক চিত্তে বিচাব, শ্রীতি, স্থুখ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে।
- ৮। তৃতীয ধ্যান বিপাক চিত্তে শ্রীতি, স্থথ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ ব্যপে বিদ্যমান থাকে।
- ৯। চহূর্থ ধ্যান বিপাক চিত্তে স্থ্য এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ নপে বিদ্যমান থাকে।
- ১০। পঞ্চম ধ্যান বিপাক চিত্তে উপেক্ষা এবং একাঠ্রতা ধ্যানাঙ্গ ৰূপে বিদ্যমান থাকে।

এই পাঁচটি কপাবচর ধ্যান বিপাক চিত্ত।

। ৫ বাপাবচব ক্রিয়া চিত্ত)

- ১১। প্রথম ধ্যান ক্রিয়া চিত্তে বিতর্ক, বিচাব, প্রীতি, স্থখ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে।
- ১২। দ্বিতীয় ধ্যান ক্রিয়া চিত্তে বিচাব প্রীতি,স্থ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ নপে বিদ্যমান থাকে।
- ১৩। তৃতীয় ধ্যান ক্রিয়া চিত্তে প্রীতি স্থখ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ ব্যাপ বিদম্যান থাকে।
- ১৪। চতুর্য ধ্যান ক্রিয়া চিত্তে স্থখ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে।
- ১৫। পঞ্চম ধ্যান ক্রিয়া চিত্তে উপেক্ষা এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ ৰূপে বিদামান থাকে।

এই পাঁচটি কপাবচব ক্রিয়া চিত্ত।

এখানে বাপাবচব কুশল—বিপাক—ক্রিয়া চিত্তেব বর্ণনা সমাপ্ত হল।

সংশ্বিপ্তাকাবে

বিভিন্ন ধ্যান অনুসাবে বাপাবচর ধ্যান চিত্ত পাঁচটি। তা কুশল-বিপাক ক্রিয়া ভেদে পনেব প্রকাব হয়।

ব্যাখ্যা:-

(৩৬) ন্ধাবচব—জীবস্থিতিব তিনটি স্তব (লোক), (ভূমি), যথা – কামলোক, ন্ধপলোক এবং অন্ধপলোক। চাব ছঃখপূর্ণ ভূমি (অপায), মনুষ্যভূমি এবং ছয দেবভূমি স্তবকে কামলোক বলা হয। কামলোক বা কামভূমি বলাব কাবণ হল—এ স্তবগুলিতে ইন্দ্রিয় কামনা চরিতার্থ কবাব বাসনা অত্যন্ত প্রবল থাকে। চাব ছঃখপূর্ণ স্তবকে বলা হয় ছুর্গতি ভূমি। ছুদ্ধুতকাবিগণ এ সকল স্তবে উৎপন্ন হয়। অবশিষ্ট সাত স্তবকে বলা হয় সুগতি ভূমি। সুকর্মকাবিগণ এ সকল স্তবে উৎপন্ন হয়। অবশিষ্ট সাত স্তবকে বলা হয় সুগতি ভূমি। সুকর্মকাবিগণ এ সকল স্তবে উৎপন্ন হয়ে

আবও উন্নত মানুষ, যাঁবা সাধাবণ কামসুখে বীতশ্রদ্ধ এবং আবও আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রযাসী, স্বাভাবিক ভাবে সেরপ অনুকূল স্থানে ভাদেব উন্নত আকাজ্জা পবিপ্রেক্ষিতে উৎপন্ন হওয়া উচিত। মানব জীবনে তাঁবা নির্জন স্থানে গিয়ে সাধনা বা ধানে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

একপ সাধনা (ধান) বা ভাবনা ছই প্রকাব, যথা—শমথ (চিত্তেব একাগ্রতা বা তন্মযতা সাধন) এবং বিদর্শন (যথাভূত দর্শন বা সত্যদর্শন)। শমথ শব্দেব অর্থ হল শান্ততা বা প্রশান্তি, ইহা এই (শমথ) ধ্যান দ্বাবা লাভ হয়। বিদর্শন হল—যে জিনিষ বা বিষয় যেকপ তাকে সেকপ সত্য পবিপ্রেক্ষিতে দর্শন কবা। শমথ ধ্যান দ্বাবা উন্নত মানসিক শক্তি (পঞ্চ-অভিজ্ঞা) লাভ কবা যায়। বিদর্শন ভাবনা প্রজ্ঞা লাভেব (বোধি বা নির্বাণেব) দিকে অগ্রসব কবায়।

যাঁবা শমথ ধ্যান বৃদ্ধি কবেন মৃত্যুব পব তাঁবা উন্নত ৰূপ স্তরে বা লোকে উৎপন্ন হন। আব যাঁবা অৰূপ ধ্যান বৃদ্ধি কবেন তাঁবা অৰূপ লোকে উৎপন্ন হন।

অবাপ লোকে দেহ নেই, কেবল মাত্র মন বিদ্যমান থাকে। সাধাবণতঃ দেহ ও মন পবস্পব সম্বন্ধযুক্ত, পরস্পবেব উপর নিভ বশীল এবং অবিভাজ্য। কিন্তু চিত্তশক্ত্বি প্রভাবে দেহকে মন থেকে বা মনকে দেহ থেকে সাময়িক ভাবে পৃথক কবা যায়। যাঁরা স্বর্গ বা দৈব স্থগতি ভূমিতে বা রূপ ভূমিতে উৎপন্ন হন তাঁদেব সৃশ্ম রূপদেহ থাকে।

Compendium of Philosophy গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা আছে— 'কপলোক বলাব অর্থ হল—সে স্তবে সূক্ষ্ম রূপের অবশেষ এখনও বিদ্যমান। অরূপলোক বলাব কাবণ হল সে স্তবে রূপের বিদ্যমানতা দৃষ্ট হয় না।'

যা কপলোকে গমনাগমন কবে তা'ই কপাবচর। এই স্তবে চিত্ত সংখ্যা পনেব। পাঁচ কুশল চিত্ত ইহ জীবনে বৃদ্ধি বা উৎপন্ন কবা যায়। পাঁচ কুশল চিত্তেব পাঁচ বিপাক মৃত্যুব পব কাপভূমিতে (ফল স্বৰূপ) অনুভূত হয়। পাঁচ ক্রিয়া চিত্ত বৃদ্ধ এবং অর্হৎগণ ২১ ইহ জীবনে অথবা অর্হৎগণ কপলোকে অনুভব কবেন।

৩৭) ঝান —ধ্যান —এই পালি শব্দ √ ঝে ধাতু নিষ্ণন্ন (চিন্তা করা)।
তদন্ত বৃদ্ধখোষ 'ধ্যান' বা 'ঝান' শন্দেব একপ ব্যাখ্যা কবেছেন—
'আবম্মণ' উপনিজ্ঝানতো পচ্চনীকঝাপনতো বা ঝানং', আলম্বন বা
ধ্যেয় বিষ্যকে (আবম্মণ) নিকটে নিবিষ্টভাবে চিন্তা (ধ্যান)
বলা হয়।

ইচ্ছাকৃতভাবে কোন এক আলম্বনেব উপব চিত্ত নিবিষ্ট বা সমাহিত করাকে ধান বলা হয়।

শমথ খ্যানেব চল্লিশ প্রকাব কর্মন্থান (খ্যেয় বিষয়) সম্বন্ধে এই গ্রন্থেব নবম পবিচ্ছেদে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। যোগী তাঁব চবিত্র অনুয'য়ী তাদেব একটিকে ধ্যেয় বিষয়রূপে গ্রহণ কবেন। এই বিষয় বা আলম্বনকৈ পবিকর্ম নিমিত্ত বা প্রাথমিক ধ্যানাদম্বন বলা হয়।

তিনি এখন সকল কমনীয় চিস্তা মন থেকে দূব করে এই আলম্বনেব উপব চিত্ত এবং দৃষ্টি আবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ পর্যস্ত না তিনি তাতে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট হন। তাবপব এমন এক অবস্থা উৎপন্ন হবে তখন

২১। অনাগামী রূপলোকে উৎপন্ন হয়ে সেখানে অর্হ ভূলাভ করলে এই পাঁচ ক্রিয়াচিত্ত উৎপন্ন হয়। বা অনুভৰ করেন।

তিনি সেই আলম্বন চোখ বন্ধ কবেও দেখতে পাবেন। এই মনোদাবা গৃহীত বা উদ্গৃহীত নিমিত্তেব (উদ্গ্রহ বা উগ্গৃহ নিমিত্তেব) উপবা তিনি নিবিডভাবে নিবিষ্ট থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত তাব নিকট মানসিক প্রতিভাগ (পঠিভাগ) নিমিত্ত মনোদাবে উৎপন্ন না হয়।

পঠবি বা পৃথিবী কৃৎস্ন (মাটিব তৈবী গোলাকাব ধ্যেয বৃত্ত) বা মণ্ডলকে দৃষ্টান্ত স্বৰূপ নেওয়া যাক্।

এক বিঘত চাব ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট উষা বংযেব অতি মস্প গোলাকাব একটি মাটিব মগুল তৈবী কবে নিতে হবে। উষা বংযেব মাটি পর্যাগু পাওয়া না গেলে ভিতবে অন্য বংযেব মাটিও ব্যবহাব কবা যায়।

এই ধ্যেয় বৃত্ত বা মণ্ডলকে পবিকর্ম নিমিত্ত বলা হয়। এখন তিনিলেই বৃত্তকে নিজেব দেহ থেকে আড়াই হাত দূবে (সমূখে) স্থাপন কবে তাব উপব মনঃসংযোগ কববেন এবং মনে মনে (শব্দ না কবে) বলবেন পঠবি, পঠবি । এব উদ্দেশ্য হল মনেব একাগ্রতা সাধনকবা। এভাবে সম্ভবতঃ তিনি কয়েক সন্তাহ, মাস বা বৎসব ধ্যানাভ্যাস কবলে চোখ বন্ধ অবস্থায়ও সেই নিমিত্ত মনোগাবে উপস্থিত (হয়েছে) দেখবেন। এই মনোগৃহীত আলম্বনকে উদ্গ্রহ (বা মনোগৃহীত) নিমিত্ত বলা হয়। তাবপব তিনি সেই মনোগৃহীত নিমিত্তেব উপবামনঃসংযোগ কববেন (ইহা মাটি নির্মিত বৃত্ত বা মণ্ডলেব হুবহু প্রতিক্রিত) যতক্ষণ (বা যতদিন) তা মানসিক প্রতিভাগ নিনিত্তে ক্রপান্তবিত না হয়।

প্রথমতঃ মনোদ্বাবা গৃহীত নিমিন্ত (উদ্ গ্রহ নিমিন্ত) ও তারপর মানসিক প্রতিভাগ (পঠিভাগ) নিমিন্তে কপান্তবিত নিমিন্তব্যেব প্রভেদ হল – প্রথমটিতে কুৎম্বেব (নির্মিত মণ্ডলেব) কিছু দোষ পবি–লক্ষিত হয় এবং পববর্তী প্রতিভাগ নিনিত্ত ঐ সকল দোষমুক্ত হয়ে—'সুমার্জিত শঙ্খেব' মত প্রতিভাত হবে। শেষোক্ত নিমিন্তেব কোন প্রকার আকাব এবং বং থাকবে না। ইহা উপলব্ধি জ্ঞাত এক প্রকার প্রতিকৃতি মাত্র।

যথন তিনি নিয়মিতভাবে সেই উদ্ধৃত নিমিত্তে (প্রতিভাগ নিমিত্তে) বাববাব মনঃসংযোগ কববেন তখন তাঁব উপচাব সমাধি অধিগত হয়েছে বলা হয়। তখন তাঁব সহজাত পঞ্চনীববণ (সমাধি উৎপত্তিব বাধা) যথা কামচ্ছন্দ (ইন্দ্রিয়-কামনা),ব্যাপাদ পটিঘ) বা দ্বেষ, খীন-মিদ্ধ (চিত্তেব অলসতা-অকর্মণাতা), ঔদ্ধত্তা-কৌকৃত্য (অশ্বিবতা-অনুতাপ) এবং বিচিকিৎসা (সন্দেহ), সাময়িকভাবে অন্তর্হিত হয়।

অতঃপব ভিনি অর্পনা সমাধি লাভ কবেন এবং ধ্যানে তদ্গত (নিমজ্জিত বা সমাহিত) হয়ে একাগ্রতাব শাস্ততা এবং প্রশাস্তি অনুভব বা ভোগ কবেন।

ষথন তিনি অর্পণা সমাধি লাভ কবতে থাকেন (সে মুহূর্তে) তাঁক চিত্তবীথি এরূপে প্রবাহিত হয়—

ভবাঙ্গ—মনোদাবাবত ন—পবিকর্ম—উপচার—অন্থলোম —গোত্রভূ —অর্পণা।

* * * *

যখন চিত্তশ্রেত বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন মনোদ্বাবাবত ন চিত্ত উৎপন্ন হয় এবং প্রতিভাগ নিমিত্তকে আলম্বন বাপে গ্রহণ কবে। তাবপব পরিকর্ম অথবা উপচাব থেকে আবস্ত কবে জীবন ধাবা চলতে থাকে। পরিকর্ম হল, প্রাথমিক বা আদি চিত্তক্ষণ। উপচাব অর্থ নিকটবর্তী, কাবণ ইহা অর্পণা সমাধিব নিকটবর্তী। অন্থলোম চিত্তক্ষণ মন পূর্ণ অর্পণায় প্রবর্তিত (প্রবেশ কবাব জন্য) হওয়াব জন্য প্রস্তুত হয় (গুণযুক্ত হয়)। ইহা অর্পণাব সঙ্গে সামঞ্জয্ম বেথে উৎপন্ন হয় বলে, এ, নামে (অন্থলোম.) অভিহিত হয়। তাবপব গোত্রভূতে প্রবর্তিত হয়। গোত্রভূ শব্দেব অর্থ হল যা কামলোকেব গোত্র। (জন্ম) পরাভূত কবে। গোত্রভূ স্তব অতিক্রম করাব পরক্ষণেই এক চিত্তক্ষণেব জন্ম অর্পণা চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয় – তা'ই খ্যানজ একাগ্রতা (বা সমাহিত অবস্থায়) কপান্তবিত কবে।, এই চিত্ত কপাবচব স্তবেব মধ্যে, গণ্য এবং তাকে প্রথম কপধ্যান বলা হয়। অর্হংগণের জন্য ইহা ক্রিয়াচিত্ত, অন্যথায় ইহা কুশল (চিত্ত)।

এই (অর্পণা) চিত্ত এক চিত্তক্ষণের জন্য স্থায়ী হয় এবং তাবপব ভবাঙ্গে প্রবেশ কবে।

যোগী তাঁব একাগ্রতা (তন্মযতা) পবিবর্ধ নে সচেষ্ট হযে পূর্বোক্ত বিধি অনুসাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম ধ্যান লাভ কবেন।

পাঁচ ধান-বিপাক আরুপূর্বিক পাঁচ কুশল ধান চিত্তেব ফল। এ ফল কামলোকে অরুভূত হয় না, কেবলমাত্র কপাবচব ভূমিতে (লোকে) ফল প্রদান কবে (অরুভূত) হয়। কুশল এবং ক্রিয়া ধানচিত্ত এই কামভূমিতে সাবাদিনেব জন্যও অনুভব বা সেবন করা যায়।

ধ্যানের পঞ্চ অঙ্গ যথা বিতর্ক, বিচাব, প্রীতি, সুখ এবং একাগ্রতা যুক্তভাবে অপ'ণা চিত্তে বিদ্যমাম। তাদেব একত্র সমাবেশই ধ্যান। দিতীয ধ্যানে বিতর্ক, তৃতীয ধ্যানে বিতর্ক –বিচাব, চতুর্থ ধ্যানে বিতর্ক –বিচাব-প্রীতি অন্তর্হিত হয় এবং পঞ্চম ধ্যানে সুথ অন্তর্হিত হয়ে তৎপবিবত্তে উপেক্ষা যুক্ত হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে প'াঁচ ধ্যানেব পবিবতে চাব ধ্যান (কপেও) গুণ্ তি কবা হয়, যেমন বিশুদ্ধিমার্গে। সে ক্ষেত্রে বিভক -বিচাব দ্বিতীয় ধ্যানে অন্তর্হিত হয় এবং প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ কপে বিদ্যমান থাকে।

৩৮. বিতক্ক । বিতক')— শব্দ গঠিত হয়েছে 'বি' পূর্বক +
√তক্ক ধাতু সংযুক্ত হয়ে (চিন্তা কবা)। সাধাবণত শব্দটি চিন্তা কবা
বা ভাবনা কবা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে তা এক বিশেষ অর্থে
ব্যবহাব কবা হয়েছে—আলম্বন চিন্তা সহজাত চৈতসিককে আলম্বনে
অধিবাহন (আবোহণ) কবায়, স্থাপন কবে, (আবম্মনং বিতক্কেতি
সম্প্যুত্তধম্মে অভিনিবোপেতী তি বিতক্কো)। যেমন বাজাব
এক প্রিষ ব্যক্তি একজন গ্রামবাসীকে নিয়ে গিয়ে প্রাসাদে স্থাপন করে
সেবপ বিতক মনকে আলম্বনেব প্রতি টেনে বা বহন কবে নিয়ে
যায়।

বিতক প্রকীর্ণ চৈতসিক, যখন ইহা কুশল ও অকুশলের সঙ্গৈ যুক্ত হয়^{া,} তখন^{া,} ইহাও, কুশল এবং অকুশলের রূপ ধারণ করে। উন্নত প্রকাবেব বিতর্ক প্রথম ধ্যান চিত্তে লক্ষিত হয়। এব চেয়ে ও উন্নত বিতর্ক সমাক্সঙ্গল্প (সমাক্ চিন্তা) কপে মার্গচিত্তে (মগ্গচিত্তে) দৃষ্ট হয়। মার্গচিত্তের বিতর্ক চিত্তকে নির্বাণালম্বে পবিচালনা কবে এবং মিথ্যাবিতর্ক যথা কামভোগ চিন্তা, ছেষ্চিন্তা (ব্যাপাদ), প্রতি-হিংসা (বিহিংসা) বা নিষ্ঠ্বতা চিন্তা ইত্যাদি ধ্বংস কবে। ধ্যান চিত্তেব বিতর্ক সাময়িকভাবে খীন মিদ্ধ (স্ত্যান-মিদ্ধ) (তন্ত্রা ও আলস্তা) যা পঞ্চ-নীবরণেব এক নীবরণ (আববণ) কেও স্তিমিত করে।

নিয়মিতভাবে ধ্যানচর্যা পবিচালনা কবলে বিতর্ক অন্তর্হিত হয়ে দ্বিতীয় ধ্যান লাভ হয়। পাঁচ প্রকাব ধ্যানেব পবিবর্তে চাব ধ্যান গ্রহণ কবা হলে বিতর্ক-বিচাব অন্তর্হিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ হয়।

(৩৯) বিচার— শব্দেব উৎপত্তি বি + √চব্ ধাতু থেকে, বিচবণ করা বা ভ্রমণ কবা। ইহাব সাধাবণ অর্থ হল অনুসন্ধান কবা। কিন্তু এক্ষেত্রে এ শব্দটি মনেব আলম্বনে পুনঃপুনঃ নিমজ্জন হেতু আলম্বনে প্রবর্তন বা লেগে থাকা অর্থে ব্যবহৃত হযেছে। ইহা সাময়িকভাবে চিকিৎসাকে (সংশয়কে) স্তিমিত কবে।

অর্থকথায় বলা হয়েছে বিচার আলম্বনে ঘুবে বেড়ায়। আলম্বনকে পবীক্ষা কবা (বা তাব মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া) ইহাব লক্ষণ।

বিত্তর্ক উডন্ত মৌমাছিব ফুলেব দিকে যাওয়াব মত। বিচার মৌমাছিব ফুলেব চতুর্দিকে ঘুবে বেড়ানব মত। ধ্যানেব অঙ্গ হিসেবে উভয়ই পবস্পব সম্বন্ধযুক্ত।

(৪০) পীতি (প্রীতি)—প্রযুল্লতা বা সন্তোষ। ইহা √ি ধাতু
নিম্পন্ন (প্রীতি বা আনন্দ লাভ কবা, চিত্ত প্রসাবিত হওয়া)। ইহা
স্থাবে মত একটি বেদনা নয। ইহা স্থাবে দ্ববর্তী অবস্থা। ধ্যানেব
প্রথম ছই অঙ্গেব ন্যায় প্রীতি চৈতিসিক ও কুশল এবং অকুশল উভয়
চিত্তে বিদ্যমান থাকে। বিষয় বা আলম্বনেব প্রতি ঔৎস্ক্র উৎপাদন
কবা ইহাব লক্ষণ। প্রীতি ব্যাপাদ বা পটিঘ (ছেষ) বিনাশ কবে।

প্ৰীতি পাঁচ প্ৰকাব :—

থুদ্দক বা ক্ষুদ্রিকা প্রীতি—যে প্রীতি বোমাঞ্চ উৎপন্ন করে।

- ২. থণিক বা ক্ষণিকা প্রীতি—যে প্রীতি বিহ্যাৎ বিকাশেব স্থায প্রবাহিত হয়।
- ৩. ওক্কন্তিকা বা অবক্রান্তিকা প্রীতি—যে প্রীতি তবঙ্গেব ন্যায উদ্ভাসিত বা উচ্ছুসিত হয়।
- ৪০ উব্বেগা বা উদ্বেগা গ্রীতি—যে প্রীতি গগণচাবী। একখণ্ড তুলা যেমন বাতাসে উডে বেড়ায় তেমন এ প্রীতি আকাশে ভাসিয়ে নিয়ে য়েতে সক্ষম।
- ৫. ফবণা বা ক্ষুবণা প্রীতি—যে প্রীতি সর্বশবীবে পূর্ণ বেলুনেব মত ব্যাপ্ত হয়ে দেহকে দীপ্ত ও কম্পিত কবে অথবা বস্থাব জল যেমন ছোট পুকুব এবং জলাশয় পবিব্যাপ্ত কবে তেমন সর্বদেহে পবিব্যাপ্ত হয়।
- (৪১) স্থা—হল শান্তিকব অবস্থা ইহা এক প্রকাব আবামদাযক অমুভূতি। ইহা ঔদ্ধত্য (অস্থিবতা) এবং কৌক্ত্যেব (অমুতাপ ও অমুশোচনাব) বিপবীত। বিতর্ক যেমন বিচাবেব পূর্ববর্তী অবস্থা সেরূপ প্রীতিও স্থথেব পূর্বাবস্থা।

আলম্বন তৃপ্তি সহকাবে পবিভোগ কবা ইহাব লক্ষণ। ইহা বাজাব তৃপ্তি সহকাবে বাজভোগ আহাব (পবিভোগ) কবাব মত।

প্রীতি হল ক্লান্ত পথিকেব মবীচিকা দর্শনেব মত আব সুখ হল (পথিকেব)শীতল জল পান এবং তাতে স্নান কবাব মত।

এই মানসিক স্থাকে অহেতুক কাযস্থা থেকে পৃথককাপে অবধাবণ কবতে হবে ইহা তবে (স্থা) সৌমনস্থেব (স্থমনতাব) সামিল। কিন্তু এই স্থানুভূতিব সঙ্গে জড পদার্থ থেকে উৎপন্ন স্থাখেব সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। এই স্থানুভূতি সেই (জড পদার্থ-উৎপন্ন) স্থথ পবিত্যাগেব ফলস্বন্ধ উৎপন্ন নিবামিষ স্থা। নির্বাণ স্থথ ধ্যান থেকে আবও অধিক স্ক্রাতিস্ক্রতম স্থা। নির্বাণ স্থথানুভূতিতে কোন বকম বেদনা. নেই। সর্বত্থায়েব উপশ্ম (হুক্থুপস্মা)-ই নির্বাণ স্থা। এই স্থথেব সঙ্গে কোন বিকলাঙ্গেব বোগ উপশ্ম জনিত 'স্বস্তি'ব সঙ্গে তুলনা কবা যায়। ইহা উপশ্ম স্থ্য।

(৪২) উপেক্খা—উপেক্ষা— সাধাবণ অর্থে দেখা (ইক্খতি),

উপেক্ষাব সহিত (উপ – যুত্তিতো)। ইহা কোন আলম্বনকে মনেব সমতা দিয়ে দেখা। অথসালিনীব ব্যাখ্যা হলঃ 'ইহা আলম্বনেব প্রতি নিরপেক্ষতা (মজ্ঝত্তং – মধ্যস্থতা \ এবং ইহা বিশ্লেষণমূলক জ্ঞান (পবিচ্ছিন্দনকং ক্রোণং) অর্থেও বুঝায়।

এই ব্যাখ্যা জ্ঞানসম্প্রযুক্ত (সংযুক্ত) শোভন চিত্তেব উপেক্ষাব ক্ষেত্রে বিশেষরূপে প্রযোজ্য। যে উপেক্ষা অকুশল এবং অহেতুক (চিত্তেব) মধ্যে পাওয়া যায় তা হল নত্বঃখ-নস্থখ বেদনা (উপেক্ষা) যাব মধ্যে কোন প্রকাবেব বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানেব চিহ্ন পাওয়া যায় না। কামাবচব শোভন চিক্তেও উপেক্ষা উৎপন্ন হতে পাবে যেমন কোন ব্যক্তি কোন প্রকাব ওৎস্কর্য উৎপন্ন না কবে ধর্ম প্রবণ কবেন। তখন এক প্রকাব স্কন্ধ উপেক্ষা ইচ্ছাকৃত নিবপেক্ষতা এবং বিশ্লেষণ জ্ঞান অবলম্বন কবেও উৎপন্ন হতে পাবে ঃ যেমন কোন প্রাক্ত ব্যক্তি নিবপেক্ষ এবং তাত্তিক মনে ধর্ম প্রবণ কবেন।

ধান চিত্তেব উপেক্ষায় কিন্তু নৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশেবত্ব আছে। স্কৃতকারীব নিকট যে অকুশল চিত্ত স্বাভাবিক ভাবে উৎপন্ন হয় তা কোন ক্রমেই সাধাবণ উপেক্ষা নয়। ধান উপেক্ষা চিত্তশক্তি দ্বাবা উৎপাদন কবতে হয়। সেই স্থুখসংযুক্ত অনুভূতিকেও স্থুল মনে কবে যোগী ইহাকেও পরিত্যাগ কবেন যেমন তিনি অহা তিন ধ্যানাঙ্গকে (বিতর্ক-বিচাব-গ্রীতি) বর্জন কবেছেন এবং তিনি তাবপব আবও স্ক্ষা এবং শান্তিকর উপেক্ষা উৎপাদন কবেন। পঞ্চম ধ্যান লাভ কবলে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। তথন তিনি চিত্তশক্তি দ্বাবা স্থুথ এবং স্থাকে অতিক্রম কবেন। তিনি তথন গ্রুখবেদনা বিমুক্ত।

এই উপেক্ষা সাধাবণ তত্রমধ্যস্থতাব (তত্র মজ্বত্ততা = চিত্ত-সমতাব) একটি অতীব মার্জিত কপান্তব। তৎমধ্যস্থতা বা তত্রমধ্যস্থতা শোভন চিত্তে মুগু থাকে।

পালি শব্দেব 'উপেক্খা সতিপাবিস্থদ্ধি'—অর্থাৎ স্মৃতি পবিশুদ্ধতা তত্রমধ্যস্থতা থেকেই আগত এবং এখানে সেই তত্ত্রমধ্যস্থতাকেই উদ্দেশ কবা হয়েছে। ইহা প্রথম চার ধ্যানেও স্বপ্ত থাকে। পঞ্চম ধ্যানে এই তত্ত্ব মধ্যস্থতাকে বেছে নেওয়া হয় এবং তথন তাব ৰূপ অতীব মার্জিত। উপেক্ষা বেদনা এবং তত্ত্রমধ্যস্থতা (তত্ত্বমজ্বত্ততা) এ উভয় পালি শব্দ উপেক্ষাব সমার্থবাধক যা পঞ্চম ধ্যানে দৃষ্ট হয়।

একপ চাব উপেক্ষা দৃষ্ট হয যথা ১০ অকুশল চিত্তেব ছয উপেক্ষা বেদনা ২০ আট অহেতুক (কাষ বিজ্ঞান ব্যতীত) দ্বিপঞ্চবিজ্ঞানেব অমুভবনীয় নিষ্ক্ৰিয় বেদনা (অমুভবন উপেক্থা) ৩. জ্ঞানসম্প্ৰযুক্ত ছই শোভন ক্ৰিয়া চিত্তেব এবং কখনও কখনও জ্ঞানসম্প্ৰযুক্ত ছই শোভন কুশল চিত্তেব মনস্তান্ত্ৰিক উপেক্ষা। ৪ সকল শোভন চিত্তেব বিশেষতঃ পঞ্চম ধ্যানেব নৈতিক উপেক্ষা।

ব্রহ্মবিহাবোপেক্ষা (ব্রহ্মবিহাকপেক্থা, ব্রহ্মবিহাবের উপেক্ষা) এবং সংস্কাবোপেক্ষা (সংখাকপেক্থা) উভযই মনস্তাত্ত্বিক এবং নৈতিক উপেক্ষা^{২২} রূপে গণ্য।

প্রথম উপেক্ষা জীবনেব সকল প্রকাব হুঃখ-ছর্দশাব সঙ্গে জডিত। দ্বিতীয় উপেক্ষা সকল প্রকাব কাবণোৎপন্ন বস্তুব প্রতি (সর্বসংস্কাবেব প্রতি) লোভ-দ্বের বিমুক্ত উপেক্ষা।

বিশুদ্ধিমার্গে দশ প্রকাব উপেক্ষাব কথা বলা হয়েছে (Path of Purity-vol. II. P. 184-186)।

(৪৩) একগ্ গতা—একাপ্রতা — এক + অগ্ গ + তা — একী ভূত অবস্থা। এই মানসিক অবস্থা বা স্তব সকল ধ্যানে বিজ্ঞমান। সম্মা সমাধি (সম্যক্ সমাধি — একাপ্রতা) মার্গচিত্তেব একাপ্রতাকে বুঝায়। একাপ্রতা সাম্যিক ভাবে কামতৃষ্ণা অপসাবিত কবে।

১২ অরূপাবচর চিত্তানি

৮। ৪ অবপাবচব কুসল চিত্তানি

১০ আকাসানঞ্চাযতন কুসলচিত্তং ২০ বিঞ্ঞাণঞ্চাযতন কুসলচিত্তং ৩০ আকিঞ্চনাযতন কুসলচিত্তং ৪০ নে'ব-সঞ্ঞা-নাস্ঞ্ৰ-ঞাযতন কুসলচিত্তং চেতি ।

RR 1 Compendium of Philosophy p. 14, 66, 24

ই'মানি চত্তাবি'পি অবপাবচব কুসলচিত্তানি নাম। ৪ অবপাবচব বিপাকচিত্তানি

থাকাসানঞ্চাযতন বিপাকচিত্তং ৬. বিঞ্ঞাণঞ্চাযতন বিপাক চিত্তং ৭. আকিঞ্চনাযতন বিপাকচিত্তং ৮. নে'ব-সঞ্ঞা-নাস ঞ্ঞাযতন বিপাকচিত্তং চেতি।

ইমানি চত্তাবি'পি অন্ধপাবচব বিপাকচিত্তানি নাম।

৪ অরূপাবচব ক্রিযাচিত্তানি

৯. আকাসানঞ্চাষতন ক্রিযাচিত্তং ১০. বিঞ্ঞাণঞ্চাযতন ক্রিযাচিত্তং ১১ আকিঞ্চনাযতন ক্রিযাচিত্তং ১২ নে'ব-সঞ্ঞাননাসঞ্ঞাযতন ক্রিয়াচিত্তং চেতি।

ইমানি চত্তাবি'পি অবপাবচব ক্রিযাচিত্তানি নাম।

ইচ্চেবং সব্বখা'পি দ্বাদস প্রপাবচব-কুসল-বিপাক-ক্রিযা-চিন্তানি সমতানি ।

আলম্বনপ্ পভেধেন—চতুধা'কণ্ পমানসং
পুঞ্ঞপাকক্রিযাভেদা—পুন দাদসধা ঠিতং।

৮. ৪ অনপাবচৰ কুসল চিত্ত

১. আকাশানস্তায়তন (আকাশ-অনস্ত-আয়তন) কুশলচিত্ত ২. বিজ্ঞানানস্তায়ন (বিজ্ঞান-অনস্ত-আয়তন) কুশল চিত্ত ৩. অকিঞ্চনাযতন (অকিঞ্চন-আয়তন) কুশল চিত্ত ৪. নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন (নৈবসংজ্ঞা-ন-অসংজ্ঞাযতন) কুশল চিত্ত। (আকাশ অর্থে উৎপত্তি-বিলয়হীন অনস্ত আকাশ, আয়তন অর্থে আলম্বন বা অবলম্বন বুঝায়। অনস্ত আকাশকে অবলম্বন কবে যে বুশল চিত্ত উৎপন্ন হয় তা'ই আকাশানস্তায়তন কুশল চিত্ত)।

এই চাবটি অর্কপাবচব কুশল চিত্ত।

৪ অনপাবচব বিপাক চিত্ত

৫ আকাশানস্তায়তন বিপাক চিত্ত ৬. বিজ্ঞানানস্তায়তন বিপাক

টিত্ত ৭. অকিঞ্চনায়তন বিপাক চিত্ত ৮. নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন বিপাক চিত্ত।

এই চাবটি অৰূপাবচৰ কুশল বিপাক চিত্ত।

৪ অবপাবচব ক্রিয়া চিত্ত

১০ আকাশানস্ভাযতন ক্রিয়া চিত্ত ১০ বিজ্ঞানানস্ভাযতন ক্রিয়া চিত্ত ১১. অকিঞ্চনাযতন ক্রিয়া চিত্ত ১২ নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন ক্রিয়া চিত্ত।

কুশল, বিপাক, ক্রিয়া ভেদে অব্যপাবচৰ কুশল চিত্ত সর্বমোট বাব প্রকাব।

অৱপধ্যান চিত্ত আলম্বন ভেদে চাব প্রকাব। আবাব তাবা কুশল, বিপাক, ক্রিয়া ভেদে বাব^{২৩} প্রকাব।

ব্যাখ্যা: -

(৪৪) অবপধ্যান—যে যোগী বপধ্যান (পঞ্চম ধ্যান পর্যান্ত) উৎপন্ন কবেছেন এবং এখন যদি তিনি অবপ (নিবাকাব) ধ্যান উৎপন্ন কবতে চান তবে (এখন) তিনি প্রতিভাগ নিমিন্তেব (সে সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ কবা হযেছে) উপব চিত্ত নিবিষ্ট কববেন। যখন তিনি তাতে মন নিবিষ্ট কবেন তখন জোনাকিব আলোব মত এক মান আলো কংম্ম (কসিন) আলম্বন থেকে উৎসাবিত হয়। তিনি ইচ্ছা কবেন এই আলোক সমস্ত আকাশে বিস্তৃত হোক। এখন তিনি সর্বদিকে আলোক ব্যতীত আব কিছুই দেখেন না। এই উৎপন্ন আকাশ বা মহাকাশ প্রকৃত নয়। ইহা একটি বিজ্ঞপ্তি মাত্র। পালি সাহিত্যে ইহাকে (কিসিণুগ ঘাটিমাকাস) বা কৃৎম্ন হতে উদগত (উথিত) আকাশ বলা হয়। এই বিক্রপ্তিব উপব যোগী চিত্ত স্থাপন কবে, আকাশ—অনন্ত, আকাশ—অনন্ত, আকাশ—অনন্ত ব্বেপ চিন্তা বা জপ্ কবেন এবং যে

২৩। রূপ এবং অরূপ চিত্তকে একত্তে 'মহগ্গত' মহদ্গত বা বর্ধিত চিত্ত বলা হয়।

পর্যন্ত আকাশানন্তায়তন (প্রথম অরপ ধ্যান) উৎপন্ন না হয়, সে পর্যন্ত দেরূপে ভাবনা করেন।

কপধ্যানেব চিন্তবীথি একপে প্রবাহিত হয —

মনোদ্বাবাবর্তন-পবিকর্ম-উপচাব-অন্মলোম-গোত্রভূ-আকাশানস্তাযতন।

*

*

পবিকর্ম চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হতেও পাবে, নাও হতে পারে। এক চিত্তক্ষণেব জন্ম অনপধ্যান চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয় এবং তাবপব চিত্ত ভবাঙ্গে পতিত হয়।

আবাব তিনি প্রথম অকপধ্যানে চিত্ত নিবিষ্ট করে, বিজ্ঞান-অনস্ত-আযতন (বিজ্ঞান-অনস্ত, বিজ্ঞান-অনস্ত) কপে ভাবনা কবেন যতক্ষণ বা যে পর্যন্ত না দ্বিতীয অকপধ্যান 'বিজ্ঞানানস্তায়তন' লাভ হয় (বা উৎপন্ন হয়)।

তৃতীয় অৰূপধ্যান 'অকিঞ্চনায়তন' উৎপাদন কবতে হলে যোগী-প্ৰথম অৰূপধ্যান চিত্তেব আলম্বনকে গ্ৰহণ কবে, কিছুই নেই, কিছুই নেই ৰূপে ভাবনা কবেন।

তৃতীয় অনপধ্যান চিত্তকে আলম্বন নপে গ্রহণ কবে চতুর্থ অনপধ্যান চিত্ত উৎপাদন কবতে হয়। তৃতীয় অরপধ্যান এত কৃষ্ম এবং স্বচ্ছ যে যোগী নিশ্চিতভাবে বলতে পাবেন না, সংজ্ঞা বা চিত্ত আছে কি নেই। এনপে বখন তিনি তৃতীয় অনপধ্যানে চিত্ত নিবিষ্ট কবেন তখন তার চতুর্থ অনপধ্যান চিত্ত উৎপন্ন হয়। যদিও এখানে সংজ্ঞা ব্যবহাব কবা হয়েছে তবে বেদনা এবং সংস্কাব (চৈতসিক)-ও তাব মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

চাব কপধ্যান ধ্যানাঙ্গ ভেদে পবস্পব ভিন্ন। অপবপক্ষে চাব অকপধ্যান আলম্বন (বা ধেয় বিষয় ভেদে) পরস্পব থেকে ভিন্ন। প্রথম এবং তৃতীয় অকপধ্যানের ছুইটি প্রজ্ঞপ্তি। সেই প্রজ্ঞপ্তি হল— আকাশ-অনন্ত এবং কিছুই নেই। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অকপধ্যান চিত্ত যথাক্রমে প্রথম এবং তৃতীয় অকপধ্যান চিত্তকে আলম্বন কপে গ্রহণ করে। এই চাব অবপধ্যানেব ফল পাওয়া যায় যথাক্রমে চাব অবপ (ব্রহ্ম) লোকে। চাব অবপ ক্রিয়াধ্যান শুধুমাত্র বৃদ্ধ এবং অহ ৎগণেব অমুভূত হয়।

এই অবপধ্যান চিত্তে সর্বমোট ছইটি ধ্যানাঙ্গ বিভ্যমান থাকে, তা'হল উপেক্ষা এবং একাগ্রতা যা পঞ্চম বপধ্যান গঠিত কবে।

- ৯। ৪ লোকুত্তব কুসল চিতানি
- ১. সোতাপত্তিমগ্গচিত্তং ২. সকদাগামি মগ্গচিত্তং ৩. অনাগামি মগ্গচিত্তং ৪০ অবহত্তমগ্গচিত্তং চেতি। ইমানি চন্তারি' পি কুসলচিত্তানি নাম।
 - ৪ লোকুত্তব বিপাক চিত্তানি
- শোতাপত্তিফলচিত্তং ৬ সকদাগামিফলচিত্তং ৭ অনাগামি—
 ফলচিত্তং ৮ অবহত্তফলচিত্তং চেতি।

ইমানি চত্তারি'পি লোকুত্তব বিপাকচিত্তানি নাম।

ইচ্চেবং সব্ৰুথা'পি অট্ঠ লোকুত্তব কুসল-বিপাক চিত্তানি সমতানি।

> চতুমগ্গপ্পভেদেন—চতুধা কুসলং তথা পাকং তস্স ফলতা'তি—অট্ঠধা'মুত্তবং মতং। দাদসাকুসলানেবং— কুসলানেকবীসতী, ছত্তিংস'এব বিপাকানি—ক্রিযাচিত্তানি বীসতি। চতুপঞ্ঞাসধা কামে— রূপে প্রবস' ঈবয়ে চিত্তানি দাদস' অবাপ্ পে— অটঠধা' মুত্তরে তথা।

- ৪ লোকোত্তব কুশল চিত্ত
- ১০ স্রোতাপত্তি মার্গচিত্ত ২. সকুদাগামী মার্গ চিত্ত ৩০ অনাগামী মার্গচিত্ত ৪০ অর্হ ত্ব মার্গ চিত্ত।

এই চাবটি লোকোত্তব কুশল মাগ' চিত্ত।

শ্রোতাপত্তি ফল চিত্ত ৬. সক্লাগামী ফল চিত্ত ৭, অনাগামী ফল চিত্ত ৮ অহ´ত্ত ফল চিত্ত।

এই চাবটি লোকোত্তর্ব কুশল ফল চিত্ত। এখানে সর্ব-মোট আট লোকোত্তব কুশল ও ফল চিত্ত। চাব মার্গ ভিন্নতা বশে লোকোত্তব কুশল চিত্ত চাব। অমুব্যপভাবে ফলেব ভিন্নতা প্রকাশিত হয়। লোকোত্তব আট (চিত্ত) ব্যপে পবিগণিত হয়।

সংক্ষিপ্তাকাবে

এরূপে অকুশল বারটি, কুশল একুশটি, বিপাক ছত্রিশটি এবং ক্রিয়া বিশটি হয়।

কামভূমিব চুয়ান্নটি, বপভূমিব পনবটি, অবপভূমিব বারটি, এবং লোকোন্তবেব আটটি চিত্ত।

একবীসসতানি চিত্তানি—১২১

- ১০। ইথাং' একৃননবৃতি—পপ্ভেধা পন মানসং একবীসসভা বা'থ—বিভজন্তি বিচক্থনা। কথা একৃননবৃতিবিধা চিত্তা একবীসসভা হোভি ?
 - বিতক্ক-বিচাব-পীতি-সুখ' একগ্গতা-সহিতং পঠমজ্ঝান-সোতাপত্তি মগ্গচিত্তং,
 - বিচাব-পীতি-স্থ' একগ্গতা-সহিতং

 ছতিযজ্ঝান-সোতাপত্তি মগ্গচিত্তং,
 - পীতি-মুখ' একগ্গতা-সহিতং
 তিষজ্ঝান সোতাপত্তি মণ্গচিত্তং,
 - মুখ' একগ্ গতা-সহিতং

 চতুত্থজ্ ঝান-সোতাপত্তি মগ্ গচিত্তং,
 - উপেক্থা' একগ্ গতা-সহিতং
 পঞ্চমজ্ ঝান-সোতাপত্তিমগ্ গচিত্তং চেতি।
 ইমানি পঞ্চপি সোতাপত্তিমগ্ গচিত্তানি নাম।

তথা সকদাগামিমগ্গ-অনাগামিমগ্গ-অবহত্তমগ্গচিত্তং চেতি সমবীসতি মগ্গচিত্তানি। তথা ফলচিত্তানি চেতি সমচত্তাল্লীস লোকুত্তবচিত্তানি ভবস্তী'তি।

- ঝানঙ্গযোগভেধেন—কত্বে'কেকং তু পঞ্চধা
 বুচ্চতা'নুত্তবং চিত্তং—চত্তাল্লীসবিধন্তি চ।
- যথা চ ৰূপাবচবং— গ্ৰয্হতা'কুত্তবং তথা
 পঠমাদিদ্মানভেদে—আৰুপ্ পঞ্চা'পি পঞ্জা
- একাদসবিধং তস্মা —পঠমাদিকং ঈবিতং
 ঝানং একেকং অন্তে তু—তেবীসতিবিধং ভবে।
- সত্ততিংসবিধং পুঞ্ঞং—দ্বিপঞ্ঞাসবিধং তথা
 পাকং ইচ্চান্থ চিত্তানি—একবীসসতং বৃধ'।

ইতি অভিধন্মথসংগহে চিত্তসংগহবিভাগো নাম পঠমো পবিচ্ছেদো।

১২১ প্রকাব চিত্ত

- ১০০ এই বিভিন্ন শ্রেণীব ৮৯ প্রকাব চিত্তকে বিজ্ঞগণ ১২১ প্রকাব চিত্তে বিভক্ত কবেন। কি প্রকাবে ৮৯ চিত্ত ১২১ প্রকাব হয় গ
- ১. বিতর্ক-বিচাব-প্রীতি স্থ্থ-একাগ্রতা সহ প্রথমধ্যান স্রোতাপৃত্তি মাগ' চিত্ত।
- ২০ বিচাব-প্রীতি-স্থথ একাগ্রতাসহ দ্বিতীয়ধ্যান স্রোতাপত্তি মার্গ চিত্ত।
 - প্রীতি-স্থথ-একাগ্রতা সহ তৃতীয়ধ্যান ব্রোতাপত্তি মার্গ চিত্ত।
 - মুখ-একাগ্রতা সহ চতুর্থ ধ্যান স্রোতাপত্তি মার্গ চিত্ত।
 - উপেক্ষা-একাগ্রতা সহ পঞ্চমধ্যান স্রোতাপত্তি মার্গ চিত্ত।
 এই পাঁচটি স্রোতাপত্তি মার্গ চিত্ত।

এবপভাবে সক্লাগামী মার্গ চিত্ত, অনাগামী মার্গ চিত্ত এবং অহ´ত্ত মার্গ চিত্ত বিশ প্রকাব চিত্ত উৎপন্ন কবে। অনুবপভাবে বিশ প্রকাব ফল চিত্ত। স্থৃতবাং এভাবে চল্লিশ প্রকাব লোকোত্তব চিত্ত হয়।

সংক্রিপ্তাকাবে .

- ১১ ধ্যানাঙ্গ হিসেবে যদি ৮ লোকোত্তর চিত্তকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত কবা হয় তথন আট লোকোত্তব চিত্ত চল্লিশ প্রকাব হয়।
- ২. যখন কপাবচব চিত্তকে প্রথমধ্যান চিত্ত কপে গণ্য কবা হয় তখন অপব কপাবচব চিত্তগুলিকেও সেই সেই ধ্যান চিত্তকপে ধবা হয় এবং তৎসঙ্গে লোকোত্তব চিত্তকে যুক্ত করা হয়। অকপাবচব চিত্তকে পঞ্চম ধ্যান চিত্ত রূপে গণ্য করা হয়।
- ৩ এভাবে প্রথম ধ্যানে এগাব^{২৪} চিত্ত হয়। পঞ্চম ধ্যানে⁻ তেইশ^{২৫} চিত্ত হয়।
- 8. সাঁযত্ত্রিশ^{২৬} কুশল (পুণ্য) চিত্ত, বায়ার^{২৭} বিপাক চিত্ত, বিজ্ঞগণ বলেন একপে ১২১ প্রকাব চিত্ত হয়।

এখানে অভিবৰ্মাৰ্থ সংগ্ৰহেব চিত্ত বিশ্লেষণ মূলক প্ৰথম পৰিচ্ছেদ সমাপ্ত হল।

(৪৫) নির্বাণ দর্শন—যে যোগী নির্বাণ দর্শন কবতে চান তিনি
বিষযকে (ষডই ক্রিযগ্রাহা আলম্বনকে) ষথাভূত ভাবে দর্শন কবতে
চেষ্টা কবেন। তাঁব একাগ্র মন দিয়ে তিনি আয়ায়ুসন্ধান কবেন
এবং যথাবীতি অমুসন্ধান দ্বাবা তিনি আবিদ্ধাব কবেন যে 'আয়াদৃষ্টি'
(আয়ায় বিশ্বাস) নাম-কপেব (মন এবং রূপ বা জড়েব) সমষ্টি
ব্যতীত আব কিছু নয়। পূর্বটি হল সদা ধাবমান মানসিক বৃত্তিব

২৪। ক্পাব্দর প্রথম খানের ক্শল, বিপাক, ক্রিয়া এ তিন চিত্ত। অকপাব্দরে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খ্যান চিত্ত নেই। প্রথম খ্যানে লোকোত্তর মার্গ ও ফল হিসেবে আট চিত্ত। এরপে সর্গমোট ১১ প্রথম-খ্যানিক চিত্ত।

২৫। কিন্তু পঞ্চম-ধ্যানিক চিন্তু ক্লপাবচরে ভিন, অরপাবচরে বার এবং সোকোত্তর আট। সর্বমোট পঞ্চম-ধ্যানিক চিত্ত তেইশ।

২৬। লোকীয় চিত্ত ১৭+লোকোত্তর চিত্ত ২০ =৩৭ (পুণ্য) চিত্ত। ২৭। লোকীয় চিত্ত ৩২+লোকোত্তর চিত্ত ২০ = ৫০ বিশাক চিত্ত।

(চৈতসিকেব) অভিব্যক্তি যা ইন্দ্রিয়েব সঙ্গে ইন্দ্রিয়-বিষয়েব স্পর্শে (সংযোগে) উৎপন্ন হয় এবং শেষেবটি হল বহুবিধ প্রাকৃতিক কার্য-প্রক্রিয়াব শক্তি এবং গুণেব বর্হিপ্রকাশ।

আত্মদৃষ্টিব প্রকৃত স্বভাব জ্ঞাত হয়ে এবং নাম-ৰূপেব মধ্যে আত্মাব অস্তিত্বৰূপ মিথ্যা-ধারণা মুক্ত হযে তিনি 'আত্মদৃষ্টিব' কাবণ অন্তুসন্ধানে সচেষ্ট হন। তিনি উপলব্ধি কবেন জাগতিক সর্ববস্তু (বিষয়), এমন কি তাঁব নিজেব অস্তিম্বও অতীত এবং বর্তমান কাবণ-সন্ত্ত্ত এবং এই অস্তিত্বের কারণ হল অতীতের অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান (গাঢ় তৃষ্ণা) কর্ম এবং ইহ্ঞীবনেব আহাব। এই জীবনেব ব্যক্তিত্ব উক্ত পাঁচ কাবণ-উৎপন্ন এবং অতীত কর্ম যেমন বর্তমান ব্যক্তিম্বকে প্রভাবিত (উৎপাদন) ক্বেছে সেক্স বর্তমান কর্ম ভবিষ্যুৎ উৎপত্তিকে প্রভাবিত কববে। একপে ভাবনা কবে তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিশ্বতেব সকল প্রকাব সন্দেহমুক্ত হন, অর্থাৎ 'কংখাবিতরণ বিস্থদ্ধি' বা সন্দেহ উত্তবণ বিশুদ্ধি লাভ কবেন। তারপব তিনি সর্বসংস্কাবেব প্রতি (সর্ব কাবণোৎপন্ন বিষয়ের প্রতি) অনিত্যতা, ছংখমযতা, অনাত্মতা আবোপ কবে ভাবনা কবেন। যখন তিনি সে দিকে দৃষ্টি প্রসারিত কবেন তখন তিনি সর্ববিষয়ে এই ত্রিলক্ষণ (অনিত্য-ছ:খ-অনাত্ম) ব্যতীত আব কিছুই দর্শন করেন না এবং এ সত্যে তাব দৃঢপ্রতায় হয । তিনি উপলব্ধি কবেন জীবন একটি প্রবাহমাত্র এবং ইহা নিয়মিত অবিভক্ত গতিস্বৰূপ। তিনি দেব-ব্ৰহ্মভূমি এবং এই মন্ত্ৰয়ভূমিতে কোনা প্রকার শান্তিব বিদ্যমানতা দর্শন কবেন না কাবণ এ সকল ভূমিতে যে স্থুখ বিদ্যমান তা সবই বিপবিণাম ছুঃখ (পবিণামে ছুঃখময়)। তা'হলে যা কিছু অনিত্য তা হঃখময় এবং যে ক্ষেত্রে পবিবর্তন এবং ছংখ বিদ্যমান সে ক্ষেত্রে অবিনশ্বব (নিত্য) আত্মাবও বিদ্যমানতা থাকতে পাবে না।

যখন তিনি একপে ভাবনাবত থাকেন তখন তাঁব বিশ্বয় সৃষ্টি কবে এমন এক দিন আসে (তখন) তিনি দেখতে পান তাঁব দেহ থেকে জ্যোতিঃ (ওভাস) বিচ্ছু বিত হচ্ছে। তিনি তখন অভ্তপূর্ব প্রীতি, সুখ এবং প্রশাস্তি অন্থভব কবেন। তিনি তখন ভাবনায় স্মৃতিশীল এবং অধ্যবসাধী হন; তাঁব আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পায়, স্মৃতি পূর্ণতা লাভ কবে এবং বিদর্শন–জ্ঞান অপ্রভ্যাশিতভাবে প্রখব হয়।

জ্যোতিঃ বা ওভাস উপস্থিতিকে 'অর্হর' নপ কুশল বিষয়ে অগ্রগতি
মনে কবে তিনি ভুল কবেন এবং সেই জ্যোতিতে এক প্রকাব লোলুপতা
(নিকান্তি) বর্ধন কবেন। শীদ্রই তিনি উপলব্ধি কবেন যে তাঁব এই
ন্তন অগ্রগতি তাঁব কুশল পথেব অন্তবায ব্যতীত আব কিছু নয়।
তথন তিনি মার্গ এবং অমার্গে জ্ঞান-বিশুদ্ধিতা লাভ কবেন। ইহাই
হল মার্গ-অমার্গ জ্ঞান-দর্শন বিশুদ্ধি (মর্গ্রামর্গ্রাণদস্মন
বিশ্বদ্ধি)

প্রকৃত মার্গ কি জ্ঞাত হয়ে সর্বসংস্কাবেব প্রতি (কাবণোৎপন্ন বিষয়েব প্রতি) উৎপত্তি-বিলয়ে বা উদয়-জ্ঞানে এবং বিলয়-জ্ঞানে মন নিবিষ্ট কবে ভাবনা কবেন। এই ছুই লক্ষণেব (উদয়-বিলয়) মধ্যে তিনি বিলয়েব প্রতি সাধাবণতঃ আকুষ্ট হন কাবণ উদয়েব চেয়ে বিলয়ই স্বভাবতঃ প্রকৃষ্টন্তপে প্রতীয়ুমান হয়। স্বতবাং তাঁব একাগ্রাছা উৎপন্ন বিষয়েব ভগ্নতাব (ভঙ্গুবভাব) প্রতি পবিবর্তিত হয় (ইহা ভঙ্গজ্ঞান)। তিনি তখন উপলব্ধি কবেন নাম-রূপ এই উভয় মিলে যে 'ব্যক্তিৰ' স্ষ্টি কবেছে তা প্রতিনিয়ত পবিবর্তনশীল এবং ছই মুহূর্ত বা ক্ষণেব জগ্যও এক অবস্থায় থাকেনা। তথন সর্ববস্তুব ভঙ্গুরতা দর্শনহেতু তাঁব নিকট 'ভযজ্ঞান' উৎপন্ন হয়। তখন তাব নিকট বিশ্বজগৎ এক স্বাগ্নি-কুণ্ডেব মত মনে হয় এবং আবও মনে হয় তা যেন এক বিপদসঙ্কুল (বিপদেব-উৎস) অবস্থা। তাবপব তিনি ভ্যসম্কুল বিশ্বজগতের অসাবতা এবং অনর্থতাব ভাবনা কবে 'আদীনবজ্ঞান' লাভ কবেন এবং তাতে তাঁব সর্বসংস্কাবেব প্রতি বিতৃষ্ণা (নিব্ বিদা-জ্ঞান) উৎপন্ন হয়। তিনি তখন এ ভয়ঙ্কব অবস্থা থেকে বিমুক্ত হতে চান। তখন তাব নিকট 'মুঞ্চিতুকাম্যতা-জ্ঞান' বা মুক্তিব ইচ্ছা (মুমুক্ষা) জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

সেই জ্ঞান অন্তবে ধাবণ কবে তিনি এবাব সর্বসংশ্বাবেব ব্রিলক্ষণের উপর ভাবনা করে 'প্রতিসংখ্যা বা অনিত্য-ছ খ-অনাত্ম' জ্ঞান লাভ করেন। তারপর তিনি সর্বসংশ্বাবের প্রতি জোগতিক সকল কারণোৎপন্ন বিষয়ের প্রতি) উদাসীন হন—জাগতিক কোন বিষয়ের প্রতি) উদাসীন হন—জাগতিক কোন বিষয়ের প্রতি তাঁব কোন অনুবাগ এবং বিবাগ উৎপন্ন হয়না (অর্থাৎ নিবপেক্ষ থাকেন)। ইহা সংস্কার নিবপেক্ষতা জ্ঞান (সংখাকপেক্ খা এলাণং)। যখন তিনি ভাবনাথ এবপ মানসিক উন্নত ক্ষেত্রে উপনীত হন তখন তিনি ত্রিলক্ষণের (অনিত্য বা ছংখ বা অনাত্মের) যে কোন একটি এবং যেইটি তাঁব নিকট গ্রহণ যোগ্য হয়, সেইটিকে গ্রহণ করে যথাবীতি নিয়মিতভাবে সেই গৃহীত বিষয়কে অবলম্বন করে বিদর্শন-জ্ঞান বৃদ্ধিক্বতে থাকেন যতদিন পর্যান্ত না তাঁব নিকট প্রথম নির্বাণ দর্শ নেব গৌরবম্য দিন উপস্থিত হয়। ইচ

তথন জ্বন চিত্তবীথি এবাপে প্রবাহিত হয—
পবিকর্ম, উপচাব অমুলোম, গোত্রভূ, মাগ', ফল
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬+৭
প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিব নিকট যখন পবিকর্ম চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়না তখন
ভাঁব নিকট তিন ফল চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়।

এই নয় প্রকাব বিদর্শন-জ্ঞান যথা উদয়-বায়, ভঙ্গ, ভয়, আদীনব (বা আদিনব), নিব্ বিদা বা নির্বিদা, মুঞ্চিত্রকম্যতা বা মুমুন্দা পটিসংখা বা প্রতিসংখ্যা, সংখাকপেক্ খা সংস্কাবোপেক্ষা এবং অনুলোম জ্ঞান গুলিকে একত্রযোগে পটিপদা-এগণদস্মন-বিস্তৃদ্ধি বা ভাবনা বিষয়ে বিশুদ্ধ পথ এবং জানদর্শন বিশুদ্ধি বলা হয়।

লোকোত্তব মাগ চিত্তে বিদর্শ ন-প্রজ্ঞা লাভ হয়—তাকে ঞাণ-দস্সন বিস্থদ্ধি বা জ্ঞান-দর্শ ন অনুশীলন বিষয়ে বিশুদ্ধি লাভ বলা হয়।

যখন আধ্যাত্মিক পথযাত্রী প্রথম নির্বাণ উপলব্ধি বা দর্শ ন কবেন তখন তাঁকে স্রোতাপন্ন বলা হয অর্থাৎ যিনি প্রথম বাবেব মত নির্বাণ

REI See Buddha and his teachings-p. 545.

শ্রোতে পতিত হয়েছেন। তিনি আব সাধারণ পার্থিব (লোকিক, পৃথগ্জন) মানব নহেন। তিনি এখন আর্য। তিনি তিন বন্ধন মুক্ত হন যথা আত্ম-দৃষ্টি (সক্কায দিটঠি বা আত্মায় বিশ্বাস), সন্দেহ (বিচিকিৎসা বা বৃদ্ধ ও ধর্মে সংশয়) এবং মিখ্যা যাগযক্ত এবং দৈহিক কৃচ্ছুসাধন দ্বাবা মুক্তিলাভে বিশ্বাস (সীলব্ বত প্রামাস)। যে সকল বন্ধন তাকে সংসাব চক্রে (পুনর্জন্ম মাধ্যমে) বেঁধে বেখেছে তিনি তাব সবগুলি ছিন্ন কবেননি, তাকে আবও সাতবার জন্মগ্রহণ কবতে হবে (তাব বেশী নয)। প্রজন্মে তিনি শ্রোতাপন্ন কিনা নাও জানতে পাবেন। তৎসত্ত্বেও শ্রোতাপন্নেব চবিত্র বৈশিষ্ট্য তাঁব নিকট অট্ট থাকে।

বৃদ্ধ, ধর্ম এবং সজ্জে তাঁব প্রথম শ্রাদ্ধা উৎপন্ন হয় এবং তিনি কখনও পঞ্চশীল ভঙ্গ কবেন না। তিনি ছংখময় অপায়গতি (ছগ তি ভূমিতে জ । থেকে মুক্ত হন কাবণ তিনি সম্বোধিব প্রতি প্রধাবিত (নিয়ভ সম্বোধি প্রায়ণ)।

প্রথম নির্বাণ দর্শ নেব ফলস্বরূপ তিনি নবোদ্যমে সাহস অবলম্বন কবেন এবং আর্যযোগী হয়ে পুনঃ ভাবনায় অগ্রগতি লাভ কবেন এবং বিদর্শ ন-জ্ঞান আবত্ত পবিপক্ষ কবে আবত্ত হুই বন্ধন কামবাগ (পঞ্চ ইন্দ্রিয়েব কামবাসনা) এবং পটিঘ (দ্বেষ) ক্ষীণ কবে একবাব মাত্র আগমনকাবী বা জন্মগ্রহণকবী হন (সকুদাগামী হন)।

সকৃদামাণী আর্যন্থ এবং অপব হুই উন্নত আর্যন্থ (অনাগামিন্থ ও অর্হন্ত) লাভীব জবন চিত্তবীথি পূর্বোক্তরূপে প্রবাহিত হয তবে এরূপ আর্যগণেব ব্যক্তিগত বিশুদ্ধিতা লাভেব জন্ম তাদেব গোত্রভূ চিত্তক্ষণকে বোদান (বা বিশুদ্ধ, পবিত্র) বলা হয়।

নকুদাগামী যদি সেই জীবনে আবও প্রচেষ্টায় অহ'ত্ব লাভ কবতে না পাবেন তবে তিনি এ জগতে একবাব মাত্র জন্ম গ্রহণ কবেন। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য কবা প্রয়োজন যে তিনি দ্বিীয় স্তবেব আর্যন্থ লাভ কবেছেন। তিনি মাত্র হুই অত্যন্ত শক্তিশালী বন্ধন (কামবাগ ও পটিঘ) স্মীণ কবেছেন যা তাঁকে অনাদি কাল থেকে (সংসাবেব আবর্তন বিবর্তনে বা জন্মমৃত্যুব প্রবাহে) বদ্ধ কবে বেখেছিল। তবে সমযান্তবে তাঁব নিকট কাম এবং দ্বেষ ক্ষীণভাবে উৎপন্ন হতে পাবে।

সঞ্চাগামী তৃতীয় আর্য-স্তব লাভ কবে অনাগামী হন। তিনি
উক্ত তৃই বন্ধন (কামবাগ ও পটিঘ) সম্পূর্ণনপে ধ্বংস কবেন। এস্তব
লাভ কবাব পব তিনি এ জগতে এবং দেবলোকে আব জন্ম গ্রহণ
কবেন না কাবণ তিনি ইন্দ্রিয় কামনা-বাসনা সম্পূর্ণনপে ধ্বংস
কবেছেন। মৃত্যুব পব তিনি শুদ্ধাবাস ব্রহ্মভূমিতে উৎপন্ন হন। এভূমিতে কেবলমাত্র অনাগামিগণ এবং অর্হংগণ (যে সকল অনাগামী
সে ভূমিতে অর্হ লাভ কবেন তাবা) অবস্তান কবেন। সে ভূমিতে
অনাগামী অর্হ লাভ কবে সেখানকাব আযুদ্ধাল পর্যন্ত বেঁচে থাকেন।
(তাবপব সেখান থেকেই পবিনির্বাণ লাভ কবেন)।

এখন স্থিতধী আর্থ পূর্বোক্ত অপূর্ব সাফল্যে উৎসাহিত হযে শেষ পবিণতিব দিকে অগ্রসব হন এবং অপব পাঁচ বন্ধন বা সংযোজন যথা কপবাগ (কপ-ব্রহ্মভূবি প্রতি আকর্ষণ), অকপবাগ (অকপ ব্রহ্মভূমিব প্রতি অমুবাগ), মান (হটকাবিতা), ঔদ্ধত্য (চঞ্চলতা) এবং অবিদ্যা (অজ্ঞানতা, মোহ) সম্পূর্ণকাপে ধ্বংস কবে বিমুক্তি পথেব সর্বশেষ আর্যস্তব অর্থ দ্বৈ উন্নীত হন।

এখানে অনুধাবন কবা অভীব প্রযোজন যে, বন্ধন বা সংযোজন-গুলি চাব পর্যাযে নিমূল কবতে হয়। মার্গ চিন্তক্ষণ একবাব মাত্র উৎপন্ন হয়। লোকোত্তব শ্রেণীব চিন্তে, কুশল চিন্তেব ফল অবিলম্বে প্রদান কবে। তাই ইহাকে অকালিক (তৎক্ষণাৎ ফলপ্রদ) বলা হয়। অথচ লৌকিক চিত্তেব ক্ষেত্রে ইহ জীবনে, পববর্তী জীবনে, এমন কি নির্বাণ লাভ না হওয়া পর্যন্ত (কালে) ফল প্রদান কবতে পাবে।

লৌকিক চিত্তে (মনুয়া-দেব-ব্রহ্ম চিত্তে) কর্মই প্রধান এবং

লোকোত্তব চিত্তে প্রজ্ঞাই প্রধান। একাবণে চাব লোকোত্তব চিত্ত কর্মকপে পবিগণিত হয় না।

লোকোত্তব চিত্ত আটিটি। এখানে 'লোক' বলতে পঞ্চ-উপাদান—
স্বন্ধকে বুঝায় (পঞ্পাদানক্ খন্ধা)। 'উত্তব' অর্থে যা উত্তবণ কবে বা
বা পাব হয়ে যায় তাকে বুঝায়। তাই লোকোত্তব বলতে যা
উপাদানস্বন্ধকে উত্তবণ কবে তাকে বুঝায়। এই সংজ্ঞা কেবলমাত্র
চাব মাগ কৈ বুঝায়। মাগ ফলগুলিকেও লোকোত্তব বলা হয় কাবণ
তাবাও উপাদানস্বন্ধকে অতিক্রম কবে।

(৪৬) চল্লিশ প্রকাব লোকেত্তিব চিত্ত।

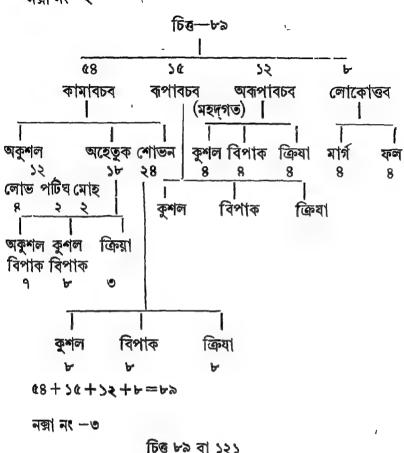
যিনি প্রথম ধ্যান লাভ কবেছেন তিনি প্রথম ধ্যান থেকে উঠে সেই প্রথম ধ্যান চিত্তেব চৈতসিকে (অর্থাৎ বিতর্ক, বিচাব, প্রীতি, স্থুখ এবং একাগ্রতায়) অনিত্য-ছুঃখ-অনাত্মা আবোপ কবে ভাবনা কবেন এবং অবশেষে নির্বাণ উপলব্ধি কবেন। প্রথম ধ্যানকে ধ্যেয় বিষয় রূপে গ্রহণ কবে (অর্থাৎ কর্মস্থানরূপে গ্রহণ কবে) যখন নির্বাণ উপলব্ধি কবা হয় তখন সেই লোকোত্তব কুশল চিত্তকে বলা হয—

'বিতর্ক, বিচাব, থ্রীতি, স্থুখ, একাগ্রতা সহিত প্রথম ধ্যানিক সোতাপত্তি বা স্রোতাপত্তি চিত্ত'।

এই মাগ চিত্তক্ষণ পববর্তী ক্ষণে কল চিত্তক্ষণে ক্রপান্তবিত হয়।

অন্তব্যপভাবে অক্ত চাব ধ্যানকে নির্বাণ উপলব্ধিব ধ্যেয় বিষয় কাপে গ্রহণ কবা হয়। এখন দেখা যাছে পাঁচ বিভিন্ন ধ্যান হিসেবে আর্যস্তবে পাঁচ মাগ এবং পাঁচ ফল বিদ্যমান। দেকারণে চাব স্তবে (চাব ফল) সহ চল্লিশ শ্রেণীব চিত্ত (৫×৮=৪০) গণনা করা হয়।

নক্সা নং — ২



চিত্ত ৮৯ বা ১২১ অকুশল ১২ কুশল ২১ বা ৩৭ বিপাক ৩৬ বা ৫২ ক্রিয়া ২০ কামাবচৰ ৰূপাবচৰ অৰূপাবচৰ লোকোত্তৰ |কামাবচৰ অৰূপাব্চৰ ক্ৰিয়া ৪ বা ২০ 22 ¢ কামাবচব ৰূপবিচব অব্যপাবচব লোকোত্তব ২৩ 8 ৪ বা ২০ 25+57+08+50=08 254-00+65+50=252

সংক্ষেপকবণ—স—সৌমনস্থ	দ—দৌর্মনস্থ
উ—উপেক্ষা	দিস—দৃষ্টিগত সম্প্রাযুক্ত
অ—অসাংস্বারিক	দিব—দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত
সং—সাংস্কাবি ক	জ্ঞ —জ্ঞানসম্প্রযুক্ত
ক—কামাবচব	নব—জ্ঞানবিপ্রযুক্ত
ব—কপাবচৰ	অব—অরূপাবচব
ল—লোকোত্তব	কু—কুশল
মা—মাগ	ফ—ফল
ধ্যা—ধ্যান	বি—বিপাক
ক্রি—ক্রিয়া	

ধানি ৬৭ নক্সা নং ৪ ধ্যান রূপাবচব—১৫ অরূপাবচব—১২ লোকোত্তব–৪০ कू-१ वि-१ कि-१ क्-8 वि-१ कि-१ कि-२० वि-२२ প্রথম \$ 3 8 8 33 দ্বিতীয ১ 22 তৃতীয় ১ 22 চতুর্থ ১ 72 পঞ্ম ১ 5 8 8 8 8 8 ২৩

প্রা. ধ্যা. হয়. ধ্যা. ৩য়. ধ্যা. ৪র্থ, ধ্যা. ৫ম. ধ্যা. মা ফ यो क. गां क. मां क. मां क. শ্রোতাপত্তি 55 '55 2 2 5 5 সকুদাগামী 2 2 5 5 অনাগামী 5 5 > > 2 2 5 5 অৰ্হত্ত্ব 2 2 5 5 2.2

লোকোত্তব--৪০

নক্সা নং ৫

স দ উ দিস দিব অ লোভ ৪ ৪ 8 8 8 দ্বেষ ২ , ১ মোহ ২	সং 8 ১

নক্সা নং ৭	অ	হ্ৰুক-	-36		
অক্সাম বিকাশ	ञ्	म्	উ	স্থ	ছঃখ
অকুশল বিপাক কুশল বিপাক ক্রিয়া			৬	৬	5
	١,	,	৬	>	
	2		2		

নক্সা নং ৮	ι	কামা	বচৰ শে	াভন <u></u> ∹	88 ,	
	স	উ	জ্ঞা	ন্ব '	অ	সং
কুশল	8	8	8 ~	' 8 '	8	's
বিপাক	8	4	8	8	8	8
' ক্রিয়া	' 8	4	8	8	8 * 1	8

দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ

ভূমিকা

প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত ৮৯ চিত্তে, ৫২ চৈতসিক যথাযোগ্য রূপে উৎপন্ন হয় ৷

সাত চৈতসিক সকল চিত্তে বিশ্বমান থাকে। ছয প্রকাব চৈতসিক প্রত্যেক চিত্তে উৎপন্ন হতেও পাবে এবং নাও হতে পাবে। তাদেব প্রকীর্ণ চৈতসিক বলা হয়।

এই তেব চৈতসিককে অঞ্ঞসমান (অক্সমান) আখ্যা দেওযা হয়েছে। এ এক অদ্ভূত শব্দ। অঞ্ঞ অর্থ অক্স, সমান অর্থে সাধাবণ বৃঝায়, শোভনকে (কুশল) যখন অশোভনেব (অকুশলেব) সঙ্গে তুলনা কবা হয় তখন তাদেব অঞ্ঞ বা অক্স বলা হয় অর্থাৎ এক অত্যেব বিকদ্ধ পর্যায়ভূক্ত। সেকপ অশোভনও শোভনের প্রতিপক্ষ।

এই তেব চৈতসিক শোভন (চিত্তেব) সঙ্গে যুক্ত হলে শোভন চৈতসিক হয় আব অশোভন চিত্তেব সঙ্গে যুক্ত হলে অশোভন চৈতসিক হয়।

চৌদ্দ প্রকাব অকুশল চৈতসিক প্রত্যেক অকুশল চিত্তের সঙ্গে বিগুমান থাকে।

উনিশ প্রকাব কুশল চৈতসিক সকল কুশল চিত্তের সঙ্গে সর্বসময বিভামান থাকে। অবশিষ্ট ছয় শোভন চৈতসিক যথাযোগ্য চিত্তে. উৎপন্ন হয়।

এই (৭+৬+১৪+১৯+৬=৫>) বাযান্ন চৈতদিক বিভিন্ন সংখ্যায় প্রতিবাপ চিত্তে বিভ্নমান থাকে।

এই পবিচ্ছেদে বাষার প্রকাব চৈতসিককে বিভক্ত কবে ব্যাখ্যা কবা হযেছে। প্রত্যেক প্রকাব চিত্তকে স্ক্রান্নস্ক্রনপে বিশ্লেষণ কবা হযেছে এবং সংযুক্ত চৈতসিক গুলিকে বিস্তৃতভাবে প্রকাশ কবা হযেছে। ধকান্ চিত্তে কোন্ কোন্ চৈতসিক সংযুক্ত হয় তাও বিশদৰূপে বৰ্ণনা কবা হয়েছে।

সাধাবণ পাঠকেব নিকট এই পবিচ্ছেদের বিষয়বস্তু অত্যন্ত শুক্ষ এবং অমনোজ্ঞ মনে হবে। বৰঞ্চ অপরপক্ষে চিস্তাশীল পাঠকেব নিকট তা চিস্তাশক্তিব বিষয়বস্তু ৰূপে প্রতিভাত হবে।

প্রথমতঃ দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় একজন বদায়ন শাস্ত্রেব ছাত্রের নিকট বিভিন্ন বাদায়নিক সংজ্ঞাগুলি বিবক্তিকব মনে হয়। যখন বিষয়েব প্রতি তাব আগ্রহ এবং মনোজ্ঞতা জাগে তথন তিনি অত্যন্ত নিবিষ্টতা সহকাবে বিভিন্ন বাদায়নিক বিশ্লেষণ এবং পবীক্ষা-নিবীক্ষা কার্য চালাতে সচেষ্ট হন।

অমুক্রপভাবে অভিধর্মেব ছাত্র, যিনি এ পবিচ্ছেদ পাঠ কববেন, তথন তাঁকে প্রথমতঃ প্রত্যেক চিত্তেব মধ্যে কোন্ কোন্ চৈতসিক সংযুক্ত থাকে তা নিজপ্র বিচাব-বৃদ্ধি দ্বাবা বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিবীক্ষা কবে দেখবেন। তাবপব তাব ফল পুস্তকে নিহিত বিষয়েব সঙ্গে তুলনা কববেন। এই পরিচ্ছেদেব বিষয়বস্তু মুখস্ত কবতে গিয়ে বৃথা সময় নষ্ট না কবে উক্তক্রপে অমুবোধেব চেষ্টা কবলে সকল বিষয়, পুস্তকে বর্ণিত বিষয়েব নিহিত অর্থপ্র স্কুচ হুরতাব সঙ্গে গ্রহণ কবতে সমর্থ হবেন।

দৃষ্টান্ত স্বৰূপ আমবা লোভমূলক প্ৰথম অকুশল চিত্তকে বিশ্লেষণ কবি:—

সৌমনস্থ সহগত—অন্নভূত স্থুখ সহগত বা আনন্দ সহকাবে দৃষ্টিগত সম্প্ৰযুক্ত মিখ্যাদৃষ্টিগত হয়ে

অসংখাবিক (অসাংস্কাবিক)—স্বীয় স্বভাব হেতু বা স্বতঃমূর্তভাবে, হঠাৎ যখন এই চিত্তকে বিশ্লেষণ কবা হয় তখন দেখা যাবে বেদনাকেই সুখ বলা হয়। সাত সর্ব—চিত্ত—সাধারণ চৈতসিক এবং সকল প্রকীর্ণ চৈতসিকই এ চিত্তে বিগ্রমান।

চাব সর্ব-অকুশল-চিত্ত-সাধাবণ যথা মোহ, অহ্রী, অনপত্রপা, এবং ওদ্ধত্য সকল অকুশল চিত্তে উৎপন্ন হবেই। শেবেব দশ চৈতসিকগুলিব কোন্ কোন্টি উৎপন্ন হবে ?
লোভ-উৎপন্ন হবে। দৃষ্টি-মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে। মান-মান
উৎপন্ন হবে না।

মান মিথ্যাদৃষ্টির সঙ্গে একত্রে উৎপন্ন হয় না কাবণ দৃষ্টি মিথ্যাদৃষ্টিব সঙ্গে সম্পর্কিত এবং মান আত্ম-মর্যাদাব সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। অর্থকথাব ভাষ্যকাবেবা বলেন : দৃষ্টি এবং মান ছই সিংহেব মত তাই এক গুহায বাস কবতে পাবে না।

দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য ,এবং কৌকৃত্য লোভচিত্তে উৎপন্ন হতে পাবেনা. কাবণ এগুলি পবস্পবের প্রতিপ্ক। তাবা কেবলমাত্র দ্বেষচিত্তে. উৎপন্ন হয়।

স্ত্যান এবং <u>মিদ্ধ প্রথম লোভচিত্তে উৎপন্ন হয় না কাবণ ইহা</u> স্বৃতঃফুর্ভ চিত্ত।

কোন শোভন চৈতসিক কোন অশোভন (অকুশল) চিন্তে উৎপন্ন হয় না।

नर्वतां १+७+१+२=১৯

বিশ্লেষণ কবে দেখা গেল প্রথম লোভমূলক অকুশল চিত্তে ১৯-চৈতসিক বিভামান।

অস্তান্ত চিত্তগুলিও অনুবাপভাবে বিশ্লেষণ কবে দেখা প্রযোজন।

চেতসিক-চৈতসিক

সংজ্ঞ

- একুপ্পাদ নিবোধা চ একালম্বনবখ ্কা,
 চেভোযুত্তা দ্বিপঞ ্ঞাস—ধম্মা চেতসিকা মতা।
- ১. যে বায়ায় বৃত্তি চিত্তেব সঙ্গে একত্রে যুক্ত হয়, (চিত্তেব সঙ্গে)
 এক সঙ্গে উৎপন্ন হয়, একসঙ্গে বিলয় হয়, এক আলম্বন (বিষয়)
 এবং বস্তু গ্রহণ করে—তাকেই চৈতসিক বলা হয়।
- (১) চেতসিক = চেত + স + ইক, যা চিত্ত বা মনেব সঙ্গে—
 একত্রে যুক্ত হয—তাই চৈতসিক বা চেতসিক (সংস্কৃত চৈতসিক বা
 চৈত্ত)।

চৈতসিক হল :--

১. যা চিত্তেব সঙ্গে একত্রে উৎপন্ন হয ২. যা চিত্তেব সঙ্গে একত্রে বিলীন হয ৩. যা চিত্তেব সঙ্গে একই আলম্বন (চিত্তগ্রাহ্য বিষয়) গ্রহণ কবে ৪. যা চিত্তেব সঙ্গে বস্তুতে (ইন্দ্রিয়ে) আশ্রয গ্রহণ কবে।

পাঠকগণ মনে বাখবেন গ্রন্থকার এখানে মূল এবং প্রকাব ভেদে চৈতসিকেব সংজ্ঞা প্রদান কবেন নি। তৎপবিবতে তিনি এখানে চৈতসিকেব চাব লক্ষণ মাত্র প্রকাশ করেছেন।

অর্থকথাচার্য এ চাব লক্ষণের কারণ প্রদর্শন কবেছেন। কোন চিত্ত চৈতসিক ব্যতীত স্থিত বা উৎপন্ন হতে পাবে না। চিত্ত এবং বিশেষ চৈতসিক উভযই একসঙ্গে উৎপন্ন এবং বিলীন হয়। কিন্তু কতক ৰূপ-গুণ^{২৯} বা ৰূপ-বিজ্ঞপ্তি আছে যা চিত্তেব সঙ্গে একত্রে উৎপন্ন হয় এবং বিলীন হয়। তাদেব বাদ দিয়ে সম আলম্বন যুক্ত তৃতীয়

২৯। কারবিজ্ঞপ্তি (কার্কর্ম, ইঙ্গিত) এবং বাক্যবিজ্ঞপ্তি (বাক্যকর্ম)।

গুণ বা লক্ষণকৈ গ্রহণ কবা হয়েছে। যা বই তিন গুণ লক্ষণযুক্ত তা চতুর্থ লক্ষণ অর্থাৎ সমবাস্ত গ্রহণ না কবে পাবে না।

অভিধর্ম অনুসারে মন বা চিত্ত বাষার চৈত সিক সম্প্রযুক্ত হয়।
তাদেব মধ্যে একটি বেদনা; অপবটি সংজ্ঞা। অবশিষ্ট পঞ্চাশটিকে
একত্রে 'সংস্কাব' বলা হয়। চেতনা তাদেব মধ্যে অত্যন্ত প্রযোজনীয়।
সকল বেদনাকে বেদনাক্ষা বল। হয়। সেরপ সংজ্ঞাক্ষা এবং

मःकातक्त ।

দ্বিপঞ্ঞাস চেতসিক ৭ সব্বচিত্তসাধাৰণা

কথং গু

, ২ ক) ১০ ফস্সো ২০ বেদনা ৩০ সঞ্ঞা ৪০ চেতনা ৫০ একগ্রতা ৬০ জীবিতিশ্রিষণ ৭০ মনসিকাবো চে'তি সন্তি'মে চেতসিকা সব্বচিত্ত-সাধাবণা নাম।

৬ পকিন্নকা

৩ খ) ১. বিতক্ক ২. বিচাব ৩. অধিমোক্খো ৪. বিবিয়ং

৫. পীতি ৬. ছন্দো চে'তি ছ ইমে চেতসিকা পকিপ্লকা নাম।

এব' মেতে চেতসিকা অঞ্ঞসমানা' তি বেদিতব্বা (১৩)।

১৪ অকুসলা

8 গ) ১. মোহো ২. অহিবিকং ৩. অনোত্তপ্ পং ৪. উদ্ধচং ৫. লোভো ৬. দিট্ঠি ৭. মানো ৮. দোসো ৯. ইস্সা ১০. মচ্ছবিয়ং ১১. কুক্কুচ্চং ১২. খীনং ১৩. মিদ্ধং ১৪. বিচিকিচ্ছা টে'তি চুদ্দস ইমে চেতসিকা অকুসলা নাম।

১৯ সোভন সাধাবণা

৫ ঘ) ১. সদ্ধা ২. সতি ৩. হিবি ৪. ওত্তপ্পং ৫. অলোভো ৬. অদোসো ৭. তত্ৰমজ্ঝত্ততা ৮. কাযপস্সদ্ধি ৯. চিত্তপস্সদ্ধি ১০, কাষলহতা ১১, চিত্তলহতা ১২, কাষমুছ্তা ১৩. চিত্তমূহতা ১৪. কাষকম্মঞ্ঞতা ১৫. চিত্তকম্মঞ্ঞতা ১৬. কাষপাগুঞ্ঞতা ১৭. চিত্তপাহঞ্ঞতা ১৮. কাষউজ্জুকতা ১৯. চিত্তউজ্জুকতা চ' অতি এক' উনবীসতি' ইমে চেতসিকা সোভন-সাধাৰণা নাম।

৩ বিবতিয়ো

৬ %) ১. সম্মা বাচা ২. সম্মা কম্মুস্তো ৩. সম্মা আজীবো চে'তি তিস্সো বিবতিয়ো নাম।

২ অপ্পমঞ্ঞা

৭ চ) ১. কৰণা ২. মুদিতা পন অপ্পমঞ্ঞাযো নামা'তি সব্বতা' পি।

১ পঞ্ঞিন্তিযং

৮ছ) ১ পঞ্জিব্রিযেন সদ্ধিং পঞ্চবীস্তি'মে চেতসিকা -সোভনা'তি বেদিতব্বা।

এতাবতা :—
 তেবস' অঞ্ঞসমানা চ - চুদ্দসাকুসলা তথা
 সোভনা পঞ্চবীসা' তি - দ্বিপঞ্ঞাস পবৃচ্চবে'।

৫২ প্রকার চৈতসিক

৭ সর্বচিত্তসাধাবণ ৩০ চৈতসিক

২ ক) ১. স্পর্শ^{৫১} ২. বেদনা ৩. সংজ্ঞা ৪. চেতনা ৫. একাগ্রতা জীবিতেন্দ্রিয় ৭, মনস্কার।

৩ । সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক সকল চিত্তে বিশ্বমান থাকে।

७)। छम् छ छान छिनक बरनन 'व्यर्भ' खर्र्श- हे लिब्रव्यर्भ वा हिख्य्यर्भ।

এই সাত চৈতসিক প্রত্যেক চিত্তেব সঙ্গে যুক্ত (উৎপন্ন হয়)।

৬ প্ৰকীৰ্ণ "ইচতসিক

৩ খ) ১. বিতর্ক ২. বিচার ৩. অধিমোক্ষ ৪. বীর্য ৫. প্রীতি ৬. ছন্দ। এই ছয় চৈতসিককে প্রকীর্ণ বিস্তীর্ণ, অসম্বন্ধ) চৈতসিক বলা হয়। উক্ত তেব প্রকাব চৈতসিকেব নাম 'অগু সমান' ভর্ণ চৈতসিক।

১৪ অকুশল চৈতসিক

৪ গ) ১. মোহ ২. অহ্বী ৩. অনপত্রপা ৪. ঔদ্ধত্য ৫. লোভ ৬. দৃষ্টি ৭. মান ৮. দ্বেষ ৯. ঈর্ষা ১০. মাংসর্য ১১. কৌকৃত্য ১২. স্ত্যান ১৩. মিদ্ধ ১৪. বিচিকিৎসা। এই চৌদ্ধ প্রকাব চৈতসিককে 'অকুশল' চৈতসিক বলা হয়।

১৯ শোভন চৈতসিক

ধেষ) ১ শ্রন্ধা ২. শ্বৃতি ৩. হ্রী ৪. অপত্রপা ৫. অলোভ ৬. আদ্বেব ৭. তত্রমধ্যাবস্থা ৮. কায প্রশ্রন্ধি ৯. চিত্ত-প্রশ্রন্ধি ১০. কায-লঘুতা ১১. চিত্ত-মূহতা ১৪. কায়-কর্মণ্যতা ১৫. চিত্ত-কর্মণ্যতা ১৬. কায প্রস্তৃণতা ১৭. চিত্ত-প্রস্তৃণতা ১৮. কায-শ্রজ্বতা ১৯. চিত্ত-শ্রজ্বতা । এই উনিশ প্রকাব চৈত্রসিককে শোভন-সাধাবণ চৈত্রসিক বলা হয়।

৩২। এই চৈতসিকগুলি কোন কোন চিত্তে উৎপন্ন হয়।

৩০। তের অন্ত সমান কৃশল এবং অকুশল চিত্তে সংযুক্ত হয়। বথন বা কুশল চিত্তে সংযুক্ত হয় তথন অপরগুলি 'অন্ত', অকুশল চিত্তে সংযুক্ত হলে অপরগুলি 'অন্ত'।

৩ বিবতি চৈতসিক

৬ %) ১. সম্যক্ বাক্য ২. সম্যক্ কর্ম ৩. সম্যক্-আজীব। এই তিনটিকে 'বিবতি' চৈতসিক বলা হয়।

২ অপ্রমেয় চৈতসিক

৭ চ) ১. বকণা ২. মুদিতা। এই চৈতসিক দ্বাকে 'অপ্রমেয' বলা হয়।

১ প্রজ্ঞেন্দ্রিয় চৈতসিক

৮ ছ) ১ প্রজেন্দ্রিয়।

প্রজ্ঞেন্তিয় সহ এই ২৫ প্রকাব চৈতসিককে (প্রভ্যক ব্যাপাবে), শোভন চৈতসিক রূপে ধারণা করতে হবে।

সংশিপ্তাক।বে-

৯) তেব (অন্যসমান) চৈতসিক প্রব্পাবের সঙ্গে উৎপন্ন হয়। অনুব্যপভাবে চৌদ্দ প্রকাব অকুশল চৈতসিক অকুশলের সঙ্গে উৎপন্ন হয়। অপর পাঁচিশটি শোভন চৈতসিক ।

বাষান্ন চৈতসিকেব পূর্ণ বিববণ দেওয়া হল।
সর্বচিত্ত-সাধাবণ চৈতসিক

ব্যাথ্যা

(২) স্পর্শ ⁸—কস্স √ফস্ধাতৃ নিপার স্পর্শ কবা।

যে কোন ইন্দ্রিয় স্পর্শ সংঘটিত হতে হলে তিনটি বিষয়েব প্রয়োজন তা হল—চিত্ত, বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় এবং সেই ইক্সিয়েব আলম্বন বা বিষয়। দৃষ্টান্ত স্বৰূপ বলা যায়: যেমন এক ব্যক্তি চিত্ত দ্বাবা কোন বিষয়। (বা বস্তু-দৃশ্য অবলম্বন) চকুব মাধ্যমে দেখেছেন।

যখন কোন বিষয় ছয় ইন্দ্রিয়ের যে কোন একটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে চিত্তে আগত বা উপস্থিত হয়, তখন 'স্পর্ম' রূপ চৈতসিক

os | See the Expositor, pt. 1 p. 142-145

উৎপন্ন হয। শুধুমাত্র সংঘর্ষ ণই 'স্পর্ম'ত ও একথা মনে কবাব কোন কাবণ নেই। (ন সংগতিমত্তো এব ফস্সো)।

একটি স্তম্ভ যেমন গৃহ ভিতেব সহাযক তেমন স্পর্শ ও সহজাত চৈতসিকেব মন ভিত্তি।

"স্পর্শ অর্থে 'ইহা স্পর্শ করে' (ফুসতী'তি)। স্পূর্শ করণ (ফুসন) ইহার মূখ্য লক্ষণ, সংঘর্ষণ (সংঘট্টন) ইহার কৃত্য (বস), (ইন্দ্রিয়, বিষয় এবং চিত্তের) একত্রে সম্মিলন ইহার অভিব্যক্তি (সমিপাত পচ্চুপট্টঠান) এবং যে বিষয়ে চিত্তপথে প্রবেশ কয়ে (জানা হয়) তা হল—নিকটতম কাবণ (পদট্ঠান=পদস্থান)। ৬৬''

শ্পর্শ কে প্রথম উল্লেখ কবা হয়েছে কাবণ ইহা সকল চৈতসিকেব পূর্বে সংঘটিত হয "প্রশা দ্বাবা স্পৃষ্ট হয়ে, বেদনা দ্বাবা চিত্ত বেদনা আছতব কবে, সংজ্ঞা দ্বাবা বিষয়ের উপস্থিতি জানা হয়, চেতনা দ্বাবা চিন্তা কবে (কস্সেন ফুসিন্ধা, বেদনায় বেদিয়তি, সঞ্জ্ঞায় সঞ্জানাতি, চেতনায় চেতেতি।" প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি অনুসাবে স্পর্শা বেদনা উৎপদ্ধ (প্রতিবদ্ধ) কবে, অর্থাৎ স্পর্শা বেদনা উৎপত্তিব কাবণ হয়। প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে বিবেচনা কবাব কোন কাবণ নেই কাবণ সকল চৈতসিকগুলি একসঙ্গে উৎপন্ন হয় (সহজাত)। অথসালিনী অনুসাবে—"চৈতসিকগুলি এক চিত্তক্ষণে উৎপন্ন হয় এবং 'উহা' পরে উৎপন্ন হয়। স্পর্শা একটি বলিন্ঠ ভিত্তি ইহাব কাবণ নয়। দেশনা প্রসঙ্গে ক্রা যায়—বেদনা এবং স্পর্শা, সংজ্ঞা এবং স্পর্শা, চেতনা এবং বিজ্ঞমান, চিত্ত এবং স্পর্শা, বেদনা, সংজ্ঞা চেতনা, বিতর্ক ইত্যাদি। দেশনা বশে স্পর্শা কে প্রথম স্থান দেওয়া

ve | See the Expositor, p. 145

ou | Ibid. p. 143

শব্দ হয়েছে। পর্যাযক্রম পবিপ্রেক্ষিতে অবশিষ্ট চৈতসিকগুলিবও তেমন কোন গুৰুত্ব নেই।"

"স্থান হিসেবে 'স্পান্' কৈ অগ্র স্থান দেওয়। হয়েছে কাবণ ইহা
চিন্তাব উৎস এবং সকল প্রকাব এক জাতীয় চৈত্রসিকগুলিব মধ্যে
নিতান্ত অপবিহার্য। এক মূল খুঁটি যেমন সকল প্রকাব গৃহ-উপাদানের প্রধান সহায়ক সেরপ স্পান্ত সকল প্রকাব চৈত্রসিকেব
মূল-বন্ধন।"

(Mrs Rhys Davids Buddhist Psychology p.6)
(৩) বেদনা :- বিদ্ধাতু উৎপন্ন, অনুভব কবা।

বেদনাব প্রকৃত প্রতিশব্দ হল অন্তভূতি। স্পর্শে ব ন্যায় অন্তভূতিও প্রতিটি চিত্তেব অপবিহার্য গুণ। ইহা স্থখনব, ছঃখময এবং স্থখ-ছঃখহীন। ছঃখ এবং স্থখ কাষিক। কিন্তু কাষিক অন্তভূতি কোন নৈতিক বৈশিষ্ট্য নেই।

অর্থকথাচার্যদেব মতে অনুভূতি প্রভূব স্থায় যিনি পাচকেব বন্ধন কবা খাদ্যেব বসান্থভব কবেন। পাচককে অবশিষ্ট চৈতসিকগুলিব সঙ্গে তুলনা কবা যায়। কাবণ তাবা জটিল চিস্তাধাবা গঠিত (প্রস্তুত) কবে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়েব সঙ্গে যখন ইঞ্রিয়েব স্পর্শ হয় তখন বেদনাই বিষয়কে অনুভব (বেদন) কবে।

এই বেদনাই ইহ বা পূর্বজন্মেব কুশল বা অকুশল কর্মেব ফল ভোগ কবে। এই (বেদনা) চৈতদিক ব্যতীত কোন আত্মা বা প্রতিনিধি কর্মফল ভোগ কবেনা।

এখানে বিশেষভাবে জেনে বাখা প্রযোজন যে নির্বাণ স্থাখেব সঙ্গে বেদনাব কোন সম্পর্ক নেই। নির্বাণ স্থা নিশ্চিত সর্বোত্তম প্রবম স্থা কিন্তু ইহা হঃখ উপশম স্থা। ইহা ইন্দ্রিয় দ্বাবা মনোজ্ঞ বিষয় উপভোগ নয়।

(৪) সংজ্ঞা-সঞ্ঞা-সং + জ্ঞা ধাতু, জানা। পবিস্থিতি অনুযায়ী সংজ্ঞা শব্দেব অর্থেব প্রকাব ভেদ হয়। সকল প্রকাব ভ্রম অপনোদনার্থ ইহাকে এক বিশেষ অর্থে জানা প্রয়োজন তা হল, ইহা এক সর্ব:চিত্ত-সাধাবণ চৈতসিক।

সংজ্ঞাব বিশেব লক্ষণ হল কোন বিষয়কে তাব চিহ্ন দ্বাবা জানা যেমন নীলবর্ণ ইত্যাদি। ইন্দ্রিয় মাধ্যমে চিন্ত দ্বাবা পূর্ণ পবিচিতি থেকে ব্যক্তি সংজ্ঞা দ্বাবা বিষয়েব সঙ্গে পবিচিত হয়। ইহা জানাব পদ্ধতি হল—"দাকশিল্পীব পূর্বে ব্যবহৃত কার্চখণ্ডেব চিহ্নেব মাধ্যমে বর্তমান কার্চখণ্ডকে চিনতে পাবাব স্থায়: টিকেট মাধ্যমে খাজাঞ্চীব প্রত্যেক গচ্ছিত অলঙ্কাবকে চিন্তে পাবাব স্থায়: মনুষ্য-কৌশলে বন্য পশুব ভীতিব উদ্রেক হওয়াব স্থায়।"

স্থুতবাং সংজ্ঞা হল সাধাবণ ইন্দ্রিযান্নভূতি।

বর্তমান দর্শন শাস্ত্রেব শব্দকোষ অন্মুসাবে সংজ্ঞা শব্দেব অর্থ হল— সাধাবণ ইন্দ্রিযগ্রাহ্য বিষয়েব সঙ্গে পবিচয় যেমন গাছ, বাড়ী, চেযাব ইত্যাদি। ইন্দ্রিয় উত্তেজনায় ইহাব উৎপত্তি।

বেকন, ডেকার্ট স্, স্পিনোজা এবং লাইবনিজ 'সংজ্ঞা' শব্দ যে অর্থে গ্রহণ কবেছেন সে অর্থে এখানে গ্রহণ কবা হয়নি।

পাঁচ স্বন্ধেব এক স্বন্ধ নাপে 'সংজ্ঞা'কে এখানে ব্যবহাব কবা হয়েছে। সংজ্ঞাই কি স্মবণশক্তিব কাবণ ?

সংজ্ঞা, বিজ্ঞান এবং প্রজ্ঞাব পৃথক অর্থ জানা প্রয়োজন। শিশুব এক টাকাব মুদ্রা জ্ঞানই সংজ্ঞা। সে ইহাব শুল্রতা, গোলাকৃতি এবং আয়তন দেখেই বুঝে যে ইহা এক টাকাব মুদ্রা, তবে ইহাব মূল্য কি সে বিবযে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। একজন বর্ষীয়ান মান্ন্র্য ইহাব মূল্য এবং উপকাবিতা সম্বন্ধে সচেতন কিন্তু কি উপাদানে ইহা প্রস্তুত সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বিজ্ঞানকে ব্যক্তিব মুদ্রা জ্ঞানেব সঙ্গে তুলনা কবা চলে। কোন্ কোন্ ধাতু মিশ্রণে এক টাকাব মুদ্রা তৈবী হয়েছে বসায়নবিদেব সে সম্বন্ধে সর্বপ্রকার জ্ঞানই হল-প্রজ্ঞা। (৫) চেতনা— চেতনা এবং চিত্ত উভয়ই √চিত্ ধাতু নিম্পন্ন, চিন্তা কবা।

চিত্ত বা মন ধাতু নিষ্পন্নার্থে বুঝায 'বিজানন' (বিশেষরূপে জানা) এবং চেত্রনা (সহজাত চৈতসিকগুলিকে নিজেব অঙ্গীভূত কবে) আলম্বনে সংযোগ (সমন্বয় সাধন)কবে (অভিসন্ধান)ও কার্যেব উদ্দেশ্য নিদ্ধ'বিণ কবে এবং কর্ম সিদ্ধিব উদ্দেশ্যে প্রেরণা যোগায (আয়ূহন)।

অত্থসালিনী এবং বিভাবনী চীকা অনুসাবে—চেতনা সহজাত চৈতসিক গুলিকে চিত্তেব আলম্বন (বা বিষয়েব) সঙ্গে সংযোগ কবে (অন্তনা সম্প্যুন্ত-ধুম্মে আবম্মণে অভিসন্দহতি)। প্রবীণ শিশ্য বা দাকশিল্পী স্বয়ং যেমন নিজেব কাজও কবে এবং অত্যেব কাজও তত্ত্বাবধান কবে সেরূপ চেতনা নিজেব কাজও কবে এবং সহজাত চৈতসিকেব কাজও তত্ত্বাবধান কবে।

চেতনাৰ অপব ব্যাখ্যাও আছে। চেতনা সংস্কাবকে সংস্কাববদ্ধ কবাব কাজে সহাযতা কবে (সংখাবাভিসংকাবণে বা ব্যাপাবং আপজ্জতী'তি চেতনা)। চেতনা সকল প্রকাব কুশল-অকুশল কর্মে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

সোযেজান আউপ বলেন ঃ ব্রহ্মদেশীয় বিখ্যাত অভিধর্মবিদ্ লেডি সেযাদেব মতানুসাবে—"চেতনা সহজাত চৈতসিকেব উপব কাজ কবে, বিষয় গ্রহণে কাজ কবে এবং কর্ম সম্পাদনে কাজ কবে অর্থাৎ কর্ম নির্ধাবণ কবে"। (Compendium of Philosophy p.236)।

লোকীয় চিত্তে চেতনাব ভূমিকা খুব গুৰুত্বপূর্ণ। লোকোত্তব চিত্তে প্রজ্ঞাই প্রধান। লোকীয় চিন্তা কর্মে পবিণত হয়। লোকোত্তব চিন্তা অপবপক্ষে কর্ম ধ্বংস কবে। স্মৃতবাং লোকোত্তব চিত্তে চেতনা কর্ম পবিগ্রহণ কবে না। লোকীয় চিত্তেব কুশল—অকুশল চেতনা কর্ম বাপে পরিগণিত হয়। বিপাক চিত্তে চেতনা বিদ্যমান থাকে কিন্তু তথন ইহাব কোন নৈতিক মূল্য থাকেনা কাবণ ইহাব কর্মসঞ্চয় শক্তি থাকেনা।

প্রতীত্যসমূৎপাদ নীতিতে এই চেতনাই সংস্থাব এবং কর্মভব ন্ধপে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কবা হযেছে। পঞ্চস্তমে সংস্থাবস্কলকে বেদনা এবং-সংজ্ঞা ব্যতীত অপব পঞ্চাশ প্রকাব চৈতসিককে বুঝায়। তন্মধ্যে চেতনা শীর্যস্থানীয়। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে চেতনা সহজাত চৈতসিকগুলিব কর্ম নির্ধাবণ কবে। নৈতিক দৃষ্টিতে চেতনা কুশলাকুশল কর্মেব অপবিহার্য ফল নির্দেশ কবে। সেকাবণে যেখানে চেতনা নেই সেখানে (কুশলাকুশল ক্রপে) কর্ম সম্পাদিত হয় না।

(৬) একাগ্রতা, একগ্গতা এক + অগ্গ + তা = এক বিষয়ে নিবিষ্টতা বা মনকে এক বিষয়ে একীভূত বা একাগ্র কবা। ইহা বাষ্হীন স্থানে প্রদীপ শিখাব ক্যায় স্থিব থাকা। ইহা দৃঢ় প্রোথিত স্তম্ভেব ক্যায় বাষ্ দ্বাবা অকম্পিত অবস্থা। জল যেমন বিভিন্ন ধাতৃকে একত্রে সন্নিবেশ কবে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি কবে ইহাও সেবপ। একাগ্রতা (চৈতসিক) সহজাত চৈতসিকগুলিকে প্রস্পেব থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেখনা। ব্রঞ্চ তাদেব একীভূত বা একাগ্র কবে বিষয়ে নিবন্ধ বাখে।

একাগ্রতা পাঁচ ধ্যানেব একটি অঙ্গ। যখন এই একাগ্রতাকে (অনুশীলন দ্বাবা) বর্ধ ন কবা হয় তখন তাকে সমাধি বলা হয়। "ইহা সর্বপ্রকাব চিত্তেবমনোযোগ, অবিক্ষেপতা, একীভূত এবং সমাহিতিব বীজ।" Compendium of Philosophy p.241)।

(৭) জীবিতেন্দ্রিয় জীবিতিন্দ্রিয – জীবিত(= জীবন) + ইন্দ্রিয় =
নিয়ন্ত্রণ শক্তি বা মূলনীতি। ইহাকে জীবিত বলা হয় কাবণ ইহা সহজাত
চৈতসিকেব জীবন বক্ষা কবে। ইহাকে ইন্দ্রিয় বলা হয় এ কাবণে
যে ইহা সহজাত চৈতসিকেব উপব ইন্দ্রু বা আধিপত্য কবে।

যদিও চেতনা সকল চৈতসিকেব কর্ম নির্ধাবণ করে তবে জীবিতেন্দ্রিয় চেতনা এবং অন্ত সকল সহজাত চৈতসিকেব মধ্যে জীবন সঞ্চার করে।

জীবিতেন্দ্রিয় ছই প্রকাব, যথা নাম-জীবিতেন্দ্রিয় (মানসিক জীবন) এবং বপ-জীবিতেন্দ্রিয (কায়িক জীবন)। নাম-জীবিতেন্দ্রিয় সহজাত চিত্ত-চৈতসিককে জীবিত বাখে এবং বপ-জীবিতেন্দ্রিয় বপ বা জড় কার্যপ্রক্রিয়াগুলিকে জীবিত বাখে।

পদ্ম জলে প্রতিপালিত বা জীবিত থাকে, শিশু ধাত্রী দ্বাবা প্রতি-পালিত হয়। অনুরূপভাবে চৈতসিকগুলি এবং রূপ (জড়) কার্য প্রক্রিয়াগুলি জীবিতেন্ত্রিয় দ্বাবা প্রতিপার্লিত হয় বা জীবনীশক্তি লাভ কবে।

এক নপ-জীবিতেন্দ্রিয় সতেব চিত্তক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এক নপ-জীবিতেন্দ্রিয়েব জীবন কালে (স্থায়ীত্ব কালে) নাম-জীবিতেন্দ্রিয় সতেব বাব উৎপন্ন ও ধ্বংস হয়।

উদ্ভিদ জীবনেও একপ্রকাব কপ-জীবিতেন্দ্রিয বর্তমান। কিন্তু সেই ক্রপ-জীবিতেন্দ্রিয মানুষ এবং তির্যক্ ক্রপ-জীবিতেন্দ্রিয থেকে পৃথক কাবণ মানুষ ও তির্যক জীবিতেন্দ্রিয পূর্বজন্ম দ্বাবা সংস্থাববদ্ধ।

নাম-জীবিতেন্দ্রিয় এবং বপ-জীবিতেন্দ্রিয় উভয়ই গর্ভ ক্ষণে (প্রতিসন্ধিক্ষণে) উৎপন্ন হয়। উভয়ই মৃত্যুক্ষণে একসঙ্গে বিলীন হয়। স্থতবাং মৃত্যু বলতে বুঝায় জীবিতেন্দ্রিয়েব অন্তর্ধান বা বিনাশ। মৃত্যুব প্রকাণে কর্মশক্তি প্রভাবে প্রবর্তী জীবনে গর্ভক্ষণে নাম-জীবিতেন্দ্রিয় উৎপত্তিব উৎপত্ন হয়। মান্ত্র্যেব ক্ষেত্রে নাম-জীবিতেন্দ্রিয় উৎপত্তিব সঙ্গে তিন বপ-জীবিতেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় যথা কায়-জীবিতেন্দ্রিয় (কায়-দশক), ভাবদশক (স্ত্রী বা পুংভাব) এবং বাস্তর্দশক (ষষ্ঠ প্রিচ্ছেদ দেখুন)।

মাঝী যেমন নৌকাব উপব নির্ভবশীল তেমন নৌকাও মাঝীব উপব নির্ভবশীল। অন্ধর্মণভাবে জীবিতেশ্রিয় নাম-রূপের উপব নির্ভবশীল।

(৮) মনস্কাব: মনসিকাব—সাধাবণ অূর্থে মনে তৈয়াব কবা'।

মনকে বিষয়েব প্রতি পবিচালনা বা প্রবর্তন কবা ইহাব মূল

লক্ষ্য। জাহাজকে গন্তব্য স্থানে নিয়ে যাওয়াব জন্য হাল যেমন

নিতান্ত প্রযোজন ইহাও তাই। মনস্কাব ব্যতীত মন হালহীন্
জাহাজেব হায়।

মনক্ষাবকে বথেব সাবিথিব সঙ্গেও তুলনা কবা চলে। সাবিথি অত্যস্ত মনোযোগ সহকাবে স্থাশিক্ষিত ছই অধ্যেব [এখানে নাম (মন) ও ৰূপ (বিষয়)] সমানতালে পদক্ষেপেব প্ৰতি নজব্ বাখে। মনস্কাব এবং বিতৰ্ককৈ পৃথকৰূপে দেখতে হবে। মনস্কাব সহজাত চৈতসিকগুলিকে বিষয়েব প্রতি পবিচালনা করে এবং বিতর্ক চৈতসিকগুলিকে বিষয়ের উপর প্রক্ষেপন কবে। বিতর্ক রাজাব সভাসদেব ন্যায় যিনি একঙ্কন গ্রাম্য মান্ব্যকে (মন) বাজাব উপস্থিতি (বিষয়) পবিচয় করিয়ে দেয়।

মনস্কাবেব নিকটতম অর্থবোধক শব্দ হল মনোযোগ যদিও এশব্দ পালিশাস্ত্রেব দার্শনিক তত্ত্বেব প্রকৃত অর্থবহ নহে। চৈতসিক হিসেবে মনস্কাব স্বভঃফূর্ত মনোযোগ। মনস্কাব এবং মনোযোগে বিষষের বিশিষ্ট স্বচ্ছতা নেই যা কিছু মাত্রায় সংজ্ঞায় বিভ্যমান।

তা'হলে মনস্বাব কি শ্ববণ-শক্তিব সহায়ক কাবণ মনস্বাব সকল প্রকাব লৌকিক এবং লোকোন্তব চিত্তে বিদ্যমান থাকে ? এ কাবণে মনস্বার সর্বচিত্ত-সাধাবণ কপে অভিহিত হয়।

প্ৰকীৰ্ণ চৈতসিক

(৯) বিতর্ক: বিতক্ক—বি + তক্ক, চিন্তা করা। এই পালি শব্দেব যথোপযুক্ত অনুবাদ কবা ছুন্ত ব্যাপাব কাবণ ইহা সূত্রে বিভিন্ন অর্থ ধারণ কবে।

সূত্র পিটকে এ শব্দকে অভিমত, ধারণা, চিন্তা, বিচারশক্তি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার কবা হয়। কিন্তু অভিধর্মে ইহা এক বিশেষ অর্থে ব্যবহাত হয়।

সহজাত চৈতসিকগুলিকে আলম্বনে অধিবোহণ (অভিনিবোপণ— আবোহণ বা প্রক্ষেপণ) কবান বিতর্কেব মুখ্য লক্ষণ। যেমন কোন ব্যক্তি বাজাব প্রিয়ব্যক্তি, আত্মীয় বা বন্ধুব সহায়তায় রাজপ্রাসাদে আবোহণ কবে সেরূপ বিতর্কেব সাহায্যে চিত্ত আলম্বন বা বিষয়ে আবোহণ কবে।

বিতর্ককে একপেও ব্যাখ্যা কবা যায়—চৈতসিককে বিষয়ে স্থাপন কবাই হল বিতর্কেব কর্ম। (পূর্বে বলা হয়েছে) মনস্কাব সহজাত চৈতসিকগুলিকে বিষয়ের প্রতি পরিচালনা বা প্রবর্তন কবে। মনস্কাব এবং বিতর্ক, এই ছই চৈতসিকেব পৃথক লক্ষণ সম্বন্ধে পবিচ্চাব ধাবণা থাকা প্রযোজন।

বিতর্ক যখন বিভিন্ন পবিপ্রেক্ষিতে ব্যবহাব কবা হয় তখন তাব অর্থও ভিন্ন হয়।

সাধাবণ প্রকীর্ণ চৈতসিক হিসেবে ইহাকে বিতর্ক বলা হয়। যখন ইহা অনুশীলিত এবং বর্ধিত হয় তখন ইহা প্রথম ধ্যানের প্রথম অঙ্গ কপে পবিণত হয়। তখন তাকে অর্পনা বলা হয় কাবণ মন তখন ধ্যেয় বিষয়ে একান্তভাবে নিবিষ্ট হয়। সাধাবণ বিতর্ক মনকে কেবল মাত্র বিষয়ে বা আলম্বনে স্থাপন কবে।

পববর্তী ধ্যানগুলিতে বিতর্ক বিষয়েব সঙ্গে অভ্যাসগতভাবে সংযুক্ত থাকায় স্তিমিত থাকে।

দৃষ্টান্ত: কোন গ্রামবাসী যদি প্রথমবার বাজপ্রাসাদে আগমন কবেন তাকে বাজাব কোন প্রিয সভাসদ্ দাবা পবিচিত হওয়া প্রযোজন হয়। পববর্তী আগমনেব জন্ম আব কোন পবিচিতিব প্রযোজন হয় না।

এই পবিবর্ধিত অর্পণা-বিতর্ককে সমাধি বলা হয়।

লোকোত্তব মার্গচিত্তে যখন বিতর্ক উপস্থিত থাকে তখন তাকে সম্যক্-সঙ্কল্প বলা হয় কাবণ ইহা অকুশল চিন্তা দূবীভূত কবে এবং মনকে নির্বাণে উন্নীত কবে।

বিতর্ক যখন ব্যক্তিব মেজাজ সম্বন্ধে ব্যবহাত হয় তখন তা সম্পূর্ণ জন্য অর্থ প্রকাশ করে। বিতর্ক-চবিত্র বলতে ব্যক্তিব বিতর্ক স্বভাবকে বুঝায়। (প্রথম পবিচ্ছেদেব ৩৮নং ব্যাখ্যা দেখুন)।

(১০). বিচাব—বি + √চব, বিচবণ 'কবা। বিভকে'ব ন্যায বিচাবও অভিধর্মে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বিচাব ভুল বিষয়েব উপৰ মনেব ক্রমান্ত্র অনুশীলন, বিষয়ে পুনঃপুনঃ নিমজ্জন (অনুমজ্জন) ইহাব লক্ষণ।

বিতর্ক এবং বিচাবেব অনুবাদ হল যথাক্রমে (বিষয়ে) প্রাথমিক স্থাপন এবং (বিষয়ে) পুনঃপুনঃ অনুমজ্জন বা'নিমজ্জন।

í

এই উভয় শব্দ পৃথক অর্থবোধক। পদ্মেব উপর মৌমাছির অবতবণ হল বিতর্ক আব তাব উপব মৌমাছিব বিচবণ (ভ্রমণ) হল বিচাব। উডবাব উদ্যোগে পাখীব পাখা নাডা হল বিতর্ক এবং উদ্দেশ্যমূলক ভাবে আকাশে উডে বেডান হল বিচাব। ঘণ্টা বা ঢাক বাজান হল বিতর্ক এবং তাব প্রতিধ্বনি হল বিচাব।

বিচারও একাট ধ্যানাঙ্গ। ইহা বিচিকিৎসা অপনোদন কবে।

(১১) অধিমোক্ষ—অধি + মৃচ, মুক্ত হওযা। সাধাবণ অর্থে সন্দেহ মুক্ত হওয়া।

অধিমোক্ষ বিষয়েব প্রতি মনেব (সঙ্কোচন ভাব) মুক্ত করে।
সিদ্ধান্তগ্রহণ ইহাব প্রধান লক্ষণ। ইহা বিচিকিৎসা বা সন্দেহেব
প্রতিপক্ষ।

ইহা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কবে – ইহা কি উহা (ইমং এবা'তি সন্নিট্-ঠানকবণং)।

ইহাকে বিচাবকেব বায় দেওয়াব সঙ্গে তুলনা কবা চলে। আবাব ইহাকে দৃঢ় প্রোথিত অকম্পিত স্তম্ভেব সঙ্গে তুলনা কবা হয়।

(১২) বীর্ষ বিবিয়—অজ ধাতু নিম্পন্ন, ষাওয়া + ঈব। বী এব পবিবর্তে অজু ব্যবহৃত হয়েছে। বীব হলেন ভিনি যিনি অধ্যবসায় সহকাবে এবং বাধাহীন ভাবে কর্ম সম্পাদন করেন।

ইহাকে বীয'বান মান্নৰেব কর্মনপে ব্যাখ্যা কবা হয়েছে (বীবানং ভাবো, কম্মং)। অথবা ইহা সেই কর্ম যা সুসঙ্গভভাবে কবা হয় (বিধিনা ঈব্যতিব্বং প্রত্তেতব্বং বা)।

ইহাব লক্ষণ হল—উপস্পুন (উপত্থস্তন— স্তম্ভেব মত কাজে স্থিত থাকা), প্রগ্রহণ (পগ্গহন-কাজকে দৃঢকপে গ্রহণ কবা) এবং উৎসাহ (উস্সহন-উৎসাহ সহকাবে কাজ কবা)।

পুবাতন গৃহকে যেমন নৃতন খুঁটিব সাহায়্যে স্থবক্ষিত কবা হয সেকপ চৈতসিকগুলি বীর্য দ্বারা সহায়িত এবং বক্ষিত হয়।

সৈন্যবাহিনী যেমন স্কুদক্ষ নব সৈন্তাদল দ্বাবা সহায়িত হলে পশ্চাদপসবণ কবেনা সেৰূপ বীৰ্য সহজাত চৈতসিকগুলিকে পতন থেকে বক্ষা কবে (উৎসাহ দান কবে) এবং ক্রমোরত অবস্থায় নিয়ে যায়।

বীর্যকে নিযন্ত্রণ-শক্তি নপে গণ্য কবা হয় কাবণ ইহা অলসতাকে জয় কবে। ইহাকে পঞ্চ বলেব এক (শক্তি) নপেও গণ্য কবা হয় কাবণ ইহার বিক্দ্ধশক্তি অলসতা দ্বাবা ইহা কম্পিত হয় না। বীর্য ঋদ্ধিশক্তি (ইদ্ধিপাদ) লাভেব চাব উপায়েব এক উপায় এই বীর্যই চাব সম্যক্ প্রধানেব প্রচেষ্টাব (সম্মপ্পধান) একটি। ইহা সপ্ত বোধাঙ্গেব (বোধি লাভেব অঙ্গ) রূপে উন্নীত। ইহা আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গেব সম্যক্ ব্যায়াম (প্রচেষ্টা)।

অথসালিনী অনুসাবে ইহা সকল প্রকাব সফলতাব মূল। প্রচেষ্টা, পবাক্রম এবং উৎসাহ প্রভৃতি বীর্ষের প্রতিশব্দ।

- (১৩) প্রীতি: পীতি—প্রথম পবিচ্ছেদেব ৪০ নং ব্যাখ্যা দেখুন।
- (১৪) ছন্দ-ছদ্ ধাতৃ নিষ্পন্ন, ইচ্ছা কবা। কতৃ কম্যতা (কাজ কবাব ইচ্ছা-কত তুকম্য চা) ইহার লক্ষণ। ইহা বস্তু গ্রহণেব নিমিত্ত হাত প্রসাবণেব ত্যায়। এই প্রকীর্ণ চৈত্যিক অকুশল লোভ যা বিষয়েব প্রতি তৃষ্ণা উৎপন্ন কবে তাব থেকে পৃথক কপ জানতে হবে। ছন্দ তিন প্রকাবঃ—
- ১০ কামছন্দ-ইহা কামভোগ লালদা, পঞ্চ নীববণেব এক নীবৰণ (আবৰণ, বাধা)। নৈতিক দৃষ্টিতে ইহা অকুশল।
- ২০ কতৃ কাম্যতা ছন্দ—ইহা কেবলমাত্র কর্ম কবাব ইচ্ছা। নৈতিক দৃষ্টিতে কুশলও না অকুশলও নয়।
- ৩. ধর্মছন্দ (ধন্মচ্ছন্দ)-ইহা কুশল কর্ম কবাব ইচ্ছা। এই ধর্মছন্দ বাজকুমাব সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগে প্রেবণা যোগিযেছিল।

এগুলিব মধ্যে ছন্দকে কর্তৃ কাম্যতা ছন্দ অর্থে এখানে এক বিশেষ প্রকীর্ণ চৈতসিক বপে ব্যবহাব কবা হয়েছে। ইহা চাব ঋদ্ধিপাদেব (ঝিদ্ধি লাভেব উপায়েব) এক ঋদ্ধিপাদ (অধিপতি)।

সোয়েযান আউদ বলেন—"বীর্য কর্ম কবাব প্রেবণা বা ইচ্ছা।

প্রীতি বিষয়েব প্রতি প্রফুল্লতা। ছন্দ বিষয়েব প্রতি অভিপ্রায়"। Compendium of Philosophy (p. 18)

নির্বাণ উপলব্ধিব জন্ম বৌদ্ধদেব এই ধর্মছন্দ আছে। ইহা কাম— বাসনা (তৃষ্ণা) নহে।

অকুশল চৈতসিক

(১৫) মোহ — √ মূহ ধাতু নিষ্পন্ন, মোহিত হওযা, মূহ্যমান হওযা।
মোহ তিন অকুশল হেতুব একটি এবং সকল প্রকাব অকুশল চিত্তে
বিদ্যমান থাকে। ইহা প্রজ্ঞাব প্রতিপক্ষ।

বিষয়েব প্রকৃতি বা স্বভাব সম্বন্ধে স্বচ্ছতাব অভাব মোহেব লক্ষণ।
মোহ ব্যক্তিব কর্ম, কর্মফল এবং চতুবার্যসত্যে জ্ঞান-উৎপাদনকে আচ্ছন্ন
(আর্ত) করে বাখে।

(১৬) অহ্নী: অহিবিক—'অ' + হিবিক একটি গুণবাচক বিশেষ্য। যেই ব্যক্তি কুকর্ম (অকুশল) সম্পাদনে লজ্জাহীন সেই ব্যক্তি অহ্নীক (অহিবিকো)। একপ ব্যক্তিব অবস্থাই লজ্জাহীনতাব অবস্থা (অহিবিকং)।

যাঁব 'হ্রী' আছে তিনি অগ্নিব নিকট পাখীব পালক সঙ্কোচনেব ন্থায অকুশল কর্ম সম্পাদন থেকে সঙ্কোচিত হন। যাব 'হ্রী' নেই সে যে কোন অকুশল কর্ম সম্পাদন কবতে দ্বিধা বোধ কবেনা।

(১৭) অনপত্রপা: অনোত্তপ্প—ন+অব+√তপ্প, ভীত হওযা। অপত্রপা হল পাপকর্ম সম্পাদনে ভয় অর্থাৎ পাপফল ভীতি।

অনপত্রপা অপত্রপাব বিকল্প পক্ষ, যেমন অগ্নি পভঙ্গকে দশ্ধ কবি (তাব সঙ্গে তুলনা কবা যায়)। যে ব্যক্তি অগ্নিভয়ে ভীত তিনি অগ্নি স্পূর্ণ কববেন না। কিন্তু পতঞ্গ ফলজ্ঞানহীনতা বশতঃ অগ্নি দ্বাবা আকৃষ্ট হয়ে অগ্নিতে দগ্ধ হয়। অনুকপভাবে যে ব্যক্তি পাপে ভযহীন সে অকুশল কর্ম সম্পাদন কবে এবং নবক হুঃখ ভোগ কবে।

হ্রী এবং ওত্তপ্প (অপত্রপা) যুক্তবাপে ব্যবহৃত হয়। হ্রীকে সাধাবণ লব্দ্ধা থেকে এবং অপত্রপাকে সাধাবণ ভয় থেকে পৃথক বাপে বুঝতে হবে। ভয়কে দশ মাবসেনাব এক সেনা বাপে গণ্য কবা হয়। একজন বৌদ্ধ কোন ব্যক্তিকে ভয় কবে না, এমন কি ঈশ্ববৈও তাব ভয় নেই কাবণ বৌদ্ধধর্ম অজ্ঞাত বিষ্থেষ উপব প্রতিষ্ঠিত নয়।

হ্রী (লজা) ভিতৰ থেকে এবং অপত্রপা (ভয়) বাহিব থেকে উৎপন্ন হয়। মনে কৰুন একান্ত লোহেব একদিক্ তপ্ত এবং অপব দিক্ মযলাযুক্ত। মযলাযুক্ত অংশ হুণাবশে কেহ স্পর্শ কববেনা এবং তপ্ত অংশও ভয়ে স্পর্শ কববে না। হ্রী হল হুণা এবং অপত্রপা হল ভয়।

মিসেন বাইস ডেবিডস্ হ্রী ও অপত্রপা চৈতসিক শ্ববেব নিম্নর্প ব্যাখ্যা করে উভয়েব পৃথকত্ব পবিদ্বাব প্রতিভাত করেছেন ঃ —

বুদ্ধঘোষ হ্রী এবং অপত্রপাব যে বিশ্লেষণ কবেছেন তাতে নৈতিকতাব আকর্ষণ আছে। এই শব্দ একান্ত বর্তমান কালেয ধাবণায আমাদেব আবেগময় এবং ইচ্ছাকৃত সদ্বুদ্ধি জাগ্ৰত কবাব কথা স্মবণ কবিষে দেষ যেমন স্মৃতি কুশলকে প্রতিফলিত কবে। হ্রী হল লজ্জা এবং অপত্রপা হল অকুশ্ল কর্ম সম্পাদনে উদ্বেগ। ভিতৰ থেকে উৎপন্ন হয আৰু অপত্ৰপা বাহিব থেকে উৎপন্ন হয়। হ্রী স্বশাসিত ভাবে উৎপন্ন হয় (অত্তাধিপত্তি) এবং অপত্রপা বহু বিবেচনা প্রস্তুত সমাজচিন্তা প্রণোদিত হয়ে উৎপন্ন হয় (লোকা-ধিপতি)। পূর্বটি লজ্জায় এবং পববর্তীটি ভয়ে প্রতিষ্ঠিত। পূর্বটি সামঞ্জস্ম মণ্ডিত এবং পরবর্তীটি অকুশলে বিপদ এবং ভয় বিবেচনা প্রস্ত। ব্যক্তিগত হ্রীব উৎস চাব, যথা কুলগৌবব, বয়স বিবেচনা, মৰ্যাদাবোধ এবং শিক্ষা-সচেতনতা। একাবণে হ্ৰীবান ব্যক্তি চিস্তা কবেন 'শুধুমাত্র নিচু শ্রেণীব লোক, বালক, গবীব গুরুভি, অন্ধ এবং অর্বাচীন এরপ কর্ম **সম্পাদ**ন কবতে পাবে।' তাই তিনি নিজকে সে সকল কর্ম সম্পাদন থেকে বিবত বাথেন। অপত্রপাব বাহিবেব উৎস হল—'শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণ তোমাকে দোষাবোপ করবেন', তাই তিনি এ সকল কর্ম থেকে বিবত হন। বুদ্ধ বলেছেন— যে ব্যক্তির হুী বা লজ্জা আছে তিনি নিজেই নিজেব শিক্ষক। যিনি ভয়কাতর তিনি ধর্ম-শিক্ষকরপে সর্বশ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক।

সম্পূবক অনুচ্ছেদে 'সামঞ্জন্ত মণ্ডিত' সম্বন্ধে এরপ ব্যাখ্যা কবা হয়েছে—"হ্রী বিবেচনায় ব্যক্তি কুলমর্যাদা, নিজের শিক্ষক বা আচার্যেব প্রতি শ্রদ্ধা, বিষয়-সম্পত্তি এবং সতীর্থবর্গেব সারিধ্য প্রভৃতি বিষয় চিন্তা করেন। ভর পবিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি আত্ম-অমর্যাদা, অন্যেব দোষাবোপ, নিন্দা এবং পববর্তী জীবনে ছঃখভোগ বিষয় চিন্তা করেন। (Buddhist Psychology p. 20)

হুী এবং অপত্রপা এই ছই প্রধান বিষয় (গুণ) বিশ্বকে শাসন কবে। ইহা ব্যতীত সভ্য সমাজেব অস্তিহ নেই।

(১৮) ওজতা: উদ্ধচ্চ — উ — উপবে, + √ধৃ, চঞ্চল হওয়া, উৎক্রিপ্ত হওয়া। উদ্ধৃত্স্স ভাবো উদ্ধৃচ্চং — উদ্ধচ্চং — উৎক্রেপণ অবস্থা। ইহাকে ভত্মপ্রপে প্রস্তব নিক্রেপ জনিত উপদ্রুত অবস্থাব সঙ্গে তুলনা কবা হয়েছে। ইহা মনেব অস্থিব অবস্থা এবং মনেব সমতা বা উপশম (বুপসম) বিৰুদ্ধ। পঞ্চ নীববণের এক নীববণের তায় ইহা সুথ বিপক্ষ।

কোন বিবল ক্ষেত্রে ঔদ্ধত্যকে মনেব স্ফীত অবস্থা বা মানসম অর্থে ব্যবহাব কবা হয়েছে। এখানে সেই অর্থে ব্যবহাত হয়নি। ঔদ্ধত্যকে মান থেকে পৃথক রূপে বিবেচনা কবা হয় কাবণ উভয়ই (দশ) সংযোজনেব মধ্যে গণ্য।

এই চাব চৈতসিক যথা মোহ, অহ্রী, অনপত্রপা এবং ঔদ্ধত্য (যা অকুশল চৈতসিকেব প্রথম চাবটি) সকল প্রকাব অকুশল চিত্তে বিদ্যমান থাকে।

- (১৯) লোভ প্রথম পবিচ্ছেদে ১নং ব্যাখ্যা দেখুন।
- (২০) দৃষ্টি: দিট্ঠি—প্রথম পবিচ্ছেদে ১১নং ব্যাখ্যা দেখুন।
 মোহ এবং দৃষ্টিব পৃথকত্ব সম্যক্ প্রণিধান যোগ্য। পূর্বটি বিষযকে
 আচ্ছন্ন বা আত্মত কবে এবং পববর্তীটি নিজস্ব দৃষ্টিব সিদ্ধান্ত যেমন

'ইহাই সত্য, অন্থ সব মিথ্যা। দৃষ্টি জ্ঞানেব প্রতিপক্ষ। পূর্বটি (মোহ)প্রকৃত সত্যকে ত্যাগ কবে মিথ্যাকে গ্রহণ কবে। পববর্তীটি (দৃষ্টি)বিষয়কে ঠিক বা সত্য রূপে গ্রহণ কবে।

যখন পালি শব্দ দিট্ঠি একক বাপে ব্যবহাব কবা হয এবং কোন বিশেষণ যুক্ত না হয তবে তা মিথ্যাদৃষ্টি অর্থে ব্যবহাত হয। সম্যক্-দৃষ্টি বা অমোহ মোহেব প্রতিপক্ষ।

- (২১) মান—√মন্ ধাতু নিষ্পন্ন, চিন্তা কবা। (আমিম্ববোধ। অন্তেব সঙ্গে তুলনা কবে নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে কবা)।
 - (२२) एवर : माम প्रथम भविष्क्रिक इनर व्याधा प्रथून।
- (২৩) ঈর্ষা: ইস্দা—ই + √ সু, ঈর্ষা কবা, ঈর্ষাণ্ডিত হওযা।

 ইহাব লক্ষণ হল—অন্তেব মান-যশ-গুণ-সোভাগ্য এবং স্থ্থ-সমৃদ্ধিতে
 অসহিষ্ণুতা এবং ঈর্ষা। ইহা বাহ্যবস্তু সম্বন্ধীয় ।
- (২৭) মাৎসর্য: মচ্ছবিয়—মচ্ছবস্স ভাবং, সম্পত্তি গোপন বাথাব ভান।

অর্থকথা অন্তর্ধান্ত ব্যাখ্যা কবে—এ সম্পদ অন্ত কাবো না হোক, কেবলমাত্র তা আমাবই হোক। (মা ইদং অচ্ছবিয়ং অঞ্জেসং হোতু, ময্হং এব হোতু)।

ইহাব মুখ্য লক্ষণ হল, আত্মসপদ গোপন কবা। ইহা ঈর্ষাব বিপবীত। ইহা অন্তর্মুখী।

ঈর্ষ । এবং মাৎসর্য দ্বেষেব বন্ধু নাপে গণ্য হয কাবণ এ উভযই দ্বেষেব সঙ্গে উৎপন্ন হয়।

(২৫) কৌকৃত্য: কুক্কুচ্চ —কুক্তস্স ভাবো = কুক্কুচচং = অকুশল কর্ম কবা হল, কুশল কর্ম কবা হল না, এ জন্ম অনুতাপ কবা।

অর্থকথা অনুসাবে—যে কুকর্ম কবা হল তা কু + ক ত (কৃত) এবং সুকর্ম কবা হল না। কু বা অকুশল কর্ম কবা হয়েছে বলে যে অনু—শোচনা তা'ই কৌকৃত্য এবং সু বা কুশল কর্ম কবা হল না বলে যে খেদ বা উৎকণ্ঠা তা'ও কৌকৃত্য।

ইহাব লক্ষণ হল—কৃত কুকর্মেব জন্ম এবং অকৃত স্থকর্মেব জন্ম অন্ত্রতাপ, অনুশোচনা।

ধত্মসঙ্গণিব ব্যাখ্যা: --উদ্বেগ কি ?

"বিধিসমত বিষয়কে বিধি-বহিভূত মনে কবা, বিধি-বিৰুদ্ধ বিষয়কে বিধিসমত মনে কবা; অকুশলকে কুশল মনে কবা, কুশলকে অকুশল মনে কবা—ইত্যাদি উদ্বেগ, অস্থিবতা, অভি-সন্দিগ্ধ ভাব মনস্তাপ এবং মানসিক হাহুতাশ প্ৰভৃতিই কৌকৃত্য উদ্বেগ)"

Buddhist Psychology p. 313

কৌকৃত্য পঞ্চ-নীবৰণেৰ একটি এবং সৰ্বদা ঔদ্ধত্যেৰ সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।
ইহা (কৃত বা অকৃত) পূৰ্ব-বিষয়েৰ সহিত সংযুক্ত। বিনয় অনুসাৰে
কৌকৃত্য বিনয় বিধি সংক্ৰোন্ত সমূচিত সন্দেহ—ইহা প্ৰশংসিত।
অপৰপক্ষে অভিধৰ্ম অনুসাৰে অনুশোচনা প্ৰশংসিত নয়।

(২৬) স্ত্যান : থীন—√থি ধাতু নিম্পন্ন সক্ষোচিত হওয়া+ন। থেন = থান = থীন।

ইহা অগ্নিব নিকটে পাখীব পালক সঙ্কোচনেব স্থায় মনেব `অবস্থা। ইহা বীর্ষেব প্রতিপক্ষ। থীন (স্ত্যান) কে চিত্তবোগ বলা হয়।

ইহা শোভন চৈতসিক চিত্তকর্মণ্যতাব বিপক্ষ।

(২৭) মিদ্ধ — √মিধ ধাতু উৎপন্ন, অকর্মণ্য হওয়া, অলস হওয়া, অপাবগ হওয়া। ইহা চৈতসিকেব অস্বাভাবিক অসুস্থ অবস্থা।

স্ত্যান ও মিদ্ধ (থীনমিদ্ধ) উভয়ই সকল সময় একত্রে ব্যবহৃত হয় এবং তাবা পঞ্চ নীববণেব একটি নীববণ। বিতর্ক ধ্যানাঙ্গেব দ্বাবা স্তিমিত হয়। মিদ্ধ বীর্যেব বিকদ্ধ পদ্ম। যেথানে স্ত্যান এবং মিদ্ধ সেথানে বীর্য অনুপস্থিত থাকে।

মিদ্ধ মন-কায়েব কণ্নতা। এখানে কায় বলতে জড বা কপ কায় বা দেহকে বুঝাচ্ছেনা। এখানে কায় শব্দ চৈতসিক-দেহকে বুঝাচ্ছে যেমন বেদনা, সংজ্ঞা এবং সংস্কাব (সংস্কাব বলতে এখানে অবশিষ্ট পঞ্চাশ চৈতসিককে বুঝায়)। মিদ্ধ কায়-কর্মণ্যতাব প্রতিপক্ষ। ধর্মসঙ্গণিতে স্ত্যান–মিদ্ধেব একপ বর্ণনা পাওয়া যায— স্ত্যান কি ?—

"যা কগ্নতা, ধীশক্তিব আচ্ছন্নতা, সংলগ্নতা, আটকতা, ভগ্নতা, বিদ্ধতা, উদ্দীপনাহীনতা অর্থাৎ আডষ্টতা, মেধাব অনমনীযতা— তা'ই স্ত্যান।

মিদ্ধ কি ?

"যা কয়তা, ইন্দ্রিযেব ভাবীত্ব, আচ্ছন্নতা, আচ্ছাদনতা, অন্তবা– ববোধকতা, জড়তা বা নিদ্রা, তন্দ্রা, ঘুম, নিদ্রালুতা,—তাই মিদ্ধ। (Buddhist Psychology p.311, 312)

(२৮) विकिक्शा : विकिक् हा- थ्रथम পविष्कृष ১७नः व्याथा। प्रथ्न।

বিচিকিৎসা নীববণ হিসেবে বৃদ্ধ, ধর্ম এবং সজ্বেব প্রতি সন্দেহ বুঝায় না।

মজ্ ঝিম নিকাযেব অর্থকথায় এ শব্দেব এরূপ ব্যাখ্যা বলেছে— "যথায়থ নির্ধাবণেব অক্ষমতাই হল বিচিকিৎসা।'' (ইদং এব ইদস্তি নিচ্ছেতুং অসমত্থভাবতো'তি বিচিকিচ্ছা)।

সোভন (কুশল) চৈতসিক

(২৯) শ্রন্ধা—সম্, উত্তম, + দহ্, প্রতিষ্ঠা কবা, স্থাপন কবা, বাখা। সংস্কৃতে শ্রন্ধা শব্দ গঠিত হয়েছে শ্রং = বিশ্বাদ + √ধা, স্থাপন কবা (দ্বাবা)।

পালি ভাষায শ্রদ্ধা শব্দেব অর্থ হল—বুদ্ধ, ধর্ম এবং সভ্যেব প্রতি স্থাতিষ্ঠিত বিশ্বাস। ইহাব লক্ষণ হল— চৈতসিকেব বিশুদ্ধতা। ইহাকে বাজচক্রবর্তীব জল বিশুদ্ধকাবক মণিব সঙ্গে তুলনা কবা হয়েছে। এই বিশেষ মনি যখন জলে নিক্ষেপ কবা হয় তখন জলেব কাদা এবং শেওলা তলিয়ে যায়। তৎপব জল বিশুদ্ধ হয়। অনুবাপভাবে শ্রদ্ধা মনেব আবিলতা বিশুদ্ধ করে।

শ্রদ্ধা অন্ধ বিশ্বাস নয়। ইহা জ্ঞাননির্ভ ব আত্মপ্রতায়।
কহ প্রশ্ন কবতে পাবেন কোন অ-বৌদ্ধেব এনপ শ্রদ্ধা থাকতে
পাবে কিনা।

অত্থসালিনীতে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এবং তাব উত্তবও দেওয়া হযেছে। তা সন্তোষজনক নয় এবং অসমাপ্তও।

বৃদ্ধযোষ প্রশ্ন কবেছেন—'মিথ্যাদৃষ্টিগত ব্যক্তিগণ কি তাঁদেব আচার্যেব উপব শ্রদ্ধা স্থাপন কবেন না ?' তাব উত্তব হল — 'তাঁরা বিশ্বাস স্থাপন কবেন তবে তা শ্রদ্ধা নয়। ইহা বাক্য প্রয়োগ মাত্র (বচনসম্পটিচ্ছনমন্তমেব)।

শ্রদ্ধা যদি বৌদ্ধদেব নিকট সীমিত থাকে তবে অ-বৌদ্ধদেব আচার্যেব প্রতি বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাকে কি বলব ? যথন তাঁবা কোন বিশিষ্ট ধর্মাচার্যেব বিষয় নিন্দা কবেন তথন তাঁদেন মন নিন্দয়ই কিছুটা বিশুদ্ধ হয়।

ইহা কি (তাঁদেব) দৃষ্টি-মিথ্যাদৃষ্টি ? তাহলে ইহা অকুশল। এ অবস্থায় কোন অ-বৌদ্ধেব কুশলচিত্ত উৎপত্তিব অবকাশ নেই।

একথা বলা কি সঠিক হবেনা—শ্রদ্ধাকে ত্রিবত্নের প্রতি সীমিত না বেখে তাকে কেবলমাত্র একটি বিশ্বাসনপে পবিগণিত কবা ? "শ্রদ্ধা সেই উপলক্ষে বিশ্বাস স্থাপন, বিশ্বস্তুতার অভিব্যক্তি, প্রত্যযবোধ, শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় এবং শ্রদ্ধাবল।"

(Buddhist Psychology p. I4) শ্রদ্ধা স্বতঃক্তৃতি বোধশক্তিব অনুভূতি অথবা পূর্বজন্মে জ্ঞানাহরণেব অভিব্যক্তি।

(৩০) স্মৃতি সতি — √সব ধাতু নিষ্পন্ন, স্মবণ কবা।

শ্বৃতি পাশ্চাত্য দৃষ্টির Memory বা শ্ববণ-শক্তি নয়। 'মন:সংযোগ' ইহাব উত্তম অনুবাদ। ইহাকে বৃদ্ধি কবতে হয়। কিপ্রকাবে ইহাকে বৃদ্ধি কবতে হয় সতিপট্ঠান স্থত্তে তাব বিশেষ বর্ণনা আছে। যখন শ্বৃতি পরিপূর্ণকপে বৃদ্ধি কবা হয় তখন অনেক পূর্বজন্ম বৃত্তান্তও জানা যায়। শ্বৃতি আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গেব এক অঙ্গ।

শৃতি ভুলতে না দিয়ে উত্তম বিষয়ৰ উপস্থিত কৰে। ইহাৰ লক্ষণ হল—'ভেসে না যাওয়া' (অপিলাপন)। কুমডা এবং পাত্ৰ জলে ভেসে যায়, শৃতি চিন্তনীয় বিষয়ে (আলম্বনে) নিমজ্জিত হয়।

ইহা সম্যক্ প্রণিধান যোগ্য যে স্মৃতি কোন প্রকাব অকুশল চিত্তেব সঙ্গে সংযুক্ত নয়। অকুশল চিত্তে (যে মনোযোগ) তা মিথ্যাস্মৃতি (মিচ্ছাসতি)।

ধন্মসঙ্গণিতে শ্বৃতিব একপ বর্ণনা আছে:—
"সেই উপলক্ষে শ্ববণে বাথা, মনে ফিরিয়ে আনা, শ্বৃতি হল—শ্ববণ
বাথা, মনে ধাবণা কবা, ভাসা ভাসা মনে বাথা এবং বিশ্বৃতিব
প্রতিপক্ষ, শ্বৃতি-ইন্দ্রিয়, শ্বৃতি-বল, সম্যক্ষ্মৃতি।"

(Buddhist Psychology p. 16)

শ্বৃতি সম্বন্ধে মিদেস রাইস ডেবিডস্ এরূপ মন্তব্য কবেছেন ঃ —
"বৃদ্ধঘোষ শ্বৃতি সম্বন্ধে যে মন্তব্য কবেছেন তাতে তিনি মিলিন্দপ্রশ্নেব
ত৭, ৬৮ নং প্রশ্নকে অনুসবণ কবেছেন। এবং কিছু অতিবিক্তও
বলেছেন। এবং ইহাও প্রতীয়মান হয় যে সেই চিত্ত বিষয়েব
চিবাচবিত ধাবণাব সঙ্গে বর্তমান পাশ্চাত্য ধাবণায় 'বিবেক, নৈতিক
প্রবৃত্তি'ব সঙ্গে কিছুটা মিল আছে। শ্বৃতিকে অনভিজ্ঞ মনেব উপদেষ্টাব
মত মনে হয় যা কুশল এবং অকুশল বিচাব কবে (কুশলকে) বেছে
নেয়। হার্ডি ইহাকে 'বিবেক' রূপে অনুবাদ কবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য
চিন্তাধাবায় এই বিষয়ে মনোজ্ঞ ভিন্নতাব কলম্ব আবোপ কবেছেন।
পূর্বোক্ত বিষয় শ্বৃতি পবিপ্রেক্ষিতে অনাধ্যাত্মিক উক্তি। শ্বৃতি একটি
মনস্তান্থিক কার্য বা ধাবা বা প্রতিফলিত ক্রিয়া (যা সাধাবণ শ্ববণশক্তি
এবং বিচাব, এ উভযেব মধ্যে পৃথকত্ব আন্যন না কবে) তাদেব
নৈতিক আকৃতি বা দিক্ উপস্থিত কবে। (Buddhist Psychology p. 16)

(৩১) হী এবং অপত্রপা– অহিবিক (অহুী) এবং অনোত্তপূপ (অনপত্রপা) দেখুন। (৩২) অলোভ – ইহা লোভেব প্রতিপক্ষ (প্রথম পরিচ্ছেদ ৯ নং ব্যাখ্যা দেখুন।

দান অলোভের মধ্যে গণ্য। ইহা একটি নিশ্চিত পুণ্যকর্ম যাব মধ্যে সক্রিয় পবোপকাবিতার্ত্তি নিহিত আছে। ইহা তিন কুশল হেতু বা বা মূলেব একটি। জলবিন্দু ষেমন পদ্মপত্রে অলগ্ন থাকে সেকপ অলোভেব মুখ্য লক্ষণ হল অলগ্নতা।

(৩৩) অন্বেষ: অদোস—ইহা দ্বেষেব বিপবীত প্রথম পবিচ্ছেদে ৯নং বাখ্যা দেখুন)। ইহা কেবলমাত্র দ্বেষ বা পটিঘ দ্বিষেব অনুপস্থিতি নয়। ইহা একটি পুণ্যকর্মও বটে।

অদ্বেষ এবং মৈত্রী একই পর্যায়ভূক্ত এবং চাব অপ্রমেয়েব একটি।

পঠিক এখানে লক্ষ্য কববেন যে চাব অপ্রমেষেব ছই অপ্রমেষ যথা ককণা এবং মুদিতা দ্বয়েব এখানে উল্লেখ কবা হয়েছে। ইহাব কাবণ হল মৈত্রী অদ্বেষেব মধ্যে নিহিত এবং উপেক্ষা তত্রমধ্যস্থতাব মধ্যে বিভামান।

অদ্বেষ তিন কুশল মূলেব একটি। প্রিয় স্বন্থদেব ন্যায় অদ্বেষেব লক্ষণ হল অচণ্ডতা বা চণ্ডতাব অমুপস্থিতি।

(৩৪) তিন কুশল মূল—অলোভ, অন্বেষ, অমোহ হল তিন কুশল হেতু বা মূল। অমোহ উনিশ প্রকাব শোভন চৈতসিকেব মধ্যে উল্লেখ কবা হয়নি কাবণ ইহা প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অথসালিনীতে এই তিন কুশল হেতুব বিস্তৃত ব্যাখ্যা বয়েছে, তা এবাপ:—

"কোন আলম্বনেব প্রতি অলগ্নতা অলোভেব লক্ষণ যেমন জলবিন্দু
পদ্মপত্রে অলগ্ন থাকে। ইহাব কৃত্য হল বিমৃক্ত অর্হতেব স্থায় সংগতভাবে গ্রহণ বা যথাবিহিতকাপে গ্রহণ। ইহাব অভিব্যক্তি হল পুবীষবাশিতে পতিত ব্যক্তিব স্থায় উদাসীন্য।"

"অন্বেষেব লক্ষণ হল প্রিয় সুহৃদেব ক্যায় অচগুতা বা অবিকদ্ধতা। ইহাব কৃত্য হল —চন্দন প্রলেপেব ক্যায় বিবক্তি বা উত্তেজনা রূপ ক্যাতা দমন। ইহাব অভিব্যক্তি হল - পূর্ণচন্দ্রেব ক্যায় প্রীতিকব। অমোহেব লক্ষণ, কৃত্য ইত্যাদি প্রজ্ঞেন্তিয় ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে। এই তিন হেতুব মধ্যে অলোভ স্বার্থপবতাব প্রতিপক্ষ, অদ্বেষ ছঃশীলতাব প্রতিপক্ষ এবং-অমোহ কুশল পবিবর্ধ ন না কবাব প্রতিপক্ষ।"

"দানেব কাবণ হল অলোভ, সুশীলতাব কাবণ হল অদ্বেষ এবং ধ্যানেব কাবণ হল অমোহ।"

"অলোভহেতু প্রযোজনেব অতিবিক্ত গ্রহণ কবা হয় নাঃ লোভী প্রযোজনেব অতিবিক্ত গ্রহণ কবে। অদেষহেতু যা কম তা গ্রহণ কবা হয়ঃ দ্বেষপবায়ণ যা কম নয় তা গ্রহণ কবে। অমোহহেতু যা বিশুদ্ধ তা গ্রহণ কবা হয়ঃ মোহপবায়ণ অবিশুদ্ধ গ্রহণ করে। অলোভহেতু ব্যক্তি স্বীয় ক্রটি দর্শন কবে এবং তা স্বীকাব কবে কিন্তু লোভী তা গোপন কবে। অদেষহেতু ব্যক্তি পুণ্যকে শ্রদ্ধা কবে এবং তা স্বীকাব কবে কিন্তু দেষপবায়ণ তা নষ্ঠ কবে। অমোহপবায়ণ ব্যক্তি সত্যকে শ্রদ্ধা কবে এবং তা স্বীকাব কবে কিন্তু মোহপবায়ণ সত্যকে মিথ্যা মনে কবে।"

"অলোভহেতু প্রিয় বিযোগে হৃঃখ উৎপন্ন হয না : প্রেম (অমুবাগ) লোভীব অন্তর্নিহিত স্বভাব তাই প্রিয বিষোগ সহ্ন কবতে পাবে না । অদ্বেহতু অপ্রিয় সাহচর্যে হৃঃখ উৎপন্ন হয না ঃ বিবক্তি দ্বেবপবাযণেব অন্তর্নিহিত স্বভাব তাই অমিত্র সাহচর্য ববদাস্ত কবতে পাবে না । অমোহহেতু ব্যক্তি যা পেতে ইচ্ছা কবেন তা না পেলেও হৃঃখানুভব কবেন না ঃ মোহপবাযণ অন্তর্নিহিত স্বভাব হেতু চিন্তা কবে 'কোথা হতে আমি ইহা পেতে পাবি ইত্যাদি।"

"আলোভহেতু পুন জিনো হৃঃখ উৎপন্ন হয় না কাবণ আলোভ তৃষ্ণাব প্রতিপক্ষ এবং হৃঃখেব মূলই তৃষ্ণা। আদেষহেতু জবাগ্রস্ত হলে হৃঃখ উৎপন্ন হয় না কিন্তু দ্বেষপবাষণ অতি শীব্র বৃদ্ধ হয়। আমোহহেতু মৃত্যুতেও হৃঃখ নেই কিন্তু মোহপবাষণেব মৃত্যু হৃঃখ প্রদ। আমোহ-পবাষণেব হৃঃখজনক মৃত্যু হয় না।"

"সাধাবণ ব্যক্তি (পৃথগ্জন) অলোভ দ্বারা, ভিস্কুগণ অমোহ দ্বাবা এবং সর্বসাধারণ অদ্বেষ দ্বাবা সাম্য জীবন যাপন কবতে পাবেন।" "ইহা নিশ্চিত যে অলোভ দাবা প্রেতলোকে উৎপন্ন হয় না। সাধাবণতঃ ব্যক্তিগণ তৃফাহেতু প্রেতলোকে উৎপন্ন হয়। অলোভ তৃফা-বিপক্ষ। অদ্বেমহেতু নবকে (অপায়ে) পুনর্জন্ম হয় না। দেবহেতু চণ্ডভাব জীবগণ এমন ছঃখপূর্ণ স্থানে জন্মগ্রহণ কবে যেখানে কেবলমাত্র চণ্ডতা বা দেব বিভ্যমান। অদেব দেব প্রতিপক্ষ। অমোহহেতু তির্বগ্ জীবনে (স্থল-জলচব পশু-পাখী-সবীস্প্প বপে) পুনর্জন্ম হয় না। অবিভা জনিত মোহান্ধ জীবগণ তির্বগ্ যোনিতে জন্ম নেয়। অমোহ মোহ প্রতিপক্ষ।"

"অলোভ কামবাসনার আকর্ষ ণ উপশম কবে। অদ্বেষ দ্বেষ সঙ্কোচিত কবে। অমোহ অবিভাজনিত ইষ্টানিষ্ট বোধে অনীহা অপসাবণ কবে।"

"অলোভ, অন্বেষ, অমোহ যথাক্রমে ত্যাগ, অহিংসা, নির্দোষ-চেতনা এবং অশুচিতা, অপবিমেযতা এবং মহাভূতে (চাব মহাধাতু) জ্ঞান উৎপন্ন কবে।"

''অলোভহেতু অবাধ কামভোগ চবিভার্থতার স্পৃহা বিনোদিত হয। অদ্বেহেতু আর্থ-অষ্টাঙ্গিক মার্গ (মুধ্যপুথ) অনুসবণ শিক্ষা স্থৃচিত কবে।"

"অন্নবপভাবে অলোভ দ্বাবা প্রসম্পত্তিতে লোভ (অভিজ্বা) স্থিমিত হয়, অদ্বেষ দ্বেষ নিমূল কবে এবং অমোহ প্রবর্তী ছুইটি (ঈর্ষা) এবং মাৎস্য) বিনাশ কবে।"

"প্রথম হই অনুস্মৃতি (কায়ানুস্মৃতি, রেদনানুস্মৃতি) হই শক্তি (অলোভ, অদ্বে) দ্বাবা পবিপূর্ণ হয় এবং, শেব হুই অনুস্মৃতি (চিত্তানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি) তৃতীয় শক্তি (অমোহ) দ্বাবা পূর্ণতা লাভ কবে।"

"অলোভ স্বাস্থ্যপ্রদ কাবণ লোভহীন ব্যক্তি আকর্ষ পীয় বিষয়ে ধাবিত হয় না ববঞ্চ 'প্রযোজন বোধ' দ্বাবা পরিচালিত হয়, তাই স্থ্যাস্থ্যেব অধিকাবী হয়। অদ্বেষ যৌবনপ্রদ, সেকাবণে দ্বেষহীন ব্যক্তি বহুকাল অটুট যৌবন নিয়ে বেঁচে, থাকেন। তিনি, দ্বেষাগ্নিতে প্রজ্ঞালিত হন না বলে দেহে বলীবেখা উৎপন্ন হয় না এবং কেশও পরু হয় না। আমোহ জীবনকে দীর্ঘ স্থায়ী কবে কাবণ মোহহীন ব্যক্তি প্রতিরূপ এবং অপ্রতিরূপ রিষয় প্রথ কবে অপ্রতিরূপ বিষয় ত্যাগ কবেন প্রতিরূপ বিষয় গ্রহণ কবেন, তাতে তিনি দীর্ঘ জীবী হন।"

"অলোভ ধন সঞ্চযের সহায়ক হয় কাবণ ত্যাগ (দান) দ্বাবা ধন সঞ্চিত হয়। অন্বেয় বন্ধু বৃদ্ধি করে কাবণ মৈত্রী দ্বাবা বন্ধু লাভ হয়, বন্ধুহীন হয় না। অমোহ ব্যক্তিগত সাফল্যের সহায়ক কাবণ মোহহীন ব্যক্তি নিজ শ্রীবৃদ্ধিব নিমিত্ত কাজ কবেন এবং জীবনকে সেরূপে গঠন কবেন।"

"অলোভ দেব-জীবনে উন্নীত কবে। অদেষ ব্রহ্মজীবনে উন্নযন কবে। অমোচ আর্য জীবনে উত্তবন করে।"

"অলোভহেতু লোভহীন ব্যক্তি ষোপার্জিত ধন-সম্পদ্ লাভ কবে এবং পব-সম্পত্তি দর্শন কবে জনগণেব মধ্যে পবিভূষ্ট থাকেন এবং অলোভহেতু তাব ধ্বংদেও বিচলিত হন না, শোক-সন্তপ্ত হন না। অদ্বেষহেতু দ্বেষহীন ব্যক্তি অন্তেব অর্জিত ধন-সম্পদ দর্শনে স্থা হন কাবণ মৈত্রীপবায়ণ ব্যক্তি বিকদ্ধাচাবীদেব মধ্যেও দ্বেমপ্রবৃত্তিহীন থাকেন। অমোহহেত্ মোহহীন ব্যক্তি নিবপেক্ষ ব্যক্তিগণেব মধ্যে স্থাথ বাস কবেন কাবণ মোহহীন ব্যক্তি সকল প্রকাব আকর্ষণ বর্জিত।"

"অলোভহেতু অনিত্যজ্ঞান লাভ হয। লোভী ভোগলাল্যাহেতু অনিত্যকে অনিত্যরূপে দর্শন কবেনা। অদ্বেহেতু তঃখজ্ঞান উৎপন্ন হয। মৈত্রীযুক্ত ব্যক্তি তঃখেব কাবণ পবিত্যাগ কবেন এবং সর্ব-বিষয়ে তঃখ দর্শন কবেন। অমোহহেতু অনাত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। মোহহীন ব্যক্তি বিষয়জ্ঞানে ব্যুৎপত্তিশীল এবং বিষয়কে যথায়থ কপে দর্শন কবেন। তিনি চালকহীন পঞ্চস্কন্ধে শৃগ্যতা দর্শন কবেন।"

"চিত্তেব তিন অবস্থা (অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ) অনিত্যজ্ঞান

ইত্যাদি উৎপন্ন কবে সেরূপ এই তিন অবস্থাও ত্রিলক্ষণ (অনিত্য, তুঃখ, অনাত্ম) জ্ঞান দ্বাবা উৎপাদিত হয়।"

"জনিত্য বিদর্শন-জ্ঞান মাধ্যমে অলোভ, ছঃখ বিদর্শন-জ্ঞান মাধ্যমে অন্বেষ এবং অনাত্ম বিদর্শন-জ্ঞান মাধ্যমে অমোহ উৎপন্ন হয।"

"ইহা (সর্বসংস্কাব) অনিত্য জেনে কে তৃষ্ণা উৎপাদন কববে । সর্ববিষয়ক হৃঃখ জেনে কে অপব একটি হৃ:খ, ভীষণ চণ্ড প্রকৃতিব দ্বেষ দ্বাবা উৎপন্ন কববে । সর্ববিষয় অনাত্ম জেনে কে আবাব মোহে পতিত হবে।"

[অথসালিনী —পৃঃ ১৩৭ — ১৩৯ (See the Expositor, vol I p. 167-170)]

(৩৫) তত্রমধ্যস্তা: তত্রমজ্বত্ততা—তত্র স্থানে অর্থাৎ বিষয় সম্বন্ধে, মজ্বত্ততা — মধ্যস্তা বা চিত্ত সাম্যতা।

বিষয়েব প্রতি নিবপেক্ষতা ইহাব লক্ষণ। ইহাকে সাবথীব স্থুদন্ত অশ্বযুগলেব প্রতি সমদৃষ্টি নিক্ষেপেব সঙ্গে তুলনা কবা হয়।

তত্রমধ্যস্থতা এবং উপেক্ষাকে কোন কোন ক্ষেত্রে সমার্থে ব্যবহাব কবা হয়েছে। এই তত্রমধ্যস্থতাকে চাব-অপ্রমেয়েব এক উপেক্ষাকপে গণ্য কবা হয়েছে। স্মৃতবাং অপ্রমেয়েব মধ্যে উপেক্ষা উৎপন্ন হয় না। এই তত্রমধ্যস্থতাকে সপ্রবোধ্যক্ষেব এক বোধ্যক্ষ (বোধিলাভেব অঙ্গ) কপে উনীত কবা হয়েছে। তত্রমধ্যস্থতা উপেক্ষা বেদনা নহে, এই পৃথকত্ব হাদযক্ষম কবতে হবে। কোন কোন সময় এই ছই চৈত্রসিক একপ্রসঙ্গে 'উপেক্ষা সহগত কুশল চিত্তগুলিব' একই চিত্তে উৎপন্ন হয়।

এই তত্রমধ্যস্থতা চৈতসিককে মনস্তান্ত্রিক এবং নৈতিক উপেক্ষা কপেও ধাবলা কবা হয়। (প্রথম পবিচ্ছেদে '৪২ নং ব্যাখ্যা দেখুন)।

(৩৬) কাষ-প্রশ্রন্ধি ও চিত্ত-প্রশ্রন্ধি কায় পদ্সদ্ধি—চিত্ত পদ্সদ্ধি ঃ পদ্সদ্ধি নিষ্ণার হযেছে প+√সম্ভ সংযুক্তি দ্বাবা, শান্ত কবা, প্রশান্ত হওয়া। প+সম্ভ+তি=পস্সধতি=পস্সদ্ধি। পস্সদ্ধি অর্থে বুঝায—প্রশান্তি, শান্ততা, প্রশান্ততা, শান্তিমযতা।

ইহাব লক্ষণ হল ক্লেশ দমন বা ইন্দ্রিয় লোলুপতা প্রশমন বা উপশম (কিলেসদবথৰূপসম)। ইহা বৌজ তাপদগ্ধ ব্যক্তিব নিকট শীতল বৃক্ষছাযা সম। প্রশান্তি ঔদ্ধত্যেব প্রতিপক্ষ। ইহা পূর্ণভাবে বর্ধন কবলে বোধি লাভেব অঙ্গ (বোজ্ঝংগ.) রূপে পবিণত হয। ় এই প্রশান্তি চই প্রকাব যথা, কায-প্রশান্তি এবং চিত্ত-প্রশান্তি। এখানে কায় জডদেহ রূপে ব্যবহৃত হ্য নি। ইহা চৈতসিক দেহ (নামকায) যথা বেদনা, সংজ্ঞা এবং সংস্কাব। ইহা স্মবণ বাখা প্রযোজন যে প্ৰবৰ্তীচৈতসিকগুলিব 'কাযকে'ও এই একই অৰ্থে ব্যবহাৰ কৰা -হযেছে। চিন্ত বলতে (চৈতসিক সহ) সম্পূর্ণ চিন্তকে বুঝায়। এ কাবণে চৈতসিক সমূহ এবং সম্পূর্ণ চিত্তেব মধ্যে পবখ বযেছে। এই একই প্রকাব বিশ্লেবণ অন্তান্ত যুগলেব প্রতিও প্রযোজ্য। (৩৭) কায-লঘুতা ও চিত্ত লঘুতা: কায়-লহতা ও চিত্ত-লহতা-লঘু থেকে উৎপন্ন (সংস্কৃত লঘুতা), (বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কাবেব) প্রসাবতা, ভ্যহীনতা। লঘুতা হল চিত্ত-চৈতসিকেব ভাবহীনতা (হালকাভাব)। চিত্ত-চৈতসিকেব ভাবাক্রান্ত ভাব বিদূবণ ইহাক লক্ষণ। ইহাকে ভাবী বোঝা নিক্ষেপেব সঙ্গে তুলনা কবা হয়। যে স্ত্যান এবং মিদ্ধ চিত্ত-চৈতসিককে ভাবী এবং অনমনীয (কঠিন **)** কবৈ লঘূতা তার বিপক।

(৩৮) কায-মুছতা ও চিত্ত-মুছতা গ কায-মুছতা ও চিত্ত-মুছতা— ইহাব মুখ্য লক্ষণ হল চিত্ত-চৈতসিকেব কঠিনতা এবং বাধকতা (প্রতি-বন্ধকতা) দমন। ইহা (চিত্তচৈতসিকেব) কঠিনতা দূব কবে বিষয় গ্রহণে নমনীয়তা আনে। চামডাকে জল ও তৈল সিক্ত কবে কোমল ও মুখ্য কবাব সঙ্গে ইহাব তুলনা কবা যেতে পাবে। ইহা দৃষ্টি (মিথাদৃষ্টি) এবং মান (আত্মম্যাদাবোধ) বা চিত্ত-চৈতসিকেব কঠিনতা আনে তাব বিপবীত। (৩৯) কায় কর্মণ্যতা ও চিত্ত-কর্মণ্যতা : কায-কৃম্মঞ্ঞতা ও চিত্ত কম্মঞ্ঞতা - কম্ম + ঞাষ + তা = কম্মঞ্যতা = কম্মঞ্ঞতা। সাধারণ অর্থে, কর্ম-সম্পাদনতা, কার্যকাবিতা।

ইহাব মুখ্য লক্ষণ হল, চিত্ত-চৈতসিকেব কর্মসম্পাদনে অকর্মণ্যতা ও অনুপ্রোগিতা দমন। ইহাকে তপ্ত ধাতুকে যে কোন কাজে ব্যবহাব যোগ্য কবাব সঙ্গে তুলনা কবা যায়। ইহা অক্সান্ত নীববণগুলির প্রতিপক্ষ। অখসালিনী অনুসাবে এই হুই সম-চৈতসিক কুশল বিষয়ে প্রসাদ উৎপন্ন কবে এবং ইহাকে স্থবর্ণ খণ্ডেব ক্যায় প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার কবা যায়।

- (৪০) কায়-প্রগুণতা ও চিত্ত-প্রগুণতা: কায়-পঞ্জঞ্ঞতা ও চিত্ত-পগুঞ্ঞতা—ইহা চিত্ত-চৈতসিকেব দক্ষতা, নিপুণতা। চিত্ত- চৈতসিকের কগ্নতা (হুর্বস্বতা) দমন কবা ইহাব মুখ্য লক্ষণ। ইহা. অশ্রদ্ধাব প্রতিপক্ষ।
- (৪১) কায়-ঋজুতা ও চিত্ত-ঋজুতা: কাযুজ্জুকতা ও চিত্ত্-জ্জুকতা—ইহা চিত্তেব ঋজু ভাব বা শ্যায পৰায়ণতা (সাধুতা)। ইহা শঠতা, প্ৰতাবণা এবং ধূৰ্ভতাৰ বিৰুদ্ধ লক্ষ্য। ঋজুতা বা সবলতা ইহাৰ মুখ্য লক্ষণ।
- (৪২) এই উনিশ প্রকাব শোভন চৈতসিক সকল প্রকার শোভন চিত্তে সাধাবণ নপে বিগ্রমান থাকে কিন্তু এক অকুশল চিত্তে সকল প্রকাব অকুশল চৈতসিক বিগ্রমান থাকে না। সকল শোভন চৈতসিক ব্যতীত কোন কুশল চিত্ত উৎপন্ন হতে পাবে না। এই শোভন চৈতসিক গুচ্ছেব সঙ্গে শোভন চিত্ত অনুযায়ী অন্যান্য শোভন চৈতসিকও উৎপন্ন হতে পাবে।
- (৪৩) বিবভি—বি + √বম্, বমিত হওয়। বিবভি অর্থে বমিত না হওয়া, বিবাম নেওয়া।

অত্থসালিনী অনুসাবে বিবতি তিন প্রকাব, যথা সমপত্ত-বিবতি, সমাদান-বিবতি এবং সমুচ্ছেদ-বিবতি ॥ সম্পত্ত-বিবতি হল—নিজেব জন্মকূল, বযস, শিক্ষা ইত্যাদিব বিবেচনায অকুশল কর্ম সম্পাদন থেকে বিবত হওয়া।

সমাদান-বিবতি হল —নিজেব ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান বিবেচনায অকুশল কর্ম সম্পাদন থেকৈ বিবত হওয়া। দৃষ্টান্ত স্বৰূপ বলা যায় একজন বৌদ্ধ প্রাণিহত্যা, চুবি ইত্যাদি কর্ম থেকে বিবত হন কাবণ তিনি এ সকল হত্যা, চুবি প্রভৃতি থেকে বিবতির শীল পালন কবেন।

সমূচ্ ছেদ-বিবতি হল—আর্য শ্রাবকেব লোভ দ্বেব মোহ প্রভৃতি তিন অকুশল মূল বিনাশে সর্বপ্রকাব অকুশল বিবতি।

পূর্ববর্তী তুই বিবৃতিতে কুশলনীতি লঙ্ঘন হওয়াব সম্ভাবনা থাকে তবে অর্হ'ংদেব ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা নেই কাবণ তাবা সকল প্রকাব ইন্দ্রিয় কামনা (তৃষ্ণা) ক্ষয় কবেছেন।

এ ক্ষেত্রে যে তিন বিবতিব অবতাবণা করা হল তা মিথ্যা ভাষণ, অকুশল কর্মসম্পাদন এবং মিথ্যা জীবিকা অর্জনকে নির্দেশ করে।

প্রকৃতপক্ষে এ তিন বিবতি-চৈতসিক কেবলমাত্র লোকোত্তব চিন্তে উৎপন্ন হয। অন্য চিন্তেব ক্ষেত্রে তা পৃথকরূপে উৎপন্ন হয কাবণ তাতে তিন চেতনা বিশ্বমান।

যথন এই তিন বিবতি লোকোত্তর চিত্তে উপস্থিত থাকে তথন তাদেব মার্গাঙ্গৰূপে অভিহিত কবা হয় এবং তা শীল পর্যায়ভুক্ত হয়। সম্যক্ দৃষ্টি এবং সম্যক্ সঙ্কল্প যা প্রজ্ঞা প্রবর্তন কবে তৎসঙ্গে যথাক্রমে প্রজ্ঞেক্সিয় এবং বিতর্ক চৈত্রসিক যুক্ত থাকে। সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ শ্বৃতি এবং সম্যক সমাধি যা সমাধি (তন্মযতা) প্রবর্তন কবে তাতে যথাক্রমে বীর্য, শ্বৃতি এবং একাগ্রতা চৈত্রসিক যুক্ত থাকে।

সমাক্ বাক্য বলতে মিথ্যাভাষণ (মুসাবাদা), পিশুন বাক্য (পিশ্বনবাচা), কর্কশ বাক্য (ফকসবাচা) এবং অর্থহীন বাক্য (সম্পেপ্ফলাপা) বিবভিকে বুঝায়।

সম্যক কর্ম বলতে প্রাণিবধ, চুবি এবং মিখ্যা কামাচাব থেকে বিবতিকে ব্রায় (পাণাতিপাত, অদিন্নাদান, কামেসু ফ্রিচু ছাচাব)

সমাক আজীব বলতে বিষ, মাদক ভব অন্ত দাস এবং হতাবি জন্য জীব বাণিজ্য থেকে বিবতিকে বুঝায়।

(৪৪) অপ্রােষ অপ্পাঞ্ঞা – এই কুশলগুলির আলম্বন
অসংখ্য জীব তাই তাদেব অপ্রাােষ বলা হয়। তাদের ব্রন্নবিহারও
বলা হয়।

মৈত্রী, (মেত্রা) ককণা, মুদিতা এবং উপেক্ষাই চাব অপ্রমেয়।
পূর্বে বণিত হয়েছে — মৈত্রী এবং উপেক্ষা, অক্তেম এবং তত্রমধ্যস্থতার
মধ্যে প্রতিভাত হয়। এখানে এ ছই বিষয়েই বলা হল।

(৪৫) মৈত্রী: মেত্তা - √মিদ্ধাতু নিম্পন্ন, কোমল হওয়া, ভালবাসা। সংস্কৃত অনুসাবে মিত্রস্থ ভাব = মৈত্রী। যা মনকে কোমল কবে অথবা মিত্রতা স্বভাবই মৈত্রী।

শুভেচ্ছা, পবোপকাবিতা, হিতচিন্তা প্রভৃতি মৈত্রীব প্রকৃত প্রতিশব্দ। মৈত্রী কামাসক্তি নয়। মৈত্রীব প্রতাক্ষ শব্দ হল 'ক্রোধ'-এবং পবোক্ষ শত্রু হল প্রেম (প্রশায়াশক্তি)। মৈত্রী কোন বাতিক্রম ব্যতীত সর্ব জীবেব প্রতি প্রসাবিত হয়। সর্বসত্তেব সঙ্গে একান্মবোধেই মৈত্রীর বিকাশ।

সর্বজীবেব প্রতি অকপট (আন্তবিক) শুভেচ্ছা এবং মন্তলেচ্ছাই মৈত্রী। ইহা বেষ প্রশমন কবে। নিঃস্বার্থ পরোপকাব ইহাব লক্ষণ।

(8७) क्क्गा - √क्व, क्वा. रेट्य़ाद क्दा + स्ना।

অন্তেব তৃঃথ-তৃর্দশা দর্শনে তা অপনোদনেব জন্য হাদয়ে যা সদ্প্রবৃত্তি জাগ্রত কবে—তা ই কল্পা। অন্তেব তৃঃথ বিমোচনে উন্মুখ হওয়াই কল্পা।

ছঃখবিমোচনেচ্ছাই ইহাব মুখ্য লক্ষণ। হিংদা ইহাব প্রতাক্ত শক্র এবং দৌর্থনন্ত (ছুর্মণতা) ইহাব পবোক্ত শক্র । করুণা দর্ব ছঃখপীড়িত জীবগণেব প্রতি প্রদাবিত হয়। ইহা নিষ্ঠুরতা প্রত্যাখ্যান করে।

(৪৭) মুদিতা— √মুদ্ ধাতৃ নিসার, তুষ্ট হওয়।

ইহা কেবলমাত্র সহামুভূতি প্রকাশ বা অন্তেব আনন্দে আনন্দিত হওয়া নয়। ইহাব প্রত্যক্ষ শক্ত হল ঈর্ষা এবং প্রোক্ষ শক্ত হল প্রিহাদ (পহাস)। অন্যেব সৌভাগ্য অমুমোদন ইহাব মুখ্য লক্ষণ। মুদিতাব আলম্বন উন্নতিশীল জীব। ইহা অবতি বিনাশ কবে এবং ইহা অন্যেব সৌভাগ্য দশ নে ব্যক্তিব স্বতঃফূর্ত আনন্দ-প্রকাশক অভিনন্দন।

(৪৮) উপেক্ষা—উপ=নিবপেক্ষ ভাবে, ন্যায়সঙ্গত ভাবে+ √ইকখ, দেখা, দৃষ্টিপাত কবা, তাকান।

উপেক্ষা হল লোভ ও দ্বেষ বর্জিত নিবপেক্ষ দর্শন। ইহা মনেব সাম্যাবস্থা। বাগ (ইন্দ্রিয-অনুবাগ) ইহাব প্রত্যক্ষ শত্রু এবং নির্বোধ-উপেক্ষা ইহার পরোক্ষ শত্রু। লোভ এবং দ্বেষ উপেক্ষা দ্বাবা পরিত্যক্ত হয়। নিবপেক্ষ-ভাব (নিবপেক্ষতা) ইহাব মুখ্য লক্ষণ।

এখানে উপেক্ষা বলতে কেবলমাত্র নিবপেক্ষ বেদনাকৈ বুঝায় না কিন্ত ইহাতে প্রকৃত পুণা বিভ্যমানতাও স্টিত কবে। তত্রমধাস্থতা ইহাব অন্তক্ল অর্থবহ শব্দ। তাও উপেক্ষা অবস্থাব (অর্থব) এক দিক্ প্রকাশিত হয়। (প্রথম পবিচ্ছেদে ব্যাখ্যা নং ১০, ৪২ দেখুন)। এই উপেক্ষা বোধ্যঙ্গ রূপে উন্নীত হয়েছে।

উপেক্ষা উত্তম্-অধম, প্রিয়-অপ্রিয়, মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ, পুথ-ছঃই এবং এরপ সুকল বিকদ্ধ যুগলে বিজমান থাকে।

(৪৯) চাব অপ্রমেষ সম্বন্ধে মিসেস বাইস ডেবিডস্ প্রদত্ত নিম্ন আলোকদর্শী ব্যাখ্য্য পঠনযোগ্য:—

"এই চাব অপ্রমেষের অনুশীলন সম্বন্ধে বাইস ডেবিডস্ এব S. B. E. XI 201, N. দেখুন, এবং তাদেব বিমুক্তিদায়ী ফল প্রদান ক্ষমতা সম্বন্ধে M. I. 38 দেখুন।, বুদ্ধঘোষ পাঠকদেব আবাব এ সম্বন্ধে তাঁব বচিত বিশুদ্ধিমার্গে বিশুত ব্যাখ্যা পাঠেব জন্য নির্দেশ দেন (Vide Chap IX এবং Hardy-ব Eastern Monachism' p. 243 et seq) · এ ক্ষেত্রে চিত্তের আলম্বন সীমিত হবে যদি যোগী সীমাবদ্ধ বা সীমিত সংখ্যক জীব নিষে মৈত্রী ভাবনা কবেন; আব আলম্বন হবে অসীম বা অপ্রমেয় যদি যোগী অসংখ্য জীবেব প্রতি মৈত্রী প্রসাবিত কবেন।

"ব্রহ্ম বিহাবের প্রকৃতি এবং পরস্পর ভূমিগত সম্বন্ধ বিষয়ে এ গ্রন্থে অর্থকথাচার্যের বক্তব্য কম নয় (pp.193-195)। প্রথমতঃ তাদের মিথা। অভিবাক্তি সহ (বিপত্তি) বিশদক্ষণে বর্ণনা কবা ইয়েছে। স্নেহাকর্ষণ (সিনেহসম্ভবো) মৈত্রীব মিথা। অভিবাক্তি। মৈত্রীব আবশ্যকীয় নিদর্শন হল পরোপকার প্রবৃত্তি ইত্যাদি। অশ্রু বিসর্জন এবং তক্রপ অভিব্যক্তি ককণা প্রদর্শনের লক্ষণ নয় বর্বক আনার তঃখ বহন কবা এবং তাব লাঘ্য কবাই প্রকৃত ককণা। উচ্চহাস্থ বা তক্রপ অভিব্যক্তি সত্যিকার মুদিতা প্রকাশক নয় বরক আনার স্থানগোগ্য আনন্দবোধই মুদিতা। অবিভাপ্রেস্ত যে উপেক্ষা তা মানবজাতির কর্ম এবং ইপ্রিয় দমনে অক্ষম।

তাবপব তিনি চাব অঁসামাজিক মনোভাব বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন যা নৈতিক সংযম দ্বাবা সমূলে বিনাশ করা যায়, তা হল—দ্বেষ (ব্যাপাদ), নির্চূবতা (বিহেস), দৃণা (অরতি) এবং অমুবাগ (বাগ)। দেখা যায় প্রত্যেক কুশলেব দিতীয় বিবন্ধপক্ষ আছে। ইর্হাকে তিনি নিকট শক্রবপে আখ্যা দিয়েছেন কাবণ ইহা দ্বাবা নৈতিক বিরুদ্ধপক্ষেব চেয়ে অস্ততঃ পরোক্ষে আক্রান্ত হওয়া যায়। এই শেষোক্ত বিষয়গুলি পাহাড়ে-জঙ্গলে ওত পেতে থাকা শক্রব মত। মিন্ত্রী এবং প্রতিশোধ প্রার্থিত্তি সহ-অবস্থান কবতে পাবে না। প্রতিশোধ প্রার্থিত্তিক জয় কবতে হলে নির্ভয়ে নির্বার্থিক আর্মশীলন কর্মতি ইর্য়। যেখানে মৈত্রী এবং তাব আলম্বন (পাত্র) সমজাতীয় সেখানি মৈত্রী কার্মস্প, হা দ্বাবা আক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রে মৈত্রী অমুশীলনে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন ক্বতে হয়। আবাব ককণার নিকটত্রন শক্র নিষ্ঠুবতা থেকেও যা গোপনে অনিষ্টকারক তা ইল ব্যক্তিব ঈদ্যিত বিষয় অপ্রান্তি বা

পিবিহানিতে আত্ম-অসন্তুষ্টি এবং মানসিক অবসাদ। অনুবাপভাবে ব্যক্তিব বৈষ্যিক মুখ বা প্রাপ্ত মুখেব অন্তর্ধান হেড় অন্তেব মুখ-সোভাগেব গুণাবধাবণ সম্ভব হয় না। সর্বশেষে পৃথগজনেব জ্ঞানহীন উপেক্ষা বশতঃ তাবা বাহ্যিক আকর্ষণ ঈম্পীত হতে পাবে না, সে হেড় তাবা কোন বিষয়েব সীমা অতিক্রম কবতে পাবে না এবং কার্য-কাবণ সম্বন্ধজনিও অধিগম কবতে পাবে না।

তাঁব অবশিষ্ট মন্তব্য 'চাব ব্রহ্মবিহাব ভাবনাব' পবিণতি, তাদেব অনুশীলন পদ্ধতিব বিশেষত্ব এবং পবিশেষে অপ্রমেয় শিক্ষা কৌশল বিষয় সন্থান্ধে কবা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনি হার্ডি (Hardy) প্রদত্ত মা ও চাব ছেলেব দৃষ্টান্তেব পুনকল্লেখ কবেছেন। 'ছেলে বড় হোক' নাযেব এ ইচ্ছা মৈত্রী, 'বোগমুক্ত হোক' এ বাসনা কন্ধণা, যুবক পুত্রেব অর্জিত এবং নাতাকৈ প্রদর্শিত তাব্য সামগ্রীব বক্ষণাবেক্ষণ হল মুদিতা এবং পুত্রেব সমৃদ্ধিতে নাযেব স্নেহ যেন বাধা না হযে দাড়ায়, তাই হল উপেক্ষা।

তিনি সম্পূর্ণ ভূলে গেছেন যে এই অপ্রমেয অনুশীলন মনকে অত্যেব মনস্তাত্ত্বিক হিতেব প্রয়োজনে তাদেব সেবাব নিমিত্ত নিয়ন্ত্রিত কবা হয় এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদেব জীবন একাবণে সমর্পিত। পাশ্চাত্যবাসী পার্থিব বস্তু দানেব উৎসাহ-আতিশয্যেব কাবণে অপ্রমেযেব প্রকৃত মূল্যকে এখনও অভিনন্দন কবতে সমর্থ হয়নি। বৌদ্ধর্ম মনস্তাত্ত্বিক সংযম দ্বাবা অনিয়ন্ত্রিত লাগামহীন সদ্প্রবৃত্তিতে বিশ্বাস কবে না।" (Buddhist Psychology p 65–67)।

(৫০) পঞ্ঞিন্দ্রিয় : প্রজ্ঞেন্দ্রিয়—প = যথাযথভাবে, জ্ঞা, জানা, প্রজ্ঞা, সম্যক্-জ্ঞান বা যথাভূত দর্শন।

ইহাব মুখ্য লক্ষণ হল: যথার্থ স্বভাব জ্ঞান বা আলম্বনেব যথার্থ স্বভাব জ্ঞান; প্রজানন বা পাবমার্থিক ভাবে জানা (যথাসভাব-পটিবেধো বা অক্থলিত-পটিবেধো)। প্রকৃত স্বভাব জানতে ইন্দ্রহ কবে বলে এবং অবিন্তা দূবীভূত, কবে বলে প্রজ্ঞাকে ইন্দ্রিয় বলা হয়।

অভিধর্মে জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং অমোহকে পবস্পবেব অর্থবাধক শব্দ রূপে ব্যবহাব কবা হয়। এখানে প্রজ্ঞা বলতে জ্ঞানসম্প্রযুক্ত চিত্তকেই বুঝায়। তিন কুশল হেতুব এক হেতু অমোহকেও প্রজ্ঞা রূপে ধাবণা কবা হয়। চাব ঋদ্ধিপাদেব (ঋদ্ধিলাভেব উপায়) এক ঋদ্ধিপাদ (প্রজ্ঞারপে) বীমংসা বা মীমাংসা নাম ধাবণ কবে। যখন সমাধি দ্বাবা পবিত্রতা লাভ কবে তখন প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞা (উন্নততব জ্ঞান) নাম ধাবণ কবে। উন্নততব ভাবে বর্ধিত প্রজ্ঞাই বোধ্যঙ্গ যথা ধর্মবিচয় এবং মার্গাঙ্গ সম্যকৃদৃষ্টি, সম্যক সঙ্কন্ন। প্রজ্ঞাব সর্বশেষ পরিণতি বৃদ্ধেব সর্বজ্ঞতা।

প্রজ্ঞাব সঠিক অর্থ হল যথাভূত দর্শন অর্থাৎ অনিত্য, ছঃখ এবং অনাত্ম দর্শন।

ইংবেজী শব্দ reason (বিচাব), intellect (ধীশক্তি), insight (অন্তর্দর্শন), knowledge (জ্ঞান), wisdom (প্রজ্ঞা), Intelligence (বুদ্ধিমন্তা) প্রভৃতি প্রজ্ঞাব আংশিক অর্থবহ, এশব্দগুলিব কোনটাই পালি প্রজ্ঞা শব্দেব সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ কবে না। knowledge (জ্ঞান) এবং wisdom (প্রজ্ঞা) শব্দ তু'টি অবস্থা পবিপ্রেক্ষিতে ব্যবহাব কবা হয় মাত্র।

মিসেস্ বাইস ডেবিডস্ এই শব্দেব (প্রজ্ঞাব) এক অঁতীব মনোজ্ঞ-মন্তব্য কবেছেন। তিনি লিখেছেনঃ

ইউবোপীয় ভাষায় প্রজ্ঞাব প্রতিশব্দ বাছাই কবে ব্যবহাব কবা বৌদ্ধ দশ নেব এক জটিল সমস্যা। আমি পর্যায় ক্রমে reason (বিচাব), intellect । ধীশক্তি), insight (অন্তর্দর্শন), science (বিজ্ঞান), understanding (বোধশক্তি) এবং knowledge (জ্ঞান) প্রভৃতি শব্দ ব্যবহাব কবা বিষয়ে চিন্তা কবেছি। এ শব্দগুলি দশন সাহিত্যে বিভিন্ন গুণাত্মক অর্থে-ব্যবহাব কবা হয়েছে এবং হচ্ছে, তাতে যে অথ প্রকাশ কবে তা জনপ্রিষ বটে তবে অস্পষ্ট। মনস্তাত্ত্বিক এবং নিশ্চিত বা তুবীয ইত্যাদিও প্রকৃতপক্ষে খুব স্পষ্ট অর্থ বহ শব্দ নয়।

তবে সেৰূপ প্ৰত্যেকটি শব্দ এই বা সেই যে কোন অৰ্থ বাহক হোক না কেন তা প্রজ্ঞাকেই নির্দেশ কবে। প্রজ্ঞা শব্দেব অর্থ কি মূনঃকৃত্য বা কোন মনঃকৃত্যেব সমষ্টিফল বা উভ্য, সে কাবণে বৌদ্ধেব পক্ষে প্রজ্ঞাব প্রকৃত প্রতিশব্দ নির্বাচন এক দূরহ ব্যাপাব। প্রজ্ঞা কি অথে ব্যবহৃত হয়েছে তা যদি স্ত্ত্রপিটক থেকে সব উদ্ধাব কবা যায তবে প্রজ্ঞাব অমুবাদ সম্ভব। এখানে ই'টি দৃষ্টাস্ত তুলে ধবা যাক, মধ্যম নিকায (১ম) পূ ২৯২ যি ন প্রজ্ঞাবান তিনি. ছঃখ কি (চাব আর্য্যত্য) জানেন (প্রজানাতি। তাই তাঁকে ধর্মস্থিত বলা হয়। দীর্ঘ-নিকায (১ম) পু ১২৪ : গৌতম জিজ্ঞাসা কবছেন : এই প্রজ্ঞা কি গ কি বক্ম মানসিক উন্নতি সাধনে প্রজ্ঞাব স্ফুবণ হয় ? তিনি বললেন যথা ধ্যানলাভ, অনিত্য দর্শন জ্ঞান, অনাত্মজ্ঞান, ঝদ্ধিবল, দিব্যকণ, প্রবচিত্ত বিজানন, পূর্বনিবাসজ্ঞান, দিব্যচক্ষু এবং সকল প্রকাব আবিলতা বর্জনই জ্ঞানলাভ। বুদ্ধঘোষ্ও (বিশুদ্ধিমার্গ অধ্যায় X1y) প্রজ্ঞাকে সংস্থা এবং বিজ্ঞান থেকে পৃথকরূপে বর্ণনা কুরেছেন। অর্থাৎ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয-বিষয় এবং ত্রিলক্ষণ (ষ্থাক্রমে অনিত্য, ছঃখ, অনাত্ম) কি তা নয়, তাব সঙ্গে মার্গ কি তাব বিচাবকেও পর্যাপ্ত বলে তিনি মনে কবেন। তাঁব মত অনুসাবে তাহলে ইহাকে (প্রজ্ঞা) উন্নত পর্যাযেব মানসিক ধীশক্তি বলা যেতে পাবে। এবং গৌতমেব উত্তবে এ সকল শব্দগুলিকে মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া রূপে বর্ণনা কবা হযেছে। তৎসত্ত্বেও ইহা পবিষ্ণাব যে সেই শব্দ (প্রজ্ঞা) কেবলমাত্র সাধাবণ মানসিক প্রক্রিয়াব কোনরূপ জটিলতা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বৰঞ্চ ইহা চিত্তবীথিতে বিজ্ঞপ্তি পৰ্যায়ে অনুশীলিত একপ্ৰকাৰ মানসিক ক্রিয়া যা বৌদ্ধ সাধকেব নিকট বাহ্যতঃ সত্য। তাই আমি মনে কবি এই শব্দগুলি যথা reason (বিচাব), intellect (ধীশক্তি) এবং

understanding (বোধশক্তি) বাদ দিয়ে (প্রজ্ঞাব স্থলে) wisdom (প্রজ্ঞা) বা science (বিজ্ঞান) বা knowledge (জ্ঞান) বা Philosophy (দর্শন) ব্যবহাব কবা উচিত। ইহা হাদযঙ্গম কবতে হবে যে কোন ব্যক্তি বিশেষ কতকগুলি শিক্ষাব মধ্যে নিহিত প্রজ্ঞাকে চিত্তশক্তি প্রয়োগ দ্বাবা উপলব্ধি কবেন।

(Buddhist Psychology p 17-18)

চৈতসিকেব বিভিন্ন সম্প্রযোগ

- ৩. এই সকল চৈডসিক চিত্তেব সঙ্গে প্রত্যেকে কি প্রকাবে
 সংযুক্ত হয়, এবাব সে বিষয় বর্ণ না কবা হবে—

সাত চৈতসিক সকল প্রকাব চিত্তেব সঙ্গে সংযুক্ত হয়, প্রকীণ চৈতসিক যথাযোগ্য স্থানে যুক্ত হয়। চৌদ্দ অকুশল চৈতসিক অকুশল চিত্তে এবং উনিশ শোভন চৈতসিক শোভন চিত্তেব সঙ্গে যুক্ত হয়।

8 - কথং ?

সব্বচিত্তসাধাবণা তাব সত্ত চেতসিকা সব্বেম্থ 'পি এক' উননবৃতি -চিত্ত্প্পাদেম্থ লব্ভন্তি।

৩ । চিত্তাবিযুক্ত — চিত্ত থেকে পৃথক করা বার না অর্থাৎ চৈতসিক।

৩৮। চিন্তু, পাদচিন্তোৎপত্তি, এখানে চিন্তকে মাত্র বুঝাচ্ছে। অস্তান্ত ক্ষেত্রে চিন্ত, চৈতসিক উভয়কে বুঝায়।

পকিন্নকেম্ব পন :---

- (অ) বিতক্কো তাব দ্বিপঞ্বিঞ্ঞাণ-বজ জিতকামাবচবচিত্তেম্ চ' এব একাদসম্ব পঠমজ ঝানচিত্তেম্ব চা'তি পঞ্চপঞ্ঞাসচিত্তেম্ব উপ্পজ্জতি।
- (আ) বিচাবো পন তেম্ব চ' এব একদসম্ব ছতিযজ্ঝানচিত্তেম্ব চা' তি ছসট্ঠি চিত্তেম্ব জায়তি।
 - (ই) অধিমোক্থো দ্বিপঞ্চ বিঞ্ঞাণ-বিচিকিচ্ ছাবজ জিভচিত্তেম ।
- (ঈ) বিবিষং পঞ্চনাবাবজ্জন-দ্বিপঞ্জান-সম্পটিচ্ছন-সন্তীবণবজ্জিতচিত্তেম ।
- (উ) পীতি দোমনস্স' উপেক্থা সহগত-কামবিঞ্ঞাণ-চতুখজ্ঝান-বজ্জিতচিত্তেস্থ।
 - ·উ) ছ**ন্দো অহেতুক-মোমূহবজ ্ঞি**তচিত্তেম্ব *ল*প্ততি।
 - ৫. তে পন চিত্ত্প্পাদা যথাক্কমং :—
 ছসটঠি পঞ্পঞ ঞাস—একাদস চ সোলস
 সত্ততি বীসতি চ' এব পকিয়কবিবজ জিতা
 পঞ্পঞ্ঞাস ছসট্ঠি' টঠসত্ততি তিসভতি
 একপঞ্ঞাস চ' একুন-সত্ততি সপকিয়কা।

8. কি প্রকাবে ?

প্রথমত : সাত সর্বচিত্ত-সাধাবণ চৈতসিক উননব্বই প্রকাব চিত্তেব সঙ্গে উৎপন্ন হয়।

প্রকীণ চৈতসিকেব মধ্যে :—

'বিতর্ক' ও প্রধান প্রকার চিত্রে উপ্রভাৱ হয় :

(অ) 'বিভর্ক'ভি পঞ্চার প্রকাব চিত্তে উৎপন্ন হ্য, যথা

৩৯। বিতর্ক ইহার স্বভাব বশতঃ দশপ্রকার কুশল এবং অকুশল বিপাক কারবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। উন্নততর ধ্যানে সমাধিহেতু তা বর্জিত হয়।

দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান-বর্জিত সকল প্রকাব কামাবচব চিত্তে (৫৪ -১০ = ৪৪) এবং ২ এগাব প্রকাব প্রথম ধ্যান চিত্তে (৪৪ + ১১ = ৫৫) উৎপন্ন হয়।

(আ) 'বিচাব' ঐ সকল চিত্তে এবং এগাব প্রকাব; দ্বিতীয ধ্যান চিত্তে (৫৫+১১=৬৬) উৎপন্ন হয।

- (ই) 'অধিমোক্ষ' দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞান এবং বিচিকিৎসা সম্প্রযুক্ত চিত্ত বর্জিত আটাত্তব চিত্তে (৮৯ – ১১ = ৭৮) উৎপন্ন হয।
- (ঈ) বীর্য' পঞ্চদাবাবর্তন, দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান, সম্প্রতীচ্ছ ও সন্তীবণ চিত্ত বর্জিভ অবশিষ্ট তিয়াত্তব চিত্তে (৮৯-১৬ = ৭৩) উৎপন্ন হয়।
- (উ) 'প্রীতি' দৌর্মনস্থ সম্প্রযুক্ত চিত্ত, উপেক্ষা সহগত চিত্ত, কায়বিজ্ঞান⁸ ° এবং চতুর্থ ধ্যান চিত্ত বর্জিত একার চিত্তে (১২১—(২+ ৫৫+২+১১=৫১) উৎপর হয।
- (উ) 'ছন্দা' অহেতুক চিত্ত এবং ছুই মোহমূলক চিত্ত বৰ্জিত অবশিষ্ট উনস্তত্ত্ব চিত্তে ৮৯—২০ = ৬৯) উৎপন্ন হয়।
- ৫. পূর্ববণিত চিত্তগুলি যথাক্রমে এরপ দাঁডায— ; ছষট্টি, পঞ্চায়, এগাব, ষোল, সত্তব এবং কুডি চিত্ত প্রকীর্ণ বিহীন। পঞ্চায়, ছষট্টি, আটাত্তব, তিযাত্তব, একায়, এবং উনসত্তব চিত্ত প্রকীর্ণ সম্প্রযুক্ত। ^{8 2}

৪০। কাষবিজ্ঞান যা হৃথ এবং ছঃগ সম্প্রযুক্ত ।

^{8&}gt;। এই পবিচ্ছেদের শেষে প্রকীর্ণ চৈতসিক কোন্ কোন্ চিত্তে বিদ্যমান এবং অবিদ্যমান থাকে তা দেওয়া হয়েছে। একেত্রে অরণ রাখতে কথা সংখ্যা ১২১ এবং কথক ৮৯ চিত্তকে নির্দেশ করেছে।

অকুসল চেতসিক

- ৬. (আ) অকুসলেম্ব পন মোহো, অহিবিকং অনোত্তপ্পং, উদ্ধচ্চং চ' তি চত্তাবো' মে চেতসিকা সব্বাকুসলসাধাবণা নাম। সব্বেমু'পি দ্বাদসাকুসলেমু লব্ভস্তি।
 - (আ) লোভো অট্ঠস্থ লোভসহগতেমে['] ব ল**ৱ**তি ।
 - (ই) দিট্ঠি চতুস্থ দিট্ঠিগতসম্পযুত্তেম্।
 - (के) মানো চতুস্থ দিট্ঠিগতবিপ্পযুক্তেন্ত্র।
 - (উ) দোসো, ইস্সা, মচ্ছবিয়ং, কুক্কুচ্চং চ দ্বীস্থ পটিঘচিতেস্থ।
 - (উ) থীনং, মিদ্ধং পঞ্জ সসংখাবিকচিত্তেম।
 - (ঋ) বিচিকিচ্ছা বিচিকিচ্ছাসহগত চিত্তেযে'ব লম্ভতী' তি।
 - সব্বাপুঞ্ঞেশ্ব চত্তাবো—লোভমূলে তথা গতা দোসমূলেশ্ব চত্তাবো—সস্থোবে দ্বাং তথা বিচিকিচ্ছা বিচিকিচছাটিত্তে চা'তি চতুদ্দস, দাদসাকুসলেন্বেব—সম্পযুজ্জন্তি পঞ্ধা।

অকুশল চৈতসিক সংযুক্তি

৬. (অ) মোহ,^{৪২} অহ্রী, অনপত্রপা, ঔদ্ধত্য এই চাব অকুশল চৈতসিক— সর্বঅকুশল-চিত্ত সাধাবণ অর্থাৎ বাব প্রকাব অকুশল চিত্তে উৎপন্ন হয়।

৪২। প্রত্যেক অকুশলের মূল হল মোহ কারণ গৃজ্তকারী গৃজর্মের ফল কি জানেনা। মোহের সঙ্গে অহুী যুক্ত হয়ে গৃজর্ম কবায় এবং তার কি ফল হবে তা উপেক্ষা করে। যথন গৃজর্ম (অকুশল কর্ম) করা হয় তথন, ওদ্ধতাও কিছুটা বিভামান পাকে।

- (আ) লোভ—কেবলমাত্র আট লোভ-সহগত (বা মূলক) চিত্তে উৎপন্ন হয়।
 - (ই) দৃষ্টি^{৪৩} চাব দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত চিত্তে উৎপন্ন হয়।
 - (क्रे) মান⁸⁸ চাব দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত চিন্তে উৎপন্ন হয়।
- (উ) দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্ঘ কৌকৃত্য^{8 ৫} প্রভৃতি চাব প্রকাব চৈতসিক তুই প্রতিঘ সম্প্রযুক্ত চিত্তে উৎপন্ন হয়।
 - (উ) স্ত্যান এবং মিদ্ধ^{8 ।} পাঁচ সসাংস্কারিক চিত্তে উৎপন্ন হয়।
- (ঝ) বিচিকিৎদা শুধুমাত্র বিচিকিৎদা সম্প্রযুক্ত চিত্তে উৎপন্ন হয।

৪৬। দৃষ্টি আমি, আমার প্রভৃতি আলুধারণা উংপন্ন করে এব তা লোভ চিত্তে উংপন্ন হয়।

^{88।} মানও বাক্তির আজুধারণা থেকে উৎপন্ন হয়। ইহা কেবলমার লোভচিত্তে বিজমান থাকে। দৃষ্টি এবং মান এক প্রকার লোভচিত্তে একসঙ্গে উৎপন্ন হয় ন।। যেথানে দৃষ্টি আছে সেথানে মান নেই। অর্থকথায় তাদের ছুই নির্জাক সিংহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তারা একসঙ্গে এক গুহার বাস করতে পারে না। দৃষ্টি বিপ্রযুক্ত চার লোভচিত্তে মান উৎপন্ন হতে পারে তবে ইহা এমন নয় যে মান স্বদা এ চার চিত্তে বিভ্যমান থাকে।

৪৫। এ চার চৈতসিক একসঙ্গে এক লোভমূলক চিত্তে উৎপন্ন হতে পারে না কাবণ তাদের পরস্পবের মধ্যে লোভের পরিবর্তে পটিঘ রয়েছে। এমনকি মাংসর্যও অন্তগুলির প্রতি এক প্রকার পটিঘ এবং পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা মূলক।

৪৬। জ্যান-মিদ্ধের স্বরূপ অগ্রহণ। তারা স্পৃহাহীন, তারা অসাংস্কারিক চিত্তে উৎপন্ন হতে পারেনা কারণ তারা স্বভাবতঃ সভর্ক এবং কর্মশীল। তারা কেবলমাত্র সসাংস্কারিক চিত্তে উৎপন্ন হয়।

সংক্ষিপ্তাকাবে

- ৭. চাব চৈতসিক সকল অকুশল চিত্তে, তিন লোভমূলক চিত্তে, চাব দ্বেম্লক চিত্তে, ছই সসাংস্কাবিক চিত্তে এবং বিচিকিৎসা বিচিকিৎসা-সম্প্রযুক্ত চিত্তে উৎপন্ন হয়। এ বিধানে চৌদ্দ অকুশল চৈতসিক বাব প্রকাব অকুশল চিত্তে উৎপন্ন হয়।

সোভন চেতসিক

- ৮. (অ) সোভনেস্থ প্ন সোভন সাধাবণা তাব এক' উনবীসতি চেতসিকা স্ব্বেস্থ বি এক' উনস্ট্ঠিসোভনচিত্তেম্ব সংবিজ্জন্তি।
- (আ) বিবতিয়ো পন তিস্সো'পি লোকুত্তবচিত্তস্নুসব্র্থা'পি নিযতা একতো লভন্তি। লোকিয়েন্থ পন কামাবচবকুসলেন্থ' এব কুদাচি সন্দিস্সন্তি বিস্থা বিস্থা।
- (ই) অপ্পমঞ্ঞাযো পন দ্বাদসস্থ পঞ্চমজ্ঝানবজ্জিতমহগ্গতচিত্তেস্থ চ' এব কামাব্চবক্সলেস্থ চ সহেতৃককামাব্চবকিবিযাচিত্তেস্থ চা'তি অট্ঠবীসতি চিত্তেশ্ব' এব কদাচি নানা হুথা জায়স্তি।
 উপেক্থাসহগতেস্থ পন এখ ক্ৰুণা মুদিতা ন সন্তী'তি কেচি বদন্তি।
- (ঈ) পূঞ্ঞা পন বাদসম্ব ঞাণসম্পযুক্তকামাবচবচিত্তেম্ব চ' এব সব্বস্থ পঞ্জিংসমহগ্গতলোক্ত্তবচিত্তেম্ব চা'তি সত্তচত্তাল্লীস চিত্তেম্ব সম্পযোগং গচ্ছতী' তি।
 - ৯০ এক' উনরীসতি ধর্মা জাযন্তে এক্নসট্ ঠিত্র তথা সোল্লসচিত্তেত্ব অট্ঠবীস্থিখং দ্যং পঞ্ঞা পকাসিতা সন্তচন্তাল্লীসবিধেত্ব' পি সম্পর্তা চতুদ্ধা' এবং মোভনেশ্ব' এব সোভনা।

শোভন চৈতদিক সংযুক্তি 🔻 🖽 🚉

৮ (আ) শোভন টেডসিকেব মধ্যে উনিশ প্রকার। শোভন-সাধাবণ চৈতসিক উনষাট প্রকার শোভন চিত্তেব প্রত্যেকটিব সঙ্গে বিদ্যমান থাকে।

- (অ) তিন বিবতি চৈতসিক লোকোত্তব চিত্তেব সর্বাবস্থায় নিয়ত একত্রিত হয়ে বিদ্যমান থাকে। লোকীয় কামাবচব কুশল চিত্তে এই তিন চৈতসিক কথনও কথনও উৎপন্ন হয় এবং বখন উৎপন্ন হয় তখন পৃথকরূপে উৎপন্ন হয় (৮+৮= ১৬)।
- (ই) করুণা এবং মুদিতা এই হুই অপ্রমেয় চৈতসিক পঞ্চমধ্যান বর্জিত বাব মহদ্গত চিত্তে, আট কামাবচব কুশল চিত্তে এবং আট সহেতুক কামাবচর ক্রিয়া চিত্তে সর্বমোট আটাশ চিত্তে কখনও কখনও উৎপন্ন হয় এবং যখন উৎপন্ন হয় তখন প্রস্পের পৃথকভাবে উৎপন্ন হয়। কোন কোন আচার্যেব মতে করুণা এবং মুদিতা উপেক্ষা সহগত চিত্তে বিভ্যমান থাকে না (১২+৮+৮=২৮)।
- (ঈ) প্রজ্ঞা বাব জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কামাবচব চিত্তে, পঁয়ত্রিশ মহদ্গত ও লোকোত্তব চিত্তে—সর্বমোট সাতচল্লিশ চিত্তে উৎপন্ন হয় (১২+৩৫ = ৪৭)।
- ৯. উনিশ চৈতসিক উনষট্টি চিত্তে, তিন চৈতসিক বোল চিত্তে এবং ছই চৈতসিক আটাশ চিত্তে উৎপন্ন হয়।

প্রজ্ঞা চৈতসিক সাতচল্লিশ চিত্তে উৎপন্ন হয়। শোভন চৈতসিক শোভন চিত্তে উৎপন্ন হয়। এ ধাবায় চৈতসিক সম্প্রযোগ চাব প্রকাব।

চেতসিকরাসি সংগহো

১০ ইস্মা-মচ্ছেব—কুক্কুচ্চ—বিবতি ককণাদয়ে।
নানা কদাচি মানো চ—থীন—মিদ্ধং তথা সহ
যথা বৃত্তামুসাবেন—সেসা নিয়তযোগিনো
সংগহং চ পবক্থামি—তেসং' দানি যথাবহং
দ্বতিংসামুত্তবে ধম্মা—পঞ্চতিংস মহগ্ গতে
অট্ ঠতিংসা'পি লব্ ভক্তি—কামাবচরসোভনে।
সত্তবীসত্যপুঞ্ঞ ঞম্হি—দ্বাদসাহেত্কে' তি চ
যথাসম্ভবযোগেন—পঞ্ধা তথ সংগহো।

লোকুত্তব-চিত্তানি

- **১১ কথং** ?
- (অ) লোকুত্তবেস্থ তাব অট্ঠস্থ পঠমজ্ঝানিকচিত্তেস্থ অঞ্ঞসমানা তেবস চেতসিকা অপ্পমঞ্ঞাবজ্জিতা তেবীসতি সোভনচেতসিকা চ'াতি ছব্তিংস ধম্মা সংগহং গচ্ছন্তি।
- (আ) তথা ছতিযজ্ ঝানিকচিত্তেম বিতক্কবজ্জা।
- (ই) ততিয**ঞ্** ঝানিকচিত্তেম বিতক্ক-বিচাববজ্জা।
- ন্সি) চতুত্থজ্ঝানিকচিত্তেম্ব বিভক্ক-বিচার-পীতিবজ্জা।
- (উ) পঞ্চমজ্ঝানিকচিত্তেস্থ'পি উপেক্ খাসহগতা ত্বে সংগ্যহন্তি' তি সব্বথা' পি অট্ঠস্থ লোকুত্তব চিত্তেস্থ পঞ্চমজ্ঝানবসেন পঞ্চধা'ব সংগ্যহো হোতী' তি। ছত্তিংস পঞ্চতিংস চ—চতুত্তিংস যথাক্যম্মং। তেত্তিংসহষং' ইচ্চেবং—পঞ্চধান্ত্তবে ঠিতা।

নিয়ত ও অনিয়ত চৈত্যিক সংগ্ৰহ

১০. ঈর্ষা, মাংসর্য, কৌকৃত্য, তিন বিবতি, ককণা, মূদিতা এবং মান পৃথকভাবে কথনও কখনও উৎপন্ন হয়। স্ত্রোন এবং মিদ্ধ অনুৰূপ-ভাবে উৎপন্ন হয়। এগুলি অনিয়ত চৈত্যিক।

অবশিষ্ট চৈতি সিকগুলি নিয়ত চৈতিসিক (৫২—১১=৪১)। এবাব তাদেব সংগ্রহ বিধি যথোচি হভাবে ব্যাখ্যা কবব।

লোকোত্তব চিত্তে ছত্রিশ, মহদ্গতচিত্তে পঁযত্রিশ, কামাবচব শোভন চিত্তে আটত্রিশ, অপুণ্য চিত্তে সাতাশ, অহেতুক চিত্তে বার চৈতসিক উৎপন্ন হয়। এবাপে এই প"চি প্রকাব সংগ্রহ বিধি হয়।

লোকোত্তব চিত্তে চৈতসিক্ সংগ্ৰহ

- ১১. কি প্রকাবে গ
- (অ) আট প্রকাব লোকোত্তব চিত্তেব প্রথম স্থান , চিত্তে ছত্রিশ

5 B1

প্রকাব চৈতসিক সংযুক্ত থাকে যথা অন্য সমান চৈতসিক এবং চুই অপ্রমেয^{8 ৭} বর্জিত তেইশ শোভন চৈতসিক (১৩+২৩=৩৬)।

- (আ) অনুনপভাবে লোকোত্তব চিত্তেব দ্বিতীয ধ্যান চিত্তে বিতর্ক⁸৮ বর্জিত উক্ত সকল চৈতসিক সংযুক্ত থাকে।
- (ই) লোকোত্তব চিত্তেব তৃতীয় ধ্যান চিত্তে বিতর্ক-বিচাব বর্জিত উক্ত। (অ) এ বিধৃত সকল চৈতসিক সংযুক্ত থাকে।
- (ঈ) ••• লোকোত্তৰ চিত্তেৰ চতুৰ্থ ধ্যান চিত্তে বিভৰ্ক-বিচাব বজিত উক্ত (জ) এ বিশ্বত সকল চৈতসিক সংযুক্ত থাকে।
- (উ) "লোকোত্তব চিত্তেব পঞ্চম উপেক্ষা সহগত ধ্যান চিত্তে বিভর্ক বিচাব-প্রীতি-সুখ বর্জিত উক্ত (অ) এ বিবৃত সকল চৈতসিক সংযুক্ত থাকে।

আট প্রকাব লোকোন্তব চিন্তে পাঁচ ধ্যান ভেদে পাঁচ প্রকাবে চৈতসিক সংগৃহীত হয়। তা যথাক্রমে ছত্রিশ, পঁযত্রিশ, চৌত্রিশ, তেত্রিশ এবং বত্রিশ সংখ্যায় সংগৃহীত হয়। এভাবে লোকোন্তব চিন্তে পাঁচ প্রকাবে চৈতসিক সংগৃহীত হয়।

বাখা-

(৫২) অনিযতযোগী ও নিয়তযোগী—বায়ান্ন চৈতসিকেব মধ্যে এগাবটি হল অনিয়তযোগী অর্থাৎ অনির্দিষ্ট চৈতসিক। তাবা বিভিন্ন প্রকাব চিত্তে উৎপন্ন হয় কাবন তাদের প্রত্যেকের আলম্বন ভিন্ন। যে প্রকাব চিত্তেব সঙ্গে তারা সংশ্লিষ্ট তাদেব সঙ্গে তাবা উৎপন্ন হতেও পাবে এবং নাও হতে পাবে।

৪৭। অপ্রমেয়ের আলম্বন জীবিত জীব এবং লোকোত্তর চিত্তের
 আলম্বন হল- নির্বাণ।

৪৮। দ্বিতীয় গ্যানে বিভৰ্ক বৰ্জিত হয়। প্ৰবৰ্তী গ্যানগুলিভেও ক্ৰমান্ত্ৰে অন্য চৈত্ৰসিকগুলি বৰ্জিত হয়।

দৃষ্টান্ত—ঈর্বা, মাংসর্য, কৌকৃত্য শুধুমাত্র প্রতিষসম্প্রযুক্ত চিত্তে উৎপন্ন হয়। তিনটির একটি এক নির্দিষ্ট মুর্তুর্তে উৎপন্ন হয়। তিনটি কখনও একসঙ্গে উৎপন্ন হয় না। তাছাডা একপ চিত্তে উপস্থিত থাকাব ব্যাপাবে ও তাদেব কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তিন বিবতি, ছই অপ্রয়েষ, মান, স্থ্যান এবং মিদ্ধ চৈত্সিকেব অবস্থাও তদ্রুপ।

অপব ৪১ প্রকাব চৈতসিককে নিষতযোগী বলা হয — নির্দিষ্ট চৈতসিক। তাবা তাদেব সহিত সংশ্লিষ্ট;চিত্তে অর্থশ্যই উৎপন্ন হয়।

(৫৩) তিন বিবতি—তিন বিবতি কেবল লোকোত্তব চিত্তে বিদ্যমান থাকে কাবণ ভাবা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গেব তিন অঙ্গ। তাবা নাপাবচব, অর্মপাবচব এবং এমনকি কামাবচব বিপাক এবং ক্রিয়া চিত্তেও উৎপন্ন হতে পাবে না। এই তিন বিবৃতিব কর্তব্য হল কায়-বাক্য মনদ্বাবে অকুশল কর্ম সম্পাদন থেকে বিবত বাখা। স্কুতবাং তাবা আট প্রকাব শোভন চিত্তে কোন এক অকুশল বিবতি পবিপ্রেক্ষিতে পৃথকভাবে উৎপন্ন হয়।

এই বিবতিগুলি তাদেব পূর্ণ শক্তি নিয়ে কেবল মাত্র লোকোত্তব চিত্তে উৎপন্ন হয় কাবণ প্রতিকাপ অকুশল তাদেব দ্বাবা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। কামাবচব কুশল চিত্তে শুধুমাত্র অকুশলেব সাময়িক দমন হয়।

কামাবচব বিপাকচিত্তপ্তলি কেবল মাত্র ফলই তাই তাতে তিন বিবতি উৎপন্ন হতে পাবে না। ক্রিয়াচিত্তপ্তলি কেবল অর্হংগণ দ্বাবা বেদ্যিত হয় তাই তিন বিবতি তাতেও উৎপন্ন হতে পাবে না। কপাবচব এবং অকপাবচব স্তবে তিন বিবতি উৎপন্ন হয় না কাবণ (সে স্তবে) নৈতিক বিশুদ্ধতা সাধাবণেব নিমিত্ত বিবতি কৃত্য উৎপত্তিব কোন অবকাশ থাকে না।

(৫৪) অপ্রমেয—চাব অপ্রমেযেব মধ্যে মাত্র হুইটি এখানে উল্লেখ কবা হযেছে। অন্ত হুইটি সম্বন্ধেও যথাস্থানে উল্লেখ কবা হযেছে।

এটা শ্ববণ বাথা প্রয়োজন যে অপ্রমেষেব আলম্বন ইল্ জীবগণ। শ্বতবাং তাবা লোকোত্তব চিত্তে উৎপন্ন হতে পাবেনা কাবণ, লোকোত্তব চিত্তেব আলম্বন হল নিৰ্বাণ। এ কথাব অৰ্থ এই নয় যে অৰ্হৎ এবং অস্থান্ত আৰ্যগণ এ গুণেব অধিকাৰী নহেন। তাবা কেবল মাৰ্গ এবং ফলচিত্তে বিভ্যমান থাকেনা।

তাবা উপেক্ষা সহগত পঞ্চম ধ্যানেও উৎপন্ন হয় না। অবাপ চিত্তেও তাবা উৎপন্ন হয় না কাবণ সেসকল চিত্তগুলিও উপেক্ষাসহগত দ আট ক্রিযাচিত্ত যা অর্হৎগণেব নিকট উৎপন্ন হয তাতে ককণা এবং মুদিতা সর্বজীবেব প্রতি প্রসাবিত থাকে।

মহগ্গত চিন্তানি

- ১২০ মহগ্গতেম্ব পন (আ) তীম্ব পঠ্যজ্ঝানিকচিত্তেম্ব তাব
 আঞ্ঞসমানা তেবস চেতসিকা বিবতিত্ত্যবজ্জিতা দ্বাবীসতি সোভন
 চেতসিকা চেতি পঞ্জিসে ধন্না সংগহং গচ্ছপ্তি। কৰণা—মুদিতাল পন' এখ পচ্চেকং' এব যোজেতব্বা। তথা (আ) ছতিয়জ্ঝানিক
 চিত্তেম্ব বিতক্ক বজ্জিতা (ই) ততিযজ্ঝানিকচিত্তেম্ব বিতক্ক বিচাব
 বজ্জিতো, (ঈ) চতুখজ্ঝানিকচিত্তেম্ব বিতক্ক—বিচাব পীতি-বজ্জিতা (উ) পঞ্চমজ্ঝানিকচিত্তেম্ব পন পন্নবসম্ব অপ্পমঞ্ঞাযোদ ন লব্ভন্তী'তি সব্বখা'পি সত্বীসতি মহগ্গতচিত্তেম্ব পঞ্চকজ্ঝান
 বসেন পঞ্চধা'ব সংগহো হোতী'তি।
 - ১৩. পঞ্জিসে চতৃত্তিংস—তেত্তিংস চ যথাক কমং। দ্বতিংস চ'এব তিংসেতি—পঞ্চধা'ব মহগ্গতে॥

মহদ্গত চিত্তে চৈতসিক সংগ্ৰহ

১২০ (আ) মহদ্গত চিত্তেব মধ্যে প্রথম ধ্যানিক তিন চিত্তেব ফে কোন একটিতে প্যত্তিশ চৈত্সিক সংযুক্ত থাকে যথা তেব অক্সমান চৈত্সিক, তিন^{৪৯} বিব ি বর্জিত বাইশ শোর্ভন চৈত্সিক সংযুক্ত থাকে

৪৯। তিন বিবভি কেবলমাত্র লোকোত্তর চিত্তে এবং কমিবচব শোভন চিত্তে পাওয়া যায়।

(১৩+২২ =৩৫)। এখানে কিন্তু ককণা এবং মুদিতা পরস্পব পৃথকরূপে 60 যুক্ত হয়।

- (অ) অনুৰূপভাবে দ্বিভীষ ধ্যানিক চিত্তে বিভৰ্ক বৰ্জিভ হয়,
- (ই) তৃতীয় খ্যানিক চিত্তে বিতর্ক-বিচাব বর্জিত হয়,
- (ঈ) চতুর্থ ধ্যানিক চিত্তে বিতর্ক বিচাব-প্রীতি বর্জিত হয়,
- (উ) পঞ্চম ধ্যানিক চিত্তে বিতর্ক-বিচাব-প্রীতি বর্জিত হয়। কিন্ত উপেক্ষা সহগত এবং প্রথম ধ্যানেব চৈতসিক সমূহ যুক্ত হয়। পনব প্রকাব পঞ্চম ধ্যানিক চিত্তে অপ্রমেয় চৈতসিক অবিদ্যমান থাকে। ^{৫ ১}

এভাবে সাতাশ প্রকাব মহদ্গত চিত্তে পাঁচ ধ্যান ভেদে পাঁচ প্রকাব চৈতসিক সংগ্রহ কবা হয।

১৩. যথাক্রমে পঁযত্রিশ, চৌত্রিশ, তেত্রিশ, বত্রিশ এবং ত্রিশ ধর্ম বা চৈতসিক মহদ্গত চিত্তে পাঁচ প্রকাবে সংগৃহীত হয়।

কামাবচর সোভন চিত্তানি

১৪. (১) কামাবচব সোভনেম্ব পন কুসলেম্ব তাব পঠমদ্বয়ে অঞ্ঞসমানা তেবস চেতসিকা পঞ্চবীসতি সোভন চেতসিকা চ'াতি অট্ঠতিংস ধম্মা সংগহং গচ্ছন্তি।

অপ্পমঞ্ঞা বিবতিযো পন' এখ পঞ্'পি পচ্চেকং' এব যোজেতব্বা।

- (২) তথা ছতিযদ্বযে ঞাণবজ্জিতা,
- (৩) ততিযদ্বয়ে ঞাণসম্পযুক্তা পীতিবজ্জিতা;

৫০। তাদের আলম্বন ভিন্নতা হেতু তারা একসঙ্গে উৎপন্ন হয় না।

৫)। অর্থাৎ তিন পঞ্চম ধ্যান ও বার অরূপধ্যান = ১৫। অরূপধ্যানের
আলম্বন এক প্রকার। অপ্রমের সকল তাতে যুক্ত হয় না কারণ
এ ধ্যানগুলি উপেক্ষা সহগত থাকে।

(৪) চতুত্থছরে এরাণপীতিবজ্জিতা। তে এব সংগ্রহস্থি। কিবিয়াচিত্তেন্ত্র'পি বিবৃতিবজ্জিতা। তথ' এব চতুস্থ'পি ছক্তেন্ত্র চতুধা'ব সংগ্রহস্থি।

তথা বিপাকেস্ত চ অপ্পন্ত ্রিজা-বিবতিবজ জিতা। তে এব সংগ্রহন্তী তি সব্ব্থা পি চতুবীস্তি কামাব্চবসোভন্চিত্তেস্থ হুকবসেন দ্বাদস্ধা ব সংগ্রহা হোতী তি।

- ১৫. অটঠতিংস সত্ততিংস—দ্বাং ছত্তিংসকং স্থাতিই পঞ্চতিংস চতৃত্তিংস দ্বাং তেত্তিংসকং ক্রিয়ে তেত্তিংস পাকে দ্বন্তিংস—দ্বয়েকতিংসকং ভবে সহেতৃকামাব্যব – পুঞ্জুপাকক্রিয়া মনে।
- ১৬. ন বিজ্জন্ত এখ বিবৃতি ক্রিয়াম চ মহগ্রতে

 অমুত্তবে আপ প্রমঞ্জা— বামপাকে দ্বাং তথা

 অমুত্তবে ঝানধম্মা—অপ প্রমঞ্জা চ মজ ্বিমে

 বিবৃতি জ্ঞাণপীতি চ—প্রিত্তেম্ব বিদেসকা।

কামাবচব শোভন চৈতসিক সংগ্ৰহ

- ১৪ (১) প্রথম যুগল কামাবচব শোভন চিত্তে^{৫২} আটত্রিশ চৈতসিক সংযুক্ত হয় যথা তেব অক্ত সমান এবং পঁচিশ শোভন চৈতসিক (১৩+২৫=৬৮)। এ স্থলে ছই অপ্রমেয় এবং তিন বিবতি পৃথকরূপে^{৫৩} যুক্ত হয়।
- (২) অনুবাপভাবে দ্বিতীয় যুগল চিত্তে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় চৈতসিক বর্জিত হয়ে সাঁযত্রিশ চৈতসিক যুক্ত হয়।

৫২। অর্থাৎ সৌমনস্য সহগত ঞাপসম্প্রযুক্ত অসাংস্থারিক এবং স্সাংস্থাবিক চিত্ত।

৫৩। কারণ তারা নির্দিষ্ট চৈতসিক নয়। তারা সচেতন চিত্তের বিভিন্ন ক্লণে উংপন্ন হয়।

(១) তৃতীয় যুর্গল চিত্তে গ্রীতি চৈতসিক বর্জিত হয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় সংযুক্ত হয়ে সাঁয়ত্তিশ চৈতসিক যুক্ত হয়।

- (৪) চতুর্থ যুগলে প্রজ্ঞেন্তির ও প্রীতি^{৫ ৪} বর্জিত। ইয়ে ছত্তিশ

চৈতসিক যুক্ত হয ।

আট সহেতৃক কামাবচৰ ক্রিষাচিত্তে ও তিন বিবতি^{৫ ৫} বর্জিত প যুক্তিশ চৈতসিক যুক্ত হয়। উক্ত চাব যুগলেব নিয়মে ক্রিয়া চিত্তে ও চাব আকাবে চৈতসিক যুক্ত হয়।

অনুবাপভাবে আট কামাবচব সহেতুক বিপাক চিত্তে ছই অপ্রমেয় এবং তিন বিবতি^{১৬} বর্জিত তেত্রিশ চৈতসিক উক্ত চাব যুগলেব 'নিযমে চাব আকাবে যুক্ত হয়।

একপে চব্দিশ প্রকাব কামাবচব শোভন চিত্তে যুগলে ধাব অনুসাবে প্রকাবে চৈতসিক সংগ্রহ কবা হয়।

১৫. কামাবচৰ সহেত্ব শোভন চিত্তে অর্থাৎ শোভন, বিপাক এবং ক্রিয়া চিত্তে—শোভন চিত্তেব প্রথম যুগলে আটক্রিশ, বিভীয় যুগলে সাঁয়ক্রিশ তৃতীয় যুগলে সাঁয়ক্রিশ এবং চতুর্থ যুগলে ছক্রিশ, চৈতসিক যুক্ত হয়। শোভন ক্রিয়া চিত্তেব প্রথম যুগলে প যক্রিশ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগলে চৌক্রিশটি করে এবং চতুর্থ যুগলে তেক্রিশ চৈতসিক সংযুক্ত হয়। শোভন বিপাক চিত্তেব প্রথম যুগলে তেক্রশটি দিতীয় ও তৃতীয় যুগলে বক্রিশটি করে এবং চতুর্থ যুগলে একক্রিশ চৈতসিক যুক্ত হয়।

৫৪। উপেকা সহগত হয়ে।

^{💶।} কাবণ অহ ৎগণ এই তিন বিশ্বতি সম্পূর্ণবাপে উৎপাটন করেছে।

শুলা অপ্রমেয় চৈতদিকগুলি উৎপন্ন হয় না কারণ তাদের আলখন অদংব্য জীবগণ। কিন্তু বিপাক চিত্তগুলির আলখন কম বা সীমিত। বিরতিগুলি সম্পূর্ণক্ষণে কুশল। তাই বিরতি চৈতদিকগুলি বিপাকচিত্তে উৎপন্ন হয় না। লোকোত্তর বিপাক চিত্তে তারা উৎপন্ন হয় কারণ ইহা মার্গচিত্তের প্রতিফলন।

১৬. অহেতুক ক্রিয়াচিত্তে এবং মহদ্গত চিত্তে^{৫৭} তিন বিৰতি বিদ্যমান থাকে না। অনুকাপভাবে লোকোত্তব চিত্তে অপ্রমেয় বিদ্যমান থাকেনা এবং কামাবচব বিপাক চিত্তে^{৫৮} তুই অপ্রমেয় এবং তিন বিরতি উভয়ই বিদ্যমান থাকে না।

লোকোর্ত্তবে ধ্যানাঙ্গেব বৈশিষ্ট্য ^{৫৯} আছে এবং (মধ্যম) মহদ্গত চিত্তে ^{৬০} ধ্যানাঙ্গ^{৬১} ও অপ্রমেয় চৈতসিক থাকে। কামাবচর (ক্ষুন্ত) চিত্তে বৈশিষ্টপূর্ণ তিন বিবতি, প্রজ্ঞেন্তিষ অপ্রমেয় এবং প্রীতি বিভ্যমান থাকে। বিশিষ্টতা অর্থে এখানে সংগ্রহ নিযম ভঙ্গতাকেই বুঝায়।

অকুসল চিক্তানি

- ১৭.(১) অকুসলেম্থ পন লোভমূলেম্থ তাব পঠমে অসংখাবিকে অঞ্জেসমানা তেবস চেতসিকা অকুসলসাধাবণা চন্তাবো চে'তি সত্তবস লোভদিট্ ঠীহি সদ্ধিং একুনবীসতি ধন্মা সংগহং গচ্ছন্তি।
 - (২) তথ'এব তুতিযে অসংখাবিকে লোভ-মানেন।
 - (৩) ততিযে তথ'এব পীতিবজ জিতা লোভদিট ঠীহি সহ অট্ঠাবস।
 - (৪) চতুখে তথ'এব লোভ-মানেন।

৫।। ব্লপাৰচর এবং অনপাৰচৰ স্তবে এনপ কোন অক্শল উৎপত্তির অবকাশ নেই।

eb। পৃষ্ঠা ৮a, বাখ্যা नং ea (मधून।

কোকোত্তর চিত্ত যথন পাঁচ ধ্যান অনুষায়ী বিভাগ করা হয় তথন
 ধ্যানাজ ভেশে ভিয়তা প্রাপ্ত হয়।

৩০। কপাবচর এবং অরুপাবচর চিত্তে।

৬)। কুশল চিত্ত বিরতি হেতু বিপাক এবং ক্রিয়া চিত্ত থেকে ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। কুশল চিত্ত এবং বিপাক চিত্ত অপ্রমেয় হেতু বিপাক চিত্ত থেকে ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞেন্তিয় এবং প্রীতি হেতু যুগল চিত্তগুলি পরস্পার ভিন্ন হয়।

- (৫) পঞ্চমে পটিঘসম্পযুত্তে অসংখারিকে দোসো ইস্সা মচ্ছবিষং কৃক্কুচ্চঞ্চেতি চতৃহি সদ্ধিং পীতিবজ্জিতা তে এব বীসতি ধম্মাসংগ্ৰহস্থি। ইস্সামচ্ছবিয—কৃক্কুচ্চানি পন' এখ পচ্চেকং? এব যোজেতব্বানি।
- (৬) সসংখাবিকপঞ্চকে' পি তখ' এব থীনমিদ্ধেন বিসেসেম্বা যোজেতব্বা।
- (৭) ছন্দ-পীতিবজ্জিতা পন অঞ্ঞসমানা একাদস অকুসল সাধাবণা। চন্তারো চা'তি পপ্লবস ধম্মা উদ্ধচ্চ সহগতে সম্পয়্-ন্তম্ভি।
- (৮) বিচিকিচ্ছাসহগতচিত্তে চ অধিমোক্খবিবহিতা বিচিকিচ্ছা-সহগতা তখ' এব পদ্মবদ ধন্মা সমুপলব্ভস্তী'তি সব্বতা'পি দ্বাদসা— কুসলচিত্ত্বপূপাদেশ্ব পচ্চেকং যোজিযমানা'পি গণনবদেন সন্তধা'ব সংগহিতা ভবস্তী'তি।
 - ১৮০ একুনবীসট্ঠাবস বীসেকবীস বীসতি

 দ্বাবীস পরবসে তি সন্তথা কুসলে ঠিতা

 সাধারণা চ চন্তাবো সমানা চ দসাপবে।

 চুদ্দসেতে পবৃচ্চপ্তি—সব্বাকুসলযোগিনো।

অকুশল চিত্তে চৈতসিক সংগ্ৰহ

১৭ (১) লোভমূলক প্রথম অসাংস্কাবিক চিত্তে^{৬২} উনিশ প্রকাব চৈতসিক সংযুক্ত হয় যথা অন্য সমান তের, চাব সর্বঅকুশল সাধাবণ চৈতসিক। এই সতেব চৈতসিকেব সঙ্গে লোভ এবং দৃষ্টি চৈতসিক-সহ উনিশ প্রকার চৈতসিক সংযুক্ত হয় (১৩+৪+২=১৯)।

৬২। লোভমূলক আট চিত্তের প্রথম চিত্ত।

- (২) দ্বিতীয় অসাংস্কাবিক চিত্তে উক্ত^{৬৬} সত্তব চৈতসিকের সঙ্গে লোভ ও মান চৈতসিক সহ উনিশ প্রকার চৈতসিক সংযুক্ত হয় (১৬ + ৪ + ২ = ১৯)।
- (७) ···তৃতীয় অসাংস্কাবিক চিন্তে উক্ত সতের চৈতৃসিকের মধ্যে প্রীতি ও বর্জিত হয়ে লোভ ও দৃষ্টি সহ আঠাব চৈতসিক সংযুক্ত হয়। (১২+৪+২=১৮)।
- (৩) -- চতুর্থ অসাংস্থারিক চিত্তে সতেব চৈতসিকের প্রীতি বর্জিত হয়ে লোভ ও মান চৈতসিক সহ আঠাব চৈতসিক সংযুক্ত হয় (১২+৪ +২=১৮)।
- (৫) পঞ্চম প্রতিঘ সম্প্রযুক্ত অসাংস্কাবিক চিত্তে উক্ত প্রথম চিত্তেব সতের চৈতসিক সহ দেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, কৌকৃত্য ইত্যাদি চাব চৈতসিক সহ প্রীতি^{৬৫} বর্জিত হয়ে সর্বমোট কুড়ি চৈতসিক সংযুক্ত হয়। তন্মধ্যে ঈর্ষা, মাৎসর্য এবং কৌকৃত্য প্রস্পব পৃথকরূপে^{৬৬-} সংযুক্ত হয (১২+৪+৪-২০)।
- (৬) পাঁচ প্রকাব^{৬৭} সসংস্থাবিক চিত্তে পূর্বোক্ত পঞ্চ অসাংস্থারিক চিত্তেব পর্যায ক্রমে স্ত্যান ও মিদ্ধ চৈতসিক দ্বয যোগ কবলে তাদেব প্রত্যেকের চৈতসিক পাওয়া যাবে (২১;২১;২০;২০;২২)।

৬৩। বার প্রকার অকুশল চিত্তের তৃতীয় চিত্ত।

৬৪। বার প্রকার অকুশল চিত্তের পঞ্চম চিত্ত উপেক্ষার সঙ্গে প্রীতি বিভাষান পাকেনা।

৬৫। মাংসর্য এবং কৌকুভ্যের সঙ্গে প্রীতি বিভয়ান থাকতে পারে না।

৬৬। ঈর্ষা, মাংসর্য এবং কৌকুত্য অনিয়তযোগী বা অনির্দিষ্ট চৈত্রসিক। তাদের আলম্বন ভিন্ন তাই পৃথকরূপে উংপন্ন হয়।

৬৭। চার লোভমূলক স্বাংস্থারিক চিত্ত এবং এক প্রতিয় সম্পর্ক্ত চিত্ত। ভ্যান এবং মিদ্ধ কেবলমাত্র স্বাংস্থারিক অকুশল চিত্তে বিভ্যান থাকে।

- (৭) ওদ্ধিত্য সম্প্রযুক্ত পনব চৈতসিক সংযুক্ত থাকে যথা ছন্দ^{৬৮} এবং প্রীতি বর্জিত এগাব অন্তসমান চৈতসিক এবং চাব সর্ব অবুগল-চিত্ত-সাধাবণ চৈতসিক (১১ + ৪ = ১৫)।
- (৮) বিচিকিৎসা সহগত চিত্তে বিচিকিৎসা সহগত এবং অধিমোক্ষ বর্জিত পনেব চৈতসিক যুক্ত থাকে যথা ছন্দ, প্রীতি, অধিমোক্ষ^{৬৯} বর্জিত দশ অন্য সমান, চার সর্ব অকুশল-চিত্ত-সাধাবণ চৈতসিক এবং এক বিচিকিৎসা যুক্ত থাকে (১০ + ৪ + ১ = ১৫)।

এভাবে বার প্রকাব অকুশল চিত্তে চৈতসিক সংগ্রহ কবতে গিয়ে বিভিন্ন^{৭০} সংগ্রহ্বলে সাত ভার্টো সংগ্রহ কবা হয়েছে।

১৮: উনিশ, আঠাব, কুডি, একুশ, কুডি, বাইশ, পনর প্রভৃতি সাত ভাগে বাব অকুশল চিত্তের চৈতসিক সংগৃহীত হযেছে।

চৌদ্দ চৈত্তসিকেব মধ্যে চাব সূর্ব-অকুশল-চিত্ত-সাধাবণ চৈতসিক এবং দশ সমান^{৭১} (কুশল ও নয, অকুশুল ও নয়) চৈতসিক সকল অকুসল চিত্তের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।

৬৮। এথানে ছন্দ (করবার ইচ্ছা) থাকে না কারণ উদ্ধত্য এথানে প্রবল।

৬৯। অধিমোক্ষ চৈতসিক যা সিদ্ধান্ত করার উপর আধিপত্য করে তা বিক্ষিপ্ত চিত্তের সঙ্গে বিশুমান থাকতে পারেনা।

१० (১) ১য় এবং ২য় অসংখারিক চিত্ত=১৯, (২) ৩য় এবং ৪র্থ অসংখারিক চিত্ত=২০, (৪) ১য় এবং হয় সসংখারিক চিত্ত=২০, (৫) ৩য় এবং ৪র্থ সসংখারিক চিত্ত=২০, (৬) ৫য় সসংখারিক চিত্ত=২য়, (৭) মোহচিত্ত =>৫। এ প্রকারে সংখ্যানুসারে ৭ ভাগে বিভক্ত।

^{1)।} তের অন্ত সমান চৈতসিক থেকে ছন্দ, প্রীতি অধিমোক বাদ দিয়ে।

অহেতুক চিত্তানি

- ১৯. অহেতৃকেম্ব পন হসনচিত্তে তাব ছন্দ বজ্জিতা
 অঞ্ঞসমানা দাদস ধম্মা সংগহং গচ্ছ স্তি।
 তথা বোত্থপনে ছন্দ-পীতি-বজ্জিতা।
 মুখসন্তীবণে ছন্দ-বিবিষ-বজ্জিতা।
 মনোধাতৃত্তিকাহেতৃকপটিসন্ধিযুগলে
 ছন্দ-পীতি-বিরিয়-বজ্জিতা।
 দ্বিপঞ্জবিঞ্ঞাণে পকিণ্নকবজ্জিতা তে যে' এব
 সংগ্য হৃপ্তি'-তি সব্ব্থা'পি অটঠারসম্ম অহেতৃকেম্ম্
- ২০০ দ্বাদসেকাদস দস সত্ত্ত চে'তি চতুব্বিধাে
 অটঠারসাহেতুকেন্থ চিত্ত্ব্পাদেন্থ সংগহাে।
 অহেতুকেন্থ সব্বথ সত্ত সেস যথাবহং
 ইতি বিখাবতাে বৃত্তা তেতিংসবিধ সংগহাে।
 ইথং চিত্তাবিযুত্তানং সম্প্যোগঞ্চ দংগহং
 একা ভেদং যথাযােগং চিত্তেন সমৃদ্দিসে'তি।

॥ ইতি অভিধন্মখসংগহে চেতসিকসংগহবিভাগো নাম ছতিয়ো পবিচ্ছেদো॥

'অহেতৃক চিত্তের চৈতসিক সংগ্রহ

- ২১. (১) অহেতৃক চিত্তেব মধ্যে হসিতোৎপাদ^{৭২} চিত্তে ছন্দ বর্জিত বাব অন্যাসমান চৈতসিক সংযুক্ত হয় (৭ + α = ১২)।
- (২) ব্যবস্থাপন চিত্তে^{৭৬} ছন্দ্র এবং প্রীতি বর্জিত এগাব অক্স সমান চৈতসিক যুক্ত হয় (৭+৪=১১)।

৭২। হসিতোৎপাদ চিত্তে ছন্দ (করার ইচ্ছা) থাকে না। প্রথম পরিচ্ছেদে ১৬ নং ব্যাখ্যা দেখুন।

৭৩। ব্যবস্থাপন চিত্তই মনোদারাবর্তন চিত।

- (৩) সৌমনস্থ সহগত সন্তীবণ চিত্তে^{৭ ৪} ছন্দ এবং বীর্ষ বর্জিত এগাব অন্থ সমান চৈতসিক যুক্ত হয (৭ + ৪ = ১১)।
- (৪) মনোধাতৃত্রযে ^{৭৫} (পঞ্চাবাবর্ত্তন ও সম্প্রতীচ্ছন দ্বয়) এবং আহেতুক প্রতিসন্ধি যুগল^{৭৬} নামক উপেন্ধা সন্তীবণ চিত্তদ্বয়ে ছন্দ, প্রীতি, বর্জিত অক্সসমান দশ চৈতসিক যুক্ত থাকে (৭+৩=১০)।
- (৫) দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞানে ^{৭ প্}প্রকীর্ণ চৈতসিক বর্জিত কেবল মাত্র সাজ সর্বচিত্ত সাধাবণ চৈতসিক যুক্ত থাকে (৭)।
 - 18। যদিও সন্তীরণ অর্থে আলম্বনের পরীক্ষার্থ বা তুলনা ব্র্ঝায় তব্ও ইহা চিভের নিজ্ঞিয় অপ্রতিরোধী অবস্থা। ইচ্ছা (ছন্দ) এবং প্রচেটা (বীর্য) উভয়ই নিজ্ঞিয় থাকে।
 - গং। মনোধাত্—সাধারণ অর্থে ইহা জ্ঞানে ক্রিয় (মননমন্তমের ধাত্)। ইহা পঞ্চারাবর্তন চিত্ত এবং হুই সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত দশ প্রকারের (য়থা চক্স্বিজ্ঞান, শ্রোত্ত-বিজ্ঞান, য়াণ বিজ্ঞান, জিল্লা বিজ্ঞান, কায় বিজ্ঞান কুশল ও অকুশল হিসাবে দিপঞ্চ বিজ্ঞান বা দশ বিজ্ঞান হয়) ই ক্রিয় বিজ্ঞানকে দিপঞ্চ বিজ্ঞান ধাত্ বলা হয়। অবশিষ্ট ছিয়াত্তর চিত্তকে মনোবিজ্ঞান ধাত্ বলা হয় কায়ণ তায়া অল্ল চিত্তক্ত লিকে (অর্থাৎ দিপঞ্চ বিজ্ঞান, হুই সম্প্রতীচ্ছন ও সন্তীরণ চিত্তকে জ্ঞান আহয়নে অতিক্রম করে য়ায়।

ছই সম্প্রতীচ্ছন চিত্তই উপেক্ষা সহগত তাই প্রীতি বর্জিত। সন্তীরণের মত এই ছই চিত্তও বিপাক্ষচিত্ত এবং নিদ্ধিয়। তাই বার্য ও ছন্দ বর্জিত। মনোদ্বারাবর্তন চিত্তের ভার পঞ্চারাবর্তন চিত্ত ও বার্য এবং ছন্দ বর্জিত।

৭৬। উপেক্ষা সহগত কুশল এবং অবুশল সন্তীরণ বিপাক তৃই চিত্তকে অহেতৃক প্রতিসন্ধিযুগল বনা হয়। অহেতৃক অকুশল সন্তীরণ চিত্তদারা নরকে জন্ম হয় এবং কুশল অহেতৃক সন্তীরণ চিত্তদার। মনুষ্যলোকে জন্ম হলেও অন্ধা, বিধিব, বিকলাস ক্রপে জন্ম গ্রহণ করে। এই উভয় চিত্তই উপেক্ষা সহগত।

৭৭। দিপঞ্চ বিজ্ঞান নিদ্ধির বিপাক চিত।

আঠাব প্রকাব অহেতুক চিত্তকে চৈতসিক সংযোগ পদ্ধতি অনুসারে সংখ্যা প্রয়োগে চাব প্রকাবে ভাগ কবা হয়েছে।

২০. বাব, এগার, দশ এবং সাত—এ চাব প্রকাবে আঠার প্রকার অহেতৃক চিত্তকে চৈতসিক সংগ্রহ অনুসাবে চাব প্রকাবে ভাগ কবা হয়েছে।

প্রত্যেক অহেতৃক চিত্তে সাত সর্ব-চিত্ত-সাধাবণ-চৈতসিক সংযুক্ত থাকে ও যথোপযুক্তভাবে প্রকীপ চৈতসিক যুক্ত হয়। বিস্তৃতাকারে এই সংগ্রহ নীতি তেত্রিশ প্রকাবে^{৭৮} হয়ে থাকে বলা হয়।

এনপে চৈতসিভ সম্প্রয়োগ এবং সংগ্রহ জেনে ব্যক্তি চিত্তেব সঙ্গে চৈতসিকের সংযোগ বর্ণ না কবতে পাবেন। ৭৯

१৮। যথা অনুভবে

 «, সহলাতে

 «, কামাবছরে ১২, অকুশলে ।,

 অহেতৃকে

 » স্বিমেটি

 ৬০।

৭৯। এ পরিচ্ছেদে কোন কোন চিত্তে কোন চৈতসিক এবং কোন কোন চৈতসিক কোন কোন চিত্তে যুক্ত থাকে তার বর্ণনা দেওয়। হয়েছে।

গ্রন্থণেতা পরিশেষে পাঠকদের নির্দেশ দিচ্ছেন বে তাঁর!
বেন কোন চৈত্রিক কোন চিত্তের সঙ্গে সংযুক্ত হর তা সঠিক
নির্ধারণ করেন যেমন সর্ব-চিত্ত-সাধারণ চৈত্রিক ৮৯ চিত্তে
সংযুক্ত থাকে—স্পর্শ চৈত্রিক পঞ্চার চিত্তের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে
কারণ ইহা পঞ্চার চিত্তে উৎপর হয় ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পকিপ্লক সংগহ বিভাগো

সম্পযুত্তো যধাযোগং—তে পদ্দাস সভাবতো
চিত্তচেতসিকা ধম্মা—তেসং'দানি যথারহং।
বেদনা হেতুতো কিচ্ চদ্বারালস্বনবশ্বুতো
চিত্তুপ্ পাদবসেন' এব—সংগহো নাম নীয়তে।

প্রকীর্ণ সংগ্রহ

১. চিন্ত-চৈতসিকের ডিপ্পান্ন স্বভাবসহ তাদের যথাবোগ্য সম্প্রয়োগ বণিত হয়েছে (১)।

এখন চিত্তের উৎপত্তি ভেদে (২) বেদনা, হেতু, কৃত্য, দ্বার, আলম্বন এবং বাস্তু যখন যেটা উৎপন্ন হয় যথাক্রমে তা বর্ণনা করা হবে।

ব্যাখ্যা—

- (১) ৮৯ প্রকার চিত্তকে সামগ্রিকভাবে এক চিত্ত ধরা হয়েছে কারণ সকল চিত্তের লক্ষণ হল—আলম্বন বা বিষয়কে জানা। ৫২ প্রকার চৈতসিককে পৃথকবাপে ধরা হয়েছে কারণ তাবা প্রত্যেকে ভিন্ন লক্ষণ বিশিষ্ট (১+৫২=৫৩)।
- (২) চিত তুপ পাদ (চিত্তোৎপত্তি—সাধারণ অর্থে চিত্তের উৎপত্তিকে বুঝার। এখানে কিন্তু চিত্তকে বুঝার (চিত্তং এব চিত তুপ পাদ)। অহ্য অর্থে চিত্তসহ চৈতসিক সমষ্টিকে বুঝার (অঞ্জ্ঞেখ পন্ধ ধন্মসমূহো।

১. বেদনা সংগহো

- - ৩. তথ স্থসহগতং কুসুলবিপ্বিং কাষবিঞ ঞাণং একং' এব।
 - ৪. তথা তৃক্ষসহগতং অকুসলবিপাকং কাষবিঞ ্ঞাণং।
- ৫. সোমনস্স-সহগত-ি্তানি পন লোভ্যূলানি ছতারি, দ্বাদস কামাবচরসোভনানি স্থসস্তীবন-হসনানি চ দ্বে'তি অট্ঠারস কামাবচর চিত্তানি চ'এব. পঠম-ছতিযুত্তিয-চতু্থজ্ঝান-সংখাতানি-চতুচত্তালীস মহগ্গত-লোকুত্তরচিত্তানি চে'তি দ্বাসট ঠিবিধানি ভবস্থি।
 - ভ. দোমনস্স-সহগত চিতানি পন দ্বে পটিঘচিত্তানি'এব।
- দেসানি সব্বানি'পি পঞ্পয়াস উপেক্থা-সহয়ত চিত্তান'
 এবা'তি।
 - ৮. স্থাং ছক্থাং উপেক্থা'তি তিবিধা তথ বেদনা।
 সোমনস্সাং দোমনস্সাং ইতি বেদনা পঞ্চধা।।
 স্থাং এক' অথ ছক্থঞ্চ চ দোমনস্সাং দ্বযে ঠিতং।
 দ্বাসট্ঠিস্থ সোমনস্সাং পঞ্জপগ্লাসকেত্রা।।

১. চিত্রের বেদনা সংগ্রহ

- ২. বেদনা সংগ্রহে বেদনা (৩) ত্রিবিধ যথা সুখবেদনা (৪) তথঃ-বেদনা এবং অতঃখ-অতুখ বেদনা। আবার কাহিক-মানসিক বেদনা অ্রুসারে ইহা পাঁচ প্রকাবঃ স্থ, তঃখু, সৌমনস্থ, দৌর্মন্ত এবং উপেকা।
- তাদের মধ্যে (পূর্বজন্মকৃত) কুশুল-বিপাক কায়-বিজ্ঞান
 একটি সুখসহগত।

- ৪. অমুকপ্রভাবে (পূর্বজন্মকৃত) অ্কুশ্ল-বিপাক, কায়,রিজ্ঞান একটি ত্বংখ সহগ্রত।
 - ৫. সৌমনস্ত চিত্তের সংখ্যা বাষ্ট্রি (৫) যথা :--
- জ. আঠার প্রকার কামাবচর চিত্ত যথা চার সৌমনস্থসহগত লোভমূলক চিত্ত, বার কামাবচর শোভন চিত্ত, স্থসস্তীরণ বিপাক-চিত্ত (এক) এবং হসিতোৎপাদ ক্রিযা চিত্ত (এক)

$$(8+22+2+2=2+)$$

আ. চুযাল্লিশ চিত্ত (৬) যথা মহদ্গত এবং লোকোত্তর ধ্যান চিত্ত-গুলির নধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যানের চিত্ত সৌমনস্থ সহগত (১০+৩২=৪৪)=(১৮+৪৪=৬২)।

- ৬. তুই প্রকার প্রতিঘস্প্রযুক্ত চিত্ত ক্বেলমাত্র দৌর্মনস্থ সহগত (৭)।
 - ৭ অংশিষ্ট পঞ্চার চিত্ত উপেক্ষা সহগত (৮)।
- ৮. সুথ, ছঃথ, উপেক্ষা বেদনা তিন প্রকার, সৌমনস্থ এবং দৌর্মনস্থ সহ পাঁচ প্রকার।

স্থ এক চিত্তে, ছঃখ এক চিত্তে, দৌর্মনশু ছই চিত্তে, দৌমনশু বাষ্ট্র চিত্তে এক উপ্রেক্ষা প্রধান চিত্তে বিভ্যমান থাকে

ব্যাখ্যা ঃ—

(৩) বেদনা একটি বিশেষ চৈত্সিক যা সকল প্রকার চিত্তের মধ্যে বিভমান থাকে। ইহার লক্ষণ হল—feeling অনুভূতি (বেদ্যিত লক্খন), ইহা স্পর্শ থেকে উৎপন্ন হয়। ইংরেজী শুব্দ sensation ইন্দ্রিয় সংবেদন বেদনার প্রকৃত প্রতিশব্দ নয়।

Feeling-অন্নভূতির সংজ্ঞা হল — 'ইহা এক প্রকার চেতনা বা ব্যক্তিগত ধারণা যদ্বারা বিষয়ের জ্ঞান বা প্রতিবেদন স্ফুচিত করেন।' > sensation বা ইন্দ্রিয়-সংবেদনের ব্যাখ্যা করা হয়েছে—'ইন্দ্রিয় বিষয়ের স্বতঃস্কৃতি জ্ঞান বা যে প্রকারে বিষয়ের উপস্থিতিতে সজ্ঞান ব্যক্তিব পবিবর্তন সাধিত হয়' ।

বেদনা চিত্তস্রোতের পরিবর্তন আনয়ন করে এবং জীবনদায়ী এবং জীবন-ক্ষয়ী উভয় শক্তিকপে কাজ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায— আনন্দ জীবনকে উন্নত করে এবং তৃংখ ইহাতে বাধা দান করে। একারণে বেদনা (feeling) মনুষ্য জীবনের এক বিশেষ শুরুত্বপূর্ণ আংশ।

বেদনার কৃত্য হল বিষয়ের স্থাদ অন্প্রভব করা (অন্প্রভবন রস)। কোন এক বিষয়কে পছন্দ করা বা না করা, তা ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে। সাধারণত তা যন্ত্রবং কাঞ্চ করে।

কোন কোন সময়ে ব্যক্তির স্বাধীন চিত্ত বিষয়ের প্রকৃতির উপর নির্ভর না করে স্বাধীনভাবে অন্নভৃতি প্রণালী নির্দ্ধারণ করে যেমন কোন শত্রুর দর্শনে স্বাভাবিকরপে অসস্তুষ্টি ভাবের উৎপত্তি হয় কিন্তু একজন সম্যকৃদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি অপরপক্ষে শত্রুর প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হন এবং তাতে আনন্দ অনুভব করেন। সক্রেটিস আনন্দের সঙ্গে এক পাত্র বিষ পান কবে সুখে মৃত্যু বরণ করেন। একদা একজন ব্রাহ্মণ বুদ্ধের প্রতি অবিরাম কটু বাক্যু বর্ষণ করতে থাকেন। কিন্তু বুদ্ধ সহাস্থে তার প্রতি নৈত্রী বিস্তার করেন। ক্ষান্তিবাদী নামক এক তাপস মত্যপ রাজা কর্তৃক ভীষণভাবে নির্যাতিত হন কিন্তু তাপস রাজাকে অভিশাপ দেওয়ার পরিবর্তে তার দীর্ঘজীবন কামনা করেন।

^{5.} Dictionary of Philosophy, p 106

२. Ibid p, 289.

একজন ধর্মান্ধ অবৌদ্ধ বৃদ্ধ দর্শনে দ্বেষচিত্ত উৎপন্ন করতে পারে।
এখানে তার অমূভূতি হবে দৌর্মনস্থ সহগত। অমূকপভাবে একজন
ধর্মান্ধ বৌদ্ধের নিকট ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু দর্শনেও একই প্রকার
অমূভূতি হতে পারে। যা কারো খাছ্য বা পানীয় তা অক্সের পক্ষে
বিষ হতে পারে।

সাধারণ মানুষের নিকট পার্থিব সুখ অতীব আকাজ্ফার বস্তু হতে পারে। কিন্তু একজন সম্যকৃষ্টি সম্পন্ন ভিক্ষু তা ত্যাগ করে এবং নিভৃতে স্বেচ্ছায় দারিত্যে বরণ করে আনন্দ পান। একপ নিভৃত জীবন কামভোগীর নিকট নরক মনে হবে। যা একের নরক তা অন্তের স্বর্গ ইহা আমাদেব সৃষ্টি এবং তা সাধারণতঃ মনোজাত।

বৃদ্ধ বলেছেন—হে ভিক্ষ্ণণ। বেদনা ছই প্রকার যথা স্থথ এবং ফুংখ। তাহলে যা স্থাও নয় এবং ফুংখও নয় এরূপ তৃতীয় একার বেদনা হয় কি করে ? অর্থকথায় বলা হয়েছে: যা নির্দোষ উপেক্ষা বেদনা তা সুখেব অন্তর্গত এবং যা সদোষ উপেক্ষা তা ফুংখবপে গণ্য।

বৃদ্ধ আবার বলেছেন: এ বিশ্বে যা অন্তভূত হয় তা সবই তৃঃধ। ইহার কারণ হল—সর্ব কারণ নির্ভর বস্তু বা বিষয় পরিবর্তনশীল।

শশু দৃষ্টিতে যদি সকল প্রকার বেদনাকে কেবল মানসিকরূপে ধারণা করা হয় তবে তা তিন প্রকারে বিভক্ত হয় যথা সুখ, ছঃখ, অতঃখ-মুসুখ (সুখ-ছঃখহীন)।

অথসালিনীতে তার ব্যাখ্যা একপ:—সুখ অর্থে সুখারুভূতি (সুখ-বেদনা), সুখের মূল (সুখ-মূল), সুখেব আলম্বন (সুখারম্মণ), সুখের হেতু,(সুখ-হেতু) সুখ উৎপত্তির কারণ বা স্থান (সুখপচ্চযট্ঠান), ব্যাপাদহীন (অব্যাপজ্ঝা), নির্বাণ ইত্যাদিই বুঝায়।

উক্তব্যপ প্রকাশ থেকে 'সুখ বাদ দিয়ে' সুখ অর্থ দাঁডায় সুখবেদনা।

উক্তরূপ প্রকাশে: 'সুখ অর্থে এই সংসারের প্রতি অনাসক্তি।' এখানে সুখ অর্থে সুখমূল।

উক্তরূপ প্রকাশে: 'হে মাতলি! রূপই সুখ, রূপ সুখে পতিত

হয এবং স্থাথ পর্যবসিত হয়।' এখানে সুখ অর্থে স্থাথর আলম্বন বা অবলম্বন।

"হে মাতলি! পুণ্য স্থার প্রতিশব্দ"। এখানে স্থ অর্থে স্থার হেতু।

'হে ভিক্ষুগণ! বর্ণনা দ্বারা স্বর্গমুখ উপলব্ধি করা সহজ নহে।' 'হাঁরা নন্দন দেখেনি তারা সুখ কি জানে না'। এখানে সুখ অর্থে সুখ উৎপত্তির কারণ বা স্থান।

'এ অবস্থা এ বিশ্বে স্থ্য সঞ্চার করে'। এখানে স্থ্ অর্থে ব্যাপাদহীনতা।

'নির্বাণ পরম সুখ'। এখানে স্থথেব অর্থ হল নির্বাণ।

এ উদ্ধৃতি থেকে পাঠক হৃদয়ঙ্গম করবেন সুখশব্দকে কোন্ কোন্ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহাব করা হয়েছে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে সুখ সুখবেদনা বা সুখানুভূতি রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

নির্বাণকে পরম সুথ বলা হয়েছে। সুথ শব্দ ব্যবহার করলেও নির্বাণ-সুথ বলতে সুথারুভূতি বুঝায় না। নির্বাণ হল বিমৃত্তিসুথ। হুংথবিমৃত্তিই হল নির্বাণসুথ।

হংথ শব্দদারা বুঝায়— হংখারুভূতি, হংখ্যৃল, হংখালম্বন, হংখ্ছেত্, হংখোৎপত্তির কাবণ বা স্থান ইত্যাদি।

'হঃথকে বাদ দিলে'—এখানে হঃখ অর্থে বুঝায়—হঃখারুভূতি 'জনত হঃখ'—এখানে হঃখ অর্থে, হঃখের মূল।

'হে মাতলি ! বপই হঃখ, রূপ হঃখে পতিত হয় এবং হঃখে পর্যবসিত হয়।'—এখানে হঃখ অর্থে হঃখের আলম্বন।

'অপুণ্য সঞ্চয় হঃখ'—এখানে হঃখ অর্থে, হঃখের হেতু।

'হে ভিক্সুগণ! বর্ণনা দ্বারা ছংখময় অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়া যায় না'—এথানে ছংখ অর্থে ছংখোৎপত্তির কাবণ বা স্থান বুঝায়ে।

এই বিশেষ ক্ষেত্রে তৃঃথ শব্দকে তৃঃখ। হুভূতি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রে বুদ্ধ হঃখকে খাট ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন

যথা—১. জন্ম হংখ, ২. জরা হংখ, ৩. ব্যাধি হংখ, ৪. মরণ হংখ, ৫. অপ্রিয় সংযোগ হংখ, ৬. প্রিম বিয়োগ হংখ, ৭. ঈন্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি হংখ, সংক্ষেপে পঞ্চস্করই হংখ।

এঞ্চলিই হঃখহেতু।

যখন বৃদ্ধ দেবতা এবং মানুষকে সম্বোধন করে ধর্মদেশনা কবেন
তথন তিনি আট প্রকাব ছংখেব বথা বলেন। যখন তিনি কেবলমাত্র
মানুষকে ধর্মদেশনা করেন তখন তিনি বাব প্রকাব ছংখের কথা বলেন।
এক্ষেত্রে তিনি 'ব্যাধি' বাদ দিযে শোক, পবিদেব (পবিতাপ), ছংখ,
দৌর্মনস্ত (ছর্মনতা), উপায়াস (হাহুতাশ) প্রভৃতিকে ছংখ বলেছেন।
এ পাঁচটিব মধ্যে ব্যাধি অন্তভূ ক্ত, ব্যাধি কায়িক-মানসিক অনুস্থতা।

শোক, দৌর্ম নস্থ এবং উপায়াস হল মানসিক ছাখ এবং পবিদেব হল কায়িক ছাখ।

কার্যতঃ এই হুই বিভাগের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

অচ্ক্থ-ম-অসুখ হল হা তৃঃখন্ত নয়। ইহা উপেক্ষা বেদনা। ইহা অনেকটা সুখে তৃঃখে আবেগহীনতা (stolidindifference) এবং উদাসীনতা (stoic indifference) এব উভয়েবই সামিল। পালি শব্দ উপেক্ষা আরম্ভ বিস্তৃত অর্থবাহক যা বারবার এ প্রকাব উপেক্ষা বেদনা মর্থে ব্যবহাব করা হয়ে থাকে।

অকুশল চিত্তে উপেক্ষা (stolid) আবেগহীনতার ভূমিকা গ্রহণ করে কারণ ইহা অজ্ঞানতা প্রস্ত। অহেত্ক বিপাক চিত্তে যেমন ইন্দ্রিয় সচেতনতায় (sense-impression) উপেক্ষা অর্থে সাধারণ উপেক্ষা বেদনাকে ব্ঝায় যাব কোন নৈতিক মূল্য নেই। অহুক্থ-ম-অমুথ পুবোপুবি এ অর্থেই ব্যবহৃত ইয়। উপেক্ষা যথন কামারচব শোভন চিত্তে মুপ্ত থাকে ভংন তার অর্থ এরপ একটি ব্ঝায—সাধারণ আবেগহীনতা (কিন্তু ইহা stolid জাতীয় নয় কারণ সেখানে অজ্ঞানতা নেই), সাধারণ উপেক্ষা বেননা ওংমুক্যহীনত, পক্ষপাতিছহীন বেননা, (stoic) উদাসীনতা এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা। ধ্যান চিত্তের উপেক্ষা হল—সমাধি বা ধ্যানজ্ঞ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা।

বা মধ্যস্থতা। ইহা নৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক উভয়প্রকার (প্রথম পরিচ্ছেদে ৪২নং ব্যাখ্যা দেখুন।

আবৰ বিস্তৃতার্থে বেদনা পাঁচ প্রকারে বিভক্ত যথা:--

১) সুখ (কায়িক সুখ) ২) সৌমনস্য (মানসিক সুখ)
৩) ছংখ (কায়িক ছংখ) ৪) দৌর্মনস্ত (মানসিক ছংখ) ৫) উপেক্ষা
(নিরপেক্ষতা, মধ্যস্থতা, নিবপেক্ষ বেদনা)।

পরিণাম দৃষ্টিতে সকল প্রকার বেদনাই মানসিক কারণ বেদনা একটি চৈতসিক। তবে সুথ এবং ছঃখ অনুসারে বেদনাকে ভাগ করা হয়েছে।

৮৯ প্রকার চিত্তের মধ্যে কেবলমাত্র ছুইটি চিত্ত স্থুখ এবং ছঃখের সঙ্গে সম্প্রাক্ত। তারমধ্যে একটি স্থুখ-সহগত কায় বিজ্ঞানের সঙ্গে এবং অপরটি ছঃখ-সহগত কায় বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই ছুইটি (পূর্বজন্মকৃত) কুশল এবং অকুশল কর্মের ফলস্থবাপ বিপাক্চিত্ত।

দৃষ্টান্ত স্বৰূপ বলা যায়—মূহস্পর্শ স্থুখ সঞ্চার কবে এবং অপর পক্ষে স্থু চিবিদ্ধ হলে হঃখ অনুভূত হয়। এ সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির উক্ত হুই প্রকার চিত্তের (উৎপত্তিব) অনুভূতি হয়।

এখন নৃতন প্রশ্ন হতে পারে—কেবলমাত্র স্থুখ এবং ছংখ কায়বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত কেন ? অন্ত ইন্দ্রিয় সংস্পর্শগুলি কায়বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত নয় কেন ?

মিষ্টার আউঙ্গ তাঁর অভিধর্মার্থ সংগ্রহের অন্ধরাদ গ্রন্থের ভূমিকায় তার যথার্থ উত্তর প্রদান কবেছেন :—

(কায়)স্পর্শেন্ডিয়েই কেবল প্রকৃত সুখ এবং ছংখ সহগত; অন্ত চার ইন্দ্রিয় স্পর্শ উপেক্ষা সহগত। এই একক বৈশিষ্ট স্পর্শেন্ডিয়ের ক্ষেত্রে আরোপ করা হয়েছে কারণ অন্তান্ত (চার) ইন্দ্রিয় এবং তাদের বিষয়ের সঙ্গে প্রসাদব্যপের যে সংঘর্ষণ হয় তা উভয়ের নিতান্ত দেহের দ্বিতীয় পর্যায়ের গুণ (অর্থাৎ তা সংঘর্ষণাকারে উৎপন্ন হয় না) তাই তা কায়িক সুখ অথবা ছংখ উৎপাদন করার মত শক্তিসম্পন্ন নয়। কিন্তু (কায়) স্পর্শের ক্ষেত্রে এক বা অন্ত বা তিন মহাভূতের সঙ্গে (যথা— স্থান বা পৃথিবী ধাতু, উঞ্চতা-শীতলতা বা তেজো ধাতু, চাপবেগ বা বাযুধাতু) যে স্পর্শ হয় তা অন্থভববারীর দেহে সেই মহাভূতের এতিক্রিয়া সাধনের পক্ষে শক্তিসম্পন্ন। নেহাই এর উপব কার্পাস স্থাপন করলে যেমন নেহাই এব কোন প্রতিক্রিয়া হয় না কিন্তু হাতুড়ি দ্বারা নেহাই এর উপরিস্থ কার্পাস আঘাত করলে তাতে কার্পাস নেহাই এর উপর বাধা সৃষ্টি করে (compendium of philosophy p. 14.)

স্পর্শের ক্ষেত্রে সংঘর্ষ অতি প্রবল। মহাভূতত্রয়ের যথা পঠবি
(বিস্তৃতি), তেজা (উফতা-শীতলতা) এবং বায়ো (বায়ৄ) (আপো
বা সংসক্তিকে স্পৃশ্য নয় বলে বাদ দিয়ে) প্রভৃতির সংঘর্ষ দেহে
প্রবলাকারে এবং প্রত্যক্ষরপে হয়ে থাকে। ফলে হয়ত সুখ নয়ত
হঃথ অনুভূত হয়। দর্শন, প্রবণ, ভ্রাণ এবং স্বাদ গ্রহণ কালে নামমাত্র
সংঘর্ষ হয়। তার ফলে যে অনুভূতি হয় তা সুখও নয়, হঃখও নয়।

যদিও এসকল ইন্দ্রিয় সংস্পর্শ সুখ, ছংখ বা উপেক্ষা বেদনা কিন্ত জ্ববন চিত্ত বীথি তৎকরণযুক্ত হলেও তদ্বারা অনুবাপ অনুভূতি উৎপন্ন হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

দৃষ্টান্ত স্বৰূপ বলা যায়: পাযে পাথর খণ্ডের আঘাত বশতঃ
বৃদ্ধের চৃঃথসহগত কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে কিন্তু তাঁর চিন্তবীথিতে আঘাতের কারণে তাঁব জ্বন চিন্ত কৃত্য যে প্রতিষসম্প্রযুক্ত
হবে তার কোন কাবণ নেই। চৃঃখদ্বাবা অভিভূত না হয়ে তিনি তখন
সম্পূর্ণ উপেক্ষা সহগত ছিলেন। তাঁর চিন্ত স্রোতে উপেক্ষা অরুভূতি
অন্তর্নিহিত ছিল। অনুৰূপভাবে একজন প্রদাশীল বিজ্ঞ বৌদ্ধের বুদ্ধ
দর্শনে স্বতঃকুর্ত ভাবে উপেক্ষা সহগত চক্ষু বিজ্ঞান উৎপন্ন হবে কিন্তু
তাঁর জ্বন চিন্ত হবে কুশল সংযুক্ত। তাঁব অন্তর্নিহিত অনুভূতি হবে
সৌননস্ত সহগত (প্রসন্মতা, সৌননতা সংযুক্ত)।

এই সৃক্ষা বিষয়টি সম্পূর্ণকপে উপলব্ধি করতে হবে।

সৌমনস্থ (স্থমনতা) একং দৌর্মনস্থা (ছর্মনতা) সম্পূর্ণ মানসিক -ব্যাপার।

এই পাঁচ প্রকার বেদনাকে তিন প্রকার বেদনায, তিন প্রকার

বেদনাকে ছই প্রকার বেদনায় এবং ছই প্রকার বেদনাকে এক প্রকার বেদনায় পর্যবসিত করা যায় ঃ—

- স্থ+ সোমনস্স; উপেক্থা; ছক্থ+ দোমনস্স
- ২. সুখ ; উপেক্খা ; তৃক্খ
- ৩. সুধ তৃক্খ
- ৪. তুক্খ

(উপেক্ষা তুঃখের অন্তর্ভুক্ত এবং সুখ শেষপর্যন্ত তুঃখের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে)।

(৪) স্থ—কায়িক স্থাকে মানসিক স্থা (সোমনস্ম) থেকে পৃথকরূপে জানতে হবে। সেরপ ছঃখকে (কায়িক ছঃখকে) মানসিক ছঃখ (দোমনস্ম) থেকে পৃথকরূপে জানতে হবে। একটি মাত্র চিত্ত স্থা-সহগত। সেরপ একটিমাত্র চিত্ত ছঃখ-সহগত। উভয়ই কুশল (স্থু) বা অকুশল (কু) কর্মের ফল।

বৃদ্ধ যখন দেবদন্ত থের দ্বারা আহত হলেন তথন তিনি ছঃখ-সহগত কায়বিজ্ঞান অনুভব করেছিলেন। ইহা তাঁর পূর্বজন্মকৃত অকুশল কর্মেব ফল। যখন আমরা কোন কোমল আসনে উপবেশন করি তখন আমরা মুখ-সহগত কায়বিজ্ঞান অনুভব করি। ইহা পূর্বজন্মকৃত কুশল কর্মের ফল। সকল প্রকাব কায়িক ছঃখ এবং সুখ পূর্বজন্মকৃত কর্মের জনিবার্য ফল।

- (৫) পাঠকগণ লক্ষ্য বরবেন যে স্থ-সহগত চিত্ত অন্থ সকল প্রকাব চিত্তকে অভিক্রম বরে। একারণে ব্যক্তিগত জীবনে হৃঃখের চেয়ে স্থেক্ষণ অধিক অন্থভূত হয়। এই উক্তি 'জীবন ছৃঃখমর' এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাচ্ছেনা। এখানে হৃঃখকে হৃঃখবেদনা রূপে ব্যবহার করা হয়নি ভবে পীছন (গীল্লন) অর্থে ব্যবহার কবা হয়েছে। ধর্মচক্র প্রবর্তন স্ত্তের হৃঃখ বর্ণনা পাঠ বরলে এবিষয়ে পরিষ্কার ধাবণা হবে।
- (৬) যথা চাব প্রকার কুশল ধ্যান, চার প্রকার বিপাক্ ধ্যান, চাব প্রকার ক্রিয়াধ্যান এবং বিভ্রম লোকোত্তব ধ্যান

(8+8+8+0×=88)I

(৭) ছই প্রকার প্রতিঘ-সম্প্রযুক্ত চিত্তে সৌমনস্থ বিভ্যমান। যখন আমরা রাগান্বিত হই তখন দৌর্মনস্থ অনুভব করি।

যেখানে প্রতিষ সেখানেই কি দৌর্মনস্থ বিজ্ঞান ? হাঁ, তা স্থুল বা স্ক্ষারূপে থাকে (এ সম্বন্ধে প্রথম পরিচ্ছেদের ১০ নং ব্যাখ্যা দেখুন)।

(৮) যথা ৬ অকুশল, ১৪ অহেতুক, ১২ শোভন, ৩ বাপধ্যান, ১২ অবপধ্যান, ৮ লোকোত্তর = ৫৫.

২. হেতুসঙ্গহো

- 8. হেত্সঙ্গহে হেত্ নাম লোভো দোসো মোহো

 অলোভো অদোনো অমোহো চা'তি ছব্বিধা ভবন্তি।

 তথ পঞ্চারাবজ্জনদিপঞ্চিত্র গ্রাণ
 সম্পটিচ্ছন-সন্তীবণ-বোথপন
 হসন-বসেন অট্ঠারস অহেতুকচিত্রানি নাম।

 সেসানি সব্বানি'পি একসন্ততি চিত্তানি সহেতুকান' এব।

 তথ'পি দ্বে মোম্হচিত্রানি এব হেতুকানি।

 সেসানি দস অকুসলচিত্রানি চ'এব গ্রাণবিপ্পযুত্রানি

 দ্বাদস কামাবচরসোভনানি চা'তি

 দ্বাবীসতি দ্বিহেতুক্চিত্রানি।

 দ্বাদশ গ্রাণসম্পযুত্ত-কামাবচরসোভনানি চ'এব পঞ্চবিংস মহগ্গত্তলোক্তরচিত্রানি চে'তি সত্ত চত্তালীস

 ভিহেতুক্চিত্রানি।
- লোভো দোসো চ মোহো চ হেতু অকুদলা তথা।
 অলোভাদোসামোহো চ কুদলাব্যাকতা তথা
 অহেতুকট্ঠাবদ' একহেতুকা ছে ত্বীসতি
 দ্বিহেতুকা মতা সত্তভোলীস তিহেতুকা।
 - ২ চিত্তের হেতু সংগ্রহ
- 8. চিত্তের হেতু সংগ্রহে (৯) হেতু ছব প্রকার যথা লোভ, দ্বের, মোহ, জলোভ (দান), জদ্বের (মৈত্রী), জমোহ প্রভা)।

তন্মধ্যে আঠার প্রকার চিত্ত অহেতুক (১০) যথা পঞ্চারাবর্তন, দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান, সম্প্রতীচ্ছন, সন্তীরণ, ব্যবস্থাপন এবং হসিতোৎপাদ।

অবশিষ্ট একাত্তর (১১) প্রকার চিত্ত অহেতুক। তাদের মধ্যে ছই প্রকার মোহ-মূলক চিত্ত (১২) একহেতুক। অবশিষ্ট দশ প্রকার অকুশল (১৩) এবং বার প্রকার (১৪) জ্ঞানবিপ্রযুক্ত শোভন কামাবচর চিত্ত সর্বমোট বাইশ চিত্ত দ্বিহেতুক।

বার প্রকার জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কামাবচর শোভন চিন্ত (১৫) এবং প্রাত্ত্রশ প্রকার মহদ্গত এবং লোকোত্তব চিন্ত সর্বমোট সাতচল্লিশ চিন্ত ত্রিহেতুক।

৫. লোভ, দ্বেষ, মোহ—এই তিনটি অকুশল হেতৃ। অলোভ,
 অন্বেষ, অমোহ—এই তিনটি কুশল এবং অব্যাকৃত (১৬)।

ইহা গ্রদয়ঙ্গম কবতে হবে যে আঠাব প্রকার চিত্ত অহেতুক। তহতু ছই চিত্ত এক হেতুক, বাইশ চিত্ত দ্বিহেতুক এবং সাতচল্লিশ চিত্ত ত্রিহেতুক।

বাখা—

৯. প্রথম পরিচ্ছেদে ৯ নং ব্যাখ্যা দেখুন। হেতু সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে জানতে হলে 'ধন্মসঙ্গণি'র হেতু:গাচ্ছকং Section 1053-1083; Buddhist Psychology PP. 274—287 দেখুন।

অখসালিনী অনুসাবে হেতু চার প্রকার :—

- ক. হেত্—হেতু, মূল হেতু বা মূল প্রতায়। তিন কুশল হেতু, তিন অকুশল হেতু এবং তিন অব্যাক্ত (অব্যক্ত) হেতু বিভাষান। এখানে হেতুকে মূল বাপে ধরা হয়েছে।
- খ. প্রত্যয়-হেতু, কারণ নাপ প্রত্যয় বা সাহায্যকারী কারণ।
 'হে ভিক্ষুগণ! চার মহাভূতই নাপস্কন্ধের উৎপত্তির হেতু এবং
 প্রত্যয়'। এখানে হেতু অর্থে প্রত্যয়হেতু বুঝায়।

হেতু এবং প্রত্যয়ে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিগ্রমান। প্রথমটি মূলকে নির্দেশ করে এবং পরেরটি সাহায্যকারী ধর্ম (উপকারক ধন্ম) কে নির্দেশ করে। হেতুকে বৃক্ষমূলের সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং প্রভায় হল বুক্ষের সার, জল, মাটি ইত্যাদি বৃদ্ধিকারী উপাদান।

এ পার্থক্য বিশেষকপে জানতে হবে।

ইহাও লক্ষ্য করতে হবে যে কোন কোন সময় হেতৃ এবং প্রভ্যয়কে একার্থ বোধক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

গ. উত্তম-হেতু, মুখ্য কারণ বা প্রত্যায়।

কোন বাঞ্ছনীয় বিষয় কুশল ফল উৎপাদনে উত্তম কারণকপে কাজ করে এবং অবাঞ্ছনীয় বিষয় অকুশল ফল উৎপাদনে কাজ করে। এখানে উত্তম-হেতু অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ. সাধারণ হেতু, সাধারণ কারণ বা প্রত্যেয়।

অবিচ্ছা সংস্কারের (স্বেচ্ছাকৃত কর্মের) হেতু এবং প্রত্যেয়।

এখানে হেতুকে সাধারণ কারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

মাটি এবং জল, মিষ্টিহ ও কটুছ উভয় গুণ ধারণ করে সেবপা

অবিচ্ছা স্বেচ্ছাকৃত কর্মের সাধারণ হেতু।

যদিও পালি সাহিত্যে হেতু বিভিন্ন অথ ধাবণ করে তবে এ বিশেষ ক্ষেত্রে (হেতু) নিদিষ্ট 'মূল' অর্থবাহক।

১০. সবল অহেতুক চিত্ত সকল প্রকার হেতুবিহীন। স্থৃতরাং তারা কুশলও নয় অকুশলও নয় বরঞ অব্যাকৃত (কুশল—অকুশল হিসাবে অব্যক্ত)।

তাদের সাত চিত্ত (পূর্বজন্মকৃত) অকুশলের বিপাক (ফল), আট । চিত্ত (পূর্বজন্মকৃত) কুশলের বিপাক এবং অপর ভিনটি ক্রিয়া চিত্ত মাত্র। (প্রথম পরিচ্ছেদের ২৩, ২৪, ২৫, ২৬নং ব্যাখ্যা দেখুন।

- ১১. অর্থাৎ ৮৯-->৮= 95 I

করা হয। বিচিকিৎসা প্রথম মার্গুলাভে এবং ঔদ্ধত্য চতুর্থমার্গ লাভে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।

- ১৩. প্রথম আট প্রকার অকুশল চিত্ত লোভ এবং মোহেব সঙ্গে যুক্ত এবং তার পরেব ছইটি চিত্ত দ্বেষ এবং মোহের সঙ্গে যুক্ত। ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে মোহ সর্বপ্রকার অকুশল চিত্তের সঙ্গে যুক্ত থাকে।
- ১৪. বার জ্ঞান বিপ্রযুক্ত, কামাবচর শোভন চিত্ত দ্বিহেতুক অর্থাৎ আলোভ এবং অদ্বেষ সম্প্রযুক্ত। এই ছই হেতু কুশন চিত্তে সংযুক্ত থাকে।
- ১৫. অবশিষ্ট জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কামাবচর শোভন চিত্ত ত্রিহেতৃক অর্থাৎ অলোভ, অন্বেষ, অমোহ সংযুক্ত।

অনুবপভাবে ১৫ বর্পাবচর চিত্ত, ১২ অবপাবচর চিত্ত এবং ৮ লোকোত্তর (১৫+১২+৮=৩৫) সর্বদা ত্রিছেতুক।

নপলোকে বা অনপলোকে অকুশল হেতুযুক্ত অকুশল চিন্তা উৎপন্ন হয় না এমন নয়। এক্ষেত্রে ইহাই জোর দিয়ে বলা হচ্ছে যে উচ্চতর অকুশল হেতু বিঅমান থাকতে পারে না।

অস্তান্ত কুশল চিত্তের স্থায় লোকোত্তর চিত্তে যদি তিন কুশল হেতু বিগ্রমান থাকে তবুও তারা পুনর্জন্ম প্রদান শক্তিহীন।

(১৬). অব্যাকত, (অব্যাকৃত) সাধারণত অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত অর্থে ব্যবহার করা হয়। বিপাক এবং ক্রিয়া উভয়ের প্রতি অব্যাকৃত শব্দ প্রয়োগ করা হয়। বিপাক নিজেই ফল (বা বিপাক) তাই ফল প্রদানে অস্মর্থ। ক্রিয়া কোন ফলই প্রদান করে না। বপ (জড় পদার্থ) ও অব্যাকৃত কাবণ ইহাও কোন কর্মফল প্রদানে অসম্থা।

অংহতুক—হেতুহীন চিত্ত = ১৮ এবহেতুক—এক হেতুযুক্ত চিত্ত = ২ দ্বিহেতুক—ছই হেতুযুক্ত চিত্ত

্ অ্কুশল্ – ১০

কুশল = ১২

ত্রিহেতুক—তিন হেতুযুক্ত চিত্ত

শোভন= ১২

মহদ্গত=২৭

লোকোত্তব= ৮

সর্বমোট = ৮৯

৩, কিচ্চ সঙ্গহো

কিচ্চ-সঙ্গহে বিচ্চানি নাম পটিস্বি-ভবজাবজ জন-দস সন-স্বন-ঘায়ন-সাযন-ফুসন-সম্পটিচ্ছন – সন্তীবণ-বোত্থপন-জবন-তদারম্মণ-চুতিবসেন চুদ্দস্বিধানি ভবন্তি। পটিদন্ধিভব্সাবজ্জনপঞ্বিঞ্ঞাণট্ঠানাদিবসেন পন তেসং দসধা ঠানভেদো বেদিভব্বো। ত্থ দে উপেক্থাসহগত সন্তীরণানি, চ' এব অট্ঠ মহাবিপাকানি চ নব ৰূপাৰূপ্বিপাকানি চ' ইভি একুনবীসভি চিজ্ঞানি পটিসন্ধি-ভবজ-চুতিকিচ্চানি, নাম। আবন্ধ জনকিচ্চানি পন ছে। তথা দস্সন-সবন ঘাষন-সা্যন-ফুসন-সম্পটিচ্ছন কিচ্চানি চ। ত্ৰীনি সন্তীবণ্কিচ,চানি। মনোদাবাবজ জনম্' এব পঞ্চাবে বোখপনকিচ্চং সাধেতি। আবজ্জনদ্বয-বজ্জিতানি কুসলাকুসলক্ৰিয়াচিত্তানি পঞ্চপধাস জবনকিচচানি।

ষ্ট ঠমহাবিপাকানি চে' এব সন্তীরণত্তযংচ' তি একাদস তদারম্মণ--কিচ্চানি।

তেম্ব পন দে উপেক্থাসহগতসম্ভীরণচিত্তানি পটিসন্ধি-ভবঙ্গ-চুতি--তদারম্মণ-সম্ভীরণ-বসেন পঞ্চ কিচ্চানি নাম।

মহাবিপাকানি অট্ঠ পটিসান্ধ-ভবঙ্গ-চুতি-তদারম্মণ-বসেন চতুকিচ্চানি।

মহগ্ গতবিপাকানি নব পটিসন্ধি-ভবঙ্গ-চুতিবসেন তািকচ্ চানি নাম।
সোমনস্স-সহগতং সন্তীরণ-তদালস্বনবসেন তুকিচ্চং।
তথা বােখপনঞ্ চ বােখপনাবজ্জনবসেন।
সেসা পন স্বানি পি জ্বন-মনােধাতৃত্তিক-পঞ্চবিঞ্ঞাণানি যথাসম্ভবং এক কিচানী তৈ।

পটিসন্ধাদযো নাম কিচ্চভেদেন চুদ্দস
দসধা ঠানভেদেন চিত্ত্বপ্পাদা পকাসিতা।
অট্ঠসট্ঠি তথা দে চ নবট্ঠদে যথাক্কমং
একদ্বিভিচত্বপঞ্কিচ্চট্ঠানানি নিদ্দিসে।

৩. চিত্তের কৃত্য সংগ্রহ

- ৬. চিত্তের কৃত্য সংগ্রহে (১৭) চিত্তের কৃত্য বা কার্য চৌদ্ধ প্রকার যথা:—
- ১. প্রতিসন্ধি (পটিসন্ধি) (১৮), ৮. স্পর্শ (ফুসন) (২১),
- ২. ভবাঙ্গ (ভবঙ্গ) (১৯), ১. সম্প্রতীচ্ছন (সম্পটিচ্ছন)(২২),
- ৩. আবর্তন (আবজ্জন) (২০), ১০. সম্ভীরণ (সম্ভীরণ) (২৩),
- ৪. দর্শন (দস্সন), ১১. ব্যবস্থাপন (বোল্পন) (২৪),
- ৫. শ্রবণ (সবণ),১২. জবন (জবন) (২৫)
- ও. ভাণ (ঘাষন), ১৩. তদালম্বন (তদারম্মণ) (২৫),
- ৭. আস্বাদন (সাযন), ১৪. চ্যুতি (চুতি) (২৭), চিত্তের চৌদ্দ প্রকার কার্যকে 'স্থান' ভেদে ভাগ করলে (২৮)
- তা দশ প্রকার হয় যথা ১. প্রতিসন্ধি ২. ভবাঙ্গ ৩. আবর্তন
- 8. পঞ্চকৈয়ই বিজ্ঞান এবং অক্সগুলি।

উনিশ প্রকার চিত্ত প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতিকৃত্য সম্পাদন করে। তা হল:—১. তুই প্রকার উপেক্ষা-সহগত সম্ভীরণ চিত্ত (২৯) ২. আট মহাবিপাক চিত্ত (৩০) এবং ৩. নয় রূপ এবং অরূপ বিপাক চিত্ত (৩১)। (২+৮+৯=১৯)।

তুই চিত্ত আবর্তন কৃত্য সম্পাদন করে (৩২)।

সেরপ ছই চিত্ত (৩৬) দর্শন, শ্রবণ, আগ, আস্বাদন, স্পর্শন ও সম্প্রতীচ্ছন কৃত্য সম্পাদন করে (৩৪)।

তিন চিত্ত সন্তীরণ কৃত্য সম্পাদন করে (৩৫)। মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত একাই পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দ্বারে (চিত্ত-বীথিতে) ব্যবস্থাপন্ কৃত্য (অর্থাৎ পঞ্চ-দ্বারিক আলম্বন জ্বনস্থানে কিব্রপে ব্যবহার হবে ভার ব্যবস্থা করে, (৩৬) সম্পাদন করে।

ছই আবর্তন চিত্তবর্জিত (৩৭) পঞ্চান্ন প্রকার (৩৮) অকুশল, কুশল ফল এবং ক্রিয়া চিত্ত জবনকৃত্য সম্পাদন করে।

আট মহাবিপাক চিত্ত এবং তিন সম্ভীরণ চিত্ত অর্থাৎ ১১ চিত্ত (৩৯) তদালম্বন কৃত্য সম্পাদন করে।

তিন সন্তীরণ চিত্তের মধ্যে ছই উপেক্ষা হহগত সন্তীরণ চিত্ত পাঁচ প্রকার কৃত্য সম্পাদন করতে পারে যথা প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ, চ্যুতি, তদালম্বন এবং সন্তীরণ।

আট মহাবিপাক চিত্ত চার কৃত্য সম্পাদন করতে পারে যথা প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ, চ্যুতি এবং তদালম্বন।

নয় প্রকার মহদ্গত বিপাক চিত্ত তিন কৃত্য সম্পাদন করতে পারে যথা প্রতিসন্ধি, তবাঙ্গ, এবং চ্যুতি (১০)।

সেমন্স্র সহগত সন্তীরণ চিত্ত সন্তীরণ ও তদাব্দমন এই ছই কৃত্য সম্পাদন করে।

সেরপ ব্যবস্থাপন চিত্ত (৪১) ছই কৃত্য সম্পাদন কবে যথা ব্যবস্থাপন এবং আবর্ডন।

অবশিষ্ট চিত্তগুলি—জ্বন, তিন মনোধাতু (৪২) এবং দ্বিপঞ্চ-১০ বিজ্ঞান মাত্র এক একটি কৃত্য প্রত্যেকে উৎপত্তি কা**লে সম্পাদন** করতে পাবে।

৭. কৃত্য সংখ্যা চৌদ্দ—প্রতিসন্ধি ইত্যাদি ভেদে এবং স্থানভেদে কুত্যসংখ্যা দশ প্রকার হয়।

ইহা বর্ণিত হযেছে—৬৮ চিন্ত এককৃত্য, ছই চিন্ত ছই কৃত্য, নয় চিন্তু তিন কৃত্য, আট চিন্তু চার কৃত্য এবং ছই চিন্তু পাঁচ কৃত্য সম্পাদন করে।

ব্যাখ্যা:--

(১৭) কৃত্য: প্রথম পরিচ্ছেদে জাতি (প্রকৃতি) এবং ভূমি ভেদে চিত্তের শ্রেণী ভাগ করা হয়েছে, এই পরিচ্ছেদে ৮৯ প্রকার চিত্তের বিভিন্ন কৃত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যেক চিত্ত এক নির্দিষ্ট কৃত্য সম্পাদন করে। কোন কোন চিত্ত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন যোগ্যতাত্মসারে নানা প্রকার কৃত্য সম্পাদন করে। সকল চিত্ত সর্বমোট চৌদ্দ প্রকার কৃত্য বা কর্ম সম্পাদন করে।

(১৮) পটিসন্ধি (প্রতিসন্ধি) সাধারণ অর্থে পুনর্জন্মকে বুঝায।
মাতৃগর্ভে উৎপত্তিক্ষণে যে চিত্ত উৎপন্ন হয় (বা অনুভূত হয়)
তাকে প্রতিসন্ধি চিত্ত বলা হয়। ইহাকে এ নামে অভি ইত করার
কারণ—ইহা অতীতকে বর্তমানেব সঙ্গে সংযোগ করে।

এই প্রতিসন্ধি চিত্তকে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানও বলা হয়। এই প্রতি-সন্ধি বিজ্ঞান মৃত্যুক্ষণে প্রবল চিন্তা দ্বাবা প্রভাবিত হয় এবং (মনঃপথে উদিত) সেই চিন্তাকে বর্তমান জন্মেব জীবন স্লোত (বা জীবন প্রাপ্তির) তিংসবপে অভিহিত করা হয়। এক জীবন প্রবর্তন কালে মাত্র একটি প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপন্ন হয়। ভবাঙ্গ নিহিত মনোবৃত্তি এক জীবন প্রবর্তন কালে অসংখ্যবার উৎপন্ন হয় এবং শেষ মৃত্যুক্ষণে মাত্র একবার চ্যুতি চিত্ত উৎপন্ন হয়। চ্যুতি চিত্ত এবং প্রতিসন্ধি চিত্ত অভিন্ন। তি ১৯. ভবাঙ্গ: ভব + অঙ্গ = জীবনের অঙ্গ বা অনিবার্য কারণ বা জীবনের প্রত্যয় ('Condition of existence)।

এক নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তি মাত্র একটি চিত্তক্ষণ অনুভব করে। তার নিকট উৎপন্ন হয়)। ছই চিত্তক্ষণ সহ-অবস্থান করেনা।

প্রতিটি চিত্তক্ষণ কোন প্রকার বিষযের সঙ্গে যুক্ত (বা জড়িত) থাকে। কায়িক বা মানসিক কোন বিষয় (বা আলম্বনেব) অমুপস্থিতিতে চিত্ত (মন) উৎপন্ন হতে পারে না।

বখন কোন ব্যক্তি গভীর স্বপ্নহীন নিজামগ্ন থাকে তখন যে চিত্ত অনুভূত হয তা সক্রিয় নয বরঞ্চ নিজ্রিয়। এই চিত্তক্ষণ মাতৃগর্ভে প্রবেশ এবং মৃত্যুক্ষণেব চিত্তের অনুকাপ অনুভূতি। এই প্রকার চিত্তকে অভিধর্মে ভবাঙ্গ বলে। অক্যান্স চিত্তের ক্যায় ইহারও তিনটি পর্যায় আছে যথা উৎপত্তি (উপ্পাদ), স্থিতি (ঠিতি) এবং ভঙ্গ (ভঙ্গ)। উৎপত্তি এবং প্রতিক্ষণে বিনাশ (ভঙ্গ) কপে ইহা একটি স্রোতের মত প্রবাহিত হয় এবং কোন সময় তুই ক্রম-মৃত্তুর্তে বা ক্ষণে এক প্রকার থাকে না।

যখন কোন বিষয় বা আলম্বন (চিন্ত) স্রোতে প্রবেশ করে তখন ভবাঙ্গ চিন্ত আবর্তিত বা আন্দোলিত হয় এবং অমুভূত বিষয় অমুযায়ী অহা প্রকার চিন্ত উৎপন্ন হয়। এবাপে ভবাঙ্গ চিন্তস্রোতের অভিজ্ঞতা কেবলমাত্র গভীর স্বপ্রহীন নিজা অবস্থায় নয় বরঞ্চ আমাদের ভাগ্রত অবস্থায়ও অস্থান্ত চিন্তের চেয়ে অধিকরণে আমরা অমুভব করি। স্থ্রাং ভবাঙ্গ আমাদের জীবনেব এক অনিবার্য অঞ্গ বা কারণ।

মিসেস রাইস ডেবিড ্স এবং আউঙ্গসান ভবাঙ্গকে Leibniz (লাইবনিজ্জ) এর 'স্বপ্রহীন নিজায় চিত্তের চেতনাহীন একপ্রকার ' বহস্তময অমুভূতির সঙ্গে তুলনা করেছেন'।

এ অভিমতের সঙ্গে একমত হওয়া সম্ভব নয় কারণ ভবাঙ্গও এক প্রকাব চিত্ত এবং রহস্থময় অনুভূতি বলতে এখানে কিছু নেই।

কেহ কেহ ভবাঙ্গকে অবচেত্ন মনের **অভিন্ন** ৰূপ বলে ব্যাখ্যা ্ করেছেন। দর্শনের অভিধান অনুসারে অবচেতন মনেব অর্থ হল—'চেতন মনের নিচুস্তরে অবস্থিত এক মনঃকক্ষ' ইহাই মুনুস্তাত্ত্বিক,এবং দার্শনিক-গণের ব্যাখ্যা। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতানুসারে চেতন মন এবং অবচেতন মন একত্রে সহ-অবস্থান করে। অভিধর্ম অনুসারে কোন তুই মন সহ-অবস্থান করে না। ভবাঙ্গও মনের অনুস্তর নয়।

অভিধর্মার্থ সংগ্রহেব অনুবাদ গ্রন্থে মিষ্টার আউঙ্গসান ইহার আবত্ত ব্যাখ্যা করেছেন তা একপ: 'ভবাঙ্গ অবচেতন মনের ক্রিয়াকে (বা মুহূর্তকে) বুঝায়! এ কাবণে চেতন মনের প্রবেশস্থলেব নিম্নস্থিত অবস্থাই অবচেতন মন যদ্ধারা আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের ব্যক্তিগত অন্তিথ অনুভব করি।' এই ব্যাখ্যা F. W. Mayr' এর অব্যক্তচৈত্ত্য (Subliminal Consciousness)' শব্দের সঙ্গে কিছুটা মিল আছে।

দর্শনের অভিধানের ব্যাখ্যা অনুসারে subliminal [sub, under-(নিচে)+limin, the threshold (প্রবেশ পথ)] অর্থাৎ মানসিক অচৈতত্ত অনুভূতি যা চেতন মনের প্রবেশ পথের নিচে অবস্থান করে। প্রকৃতপক্ষে ভবান্ধ অব্যক্ত চৈতত্তের অনুরূপণ্ড নয়।

একারণে ইহা অনুমিত হয় যে পাশ্চাত্য দর্শনে ভবাঙ্গের কোন স্থান নেই।

ইহাকে ভবান্ধ (ভবের বা অন্তিছের অঙ্গ) বলা হয একারণে যে ইহা ক্রমাগত ব্যক্তি স্থিতির বা অন্তিছের এক প্রয়োজনীয় অঙ্গ বা কারণ।

যথন মন বাহিবেব কোন বিষয় গ্রহণ করে না তথন ব্যক্তি ভবাঙ্গ চিত্তের (অস্তিষ্ক) অনুভব করে। চিত্তবীথি উৎপত্তির পরক্ষণেও ভবাঙ্গ চিত্তং উৎপন্ন হয়। তথন ভাকে বীথিমুক্ত (চিত্ত) বলা হয়। কোন

১, পৃ: ২৬৬.

২০ স্বয়ুপ্তি: উপনিবদে উক্ত গভীর নিজা। এ অবস্থায় মন এবং ইন্দ্রিয় পাকে। রাধাকুফন Indian Philosophy গু ২৫৮.

কোন সময় ইহা ছই চিত্তবীথির মাঝধানে ভবাঙ্গ বাপে কাজ করে (অর্থাৎ তথন ভবাঙ্গ বিরাজ করে)।

Life Continuum' ভবাঙ্গ শব্দের নিকটতম ইংরেজী শব্দকণে ব্যবহার করা যায়।

বিভাবনী টীকা অনুসারে ভবাঙ্গ নিম যুগলের মধ্যিখানে উৎপর হয় :—

- প্রতিসন্ধি এবং আর্বজন (আর্বজন) ২. জবন এবং আর্বর্তন।
 ত তদালম্বন এবং আর্বজন ৪. ব্যবস্থাপন এবং আর্বর্তন, কখনও কখনও
 জবন এবং চ্যুতি এবং ৬ তদালম্বন এবং চ্যুতি।
- ২০. আবজন (আবর্তন), উন্মুক্ত হওয়া বা কিছুর প্রতি আবর্তন যখন কোন বিষয় ভবান্ধ চিত্ত:স্রাতে প্রবেশ কবে তথন যে চিত্তক্ষণ পরক্ষণে প্রবাহিত হয় তাকে ভবান্ধ-চলন বলা হয়। তার পরক্ষণে অপর চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয় এবং তাকে ভবান্ধ উপচ্ছেদ বলা হয়। তবাঙ্গ স্রোতের ক্রতগতি হতে কোন বহির্বিষয় ভংক্ষণাৎ চিত্তবীথি উৎপন্ন করতে পারে না। মূল ভবান্ধ চিত্তবীথির ধবংস হয়। তথন ভবান্ধ স্রোত বাধা প্রাপ্ত হয়। ভবান্ধের প্রকৃত অবস্থান্তরের পূর্বে ইহা এক চিত্তক্ষণেব জন্ম আবর্তিত হয়। যখন ভবান্ধ উপচ্ছেদ হয় তথন চিত্তকে বিষয়ের প্রতি প্রধাবিত করে এক চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়়। যদি তা কার্যিক বিষয় হয় ভবে সেই চিত্তক্ষণকে পঞ্চদারাবর্জন (পঞ্চদারাবর্তন) বলা হয়। যদি তা মানসিক বিষয় হয় তবে সে চিত্তক্ষণকে মনো-দারাবজ্জন (মনোদারাবর্তন) বলা হয়।

ত রাধাক্তফন বলেন: ভবান্ধ হল অবচেতন মনের অন্তিত্ব বা প্রকৃতপক্ষেইহা মনের নিজিয় অবস্থা বা অন্তিত্ব। ভবান্ধকে বখন ব্যক্তিগতরূপে দেখা বায় তথন ইহা অবচেতন মনের অন্তিত্ব বুঝায এবং বাহ্নিক দৃষ্টিতে ইহাকে নির্বাণ অর্থে বুঝায়। Indian Philosophy গৃ: ৪০৮ - ইহা নিশ্চয়ই বৌদ্ধ মতবাদ নয়। ভবান্ধ জাগ্রত চিত্তেও চিত্তবীথির পরক্ষণে উৎপন্ন হয়। ভবান্ধকে কোন সম্য নির্বাণয়পে অভিহিত করা হয় নি।

আবর্ডনক্ষণের পর ইন্দ্রিয়দ্বার চিত্তবীথিতে পঞ্চ (ইন্দ্রিয) বিজ্ঞানের এক বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

(প্রথম পরিচ্ছেদের ২৭ নং ব্যাখ্যা দেখুন)

ভবাঙ্গ এবং পঞ্চবিজ্ঞান এবং ভবাঙ্গ এবং জবনের মাঝখানে আবর্তন উৎপন্ন হয়।

- ২১. পঞ্চবিজ্ঞান: পঞ্চবিজ্ঞান পঞ্চদারাবর্তন এবং সম্প্রতীচ্ছন চিত্তের মাঝখানে উৎপন্ন হয। দর্শন, শ্রবণ, ভ্রাণ, আসাদন এবং স্পর্শনকে যুক্তভাবে পঞ্চবিজ্ঞান বলা হয়।
- ২২. সম্পটিচ্ছন: সম্প্রতীচ্ছন: পঞ্চযিজ্ঞান এবং সন্তীরণ চিত্তের মাঝখানে সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত উৎপন্ন হয়।
- ২৩ সন্তীরণ: সম্প্রভীচ্ছন এবং ব্যবস্থাপন চিত্তের মাঝখানে সন্তীরণ চিত্ত উৎপন্ন হয।
- ২৪. বোখপন: ব্যবস্থাপন=বি+ খব+ √ঠা, দাঁড়ান, স্থাপন কবা, সম্পূর্ণকপে স্থির বা স্থাপন করা।

এইক্ষণে বিষয়েব প্রকৃতি বা স্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত করা হয়। ইহাই কুশল বা অকুশল উৎপত্তির তোরণ মার্গ। বিচার স্থায় হোক আয় অন্থায় হোক তা এ স্তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সেভাবেই চিত্তবীথি কুশল ও অকুশল রূপ গ্রহণ করে।

্ব্যবস্থাপন চিত্ত বলতে কোন বিশেষ শ্রেণীর চিত্তের বিভ্যমানভা নেই। মনোদ্বারাবর্তন (মনোদ্বারাবৃজ্জন) চিত্তই ব্যবস্থাপন কৃত্য সম্পাদন করে।

সন্তীরণ এবং জ্বন এবং সন্তীরণ এবং ভবাঙ্গ চিত্তের মাঝখানে ব্যবস্থাপন চিত্ত উৎপন্ন হয়।

২৫- জবনঃ জি-ধাতু নিষ্পন্ন, ক্রভবেগে চলন।

এইটি আর একটি অতি গুকত্বপূর্ণ বিষয যার অর্থ সমাক্রপে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন।

সাধারণতঃ জবন 'ফ্রভ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। জ্ববনহংস ফ্রভগামী

হাঁসকে বুঝায়; জবনপঞ্ঞা বা জবনপ্রজ্ঞা বদতে জ্রুত জ্ঞান লাভকে বুঝায়। অভিধর্মে ইহা এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এক্ষেত্রে জবন অর্থে বেগবান গতিকে বুঝায়। ইহাকে এরপ বলার কারণ হল—চিত্তবীথি প্রচলন কালে ইহা একই বা অভিন্ন বিষয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় সাত বা পাঁচ চিত্তক্ষণ পব পর দ্রুত চলতে থাকে। এ সকল চিত্তক্ষণে যে মানসিক অবস্থা বা স্তর উৎপন্ন হয় তা পরম্পর অমুবাপ কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত মৌলিক শক্তি পরস্পর থেকে ভিন্ন।

যখন চিত্ত কোন স্পষ্ট বিষয় গ্রহণ করে তখন এক চিত্তবীথিতে সাধারণতঃ সাত জবনন্ধণ উৎপন্ন হয়, মৃত্যুকালে অথবা বৃদ্ধ কর্তৃক ষমক প্রাতিহার্য (ঋদ্ধি) প্রদর্শন কালে পাঁচ (জবন) চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়। লোকোত্তর জবন বীথিতে এক ক্ষণেব জন্ম মার্গ চিত্ত উৎপন্ন হয়।

এই জ্বন স্তর নৈতিক দিক থেকে খুবই গুক্তপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এই মনস্তাত্ত্বিক স্তরে কুশল এবং অকুশল কর্ম সম্পাদন করা হয়।
চিত্ত্তে মনোজ্ঞ বা অমনোজ্ঞ বিষয় (নিমিত্ত) উপস্থিত হলেও ব্যক্তি তার জ্বন-বীথিকে কুশল বা অকুশল বাপে বাপাস্তরিত করতে পাবে।
দৃষ্টাস্ত স্বৰূপ বলা যায়— যদি কোন শক্রর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তথন মনে
সাধারণতঃ বেষভাব জাগ্রত হয়। একজন বিজ্ঞ এবং সহিষ্ণু ব্যক্তি
অপর পক্ষে তাব প্রতি মৈত্রী পোষণের চিন্তা করতে পারেন। একারুন্ত্রে
বুদ্ধ ধর্মপদে একথা ব্যক্ত করেছেন ঃ—

নিজেই অকুশল কর্ম করে,
নিজেই নিজকে কলুষিত কবে,
নিজেই অকুশল কর্ম থেকে বিরত থাকে,
নিজেই নিজকে পরিশুদ্ধ করে।

অবস্থা, চরিত্রগত অভ্যাস বা প্রবণতা, সামাজিক পরিস্থিতি প্রভৃতি আমাদের চিস্তাকে প্রভাবিত করে, একথা সভ্য। তথন ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্য ঘটনার পরিপ্রৈক্ষিতে যান্ত্রিক পথ অনুসরণ করে। সেই বাহ্যিক শক্তিকে ইচ্ছা স্থাতম্ভ্রা ধারা দমিত করে কুর্মাল এবং অর্কুর্মাল চিন্তা উৎপন্ন করার অবকাশও রয়েছে।

বার্গ্রিক বিষয় নিমিত্তরূপে আসতে পারে তবে আমরাই আমাদের কর্মের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী।

সাত জবন চিত্তক্ষণের মধ্যে প্রথম জবন (অন্তর্নিহিত শক্তি অর্সারে) চ্বঁলত্ম, কারণ ইহাব মধ্যে পূর্বেকার শক্তি ধারণ ক্মতা থাকে না। এই চিত্তক্ষণের কর্মফল ইহ জীবনে ফলপ্রস্থ ইয়। ইহাকে দৃষ্টধর্ম-বেদনীয়-কর্মণ (অর্থাৎ ইহ জীবনে ফলপ্রাদ) কর্ম বলা হয়। ধদি ইহা ফল প্রদান কবতে অক্ষম হয় তবে তা অহোসি কর্মে (ফলহীন কর্মে বা ফল প্রদান শক্তি আগে ছিল এখন নেই, সেই কর্মে) পরিণত হয়। শেষ ভবনটি দ্বিতীয় চুর্বলত্ম জবন কারণ শক্তি ধারণ ক্ষমতা (এর মধ্যে) অনেকটা ক্ষয় হযে গেছে। ইহার ফলদান ক্ষমতা পরবর্তী জীবনে কার্যকরী হয়। ইহা উপপত্ত-বেদনীয়-কর্ম (উপপজ্জ বেদনীয় কর্ম)। ইহা যদি পরবর্তী জীবনে ফল প্রদান না করে তবে অহৌসি বা ফলহীন কর্ম পরিণত হয়। অবশিষ্ট পাঁচ জবন পরিনির্বাণ না হওয়া পর্যন্ত যে কোন সমযে (জীবনে) ফল দান করতে পারে। ইহা অপব-পর্যায়-বেদনীয় কর্ম (অপরাপরিয় বেদনিয় কন্ম)।

ইহা সম্যুক্তরপে হাদহঙ্গম করা প্রয়োজন যে কুশল এবং অকুশল জ্বনগুলি জীবনের সক্রিয় অংশকে নির্দেশ করে (কর্মভব-কন্মভব)।
ইহা ভবিষ্যৎ উৎপত্তিকে (জনকে) প্রভাবিত করে (উৎপত্তিভব-উপপত্তিভব)। তাছাড়াও ফলং এবং ক্রিয়া জ্বন রয়েছে। কেবলমাত্র বৃদ্ধ এবং অর্হংগণের ক্রিয়া জ্বনের অভিজ্ঞতা হয় (হা উৎপন্ন হয়)। ক্রিয়া চিত্তেব স্ব স্ব চেতনা (জন্ম) উৎপত্তি দায়ক কর্মশ্রিকহীন।

১. पिएँठेधन्य त्यपनीय कन्य।

২. ফল: এখানে ফল বিপাক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। লোকোন্তর জ্বন বীথিতে মার্গ চিত্ত তৎপর মূহুর্তে ফলচিত্তে রপান্তরিত হয়।

প্রতিশব্দের অভাবে জবনকে ইংরেজীতে অমুবাদ করা অতীব ক্টিন।

কেহ কেহ জবনের ইংরেজী অমূবাদ 'Apperception' করতে শ্প্রস্তাব দৈন।

দর্শনের অভিধানে Apperception এব সংজ্ঞা হল :---

'মন দারা মনের অন্তর্নিহিত অবস্থার অন্থবোধ বা প্রতিযালন দর্শন'। Leibniz এই সংজ্ঞা প্রবর্তন করেন এবং বলেছেন—Perception (অনুভূতি) হল: বহিবিষযের অন্তর্মনে প্রতিফলন এবং Apperception (অত্যন্তভূতি) হল: চিন্তাদ্বাবা অন্তর্শনের অবস্থার অবগতি। Kant-র মতানুসাবে Apperception এর অর্থ হল: 'ব্যবহারিক আত্মা বা পবিত্রাত্মাব আত্মনচেতনতার একছ।'

জবন শব্দের সমালোচনা করতে গিয়ে মিসেস রাইস ডেভিডস্
বলেনঃ জবন শব্দ নিয়ে আমি কয়েক ঘটা কাটিয়েছি। জবনের
পূর্ণ অর্থবহ একটি শব্দের থোঁজে apperception কে দূরে সবিয়ে
রাখতে চাই এবং জবনকে অনুম্বাদিত রাখলে আমাদের ইংরেজী শব্দ
Javelin শব্দের ভায়ে উচ্চাবণ করা সহজ। ইহা অরণ রাখা উত্তম যে
ইহা একটি মানসিক অবস্থা বা সায়বিক বীথির একটি সমান্তবাল ক্ষণ
যখন কেল্রিয় বৃত্তি কর্তব্য সাধনে বহিমুখী হয়। সিংহলের আচার্যগণ
ইহাকে বেগবান গতির সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। পাশ্চাত্তা মনস্তাত্তিকগণের নিকট ইহা ধীশক্তির ঘনিষ্ট মিলন এবং বৌদ্ধ মনন্তত্তে ইহা
ছন্দ বা ইচ্ছা।

Buddhist Psychology p. 249

Iumpulse (আবেগ) Apperception (অত্যন্তভূতি) থেকে আরও নিম প্রকারের ভাষান্তর।

তাই মিসেস রাইস ডেভিডস্ প্রস্তাব কবেন—ইহাকে (ইংরেজীতে) অন্তবাদ না করে 'জবন' রাখাই উত্তম।

(see Compendium of Philosophy, pp. 42-55, 249.)

বিভাবনী টীকা অনুসারে 'জবন' নিম যুগলের মধ্যে উৎপন্ন হয়:—

- ব্যবস্থাপন এবং তদারশ্বণ (তদালস্বন) ২. ব্যবস্থাপন এবং ভবাঙ্গ ৩. ব্যবস্থাপন এবং চ্যুতি ৪. মনোদ্বারাবর্তন এবং ভবাঙ্গ
 ৫. মনোদ্বারাবর্তন এবং চ্যুতি।
- ২৬. তদালম্বন বা তদারম্মণ: সাধারণ অর্থে—'সেই বিষয়'। জবন বীথির তৎপবক্ষণে জবনের অনুবাপ বিষয় গ্রহণের জন্ম তুই চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয় বা একটিও উৎপন্ন হয় না। তাই ভাদের তদালম্বন বলা, হয়। তদালম্বনের পর আবার চিত্তপ্রোত ভবাঙ্কে পতিত হয়।

তদালম্বন এই ছইয়ের মধ্যে উৎপন্ন হয়:—১. জবন এবং ভবাঙ্গ-এবং ২. জবন এবং চ্যুতি।

২৭. চুতিঃ চ্যুতি— √চু ধাতু নিম্পন্ন, প্রস্থান করা, মুক্ত-হওয়া।

প্রতিসন্ধি যেমন জীবনের প্রথম চিত্তক্ষণ, চ্যুতি তেমন জীবনের শেষ চিত্তক্ষণ। ইহারাই একটি জীবনের আগমন এবং নির্গমন স্ফতি করে। চ্যুতি এক জীবনের অবসান কৃত্যু সম্পাদন করে। এক জীবনের প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি এক প্রকার: তারা এক বিষয় গ্রাংণ করে এবং তাদের সহগত চৈতসিকও অনুবাপ।

চ্যুতি চিত্তের তৎপরবর্তী কলে মৃত্যু সংঘটিত হয়। যদিও মৃত্যুর সঙ্গে জড়দেহের ধাংস হয় এবং চিত্তশ্রোত সাময়িক স্তব্ধ হয়, তৎসত্ত্বেও জীবনস্রোত ধাংস হয় না কারণ কর্মফল প্রদায়ক শক্তি (কর্মিক শক্তি) যা জীবনকে সম্মুখের দিকে চালায় তা থেকে যায়। মৃত্যু পরজন্মের স্টুনা করে।

- ১. জ্বন এবং প্রতিসন্ধি ২. তদালম্বন এবং প্রতিসন্ধি এবং-৩- ভবাঙ্গ এবং প্রতিসন্ধির মাঝখানে চ্যুতি সংঘটিত হয়।
- ২৮. থান: স্থান, অবতরণ স্থান (ষ্টেশন), বা উপলক্ষ্য। যদিও চিত্ত চৌদ্দ প্রকার কৃত্য সম্পাদন করে তবুও (কৃত্যের) স্থান ভেদে ইহা দশ প্রকার হয়। পঞ্চবিজ্ঞানকে একত্রে এক ধরা হয় কারণ তাদের কৃত্য সম্পাদন প্রক্রিয়া একই প্রকার।

২৯. একটি অকুশল বিপাক এবং অপরটি কুশল বিপাক, উপেক্ষা সহগত সম্ভীরণ (অকুশল বিপাক) চিত্তে তির্যক্, প্রেত, এবং অসুর ভূমিতে প্রতিসন্ধি হয়। সেই জীবনের ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি এই জীবনের প্রতিসন্ধি চিত্তের অনুবাপ।

যে সকল মানুষ ইন্দ্রিয়গতভাবে অন্ধ, বধির, মুক ইত্যাদি তাদের প্রতিসন্ধি চিত্ত হল—কুশল বিপাক উপেক্ষা সহগত সন্তীরণ চিত্ত। যদিও তাদেব বিকলাঙ্গতা অকুশল কর্মোব ফল তবুও কুশল কর্ম প্রভাবে তারা মানুষ হিসেবে জন্ম গ্রহণ ক্বেছে।

৩০. আট কামাকর বৃশল বিপাক, বিকলাঙ্গ ব্যতীত সকল মানুষের এই আট প্রকাবের যে কোনো এক চিত্ত তাদের প্রতিসন্ধি চিত্ত হয়

এই দশ চিত্ত (১+১+৮=১০) কামলোকের সঙ্গে সংযুক্ত।

- ৩১. পাঁচ কপাবচব বিপাক এবং চার অকপাবচর বিপাক। লোকোত্তর ফল চিত্তকে এখানে ধবা হযনি কারণ তারা পূনর্জন্ম প্রদান করে না।

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে ১৯ প্রকার চিত্ত তিন প্রকার কৃত্য সম্পাদন করে যথা প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ, চ্যুতি।

৩২. মনোদ্বারাবর্তন এবং পঞ্চদ্বাবাবর্তন আঠার প্রকার চিত্তের সঙ্গে উল্লেখ করা হযেছে।'—মন যখন কোন মানসিক বিষয়কে গ্রহণ (বা অমুভব) করে তখন তাকে মনোদ্বারাবর্তন বলা হয়। আর মন যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় গ্রহণ করে তখন তাকে পঞ্চদ্বারাবর্তন, বলা হয়।

৩৩. দশ প্রকার কুশল এবং অকুশল বিপাক পঞ্চ বিজ্ঞান।

৩৪**. অহেতৃ**ক চিত্তের **সঙ্গে উক্ত ছই প্রকার উপেক্ষা সহগত** সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত।

৩৫. উপেক্ষা সহগত হুই সম্ভীরণ চিত্ত এবং সুখ সহগত এক সম্ভীরণ চিত্ত। প্রথম হুইটি প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুন্তি কৃত্যু, সম্পাদন কবে। প্রতিসন্ধিক্ষণে সন্তীবন চিত্ত থাকে (বা উইপ্র হয)—এরপ ধারণা ঠিক নয়। এক চিত্ত এক ক্ষণে মাত্র এক কৃত্য সম্পাদন করে। এই শ্রেণীর চিত্ত প্রতিসন্ধি চিত্তকপে অতীর্ত জন্মের সঙ্গে বর্তমান জন্মের সংযোগ স্থাপন কবে।

স্থুখ সহগত সন্তীরণ চিত্ত তদালস্বন বাপে উৎপন্ন হয় যখন চিত্তে উপস্থাপিত বিষয় মনোজ্ঞ হয়।

- ব্যবস্থাপন চিত্ত বলে কোন বিশেষ চিত্ত নেই। মনোছারা বর্তন চিত্তই পঞ্চদ্বার চিত্তবীথিতে ব্যবস্থাপন কর্ম সম্পাদন করে।
- ৩৭. অহেতৃক ক্রিয়া চিত্তের ছই চিত্ত যথা মনোদ্বারাবর্তন এবং পঞ্চদ্বারাবর্তন। এরা বিষয়ের (আলম্বনের) স্বাদ গ্রহণ করে না তাই জ্বন কৃত্যও সম্পাদন করে না। কিন্তু হসিতোৎপাদ ক্রিয়া চিত্ত জ্বন কৃত্য সম্পাদন করে।
- ৩৮. ১২ অকুশল + (৮+৫+৬+৪) ২১ কুশল + ৪ লোকোত্তর কল + (১+৮+৫+৪) ১৮ ক্রিয়া চিত্ত=৫৫।

যে বিপাক শব্দ ব্যবহাব করা হয়েছে তা বিপাক অর্থে না করে কল মার্থ ব্যবহার করা হয়েছে। কাম + কপ + অরপ লোকের বিপাক জ্বন রূপে গণ্য হয় না। লোকোত্তর মার্গ এবং ফল সমূহ বা জ্বন বীথিতে উৎপন্ন হয় তারা এক ক্ষণের জন্ম স্থিত হলেও তাদের জ্বন কর্পে গণ্য কবা হয়।

৩৯. এই এগাবটি বিপাক চিত্ত। যথন তারা তদালম্বন কুত্য সম্পাদন কবে তখন তাদের সম্ভীরণ কুত্য থাকে না।

সুখ সহগত সন্তীরণ চিত্ত সন্তীবণ এবং তদালম্বন কৃত্যদয় -সম্পাদন কবে।

- ৭০. তাদের স্ব স্থ ভূমিতে।
- 8১. মনোদ্বারাবর্তন।
- ৪২. মনোধাতু ত্ই প্রকারের সম্প্রতীচ্ছন চিত্তে এবং পঞ্চনারাবর্তন চিত্তে আরোপিত হয়। দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান ব্যতীত অবশিষ্ট শ্রেণীর চিত্তগুলিকে মনোবিজ্ঞান ধাতুরূপে অভিহিত করা হয়।

৪. ছার সঙ্গহো

৮. শ্বারসঙ্গতে দ্বাবানি নাম—চক্পুদ্বারং সোত্দ্বারং ঘাণ্দ্বারং জিব্ হাদ্বারং কাষ্ট্রারং মনোহারঞ চে'তি ছব্ বিধানি ভবস্তি।

তথ চক্ ধুম্ এব চক্ ধুদারং, তথা সোতাদযো সোতদারাদীনি।
মনোদ্বারং পন ভবঙ্গতে পব্চতি। তথ পঞ্চারাবজ্জন-চক্থুবিঞ ঞানসম্পটিচ্ছন-সন্তীরণ-বোখপন-কামা করজবন-তদারশ্বণবসেন ছচন্তালীস
চিন্তানি চক্থুদ্বারে যথাবহং উপ্পজ্জি। তথা পঞ্চারাবজ্জনসোতবিঞ্জাণাদিবসেন সোতদারাদীস্থ পি ছচন্তালীস এব ভবস্তি।
সব্বথাপি পঞ্চারে চতুপঞ্ঞাস চিন্তানি কামাবচরান্ এবা তিবিদিতব্বানি।

মনোদাবে পন মনোদারাবজ্জন-পঞ্পঞ্ঞাসজ্জবন-ডদালম্বন-বসেন সত্ত্মট্টিচিত্তানি ভবস্তি।

এক্নবীসতি পটিসদ্ধি-ভবঙ্গ-চুতিবসেন দারবিমুর্ত্তানি।

তেম্ব পন দিপঞ্বিঞ্ঞাণানি চ' এব মহগ্গত-লোকুত্তব-জবনানি চা' তি ছত্তিংস যথারহং একদারিকচিত্তানি নাম।

মনোধাতুত্তিকং পন পঞ্চদারিকং।

স্থসন্তীরণ-বোত্থপন-কামাবচরজ্বনানি ছম্বারিকচিত্তানি। উপেক্থাসহগত-সন্তীরণ-মহাবিপাকানি ছম্বারিকানি চ'এব দ্বারবিমৃত্তানি চ।

মহগ্ গতবিপাকানি দারবিমূত্তানি এবা'তি।

একদারিকচিন্তানি পঞ্চদারিকানি চ

ছদারিক-বিমৃত্তানি বিমৃত্তানি চ সক্রথা।

ছল্ডিংসতি তথা তীণি একজিংস বথাক ক্ষমং

দসধা নক্ষা চা' তি পঞ্চধা পরিদীপয়ে।

৪- চিতের দার সংগ্রহ

৮. চিত্তের **ছার সংগ্রহে** (৪৩) ছার ছয় প্রকার যথা চক্ষ্দার, (৪৪), শ্রোত্রদার, ভাণ্ডার, জিহ্বাদার, কায়দার এবং মনোদার (৪৫)।

তন্মধ্যে চক্ষ্ই চক্ষ্মার এবং অস্তগুলিও তদ্ধপ। মনোদারকে ভবান্ধ বলা হয়।

তন্মধ্যে ৪৬ প্রকার চিত্ত (৪৬) চক্ষুদারিক (৪৭)—

অমুবপভাবে শ্রোত্রদ্বারে এবং অন্যান্ত দ্বারগুলিতেও ৪৬ প্রকার চিত্ত উৎপন্ন হয় যথা—১। পঞ্চদ্বারাবর্তন ২। চক্ষুবিজ্ঞান ইত্যাদি।

ইহা জদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন যে একই প্রকারে পঞ্চরারে ৫৪ প্রকার কামাবচব চিত্ত উৎপন্ন হয (৪৮)। [২ শ্রোত্তবিজ্ঞান +২ জাণ-বিজ্ঞান +২ জিহবাবিজ্ঞান +২ কায়বিজ্ঞান (জর্থাৎ ৮ বিপাক বিজ্ঞান) এর সঙ্গে চক্স্বিজ্ঞানেব ৪৬ চিত্ত যোগ করলে ৫৪ চিত্ত হয়। এই ৫৪ চিত্ত পঞ্চরারের মধ্য দিয়ে উৎপন্ন হয়—ইহারা কামাবচর চিত্ত।

মনোদ্বারিক চিত্তে ৬৭ প্রকার চিত্ত উৎপন্ন হয় যথা—১ প্রকার মনোদ্বাবাবর্তন ; ৫৫ প্রকার জবন চিত্ত (৪৯) এবং ১১ প্রকার তদালম্বন চিত্ত (৫০)=(১+৫৫+১১=৬৭)।

১৯ প্রকার চিত্ত যথা প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি দ্বারবিমুক্ত চিত্ত (৫১)। [এই তিন কৃত্য কর্ম বলে বলীয়ান, দ্বার বলে নহে তাই দ্বারবিমুক্ত]।

ঐ দারপথে উৎপন্ন চিত্তগুলির মধ্যে ৩৬ প্রকার চিত্ত (৫২) যথা ১০ প্রকার দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান, ১৮ প্রকার মহদ্গত জ্বন এবং ৮ প্রকার লোকোত্তর জ্বন (৫৩) যথোচিত রূপে একদারিক। তিন মনোধাতু (৫৪) যথা ১ প্রকার পঞ্চনারাবর্তন, ২ সম্প্রতীচ্ছন পঞ্চনারিক।

১ প্রকার সুখসহগত সস্তীরণ চিত্ত (৫৫), ১ প্রকার ব্যবস্থাপন চিত্ত (৫৬) এবং ২৯ প্রকার কামাবচর জবন চিত্ত ছয়দারিক।

২ প্রকার উপেক্ষা সহগত সন্তীরণ চিত্ত, ৮ প্রকার মহাবিপাক চিত্ত কখনও ছয দ্বাবিক কখনও দ্বারবিমুক্ত (৫৭)।

মহদ্গত বিপাক চিত্তসমূহ সর্বদা দ্বারবিমুক্ত (৫৮) অর্থাৎ কেবলমাত্র প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ চ্যুতি কৃত্য সম্পাদন করে।

৯. ৬৬ চিত্ত এক-দারিক, ৩ পঞ্চ-দারিক, ৩১ ছয়-দারিক, ১০ ছয়-দারিক বা দাববিমুক্ত, এবং ৯ সর্বদা দার-বিমুক্ত। এবাপে দারভেদে চিত্ত পাঁচভাগে বিভক্ত।

ব্যাখ্যা—

(৪৩) দ্বার: দরজা √ হ ধাতু, তৃই এবং √অব, যাওয়া প্রবেশ করা অর্থাৎ প্রবেশ এবং নিজ্ঞমণ তৃইই বুঝায়, চক্ষু, কর্ণ এবং অন্য ইন্দ্রিয়-গুলি বিষযের (আলম্বনেব) প্রবেশ দ্বার ব্যাপে কর্ম সম্পাদন করে।

পঞ্চ-ইন্দ্রিয় এবং মন বিষয প্রাবেশের ছয় দার বাপে অভিহিত হয়। (Compendium of Philosophy p. 85. n. 4).

- (৪৪) চকুদার বলতে চকুর সংজ্ঞাবহ উপরিভাগকে ব্ঝায়। অস্থান্য দ্বাব সম্বন্ধেও সেকপ হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।
- (৪৫) মনোদ্বার ঃ মনোদ্বার—পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে যথন কোন আলম্বন মনে প্রবেশ করে তথন এক ক্ষণের জ্বন্য ভবাঙ্গ আবর্তিত হয় বা আন্দোলিত হয় এবং তারপর আবর্তনের উপচ্ছেদ বা ছেদ হয়। তারপর আবর্তন চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়। জ্বভ বিষয়ের ক্ষেত্রে ইহা পঞ্চ বিজ্ঞানের এক বিজ্ঞান। মানসিক বা মন বিষয়ের ক্ষেত্রে ইহা মনো-দ্বাবাবর্তন চিত্ত। মনোদ্বারাবর্তন চিত্তের পূর্বক্ষণে যে ভবাঙ্গ উপচ্ছেদ চিত্ত উৎপন্ন হয় তাই মনোদ্বার।

অভিধর্মাবতার অনুসারে-

স'আবজ্জন-ভবঙ্গন্ত মনোদারন্তি বুচ্চন্তি। (আবর্তন সহ ভুবাঙ্গই মনোদার)।

- (৪৬) অর্থকথায় সংশ্বিপ্ত ৪৬ (চিত্ত) হল :--
- (क) ১; খ) ২ (অকুসল এবং কুসল বিপাক সম্পটিচ্ছন); (গ) ২ (অকুসল এবং কুসল বিপাক সম্পটিচ্ছন); (ঘ) ৩ (অকুসল বিপাক = ১, কুসল বিপাক সন্তীবণ = ২); (৬) ১; (চ) ২৭ (অকুসল = ১২ + কুসল ৮ + ০ হেতুক ক্রিয়া হসিভূপ পাদ = ১ + সোভন ক্রিয়া = ৮); (ছ) ৮ সোভন বিপাক—অক্ত তিনটি সন্তীবণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

>+2+2+0+>+2>+b=86.

জড়বস্তুকে আলম্বন (অবলম্বন) করে চক্ষুদারে ৪৬ প্রকার চিত্ত উৎপন্ন হয়। সেকপ অপর চার ইন্দ্রিয় দারকে কেন্দ্র করে সমান সংখ্যক চিত্ত উৎপন্ন হয়।

(৪৭) যথারহং: যথোচিত বা যথোপযুক্ত ন্যেপ—

"অর্থাৎ যথোচিতভাবে বিষয় মনোজ্ঞ কি অমনোজ্ঞ, মনোযোগ খ্যায় কি অস্থায়.ব্যক্তি লোভমুক্ত কি লোভ পবায়ণ"বিভাবনী টীকা। মিষ্টার আউঙ্গ বলেন "লেডি সেয়াদ বিষয়, ভূমি, ব্যক্তি, মনোযোগ ইত্যাদি দ্বারা তাকে ব্যাখ্যা করেন"।

- (৪৮) সকল প্রকার কামাবচর চিত্ত এই পঞ্চদারে উৎপন্ন হয়।
- (৪৯) যথা ১২ অকুশল + ১ অহেতৃক ক্রিয়া + ১৬ শোভন ক্শল এবং ক্রিয়া + ১০ বপাবচর ক্শল এবং ক্রিয়া + ৮ অবপাবচর ক্শল এবং ক্রিয়া + লোকোত্তর মাগ' এবং ফল

- (c ·) যুথা ৩ সন্তীরণ এবং ৮ শোভূন বিপাক।
- (৫১) দার-বিমুক্ত, দার বিমুক্ত।

বিভাবনী টীকা অনুসারে তাদের এ নামে অভিহিত কবাব কারণ হল—১. তারা চক্ষু ইত্যাদিকোন ইন্দ্রিয়দ্বাবেউৎপন্ন হয়না; ২. ভবাঙ্গ নিজেই মনোদ্বাব এবং ৩. তারা (বর্তমান—জীবনের) কোন বহির্বিষয গ্রহণ না করেই স্থিত থাকে।

প্রথম কারণ চ্যুতি এবং প্রতিসন্ধির ক্ষেত্রে প্রধোজ্য, দ্বিতীয় কাবণ ভবাঙ্গোপচ্ছেদ ক্ষেত্রে এবং তৃতীয় কারণ সকল ভবাঙ্গএবং চ্যুতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

পূর্বে বলা হযেছে যে, এক জীবনেব প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি একই প্রকার কারণ ভাদেব বিষয় এবং সহজাত চৈতসিক অভিন্ন যদিও তাদের কুত্য ভিন্ন।

মৃত্যুক্ষণে এক চিত্তবীথি ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রভাবিত কবে (বা ভবিষ্যৎ জীবনের কারণ হয়)। এই চিত্তবীথির আলম্বন (নিমিত্ত) এ প্রকার হতে পারে যথা, ১. যে কোন এক কর্ম যা ইহ জীবনে সম্পাদন করা হয়েছে। ব্যক্তি সে কর্ম পুনর্বার করার স্থায় শ্বরণ করে। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে ইহা ব্যক্তির। সেই চিত্তের পুনকংপত্তি যা সে কর্ম সম্পাদন কালে তার নিকট উৎপন্ন (বা অমুভূত) হয়েছিল। অথবা একপ হতে পারে। ২- যে কোন নিমিত্ত (কর্ম নিমিত্ত) যা সম্পাদন কালে অত্যন্ত প্রকট ছিল। তা একপত্ত হতে পারে। ৩. অর্থাৎ যে স্থানে পুনজ্প মহতে বাধ্য সেই স্থানের বিশেষ প্রতিচ্ছবি বা নিমিত্ত (গতি-নিমিত্ত) ।

> 'প্রতিসন্ধি চিত্ত সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মিষ্টার আউন্স তাঁর Compendium এ বলেছেন—এগুলি নিমিত্তরূপে উৎপর হয়—তা অতীতে ক্বত কোন প্রধান সক্রিয় কর্ম অথবা অতীত কর্মের নিমিত্ত (কর্ম নিমিত্ত) অথবা অতীত কর্ম ধারা নিদ্ধাবিত কোন স্থানে গতিব (গমনেব) চিহ্ন (গতি নিমিত্ত)।

এধানে গতিনিমিত্ত ভার্যে গতি প্রকাশক চিহ্ন বা নিমিত্ত ম্বথা আগুন, মাংস, স্বর্গীয় বিমান ইত্যাদি।

- এ তিন বিষয়ের যে কোন একটি নিমিন্তকে আলম্বন করে ভবিশ্বং জন্মের প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপন্ন হয়। সেই বিশেষ জীবনের ভবাঙ্গ এবং চ্যুতির আলম্বন (বিষয়) সেই প্রতিসন্ধির অন্তর্মপ। সে কারণে পূর্বে বলা হয়েছে যে তারা কোন নব আলম্বন গ্রহণ করে না।
- (৫২). তারা তাদের প্রতিরূপ দারে উৎপন্ন হয়, যথা চক্ষু, কর্ণ, ইত্যাদি।
- (৫৩). সকল ২৬ প্রকার মহদ্গত এবং লোকোত্তর জ্বন মনোদ্বার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়।
- (৫৪). তুই সম্প্রতীচ্ছন এবং পঞ্চদারাবর্তন কেবলমাত্র পঞ্চ ইন্দ্রিয়-দার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়।

পাঠকগণ স্মরণ রাখবেন যে কোন কোন সময় এই তিন প্রকার চিত্তকে মনোধাতুত্রয় বলা হয়।

- (৫৫). পঞ্চ কায়দারে স্থ-সহগত সন্তীরণ উৎপন্ন হয় যদি দ্বাপিত বিষয় (বা আগত নিমিন্ত) মনোজ্ঞ হয়। ইহা মনোদ্বার মাধ্যমে ভদালম্বন বপে উৎপন্ন হয়।
- (৫৬). ইহা মনোদ্বারাবর্তন যা কেবলমাত্র মনোদ্বারাবর্তন এবং ব্যবস্থাপন চিত্তরূপে চিত্ত-বীথিতে কৃত্য সম্পাদন করে এবং পঞ্চ ইন্দ্রিরদারের যে কোন একটির মাধ্যমে উৎপন্ন হয়।
- (৫৭). যথন তারা প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি রূপে কৃত্য সম্পাদন করে তথন ডারা দারবিমুক্ত।
- (৫৮). নয় রূপাবচর এবং অবপাবচর বিপাক চিত্ত প্রতিসন্ধি, ভবাক্ত এবং চ্যুতি চিত্তবপে তাঁদের স্ব স্ব ভূমিতে উৎপন্ন হয়। স্থৃতরাং তারা দ্বারবিমূক্ত।

(৫৯). সেগুলি হল :—
দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান = ১০
কাপাবচর কুশল এবং ক্রিয়া = ১০
অকপাবচর কুশল এবং ক্রিয়া = ৮
লোকোত্তর মার্গ এবং ফল = ৮

96

৫. আলম্বন সঙ্গতো

১০ আলম্বনসঙ্গতে আলম্বনানি নাম কণারম্মণং সদ্দারম্মণং গদ্ধারম্মণং কাদারম্মণং কোট্ঠব্বারম্মণং ধন্মারম্মণং চেভিছব্বিধানি ভবস্তি।

তথ কপমের কপারম্মণং। তথা সদ্দাদ্যো সদ্দারম্মণাদীনি। ধম্মারম্মণং পন পসাদ, স্থ্মকপ, চিত্ত, চেতসিক, নিব্বাণ, পঞ্ঞান্তিবসেন ছদ্ধা সংগ্য হস্তি।

তথ চক্থুদারিকচিত্তানং সব্বৈসম্পি নপম্ এব আরম্মণং । তঞ্চ পচ্চুপ্পরম্' এবং তথা সোভদারিকাচিত্তাদীনম্' পি সদ্দাদীনি । তানি চ পচ্চুপ্পরানি য' এব । মনোদারিকচিত্তানং পন ছব্বিধম্'পি পচ্চুপ্পরম্' অতীতং অনাগতং কালবিমৃত্ত ্চ যথারহম্' আলম্বনং হোতি ।

ঘারবিম্তানঞ্চ পন পটিসন্ধি-ভবঙ্গ-চুতি-সংখাতানং ছব্ বিধং পি যথাসম্ভবং যেভুয়ু য়েন ভবন্তরে ছদ্বারগহিতং পচ্চুপ্ পল্লম্ থতীতং পঞ্ঞত্তিভূতং বা কম্মং কম্মনিমিজ্ঞং গতিনিমিত্ত-সম্মতঃ আলম্বনং হোতি।

তেম চক্থুবিঞ্জ্াণাদীনি যথাক্কমং ক্পাদিএকেকালম্বনান্' এব। মনোধাতুত্তিকং পন ক্র্পাদিপঞ্চালম্বনং। সেসানি কামাবচর বিপাকানি হসনচিত্তঞ্চেতি সব্বথা' পি কামাবচরালম্বনান্' এব।
অকুসলানি চ'এব ঞাণবিপ প্যুভজ্ঞবনানি চেতি। লোকুত্তরবজ জ্ঞিতসব্বালম্বনানি। ঞাণসম্পযুক্ত-কামাবচর-কুসলানি চ' এব
পঞ্চমজ্ঞানসংখাতমভিঞ্ঞাকুসলঞ্ চেতি অরহত্তমগ্গফলবজ্জিতসব্বালম্বনানি। ঞাণসম্পযুক্ত-কামাবচর-ক্রিয়া চে'ব ক্রিয়াভিঞ্ঞাবোত্থপনঞ্ চে'ভি সব্বথা' পি সব্বালম্বনানি।

আরুপ্পেস্থ হতিফতুখানি মহগ্গতালম্বনানি। সেশানি মহগ্গত-চিন্তানি পন সব্বানি' পি পঞ্ঞন্তালম্বনানি। লোকুতরচিন্তানি নিব্যানালম্বনানী'তি।

১১, পঞ্বীস পরিপ্তম্হি ছ চিজ্ঞানি মহগ্গতে একবীসভি বোহারে অট্ঠ নিববোনগোচরে বীসাম্বরমুত্তমহি অগ্গমগ্গফলুজ্ঝিতে পঞ্চ সব্ব্থ ছচ্চেতি সত্তধা তথ্য সঙ্গহো।

৫. চিত্তের আলম্বন সংগ্রহ

১০. চিত্তের আলম্বন সংগ্রহ (৬০) ছয় প্রকার যথা ১ বাপালম্বন (৬১) ২ শব্দালম্বন (৬২) ৩ গন্ধালম্বন (৬৩) ৪. রসালম্বন (৬৪) ৫. স্পৃঞ্যালম্বন (৬৫) এবং-৬. ধর্মালম্বন (৬৬)।

তাতে বাপই (বর্ণ) বাপালম্বন, শব্দই শব্দালম্বন, গদ্ধই গদ্ধালম্বন, বাদই রসালম্বন, পদার্থের কঠিনতা-কোমলভা, উফ্টো-শীভলভা, গতি-ভারত্ব ইত্যাদি স্পৃশ্যালম্বন। কিন্তু ধর্মালম্বন ছয় প্রকার ১. প্রসাদ-রাপ (৬৭) ২. স্ক্রেরপ (৬৮) ৩ চিত্ত (৬৯) ৪. চৈত্রসিক (৭০) ৫. নির্বাণ (৭১) এবং ৬. প্রক্রপ্তি (৭২)।

সকল প্রকার চক্ষুদারিক চিত্তের আলম্বন দৃশ্যমান রূপ (৭৩)। শ্রোত্রদারিক চিত্তের আলম্বন শব্দ, ঘ্রাণদারিক চিত্তের আলম্বন গন্ধ, জিহ্বাদারিক চিত্তের আলম্বন রস (বা স্বাদ) এবং কায়দারিক চিত্তের আলম্বন স্পৃশ্যবিষয়। তারাও বর্তমান কালের উপস্থিত আলম্বন গ্রহণ করে (৭৪)।

কিন্তু মনোদারিক চিত্তের ছয় প্রকার আলম্বন হল—বর্তমান, অতীত, ভবিয়াৎ কালীয় এবং কালবিমুক্ত, (৭৫)।

দারবিম্ক চিত্ত (৭৬) অর্থাৎ প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ, চ্যুতি প্রভৃতির আলম্বন অবস্থানুসারে উক্ত ছয় প্রকার। তারা সাধারণতঃ (৭৭) অব্যবহিত পূর্ববর্তী জীবনের ছয় দার গৃহীত আলম্বন এবং বর্তমান বা অতীতকালীয় কিংবা প্রজ্ঞপ্তি, উহাদের সামগ্রীকভাবে 'কর্ম' বা 'কর্ম নিমিত্ত' বা 'পরজ্ঞনের গতিনিমিত্ত' বলা হয়।

তন্মধ্যে চক্ষুবিজ্ঞান প্রভৃতি যথাক্রমে বাপ ইত্যাদি এক্টি করে আলম্বন গ্রহণ করে। কিন্তু মনোধাতৃত্রয় বাপাদি পাঁচ আলম্বন গ্রহণ করে। অবশিষ্ট কামাবচর বিপাক সমূহ এবং হসিতোৎপাদ চিত্ত কাম-লোকের সকল (ছয় প্রকার) আলম্বনই গ্রহণ করে।

বার অকুশল চিন্ত এবং জ্ঞানবিপ্রযুক্ত কামাবচর জ্ববনগুলি লোকোত্তর আলম্বন (৭৮) ব্যতীত সকল প্রকার আলম্বন গ্রহণ করে।

জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কামাৰচর কুশলচিত্ত এবং পঞ্চমধ্যানিক অভিজ্ঞা কুশলচিত্ত (৭৯) অর্হত্বমার্গ ও ফল ব্যতীত সকল প্রকার আলম্বন গ্রহণ করে।

জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কামাবচর ক্রিয়াচিন্ত, ক্রিয়া অভিজ্ঞা চিন্ত (৮০) এবং ব্যবস্থাপন চিন্ত (৮১) সকল অবস্থায় সকল প্রকার আলম্বন (৮২) গ্রহণ করে।

- (৮৩) অনুপাবচর চিত্তের মধ্যে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অনুপধ্যান চিত্ত মহদ্গত আলম্বন গ্রহণ করে। অবশিষ্ট সকল মহদ্গত চিত্তগুলি প্রজ্ঞপ্তি (৮৪) আলম্বন গ্রহণ করে। লোকোন্তর চিত্তসমূহ নির্বাণকে আলম্বন নূপে গ্রহণ করে।
- ১১. পঁটিশ প্রকার চিন্ত (৮৫) কামাবচর আলম্বন (৮৬) গ্রহণ করে; ছয় চিত্ত (৮৭) মহ্দগত আলম্বন গ্রহণ করে; একুশ প্রকার

চিত্ত (৮৮) প্রজ্ঞপ্তি আলম্বন (৮৯) গ্রহণ করে; এবং আটপ্রকার চিত্ত নির্বাণালম্বন গ্রহণ করে।

বিশ চিন্ত লোকোত্তর আলম্বন ব্যতীত অন্য আলম্বন গ্রহণ করে। পাঁচ চিন্ত (৯১) অর্হত্বমার্গ এবং ফল ব্যতীত অন্য সকল আলম্বন গ্রহণ করে থাকে।

এ প্রকারে আলম্বন সংগ্রহ সাত প্রকারে বিভক্ত।

ব্যাখ্যা:--

(৬০) আরম্মনং বা আলম্বনং—আরম্মনং আ+ √রম্ ধাতু উৎপন্ন, সংযুক্ত করা, লেগে থাকা, রমিত হওয়া।

আলম্বনং আ + এলম্ ধাতৃ দারা সংগঠিত ঝুলে থাকা (জড়িয়ে থাকা)। যার উপর কর্তা ঝুলে থাকে, লেগে থাকে বা রমিত হয়। ইহা বিষয়কে (আলম্বনকে) নির্দেশ করে।

অভিধর্মে আলম্বন বা বিষয় ছয় প্রকার, তা আবার কায়িক ও মানসিক রূপে তুই শ্রেণীর।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয় বা আলম্বন আছে।

(৬১) বাপ—√রূপ ধাতু নিষ্পান্ন, পরিবর্তন হওয়া, ধ্বংস হওয়া। ইহার মূলগত অর্থ হল যা উষ্ণতা এবং শীতলতা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয় (সীতৃণ্ হাদিবসেন বণ্ ণবিকারমাপজ্জতী'তি রূপং)।

অভিধর্ম ২৮ প্রকার রূপের কথা বলে। সে সম্বন্ধে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হবে। এখানে রূপ কেবলমাত্র চক্ষুগ্রাহ্য বিষয়কে নির্দেশ করে।

বিভাবনী টীকার ব্যাখ্যা হল: 'বর্ণ বিকারপ্রাপ্ত হয়ে যা প্রতিভাত হয় এবং প্রদয়ে প্রবেশ করার অবস্থা প্রকাশ করে—তাই রূপ।' (বণ্ণবিকারং আপজ্জমানা,রপায়তি হদযক্ষতভাবং পকাসেতীতি রূপং)।

রূপ হল বর্ণের আবাস, পরিসর, ক্ষেত্র, গোচর অথবা বর্ণের আয়তন (বৃণ_ণায়তন)। ইহা বর্ণের আধার। অভিধর্ম অনুসারে বুঝতে হবে যে রূপের উৎস চার যথা কর্ম (কন্ম), মন (চিত্ত), ঋতু এবং আহার।

৬২ সদ্দ—শব্দ পৃথিবী ধাতুর পেঠবি ধাতু) সংঘর্ষণে উৎপন্ন হয়। জড় ধাতু (ভূত বপ) চার প্রকার যথা বিস্তৃতি (পঠবি ধাতু), সংসক্তি (আপ ধাতু), উষ্ণতা (তেজ ধাতু) গতি (বাযু ধাতু)। এই চারটি হল জড় ধাতুর মৌলিক উপাদান। তারা সর্বদা পরস্পর নির্ভবশীল এবং পবস্পর সম্বন্ধযুক্ত। এক ধাতু অপর ধাতুর উপর আধিপত্য করে যেমন মাটীতে (পঠবি ধা হু) বিস্তৃতি আধিপত্য করে, জলে সংসক্তি আধিপত্য করে, অগ্নিতে তেজ আধিপত্য করে এবং বাযুতে গতি বা বেগ আধিপত্য করে।

যখন পৃথিবী ধাতুর সঙ্গে অনুকৃল ধাতুর সংঘর্ষণ হয় তখন শব্দ উৎপন্ন হয়। ইহা মন (চিত্ত) এবং ঋতু উভয় থেকে উৎপন্ন হয়।

শব্দ ব্যক্ত এবং অব্যক্ত নপে তুই প্রকার।

- (৬৩) গন্ধ (ছাণ)— ৴গন্ধ ধাতু নিষ্পন্ন, প্রকাশ বা স্থচনা করা (স্ফানে)। ইহা চার ধাতু থেকেই উৎপন্ন হয়।
- (৬৪) রস (স্বাদ)—চার ধাতু থেকেই রস উৎসারিত হয়। তাদের মধ্যে আস্বাদনযোগ্য যে স্বাদ থাকে তাকেই রস বলা হয়।
- (৬৫) কোট ঠব বারম মণ—স্পৃশালম্বন বাস্প্রপ্রব্যালম্বন : স্পর্শনীয় বা স্পৃশ্য বিষয়। ইহা কেবলমাত্র স্পর্শ নয়। সংসক্তি ব্যতীত অপর তিন ধাতু স্পর্শযোগ্য। সংসক্তি দেহদারা স্পর্শযোগ্য নয়।

যথন এই তিন ধাতু মিশ্রিত স্পর্শযোগ্য বিষয় সংজ্ঞাবহ দেহেব (প্রসাদরপের) উপরিভাগের সঙ্গে সংঘর্ষণ হয় তথন বিষয়ের মনোজ্ঞতা বা অমনোজ্ঞতা অনুসারে সুখ বা ছু,থ উৎপন্ন হয়। অন্তান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে উপেক্ষা বেদনা উৎপন্ন হয়।

(৬৬) ধম মারম্মণ—ধর্মালম্বন বলতে সকল প্রকার চিত্তগ্রাহ্য বিষয়কে ব্ঝায়। ধর্ম বলতে মানসিক এবং কায়িক ঘটনা প্রবাহকে ব্ঝায়। (৬৭) দেহের পঞ্চেক্সিয়ের সংজ্ঞাবহ উপরিভাগকে 'প্রসাদ' বদা হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহবার সংজ্ঞাবহ উপরিভাগ একাবিশেষ স্থানে অবস্থিত কিন্তু দেহের সংজ্ঞাবহ উপরিভাগ দেহের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়েই পাঁচ প্রসাদকপ বর্তমান।

(৬৮) সুখ্মনপ—সৃশানপ:

২৮ প্রকার নপের মধ্যে ১৬ প্রকার নপকে সুখুম বা সুক্ষরপ এবং অবশিষ্ট ১২ প্রকার নপকে ওদারিক বা স্থুল নপ নপে অভিহিত করা হয়েছে।

া বাপ, শব্দ, গদ্ধ, রসএবং আপধাতু ব্যতীত পৃথিবী ধাতু, তেজোধাতু, বাযুধাতু নামক স্প_্শ্য (এই সপ্ত বিষয়) এবং পাঁচ প্রসাদবাপ স্থূল কপ নামে অভিহিত।

১৬ প্রকার কপ বিষয় পববর্তী রূপ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হবে, তারাই স্থ্যুমকপের অন্তর্ভুক্ত। তাদের স্কল্প বলা হয় একারণে যে তারা কারো সঙ্গে ঘর্ষণ সম্পর্কে আদে না।

- (৬৯) যথা ৮৯ প্রকার চিত্ত। এ সকল প্রত্যেক চিত্তের অভিন্ন লক্ষণ হল—'জানা বা জ্ঞাত হওয়া' তাই তাদের একত্রে এক বিষয়নপে ধরা হয়।
 - (৭॰) যথা ৫২ প্রকার চৈতদিক।
- (৭১) ইহা লোকোত্তর বিষয়। যা ৮ প্রকার লোকোত্তর চিত্ত দ্বারা অমুভূত হয় (জানা যায়')।
- (৭২) পঞ্জন্তি—প্রজ্ঞপ্তি হল যা নিজকে প্রকাশিত করে। ইহা ছই প্রকার যথা নাম প্রজ্ঞপ্তি এবং অর্থ প্রজ্ঞপ্তি। পূর্বটি নাম বা শব্দ যেমন চেয়ার টেবিল ইত্যাদি এবং পরবর্তীটি দ্বারা বিষয়ের অর্থ প্রকাশ করে।
- থে। (৭৩) কাল কি ? প্রকৃতরূপে বলতে গেলে ইহা একটি প্রজ্ঞপ্তি মাত্র যার নিশ্চিত কোন বিভয়ানতা নেই। অপরপক্ষে জড় পদার্থের পক্ষে যেমন শৃহ্যতা, চিত্তের পক্ষে দেবপ কাল।

ব্যবহারিকরপে আমরা বলে থাকি অতীত, বর্তমান এবং ভবিয়াৎ।
অতীতের সংজ্ঞা হল : যা তার নিজের অবস্থা অতিক্রম করেছে
অথবা উৎপত্তিক্ষণ স্থিতি এবং বিনাশ বা ভঙ্গ অতিক্রম করেছে বা
অতীত হয়েছে (অত্তনো সভাবং উপ্পাদাদিক্খণং বা অতীতা অতিক্কন্তা অতীতা)।

বর্তমান হল: যা এই বা সেই কারণে উৎপত্তিক্ষণের পূর্বে প্রবেশ করে যায়, স্থিত হয় ইত্যাদি (তং তং কারণং পটিচ্চ উপ্পাদাদিক্-খণং উদ্ধং পন্না, গতা, পবস্তা=পচ্চুপ্পন্না)।

ভবিশ্বং হল: যা উক্ত হুই অবস্থায় বা পর্যায়ে পৌছয়নি (ভত্তয়ং পি ন আগতা সম্পত্তা)।

অভিধর্ম অনুসারে প্রত্যেক চিন্তের তিন প্র্যায় উপ্পাদ (উৎপত্তি), তিতি এবং ভঙ্গ। কোন কোন অর্থকথাচার্যের মতানুসারে মধ্যিখানে ছিতি বলতে কিছু নেই, কেবলমাত্র আছে উৎপত্তি এবং ভঙ্গ। প্রত্যেক চিন্তক্ষণকে পরবর্তী চিন্তক্ষণ অনুসরণ করে। কাল তাই মানসিক অবস্থার ক্রম পৃথক চলন পর্যায় চিহ্ন। কালের মৌলিক একক সংখ্যা হল: এক চিন্তক্ষণ স্থিতি সময়। অর্থকথাচার্যগণ বলেন চিন্তক্ষণের গতি এত ক্রভ যে এক অল্পকাল স্থায়ী বিত্যাৎ প্রকাশের সময় কোটি কোটি চিন্তক্ষণ উৎপন্ন হতে পারে।

নিযত পরিবর্তনশীল বপ (জড পদার্থ) মাত্র ১৭ চিত্তক্ষণের জন্ম চিত্ত-বীথিতে স্থিত হয়। ইহাই বপের স্থিতিকাল।

অতীত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, ভবিশ্বং এখনও আসেনি। আমরা এক চিত্তক্ষণের জন্ম বেঁচে থাকি এবং তা চিরদিনের জন্ম অতীত হয়ে যায়। এক অর্থে কেবল 'অনন্ত বর্তমান' বিভাষান। অন্য অর্থে বর্তমান হল ভবিশ্বং অবস্থা থেকে অতীত অবস্থায় পরিবর্তনের এক স্তর বা বাপ।

দর্শনের অভিধানে কালের একপ ব্যাখ্যা আছে: "যাব মধ্যে

পরস্পরাক্রমে সকল ঘটনা সংঘটিত হয় বা সংঘটিত হচ্ছে মনে হয় তারই সাধারণ মাধ্যম হল কাল।"

অখসালিনীতে কালের ব্যাখ্যা হল: "এই বা সেই ঘটনা সংঘটনের বিজ্ঞপ্তিই কাল। কালের সত্যিকার কোন স্থিতি নেই, ইহা একপ্রকার বিজ্ঞপ্তি মাত্র (তং তং উপাদায় পঞ্জ গ্রেডো কালো নাম। সো পন' এস সভাবতো অবিজ্ঞানতা পঞ্জিতি-মন্ত্রকো এব)।

- (৭৪) সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বর্তমানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।
- (৭৫) যথারহং = যথোচিত ভাবে অর্থাৎ কামাবচর জ্বন, অভিজ্ঞা। (অভিঞ্ঞা) জ্বন এবং অস্থান্ত মহদ্গত জ্বনের ক্ষেত্রে।

হসিতোৎপাদ চিপ্ত ব্যতীত কামাবচর জবনের ছয় বিষয় হল — অতীত, বর্তমান, এবং ভবিশ্রং।

দিব্যদর্শন, দিব্যশ্রবণ বর্ধন ইত্যাদি অভিজ্ঞা জবনের আলম্বন হল ই অতীত, বর্তমান, ভবিশ্বৎ এবং কালবিমুক্ত

মহদৃগত জবনের বিষয় কিন্তু অতীত এবং কালবিমুক্ত।

নির্বাণ কালাতীত তাই ইহা অতীত, বর্তমান এবং ভবিশ্বৎ সম্বন্ধহীন ইহা অকালিক বা কালস্রোতের উর্ধে। প্রস্তুপ্তিও কালবিমুক্ত।

(৭৬) এই তুর্বোধ্য অনুচেছদের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

ব্যক্তির মৃত্যুক্ষণে কথনও কথনও তাঁর ইহজীবনে রভ কুশল বা অকুশল কমের কথা সরণ পথে উদিত হয়। এই বিশেষ মৃত্তে যে কুশল বা অকুশল চিন্ত উৎপন্ন হয়, সামগ্রিকভাবে তাকে কম কপে অভিহিত করা হয়।

এই চিন্তা ধম্মারম্মণ বা ধম বিশ্বন। ইহা মনোদার মাধ্যমে অতীত বিষয়ে গৃহীত হয়।

পরবর্তী জীবনের প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি শ্রেণীর চিত্তগুলির আলম্বন এই ধর্মালম্বন।

কোন কোন সময় এ নিমিত্ত কুশল বা অকুশল কমে'ব সঙ্গে সম্বন্ধ-যুক্ত থাকে। ইহা ষড়্ ইন্দ্রিয়দারের যে কোন এক দারে দৃষ্ট অতীত বা বর্তমানের পঞ্চ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্ম বিষয়ের যে কোন এক বিষয় হতে পারে।

দৃষ্টান্ত স্বৰূপ বলা যায়: এক ব্যক্তি মৃত্যুক্ষণে ধর্ম প্রবণ করছেন। এক্ষেত্রে বর্তমানে কর্ণ মাধ্যমে শ্রুত শব্দ নিমিত্ত বাপে উপস্থিত হয়। স্বতরাং পররতী জীবনের উক্ত তিন শ্রেণীব চিত্ত-বিষয় কর্মনিমিত্ত বাপে অনুস্বত হয়।

আবার আমরা এ ভাবে বিষয়টিকে চিস্তা করতে পারি — একজন মরণাপন্ন ডাস্তার মনশ্চক্ষে রোগীগণকে চিকিৎসা করছেন রূপে দেখ-ছেন। এখন ইহা তাঁর চিস্তদার মাধ্যমে দৃষ্ট অতীত রূপালম্বন।

অথবা আবার, আমরা বিষযটিকে এভাবে চিন্তা করি—একজন মরণােমুখ পশুবাতক তার দারা হত পশুর আর্তনাদ শুনছে। এখানে অতীতে এত শব্দ সেই ব্যক্তিব চিন্তদারে নিমিন্তকপে (বা বিষয়কপে) প্রতিভাত হয়েছে।

কম্মনিমিন্ত: কম'নিমিন্ত তাহলে ষড -ইন্সিয়ের যে কোন এক ইন্সিয় দার মাধ্যমে দৃষ্ট অভীত ও বর্তমান বিষয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে মরণাপন্ন ব্যক্তি পরবর্তী জ্বন্মস্থানের নিমিপ্ত দর্শন করে যথা অগ্নি, মাংস, স্বর্গ-বিমান ইত্যাদি। ইহা মনোদ্বার মাধ্যমে গৃহীত বর্তমান আলম্বন (নিমিপ্ত)।

গতি নিমিত্ত তাহলে মনোদার মাধ্যমে দৃষ্ট বর্তমান কালের চক্ষুগ্রাহ্য বিষয়।

ইহা প্রণিধানযোগ্য যে কামাব্চর প্রভিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি চিত্তক্ষণগুলির বিষয় ইতি-পূর্ব জীবনের ষড্-ইন্দ্রিযের যে কোন এক ইন্দ্রিয় মাধ্যমে অনুভূত কম', কম'নিমিন্ত বা গতিনিমিত্ত।

সকলপ্রকার নপাবচর প্রতিসন্ধি ইত্যাদির বিষয় সর্বদা অতীত কর্ম'নিমিত্ত যা একমাত্র প্রজ্ঞপ্তি অর্থাৎ মনোদ্বার মাধ্যমে অনুভূত কৃৎস্ন নিমিস্ত ।

প্রথম এবং ভৃতীয় অনপধ্যান প্রতিসন্ধি বিষয় (নিমিন্ত) ইত্যাদিও

অতীত প্রজ্ঞপ্তি যথা প্রথম অবপধ্যান প্রতিসন্ধির ক্ষেত্রে অনস্ত আকাশ এবং ভৃতীয় অবপধ্যান প্রতিসন্ধির ক্ষেত্রে 'নথি কিঞ্চি' কিছুই নেই বা আকিঞ্চনায়তন। এই হুই প্রজ্ঞপ্তিকে মনোদ্বার মাধ্যমে অমুভূত (বা দৃষ্ট) কর্মনিমিত্ত রূপে গণ্য করা হয়।

দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অরপধ্যান প্রতিসন্ধি ইত্যাদির বিষয় অতীত মানসিক বিষয় কর্ম'নিমিন্ত কপে মনোদ্বার মাধ্যমে অন্তভূত হয়।

প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে, প্রথম অবপধ্যানচিত্তকে নিমিত্ত-বাপে গ্রহণ করে দ্বিতীয় অবপধ্যানচিত্ত বর্ধন করা হয় এবং তৃতীয় অরপধ্যানচিত্তকে নিমিত্তবাপে গ্রহণ করে চতুর্থ অবপধ্যানচিত্ত বর্ধন করা হয়।

(৭৭) যেভ্যোন—'যথোপযুক্তভাবে'। এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে অসংজ্ঞ (অসঞ ্ঞ) ভূমিতে উৎপত্তিকে নির্দেশ করে যেখানে কোন চিন্ত নেই। অর্থকথা এ বিষয়কে ব্যাখ্যা করে বলে কর্মপ্রভাবে কোন নিমিন্ত যেমন কর্ম নিমিন্ত প্রতিসন্ধি চিন্তে নিজেকে উপস্থাপিত করে।

(৭৮) বৌদ্ধমে সাধারণ মাহ্যকে পৃথগ্ জন (পুথুজ্জন, যারা বার বার জন্মগ্রহণ করবে) বলা হয়। যাঁরা বিমুক্তির তিন সোপানে উন্নীত হয়েছেন তাঁদের বলা হয় সেখ (শিক্ষার্থী, এখনও এ দের শিক্ষণীয় আছে)। যাঁরা অহ'ত্ব লাভে চতুর্থ বা পরিশেষ সোপান লাভ করেছেন তাঁদের অসেথ (সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত) বলা হয়। অহতের আর কিছু শিক্ষণীয় নেই।

সেখ বা শিক্ষার্থীরা অর্হ ত্ব মার্গ এবং ফলচিত্ত হাদয়ঙ্গম করতে পারে না কারণ তাঁরা সেই উচ্চতম সোপানে উন্নীত হননি তবে তাঁরা অর্হতের লৌফিক চিত্ত সম্বন্ধে জানতে পারেন।

অনুবপভাবে সাধারণ মানুষ (পৃথগজেন) সেখ আর্থগণের লোকোত্তর চিন্ত হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

(৭৯) অভিঞ্ঞা: অভিজ্ঞা পাঁচ প্রকার উন্নততর জ্ঞান।, তা হল—দিব্যচকু, দিব্যকর্ণ, পূর্বনিবাস স্মৃতি জ্ঞান, পরচিত্ত, বিজ্ঞানন (জ্ঞান) এবং ঋদ্বিবিছা। এই পঞ্চ অভিজ্ঞা পরিপূর্ণ করতে হলে ব্যক্তিকে নিশ্চিতবাপে পঞ্চমধ্যান লাভী হতে হয়। এরপ মহদ্গত চিণ্ড বৃদ্ধি করলেও কোন পৃথগ্জন অথবা সেথ (স্রোভাপন্ন, সক্লাগামী, অনাগামী প্রভৃতি শিক্ষার্থীগণ) অর্হতের মার্গ ও ফলচিত্ত হৃদযঙ্গম করতে পারে না।

একমাত্র অর্হতই অর্হতের মার্গ এবং ফলচিত্ত হাদয়ক্ষম করতে পারেন।

অভিজ্ঞা সম্বন্ধে পরবর্তী এক পবিচ্ছেদে বিশদরূপে বর্ণিত হয়েছে।
(৮০) এই ছুই শ্রেণীর চিত্ত কেবলমাত্র অর্হতগণের অভিজ্ঞতার
বিষয়।

- (৮১) ইহা মনোদারাবর্তন চিত্ত যা প্রত্যেক জ্ববনবীথির পূর্বে উৎপন্ন হয়। স্মৃতরাং এই চিত্তের বাইরে (কমের) আর কোন স্থযোগ নেই। (৮২) যথা কামাবচর, আলম্বন, বাপাবচর-অব্যাবচর (মহদ্গত) আলম্বন, লোকোত্তর আলম্বন এবং প্রজ্ঞপ্তি।
- (৮৩) দ্বিতীয় অবূপধ্যান চিত্তের আলম্বন হল প্রথম অবূপধ্যান চিক্ত এবং চতুর্থ অবূপধ্যানের আলম্বন হল তৃতীয় অবূপধ্যান চিল্ত।
- (৮৪) যেমন প্রথম অবপধ্যান চিত্তের আলম্বন 'অনন্ত আকাশ' প্রজ্ঞপ্তি এবং তৃতীয় অবপধ্যানচিত্তের আলম্বন 'কিছুই নেই' প্রজ্ঞপ্তি।

- এ विষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

সকল প্রকার বাপধ্যানের প্রজ্ঞপ্তি হল-কসিন বা কৃৎত্র আলম্বন।

(৮০) যথা ২৩ প্রকার কামাবচর বিপাক+১ প্রকার মনোদ্বারা-বর্তন+১ হসিতোৎপাদ=২৫।

(৮৬) পরিন্ত, পরি +√দা ধাতু নিষ্পান, ভেঙ্গে ফেলা, কম করা, অর্থ হল নিচু বা নিকৃষ্ট। ইহা কামাবচর বিষয়কে নির্দেশ করে।

- (৮৭) যথা দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অব্যাপধ্যান চিন্তের কুশল, বিপাক এবং ক্রিয়া (বিজ্ঞানানস্তায়তন এবং নসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন)।
- (৮৮) যথা ১ কপধ্যান চিন্ত এবং প্রথম এবং তৃতীয় অরপ কুশল বিপাক এবং ক্রিয়াচিন্ত (আকাশ-অনস্ত-আয়তন এবং আকিঞ্চনায়তন) ।

(৮৯) বোহার, এখানে কসিন বা কুৎম্ব প্রজ্ঞপ্তিকে নির্দেশ করে।

- (৯•) যথা ১২ অকুশল এবং জ্ঞানবিপ্রযুক্ত ৮ প্রকার কুশল এবং ক্রিয়া চিন্ত।
- (৯১) তারা ৪ জ্ঞান সম্প্রযুক্ত কামাবচর কুশল এবং পঞ্চম কুশল ব্যপধ্যান (অভিজ্ঞা কুশল চিন্ত)।
- (৯২) তারা ৪ কামাবচব ক্রিয়া, পঞ্চম ব্যপধ্যান ক্রিয়া এবং মনো-দ্বারাবর্তন।

৬. বথ[ু] সঙ্গহো

১২. বখু, সংগতে বখ, নি নাম চক্ খু-সোত-ঘাণ-জ্বি হা-কায়-হদয়-বখু, চে'তি ছব বিধানি ভবন্তি।

তানি কামলোকে সব্বানি' পি লব্ভন্তি রূপলোকে পন ঘাণাদিত্তবং নখি। অরূপলোকে পন সব্বানি' পি ন সংবিজ্জন্তি।

তথ পঞ্বিঞ্ঞাণধাত্যো যথাক্কমং একন্তেন পঞ্প প্সাদবখ্নি নিস্সায়' এব প্রস্তুন্তি, পঞ্চারাবজ্জন-সম্পটিচ্ছন-সঙ্খাতা প্রমানাধাত চ হদ্যং নিস্সিতা' এব প্রস্তুন্তি। তথা অবসেসা প্রনানানিক্
ভ্রোণধাত্-সঙ্খাতা চ সন্তীরণ-মহাবিপাক-পটিম্বর্ন-পঠমমগ্র-ইসনক্পার্চরব্যেন হদ্যং নিস্সায়' এব প্রস্তুন্তি।

অবদেসা কুসলাকুসলক্রিয়ানুত্তরবদেন পন নিস্সায বা অনিস্সায বা। আরূপ পবিপাকবদেন হলযং অনিস্সায এবাতি।

১৩. ছবখুং নিস্সিতা কামে সম্ভ কপে চতুব বিধা তিবখুং নিস্সিতা রূপ্পে ধাছেকানিস্সিতা মতা॥ তেচন্তালীস নিস্সায দ্বে চন্তালীস জায়রে।

নিস্সায় চ অনিস্সায় পাকা' বপ্পা অনিস্সিতা' তি॥ ইতি অভিধন্মখসংগতে পকিপ্লকসংগহবিভাগো নাম

ততিয়ো পরিচ্ছেদে।।

৬. চিতের বাস্ত সংগ্রহ

১২. চিত্তের বাস্ত সংগ্রহে (১৩) বাস্ত ছয় প্রকার যথা চক্ষু, কর্ণ,

নারিকা, জিহ্বা, কার এবং হৃদয়।

এ সকলও (৯৪) কামাবচর ভূমিতে লাভ হয়। বাপাবচর ভূমিতে নাসিকা, জিহ্বা এবং কায় বাস্তর বিভামানতা নেই, অবাপাবচর ভূমিতে কোন বাস্তরই (৯৬ বিভামানতা নেই।

পঞ্চ-বিজ্ঞান-ধাতৃ যথাক্রমে পাঁচ প্রসাদ বাস্তকে (৯৭) আশ্রয় করে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু মনোধাতৃ যথা পঞ্চনারাবর্তন এবং সম্প্রতীচ্ছন (তুই প্রকার) (৯৮) ছাদয়কে আশ্রয় করে প্রবৃতিত হয়। অন্তর্নপভাবে অবশিষ্ট মনোবিজ্ঞান ধাতুর (৯৯) অস্তর্গত সন্তীরণ (১০০) চিন্তু মহা-মহাবিপাকচিন্ত, তুই প্রতিষ (১০১), চিন্তু ম্যোতাপন্তি মার্গ চিন্তু (১০২), হসিতোৎপাদ চিন্তু (১০৩), এবং ন্যাব্যর চিন্তুগুলি (১০৪), জ্বদয় বাস্তকে (১০৫) আশ্রয় করে প্রবৃতিত হয়।

(>0+0+0+++2+>+>+30=80) 1

অবশিষ্ট চিত্তগুলি (১০৬) যথা কুশল, অকুশল, ক্রিয়া বা লোকোন্তর চিন্ত হাদয়বাস্তর আশ্রায়ে বা অনাশ্রায়ে প্রবর্তিত হয়। অনুপ বিপাক চিন্ত হাদয়বাস্তর আশ্রায় ব্যতীত প্রবর্তিত হয়।

১৩. কামাবচর ভূমিতে (কাম-ভবে) ছয় বাস্তর আশ্রায়ে সাত বিজ্ঞান ধাতু (১০৭) প্রবর্তিত হয়। কপ ভূমিতে তিন বাস্তর আশ্রায়ে (১০৮) চার বিজ্ঞান ধাতু (১০৯) প্রবর্তিত হয় কিন্তু অকপাবচর ভূমিতে এক (১১০) মানস বিজ্ঞান ধাতু কোন বাস্তর উপর আশ্রিত না হয়ে প্রবর্তিত হয়।

তেতাল্লিশ চিন্ত বাস্ত আশ্রিত। বিয়াল্লিশ চিন্ত বাস্তর আশ্রিত বা অনাশ্রিত। অনপাবচর বিপাক সদা বাস্ত অনাশ্রিত।

এখানেই অভিধন'থি সংগ্রহে প্রকীর্ণ সংগ্রহের তৃতীয় পরিচ্ছেদ শেষ হল।

ৰ্যাখ্যা:

(৯৩) ব্লু (বাল্ত) বস ধাতু হতে নিষ্পান্ধ, বাস করা। মৌলিক অর্থে ইহা উন্তান, ক্ষেত্র বা প্রাশস্ত পথ। সাধারণ অর্থে ইহা কারণ বা প্রভায়। বাল্ত বলতে স্থিত বিষয়কে বৃঝায় যথা বস্তু বিষয় বা কোন পদার্থ। তিন পূজ্য বিষয়কে নির্দেশ করে বৃদ্ধ বলেন: 'উদ্দেশিকং তি অবখ্যুকং'। এখানে অবাস্তক বলতে কোন বস্তু বা বিষয়েক অবিভাষানভাকে বৃঝায়।

वाख रमः रेखियानन।

ছয় ইন্দ্রিয়ের ছয় বাস্ত বিস্তমান। এ সম্বন্ধে রূপ পরিচ্ছেদে বিস্তৃত বর্ণিত হবে।

- (৯৪). এ সকল অপ্রকাশিত বিষয় ও পালি সাহিত্যে জন্মান্ধ, বিধির, মূক'প্রভৃতি ব্যক্তির ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য।
- (৯৫) এ দকল উন্নততর ভূমিতে নাসিকা, জিহ্বা, কায় বিভ্যমান থাকে তবে তা অমূভূতি গ্রহণ যোগ্য ইন্দ্রিয় নহে কারণ এ স্তরে কামরাগ কামস্থা, হা) সাময়িক ভাবে বিলুপ্ত থাকে, তাঁদের চক্ষু এবং কর্ণ বিদ্যমান থাকে যাতে তাঁরা তাদের সদ্ব্যবহার করতে পারেন। তাঁদের হুদয়ও বিভ্যমান থাকে কারণ ইহা চিত্তের বাস্তু বা আসন।
- (৯৬). সকল প্রকার বাপ বর্জিত হয়ে কেবলমাত্র হাদয় বা মনবান্ত-হীন মন ধ্যানশক্তি দ্বারা বিভ্যমান থাকে।
- (৯৭) দৃষ্টান্ত: চক্ষুবিজ্ঞান চক্ষুর প্রসাদরপের আশ্রয়ে উৎপর্র হয় কিন্তু কায়িক অঙ্গ 'মাংস চক্ষুর' উপর নির্ভর 'করে নয়। অঞ্চান্ত ইন্দ্রিয়া বিজ্ঞানও তাদের স্ব স্থ প্রসাদরপের উপর নির্ভরশীল হয়ে। উৎপন্ন হয়।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রসাদনপকে এ দৃষ্টিতে হাদয়গ্রম করতে হবে :—

'চক্ষ্' অর্থে দর্শনশক্তি দর্শনেন্দ্রিয় এবং চক্ষুকে বুঝায়। 'চক্ষ্'কে² এই বর্তমান পুস্তকের বিষয় পরিপ্রেক্ষিতে কেবলমাত্র দর্শন-সম্বন্ধীয় বিষয় রাপে বুঝতে হবে—ইহাকে কায়িকচক্ষ্ বা মাংসচক্ষ্ রাপে ধারণা³ করা উচিত হবেনা। অর্থকথায় চক্ষ্ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণকে নিয়ে সংক্ষেপাকারে দেওয়া গেল: প্রথম সমস্ভার চক্ষ্

_i }

এটা একটি গর্তেব মধ্যে স্থিত মাংসপিণ্ড যাব নিচেব দিকে চোথের গত হাড়, উপরের দিকে জ্র-হাড়, ছই পার্যে ছই চক্সকোণ, ভিতর দিকে মস্তিক্ষ এবং বহির্দিকে চোখেব পাতা। ইহা চৌদ্দ উপাদানে গঠিত: চার ধাতু যা ছয় গুণ সম্পন্ন যথা বর্ণ, গন্ধ, স্থাদ, জীবন্ রস, সঠানং বা আকাব এবং সম্ভাবো বা স্থাপন (বা বিহ্যাস) জীবনীশক্তি, লিঙ্গ, কায-প্রসাদ (দেহানুভূতি) এবং দর্শনেন্দ্রিয় (বা চক্ষুপ্রসাদ)। শেষোক্ত চাবটি উৎপন্ন হয কর্ম প্রভাবে। যথন মানুষ কোন বিস্তৃত খেতবস্তু দেখে আকৃষ্ট হয় তখন ইহা চক্ষুকে ম্পূর্শ করে অর্থাৎ ইহা কেবলমাত্র চক্ষুবাস্তকে স্পূর্ণ করে। এবং এই গোলাকাব মাংসপিও সাদা, কাল এবং লাল শিবাগুচ্ছ দ্বারা মস্তিফের সঙ্গে আবদ্ধ: সেগুলি घन, ज्वल, ठक्षल এवर गांभीय क्र थांवन करन । देश श्रिवाधिका সাদা, পিত্রাধিক্যে কাল, রক্তাধিক্যে লাল, ঘনছের আধিক্যে কঠিন, তরশাধিক্যে নির্গলনমুখী, চাঞ্চল্যাধিক্যে ফ্রীড, গ্যাসাধিক্য হেতু কম্পনযুক্ত। কিন্তু সেই আবদ্ধ প্রসাদ (যা সেখানে রযেছে) তা সহজাত এবং চার মহাভূতোৎপন্ন—ইহাই প্রসাদ-চক্ষু। সমস্ত চক্ষুব মধ্যস্থিত এবং গোলাকৃতি কাল চক্রেব সম্মুখে শ্বেত চক্রটি বেষ্টন কবে আছে (লক্ষ্য ককন এখানে অক্ষিতাবাকে হয়তঃ প্রভেদ কবছেনা বা ইহা নিজেই অক্ষিতাবা তাও বলছেনা) এবং দর্শন চক্রেব যে স্থানে নিকটবর্তী বিষযগুলি প্রতিভাত হয় সেখানে ইহা সন্তু তৈলসিক্ত কার্পাস সলিতাব থায় সপ্ত চাক্ষ্ম ঝিল্লী প্রবেশ কবে গেছে। তাহলে ইহা এর্প দাড়ায: ইহা চীব মহাভূত দাবা সাহায্যপ্রাপ্ত, পরিচারিভ, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, গতিপ্রাপ্ত (সমৃদীবণং) যেকপ শিশু বাজপুত্র চাব সেবিকা দাবা খাওয়ানো, স্নান কবানো, কাপড় পবানো এবং ব্যজন क्त्रात्ना रयः स्मत्रभ कायिक-भानिक जीवनीमक्ति विक्विज, जीवनाय দারা পালিত এবং বর্ণ-গদ্ধ-বদ ইত্যাদি সংযুক্ত, আয়তনে ইহা উকুন-শিব সদৃশ চাকুষ জ্ঞান দাবের আসন কপে স্থিত। তাই ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র দ্বাবা একপ কথিত হয়েছে।

চক্ষু প্রসাদ দ্বাবা যে বাপ দর্শন করা হয় তা—অতি ক্ষ্ত্র এবং তা উকুনেব শিবেব সঙ্গে তুলনা কবা চলে।

সোতপ্পসাদ—শ্ৰোত্ত-প্ৰসাদ:—

ইহা সসম্ভার কর্ণের গহববে অবস্থিত এবং সুক্ষ স্থবিশুস্ত রক্তাভ লোমযুক্ত। ইহাব আকাব কনিষ্ঠ অঙ্গুলের বেষ্টনীর মত। '(অঙ্গুলি– বেঠন)। (অথসালিনী—৩১০)।

ঘাণপ্পনাদ—্ভ্রাণ-প্রসাদ :—ইহা সমস্ভাব নাসিকাব গহ্বরে অবস্থিত। ইহা দেখতে ছাগলেব খুবেব মত। (এ—৩১০)।

জিহ্বাপ্ পসাদ—জিহ্বা-প্রসাদ :—ইহা সসম্ভাব জিহ্বার মধ্যস্থলের উপরে অবস্থিত। ইহা দেখতে পদ্মপত্রেব উপরি ভাগেব মত। (ঐ—৩১০)

কায়প্পসাদ—কায়-প্রসাদ:—কায়পরিধি অর্থকথানুসারে (এ— ৩১১) তৈলসিক্ত কার্পাস কম্বলেব মত ইহা সর্বশ্রীবে পবিব্যাপ্ত। Buddhist Psychology pp. 173—181)।

৯৮. হদয়বখ — হাদয়বাস্ত : — অর্থকথাকাবগণের মতারুসারে হাদয়বাস্ত হল চিত্ত বা মনের বাস্ত বা আসন। প্রচলিত মতারুসারে হাদয়ের মধ্যে এক গহরবে কিছু রক্ত থাকে যাকে নির্ভর করে চিত্ত-সোপন অবস্থিত। হাৎপিশু সম্বন্ধে একপ অনুমান বুদ্ধের সময়েও প্রচলিত ছিল। এমত উপনিষদ দ্বারাও সমর্থিত।

বুদ্ধ এই সর্বজন—আদৃত মতবাদ গ্রহণ করতে পারেন তবে তিনি নিজে এ সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ কবেন নি।

মিষ্টার আউঙ্গ তার অভিধর্মার্থ সংগ্রহের অমুবাদ গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ কবেছেন যে, বৃদ্ধ এ সম্বন্ধে নীবব ছিলেন। চিত্ত-সোপন বা আসন হাদয় কি মস্তিষ্ক বৃদ্ধ নিশ্চিতরূপে কিছু বলেন নি। এ সম্বন্ধে তিনি ধর্মসঙ্গণিতে হাদয়-বাস্ত শব্দ ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার কবেননি। পট্ঠান গ্রন্থে চিত্তের বাস্ত যে হাদয় একথা ব্যক্ত না কবে বৃদ্ধ সাধাবণভাবে বলেছেন—'ঘং কপং নিস্সায' অর্থাৎ সেই কাপকে নির্ভর কবে'। মিষ্টাব আউঙ্গ-এর অভিমত হল বৃদ্ধ সর্বজন আদৃত মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করতে চাননি। আবার তিনি কোন নৃতন মতবাদেব অবতারণাও করেননি যে মস্তিক্ষই চিত্তের আসন যা বর্তমান বৈজ্ঞানিকেরা সমর্থন কবেন।

(Buddhist Psychology Introduction, XXVII Compendium of Philosophy pp. 277—272.)

১৯. ধাতু: √ধব ধাতু নিষ্পন্ন, ধারণ কবা, বহন কবা। বা স্বীয় লক্ষণ বহন কবে তা ধাতু। তাদেব একপু বলাব কাবণ হল তাবা সম্বহীন বা জীবনহীন (নিস্সন্ত নিজ্জীব)।

স্থবিধাথে এখানে সাধাবণ্যে গৃহীত তিন শব্দ ব্যবহাব করা হল। তা পঞ্চবিজ্ঞানধাতু, মনোধাতু, মনোবিজ্ঞানধাতু।

পঞ্চবিজ্ঞানধাতু দশ ইন্দ্রিয় বিজ্ঞান অথে ব্যবহৃত হয়।
মনোধাতু বলতে – ছই সম্প্রতীচ্ছন চিন্ত এবং পঞ্চ দ্বাবাবর্তন
চিত্তকে বুঝায়।

মনোবিজ্ঞান ধাতু বলতে — অবশিষ্ঠ সকল প্রকার চিত্তকে বুঝায়।

- ১০০. তিন সন্থীবণ চিত্ত এবং আট মহাবিপাক চিত্ত অৰূপ ভূমিতে উৎপন্ন হয় ন!। কারণ সে সকল ভূমিতে কোন দাবেব বিছ-মানতা নেই বলে কোন কুতাও নেই।
- ১০১. যাঁবা রূপ এবং অরূপ ভূমিতে উৎপন্ন হন তাঁবা প্রতিঘ (বেষ) সাময়িকভাবে বিনাশ কবেন। তাঁই প্রতিঘ সম্প্রযুক্ত হুই চিত্ত সে ভূমিতে উৎপন্ন হয় না।
- ১°২. স্রোতাপত্তিরপ প্রথম বিমুক্তি মার্গ লাভীকে অন্তের থকে শব্দ ঘোষণা প্রবন্ধ কবতে হয় (পবতো ঘোসপ্পচ্চয়)।
- ১০৩. হসিত বা হসিতোৎপাদ চিত্ত দেহ ভিন্ন উৎপন্ন হতে পাবে না। বৃদ্ধ এবং প্রত্যেক বৃদ্ধগণ যাদেব নিকট এ শ্রেণীব চিত্ত উৎপন্ন হযু তাঁবা মন্ত্রভূমি ব্যতীত (শেষজন্মে) অন্ত ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন না।

- ্ ১০৪. অবপ্ ভূমিতে রপ্ ধ্যানচিত্ত উৎপন্ন হয় না কাবণ যার। অবপভূমিতে উৎপন্ন হন সাময়িকভাবে তাঁদেব বপবাসনা স্তিমিত। ধাকে।
- ১০৫. পূর্ববর্ণিত ৪৩ প্রকাব সকল চিত্তই হৃদয়বাস্তকে আশ্রয় করে উৎপন্ন হয়। (১০+৩+৩+৮+২+১+১+১৫=৪৩)
- ১০৬. সেগুলি হল ৮ শোভন কুশল, ৪ রূপ কুশল, ১০ অকুশল, ১ মনোদারাবর্তন ৮ শোভন ক্রিয়া ৪ অরপ ক্রিয়া ৭ লোকোত্তব = ৪২।

এগুলি পঞ্জন্ধযুক্ত বা চাব ক্ষমযুক্ত ভূমিতে (অরপলোকে) উৎপন্ন হয়।

- ১০৭. অর্থাৎ ৫ পঞ্চবিজ্ঞান্ ধাতৃ + ১ মনোধাতু + ১ মনোবিজ্ঞান-ধাতৃ - ৭।
- ১০৮ অর্থাৎ ১ চক্ষ্বিজ্ঞান, ১ শ্রোত্তবিজ্ঞান, ১ মনোধাত্, ১ মনোবিজ্ঞানধাত্ = ৪।
 - ১০৯. যথা চকু, শ্রোত্র এবং হাদয়বাস্ত।
- ১১°. ধাতু + এক = ধাত্ব'এক। ইহা মনোবিজ্ঞানধাতৃকে ব্যাচ্ছে।

চতুর্গ্র পরিচ্ছেদ বীথি-সঙ্গহ-বিভাগো

- চিত্ত্প্পাদানমিচ্চে' এবং কথা সক্ষহং উত্তবং

 ভূমিপুগ্গলভেদেন পূব্বাপরনিযামিতং

 পবত্তিসংগহং নাম পটিসন্ধিপ্প-বিভিষং

 পবক্থাম সমাসেন যথাসম্ভবতো কথা।
- ২০ ছ বখ্নি, ছ দাবানি, ছ আলম্বনানি, ছ বিঞ্ঞাণানি, ছ বীথিয়ো, ছধা বিসমপ্পবিত্তি চ'াতি বীথিসঙ্গতে ছছক্কানি বেদিতব্বানি।

বীথিমুন্তানং পন কম্ম – কম্মনিমিন্ত-গতিনিমিন্ত-বদেন তিবিধা হোতি বিস্থপ্পবন্তি।

তথ বথ_ুদারালম্বনানি পুব ্বে বৃত্তনযেন ওব।

চক্থ্বিঞ্ঞাণং, সোতবিঞ্ঞাণং, ঘাণবিঞ্ঞাণং, জিব্হা-বিঞ্ঞাণং,কাযবিঞ্ঞাণং,মনোবিঞ্ঞাণং চ'াতি ছ বিঞ্ঞাণানি।

বীথিযো পন চক্থ্দাববীথি, সোতদারবীথি, ঘাণদাববীথি, জিব হাদাববীথি, কামদাববীথি, মনোদারবীথি চ'াতি দাববসেন বা চক্থ্বিঞ্ঞাণবীথি, সোতবিঞ্ঞাণবীথি, ঘাণবিঞ্ঞাণবীথি, জিব হাবিঞ্ঞাণবীথি, কামবিঞ্ঞাণবীথি, মনোবিঞ্ঞাণবীথি চ'াতি বিঞ্ঞাণবসেন বা দারপ্পবভা ফিল্প্পবভিযো যোজেতব্বা।

৩. অতিমহস্তং, মহস্তং, পরিজ্ঞং, অতিপবিজ্ঞং চ'াতি পঞ্চারে, মনোদাবে বিভূতং অবিভূতং চ'াতি ছধা বিসমপ্পবিজ্ বেদিতব্বা। কথং ? উপ্পাদট্ঠিতিভঙ্গবদেন্ খণত্তবং একচিত্ত ক্থণং নাম, তানি পন সত্তবসচিত্তক্থণানি ৰূপধন্মানং আয় । একচিত্তক্থণাতীতানি বা, বহুচিত্তক্থণাতীতানি বা ঠিতিপ্পত্তান' এব পঞ্চালম্বনানি পঞ্চারে আপাথং আগচ্ছন্তি । তন্মা যদি একচিত্তক্থণাতিতকং ৰূপবম্মণং চক্থ্স্স 'আপাথং আগচ্ছতি, ততাে দ্বিক্ষত্ত্বং ভবঙ্গে চলিতে ভবঙ্গনাতং বােচ্ছিন্দিছা তমেব ৰূপাব্ম্মণং আবদ্ধ জেন্তং পঞ্চাবাৰজ্জনচিত্তং উপ্পজ্জিতা নিকজ্বাতি। ততাে তস্স'আনস্তরং তমেব ৰূপং পস্মস্তং চক্থ্বিঞ্ঞাণং, সম্পটিচ্ছস্তং সমপটিচ্ছন্দিকা যথাক্কমং উপ্পজ্জিতা নিকজ্বাতি। ততাে পবং এক' উনতিংসলকামাবচবজবনেম্ম যং কিঞ্চি লদ্ধপচ্চং যেভ্যোন সত্তক্থত্ত্বং জবতি। জবনাম্বন্ধানি চ দ্বে তদারম্মণপাকানি যথারহং পবত্তন্তি । ততাে পবং এক' স্বতিংসলকামাবচবজবনেম্ম যং কিঞ্চি লদ্ধপচ্চযং যেভ্যোন সত্তক্থত্ত্বং জবতি । জবনাম্বন্ধানি চ দ্বে তদারম্মণপাকানি যথারহং পবত্তন্তি । ততাে পবং ভবঙ্গাতাে।

এত্তাবতা চুদ্দসচিত্ত,প্পাদা দে ভবঙ্গ-চলনানি পুব্বেবাতীতক-মেকচিত্তক্থণস্তি কথা সত্তবস চিত্তক্থণানি পবিপুরেন্ডি। ততো পবং নিকজ্বস্তি আলম্বনম' এতং অতিমহন্তং নাম গোচবং।

যাব তদালম্বন' উপ্পাদা পন অপ্পহোস্তাতীতকং আপাথং আগতং আলম্বনং মহস্তং নাম। তথ জবনাবসানে ভবঙ্গপাতো ব হোতি। নথি তদালম্বনুপ্পাদো।

যাব জবন্থপ্পাদা' পি অপ্পহোন্তাতীতকামাপাথং আগতং আলম্বনং পবিত্তং নাম।

তথ জবনং পি অমুপ্পজ্জিষা দ্বতিক্থন্ত্্ বোখপন্ম এব প্রবন্ধতি। ততো প্রং ভবঙ্গপাতো'র হোতি।

যাব বোথপরুপ পাদা চপন অপ পহোস্তাতীতকং আপাথং আগতং নিবোধাসন্নমালম্বনং অভিপবিত্তং নাম। তথ ভবঙ্গচলনম' এব হোতি। নখি বীথিচিত্ত পূ পাদে।।

ইচ্চে' এবং চক্থুদারে, তথা সোতদারাদীস্ চেতি সব্বথা'

পি পঞ্চারে তদালম্বন-জবন-বোখপন-মোঘবার-সংখাতানং চত্ন্নং বারানং যথাক্কমং আলম্বনভূতা বিসমপ্পবত্তি চতুধা বেদিতব্বা।

বীথিচিত্তানি সত্ত' এব চিত্তুপ্পাদা চতুদ্দস
 চতুপঞ্ঞাস বিখাবা পঞ্চদাবে যথাবহং।

व्यर्' এथ পঞ্চনারে বীথিচিত্তপ্পবত্তিনযো।

কামাবচর বীথি সংগ্রহ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দারবীথি

ু সূচনা

- ১০ চিত্ত, চৈতসিক (বেদনাদি) বর্ণনা কবাব পর, এবাব আমি সংক্ষেপে চিত্তবীথি, পূর্বচিত্ত ও প্রচিত্ত ক্রমে (১). প্রতিসন্ধিও প্রবর্তন ছই কালেও ভূমি ও পূদ্গল ভেদে প্রকাশ কব্ব।
 ব্যাখ্যা—
- (ক) পূর্ব পরিচ্ছেদে চিত্ত-চৈতসিককে বেদনা এবং হেতু ইত্যাদি সংগ্রহ পরিপ্রেন্দিতে বর্ণনা কবা হয়েছে। বর্তমান পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার চিত্ত ও অক্স পঞ্চ-ইক্রিয় মাধ্যমে যখন যেভাবে চিত্তবীথি উৎপন্ন হয় তা ব্যক্তি ও ভূমিভেদে প্রদর্শন করেছেন।

পালি শব্দ 'পুব্বাপবনিষামিতং, এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। অর্থকথায ইহার এবপ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়—এই চিত্ত অনেক চিত্তোৎ-পত্তিব পর উৎপন্ন হয় এবং এই চিত্তকে অনেকগুলি চিত্ত অনুসবণ কবে (ইদং চিত্তকৈহি পরং, ইমস্স অনস্তবং, এত্তকানি চিত্তানি)।

প্রতিসন্ধি বলতে এখানে প্রথম চিত্তবীথিকে বুঝাচ্ছে যা নবজীবনের প্রতিসন্ধি বাঁ গর্ভে স্থান গ্রহণকালে উৎপন্ন হয়। প্রবিভি (প্রবর্তন) বলতে যাবজ্জীবন বা এক জীবনকালে যে সকল চিত্তবীথি উৎপন্ন হয় তাদের নির্দেশ কবে।

এই ছুই গাথার অনুবাদ Compendium of Philosophyতে এরূপ করা হয়েছে :—

চিত্তোৎপত্তি বিষয়েব বিস্তৃত আলোচনা শেষ কবার পর্ব এখন আমি সংক্ষেপে প্রতিসন্ধি এবং জীবন প্রবর্তন কালের চিত্তবীথি পূর্বাপর ষথাক্রমে ব্যক্তি এবং ভূমিভেদে যখন যা উৎপন্ন হয় তা সংগ্রহ বাপে বূর্ণনা করব।

(p. 124)

চিত্তবীথি

২. চিত্তবীথি সংগ্রহে ছয় শ্রেণী এবং প্রত্যেক শ্রেণীর ছঁয়টি করে উপশ্রেণী আছে। তা এরপ: ১০ ছয় বাস্ত ২০ ছয় বার ৩০ ছয় আলম্বন ৪০ ছয় বিজ্ঞান ৫০ ছয় বীথি (২), ৬০ ছয় আকারে বিষয় বা আলম্বনের উপস্থিতি (৩)।

বীথি-মুক্ত চিত্তে বিষয় উপস্থিতি তিন প্রকাবে হয় যথা ১: কর্ম ২. কর্মনিমিক্ত ৩. গতিনিমিক্ত (আকারে)।

বাস্ত, দ্বাব এবং আলম্বন বিষয় পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তা তদনুসাবে বুঝতে হবে।

ছয় প্রকাব বিজ্ঞান হল: ১: চক্ষুবিজ্ঞান ২: শ্রোত্রবিজ্ঞান ৩. জ্ঞাণবিজ্ঞান ৪. জিহুবা বিজ্ঞান ৫. কায়বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান।

দাব অনুসাবে চিত্তবীথি হল: ১. চক্ষুদাববীথি ২. শ্রোত্রদারবীথি ৩. দ্রাণ্দারবীথি ৪. জিহ্বাদারবীথি ৫. কায়দাববীথি এবং

১। বান্ত, দারা, আলম্বন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে তবে শ্রেণী ভাগ করায় এথানে পুনকক্তি হল।

২। প্রতিসন্ধি, ভবাঞ্চ, চ্যুতি।

৬. মনোদারবীথি এবং অথবা 'বিজ্ঞান' অনুসাবে বলা যেতে পাবে: ১. চকুবিজ্ঞানবীথি ২. শ্রোত্রবিজ্ঞান-বীথি ৩. ছাণবিজ্ঞান-বীথি ৪. জিহ্লাবিজ্ঞানবীথি ৫. কায়বিজ্ঞানবীথি এবং ৬. মনোবিজ্ঞানবীথি। একপে দ্বাবোৎপন্নবীথি এবং বিজ্ঞানোৎপন্নবীথি সম্বন্ধযুক্ত।

৩. ছয় আকাবে বিষয়েব উৎপত্তি বা উপস্থিতি স্পষ্টতা অনুসাবে এবাপ বৰতে হবে :—

অন পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দাবে—১০ অভিবৃহৎ ২০ বৃহৎ, ৩০ পবিভ (ক্ষুম্র, তুচ্ছ) ৪০ অভিপরিভ (অভি ক্ষুম্র)।

আ. মনোদ্বাবে: — ৫. বিভূত (পরিকাব, স্বচ্ছ)

৬. **জ**বিভূত (অপরিকার, অস্বচ্ছ)।

কিপ্ৰকাবে আলম্বনেব তীব্ৰতা বুঝতে হয় ?

চিত্তেব উৎপত্তি, স্থিতি এবং ভঙ্গক্ষণ, এই তিন ক্ষণে এক চিত্তক্ষণ হয়। বাপালম্বন এবাপ সতের চিত্তক্ষণ ব্যাপিয়া এক (পঞ্চারিক) চিত্তবীথিতে বিভ্যমান থাকে। (ইহা বাপালম্বনেব আযু)।

এক বা একাধিক চিত্তক্ষণ বিগত হওয়াব পব স্থিতি অবস্থা প্রাপ্ত হলেই পঞ্চালম্বনেব যে কোন এক আলম্বন, পঞ্চনারের যথোচিত দ্বাবে উপস্থিত হয়। স্মৃতবাং চিত্তবীথি (৪) পর্যটন প্রণালী একপে প্রবাহিত হয়:—

দৃষ্টান্তস্বনপ বলা যাক্: এক দৃশ্যমান আলম্বন এক চিন্তক্ষর্ণের (১) জন্ম প্রবাহিত হয়ে চক্ষ্মারে উপস্থিত হয়। তথন একচিন্তক্ষণ ভবাঙ্গ চলনে (২) এবং একচিন্তক্ষণ ভবাঙ্গ উপচ্ছেদে (৩) অতিবাহিত হয়। তংপর পঞ্চমাবাবর্তনচিন্ত (এখানে চক্ষ্মাবাবর্তন চিন্ত) আবর্তিত হয়ে উৎপন্ন হয় (৪) এবং সেই নাপালম্বনকে দেখতে পেয়ে অন্তর্হিত হয়।

তারপব নিম চিত্তক্ষণ ক্রমপর্যায়ে উৎপন্ন হয় ও বিনাশ হয:---

(৫) বাপালম্বনকে দেখে চক্ষ্বিজ্ঞান, (৬) প্রতিগ্রহণ কবে সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত, (৭) পবীক্ষা করে সম্ভীরণ চিত্ত, (৮) ব্যবস্থা করে ব্যবস্থাপন চিত্ত (উৎপন্ন হয এবং বিনাশ হয়)। তাবপব ২৯ কামাবচব জবন চিত্তের মধ্যে যেইটি স্থবিধা পায় সেইটি সাধারণতঃ সাত চিত্তক্ষণ জবিত হয় (৯—১৫)। জবন চিত্তেব আশু বিপাক স্বরূপ 'তদালম্বন-বিপাক-চিত্ত' প্রবাহিত হতে থাকে (১৬—১৭) এবং ভবাঙ্গে পতিত হয়।

এ পর্যন্ত সতেব চিত্তক্ষণ বর্ণিত হল :—যথা—
বীথি-চিত্তোৎপত্তিতে ১৪ চিত্তক্ষণ
ভবাঙ্গ চলনে ২ চিত্তক্ষণ
ভাতীত ভবাঙ্গে ১ চিত্তক্ষণ

একপ আলম্বনকে অতি-মহদালস্বন (অতি বৃহৎ) বলা হয।

ছই বা তিন চিত্তক্ষণ অতীত হবার পব যে আলম্বন চক্ষ্ বা মনোদ্বাবে উপস্থিত হয়, তবে এই বিলম্ব হেতু জবন স্থানেই ভবাঙ্গে পতিত হয়; তদালম্বন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে না. একপ আলম্বনকে মহাদালম্বন (বৃহৎ) বলা হয়।

চার থেকে আট বা নয় চিত্তক্ষণ অতীত হবাব পব যে আল্মন
চক্ষু বা মনোঘাবে উপস্থিত হয়, জবন-চিত্ত উৎপন্ন হবাব অবকাশ
হয় না, কেবল ব্যবস্থাপন-স্থানে চিত্ত ছুই বা তিন চিত্তক্ষণ পুনঃ পুনঃ
(প্রবর্তিত) হয় ইহা পরিত্ত (ক্ষুত্র) আলম্বন।

দশ থেকে চৌদ্দ বা পনর চিত্তক্ষণ অতীত হবাব পর যে (নিক্দোক্স্ম) আলম্বন চক্ষু বা মনোদ্বাবে উপস্থিত হয় এবং ব্যবস্থাপন স্থানে পোঁছানোর পূর্বেই ভবাঙ্গে পতিত হয় তাকে অতিপবিত্ত (অতি-ক্ষুত্র) আলম্বন বলা হয়। এ ক্ষেত্রে ভবাঙ্গ প্রবাহে কম্পন উথিত হয় মাত্র, বীথিচিত্ত উৎপন্ন হয় না।

চক্ষাবে যে প্রকারে আলম্বন উপস্থিত হয় সে প্রকারে শ্রোত্র-দ্রাণ জিহ্বা-কাষদাবেও একই প্রকারে আলম্বন উপস্থিত হয়। তা একপেই জ্ঞাতব্য।

পঞ্চারে যথাক্রমে চার প্রকারে যে আলম্বন উপস্থিত হয় তা একপে জানা প্রয়োজন :—

- ১ ভদালস্থন স্থানে বীথিচিত্ত শেষ হয়,
- ২: জবনস্থানে বীথিচিত্ত শেষ হয়,
- ७, ব্যবস্থাপন স্থানে বীথিচিত্ত শেষ হয়,
- 8. निकल वीथि।
- 8: পঞ্চার বীথিচিত্তে সাত প্রকাব কৃত্য সম্পাদিত হয়।

 চিত্তোৎপত্তি অনুসারে ইহা চৌদ্দক্ষণ স্থিত হয়। পঞ্চাবে সর্বমোট
 চুযার প্রকার চিত্ত উৎপত্ন হয়।

এ পর্যন্ত বীথি-চিত্তোৎপত্তি বিষয় বর্ণিত হল।

বাখা:--

- (২) বীথি, বি+ই ধান্ত নিপান, গমন কবা। এ শব্দেব অর্থ হল পথ বা সভক কিন্ত এখানে 'পবস্পবা' অর্থে ব্যবহৃত হযেছে। এক চিত্তবীথি কয়েক চিত্তক্ষণ দ্বাবা গঠিত এবং এক চিত্তক্ষণকে কখনও চিত্তবীথি বলা হয় না।
- (৩) বিস্মাপ প্রবন্তী—অর্থকথার ব্যাখ্যা হল—'ইব্রিম্বদারে আলম্বন উপস্থাপনে চিন্তোৎপত্তি।' 'বিস্ফাং দাবেমু, বিস্যাহেমু চ চিত্তানং পরত্তেতি)।

৩। যথা ১০ আবর্তন ২. পঞ্চবিজ্ঞান ৩০ সম্প্রতীক্ষ্ণ ৪. সন্তীরণ ০০ জবন (৭ চিত্তক্ষণ) এবং ৭০ তদালম্বন । জবন ৭ + তদালম্বন ২+১+১+১+১=১৪।

৪। পঞ্চারে উৎপর সকল কামাবচর চিত্ত যথা ১২ অকুশল + ১৮
 আহেতুক + ২৪মহাকুশল-বিপাক-ক্রিয়াচিত্ত (১২+১৮+২৪ = ৫৪)।

গ্রন্থকার প্রথম ব্যাখ্যাই সমর্থন করেন।

(৪) চিত্তবীথি: অভিধর্ম অনুসাবে এমন কোন ক্ষণ নেই যে সময় আমবা কায়িক বা মানসিক আলম্বন বা বিষয়কে কেন্দ্র কবে কোন না কোন প্রকার চিত্তোৎপত্তি অনুভব করি না। এ প্রকার চিত্তোৎপত্তিব সময়সীমা এক চিত্তক্ষণ। মনুষ্য জ্ঞান-সীমা দ্বাবা এরপ চিত্তক্ষণেব পরস্পবাক্রম (উৎপত্তি) ক্রন্ততা হাদয়ঙ্গম কবা অসাধ্য। পালি সাহিত্য বলে —এক বিহ্নাৎ প্রবাহেব স্থিতিকালে বা একবাব চোখেব পলক ফেলা কালে কোটি-কোটি চিত্তক্ষণেব উৎপত্তি ও বিনাশ। হতে পারে।

প্রত্যেক চিপ্তক্ষণ তিন অনুক্ষণ দ্বাবা গঠিত। তা হল:—উপ্পাদ -(উৎপত্তি), ঠিতি (স্থিতি বা বৃদ্ধি), এবং ভঙ্গ (অস্তর্ধান বা বিনাশ)।

জন্ম, জবা এবং মৃত্যু উক্ত তিন অবস্থাকে স্থচিত কবে। জন্ম এবং স্থাতার মধ্যকালীন সময়কে জ্রা বলা হয়।

এক চিত্তক্ষণের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরবর্তী চিত্তক্ষণের উৎপত্তি-স্তর স্টুনা করে। এরপে প্রতিটি চিত্তের সকল স্থপ্ত ফলদায়ক শক্তি একই সময়ে পববর্তী চিত্তে প্রেবিত হয়। স্কুতবাং প্রচলিত চিত্তস্রোত নদীর স্রোতের স্থায় কোন প্রকাব বাধা প্রাপ্ত না হয়ে নিবন্তব প্রবাহিত হতে থাকে।

যখন কোন কপালম্বন পঞ্চবাবের কোন এক দারমাধ্যমে চিত্তে উপস্থাপিত হয় তথন একটির থেকে অপরটির প্রতি যথাক্রমে একরপ নিয়মে পবিচালিত বহু পৃথক চিত্তক্ষণ শ্রেণী উৎপত্তিকে চিত্তক্ষণ চিত্তবীথি বলা হয়। এই একরপ পরিচালিত নিয়মকে চিত্ত নিয়ম বলা হয়। নিয়মানুসারে যে কোন ইন্দ্রিয়দ্বার মাধ্যমে একটি রূপালম্বনের পূর্ণ অনুভূতির জন্য এরূপ ১৭ চিত্তক্ষণ অতিবাহিত হয়। একারণে চিত্তে রূপালম্বনের স্থিতিক্ষণ নিদ্ধাবণ করা হয়েছে ১৭ চিত্তক্ষণ মাত্র। এই সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এক বপালম্বন অন্য চিত্তক্ষণ

উৎপাদন কবে নিজে ধ্বংস হয়। একেতে প্রথম ক্ষণকে উপ্পাদ (উৎপত্তি), অন্তাক্ষণকৈ ভঙ্গ (ধ্বংস) এবং মধ্যস্থ ১৫ ক্ষণকে জবা বা বৃদ্ধি (জবা বা স্থিতি বলা হয়।

নিযমানুসারে বখন কোন এক দার মাধ্যমে কোন আলম্বন চিত্তে উপস্থিত হয় তখন জীবন প্রবাহেব (ভবাঙ্গেব) এক চিত্তক্ষণ অতিক্রম হয়। ইহাকে অতীত ভবাঙ্গ বলা হয়। তাবপর পববর্তী চিত্তবীথি বাধাহীন ভাবে ১৬ চিত্তক্ষণেব জন্য প্রবাহিত হয়। এরূপে উপস্থাপিত আলম্বনকে 'অতি-বৃহদালম্বন' বলা হয়।

যদি চিন্তবীথি জ্বন স্থানে প্রবর্তিত হওয়াব পব ধ্বংস হয় এবং ছই তদালম্বন চিন্তক্ষণ পর্যবসিত হতে পাবে না তখন সে বাপালম্বনকে 'বৃহদালম্বন' বলা হয়।

কোন কোন সময চিত্তবীথি ৭ চিত্তক্ষণ অতিবাহিত হওয়াব পব ব্যবস্থাপন স্থানে ধ্বংস হয এবং জবন উৎপন্ন কবতে পাবে না তখন সেই বপ আল্মনকে 'কুড্ৰ' বলা হয়।

র্থন কোন আলম্বন চিত্তে প্রবেশকবে কেবলমাত্র ভবাঙ্গে আবর্তন সৃষ্টি করে, সেরূপ বপালম্বনকে 'অতি ক্ষুড়' বলা হয়।

যথন অতিবৃহদালম্বন এবং বৃহদালম্বন পঞ্চার মাধ্যমে উৎপন্ন হয এবং পরবর্তী সময়ে মনোদাবে প্রতিভাত হয় অথবা যথন এক চিত্তবীথি মনোদার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়ে তদালম্বন স্থান পর্যস্ত বিস্তার লাভ করে তখন সেই আলম্বনকে বিভূত (স্বচ্ছ বা পবিষ্কার) আলম্বন বলা হয়।

যথন এক চিত্তবীথি মনোদ্বাবে উৎপন্ন হয়ে জবন স্থানে ভঙ্গ হয় তথ্ন সেই আলম্বনকে অবিভূত (অস্বচ্ছ-অপবিদাব) বলা হয়।

দৃষ্টাস্ত স্বরূপ বলা যাক :—এক ব্যক্তি বাত্রিকালে নির্মেঘ আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ দেখল এবং একই সময়ে চারদিকের তারকাবাশিব ক্ষীণ দৃশ্যুও তাব চোখে প্রুল। সে তার মনোযোগ চাদের দিকেই নিক্ষেপ কবেছিল কিন্তু সে চার্ক্রিকের তারার দৃশ্য অবহেলা কবতে পাবেনি। এক্ষেত্রে চন্দ্র দর্শনই 'অতিবৃহদালম্বন'এবং তারার দৃশ্য দর্শন 'ক্ষুজালম্বন'। এখানে চাঁদ এবং তারা পৃথক পৃথক ক্ষণে দর্শন কবা হয়েছে। অভিধর্ম অনুসাবে ইহা বলা সত্য নয় যে তাবাকে অবচেতন মন দ্বারা দর্শন করা হয়েছে এবং চাঁদকে চেতন মন দ্বারা দর্শন করা হয়েছে।

মনোদারে বীথি-চিত্তপ্পবত্তিনযো

৫. মনোদাবে পন যদি বিভূতমালম্বনং আপাথং আগচ্ছতি, ততো পবং ভবঙ্গ-চলন-মনোদাবাবজ জন-জবনাবসানে তদাবম্মণপাকানি পবত্তন্তি। ততো পবং ভবঙ্গপাতো।

প্রভিভূতে পনালম্বনে জবনাবসানে ভবঙ্গপাতো' ব হোতি। নথি তদালম্বনুপ্পাদো'তি।

ভ. বীথিচিত্তানি তীন' এব চিত্ত্বপ্পাদা দদেবিতা বিখারেন পন' ত্রখে'কচন্তাল্লীস বিভাবযে।

সমং'এখ পরিত্ত-জবনবাবো।

কামাবচর মলোছার-বীথি

- ৫. মনোদ্বারে বিভূত (স্পষ্ট) আলম্বন উপস্থিত হলে ভবাঙ্গ শ্রোতে কম্পন আরম্ভ হয়। তাবপর মনোদ্বাবাবর্তন চিত্ত, জবন চিত্ত এলং তদালম্বন চিত্ত উৎপন্ন হয়ে চিত্ত পুনঃ ভবাঙ্গ স্রোতে পতিত হয়। যদি আলম্বন অবিভূত (অস্পষ্ট) হয় তবে জবন স্থানেব পবই চিত্ত ভবাঙ্গ স্রোতে পতিত হয়; তদালম্বন বিপাক উৎপন্ন হয় না।
- , ৬. মনোদারবীথি চিত্তেব তিন কৃত্য এবং চিত্তোৎপত্তি অনুসাবে তা দশ ভিত্তক্ষণ ধারণ কবে কপে বর্ণিত হয়েছে।

থ। যথা ১. মনোদারাবর্তন, জবন এবং তদালখন। ষথন १ জবন এবং ২ তদালখনকে পৃথক করে ধরা হয় তথন সর্বমোট চিতক্ষণ দাঁড়ায় দশ।

এবাব ৪১^৬ প্রকার মনোদাবিক চিত্তেব বিষয় আলোচনা কবা হবে।

অপ্পদা-বীথিচিত্তপ্পৰত্তিনযো

৭. অপ্পনাজবনবাবে পন বিভূতাবিভূতভেদো নখি। তথা তদালম্বুপ্পাদো চ।

তথ হি ঞাণসম্পযুত্ত কামাবচবজবনানং অট্ঠন্নং অঞ্ঞেতবিমিং পরিকম্মুপচাবান্থলোমগোত্রভূনামেন চতুক্থত্ত্্ তিক্থত্ত্্ এব যথাক্কমং উপপজিত্বা নিকদ্ধে তদালম্বনং এব যথারহং চতুথং পঞ্চমং বা ছব্বীসতি মহগ্গতলোকুত্তবজবনেম্ব যথাভিনীহারবসেন যং কিঞ্চি জবনং অপ্পনাবীথিমোতবিত। ততো পবং অপ্পনাবসানে ভবঙ্গপাতো'ব হোতি।

তথ সোমনস্মহগত জবনান' অন্তবং অপ্পনা' পি সোমনস্মহগতা ব পাটিকজ্বিতব্বা। উপেক্থাসহগত জবনানস্তবং উপেক্থাসহগতা'ব। তথা'পি কুসলজবনানস্তবং কুসলজবনং চ' এব হেট্ঠিমঞ্চ ফলভ্রমপ্পেতি। 'ক্রিযাজবনানস্তবং ক্রিয়াজবনং অবহভ্রফলং চ অপ্পেতি।

৮০ ঘত্তিংস স্থপুঞ ঞ্জম্হা ঘাদসোপেক্থকা পবং
স্থিত-ক্রিয়তো অট্ঠ ছ সম্ভোম্থি উপেক্ থকা।
পুথুজ্জনান সেক্ খানং কামপুঞ ঞাতিহেত্তো
তিহেত্কামক্রিয়তো বীতবাগানং অপ্পনা।
সমং' এখ মনোদারে বীথিচিত্ত্বপ্পবত্তিনযো।

অৰ্পণা-জবন চিত্তবীথি

৯: অর্পণাৎ জবন চিত্তে বিভূত (স্পষ্ট) এবং অবিভূত (অস্পষ্ট) ' আলম্বন ভেদ নেই। (বিভূত আলম্বনেই কেবল অর্পণা উৎপন্ন হয়)

তাই এই অর্পণা চিত্তবীথি সমূহে তদালস্থনও উৎপন্ন হয় না। এক্ষেত্রে আট প্রকাব জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কামাবচর জবনেব যে কোন একটি তিন বা চার চিত্তক্ষণেব জন্য অর্থাৎ যথাক্রমে পবিকর্ম, উপচার, অন্থলোম এবং গোত্রভূ বাপে উৎপন্ন ও নিকল্ধ হয়। তাদের নিকল্ধ হওয়ার অব্যবহিত পব অর্থাৎ চতুর্থ বা পঞ্চম চিত্তক্ষণে সেই চতুর্থ এবং পঞ্চম ক্ষণেই ২৬ প্রকাব মহদ্গত ও লোকোত্তর জবন-চিত্তেব মধ্যে যে কোন একটি যথাগৃহীত নিমিন্তামুসাবে অর্পণাবীথিতে অবতবণ করে। তারপর অর্থাৎ ৪র্থ ও ৫ম চিত্তক্ষণের পব অর্পণাব অবসানে চিত্ত ভবাঙ্গে পতিত হয়। (তথন তদালস্থন উৎপত্তিব অবসব থাকে না)।

এখানে সৌমনস্থ সহগত জবনেব অনস্তরে সৌমন্স্থ অর্পণাই প্রত্যাশা করা যায় এবং উপেক্ষা সহগত জবনের অনস্তরে উপেক্ষা সহগত অর্পণাই প্রত্যাশিত।

এখানেও কুশল জবনেব ফল স্বৰূপ কুশল জবন এবং চাব ফলের মধ্যে (অহ'ত্ব ব্যতীত) অপব ফলএয (স্রোতাপত্তি, সকুদাগামী, অনাগামীত্ব ফল) আশা করা যায়। ক্রিয়া জবনের অনস্তবে ক্রিয়াজবন এবং অহ'ত্বফল আশা কবা যায়।

৮. (ত্রিহেত্ক) (৬) সুখ-পুণ্যচিত্তের পর (৭) বত্রিশ প্রকার অর্পণা জ্বন, (ত্রিহেত্ক) উপেক্ষা সহগত পুণ্যচিত্তের পর বার প্রকার অর্পণা জবন (৯), (ত্রিহেত্ক) সুখ ক্রিয়া চিত্তেব পর আট প্রকার অর্পণা জবন (১০) এবং (ত্রিহেত্ক) সুখ ক্রিয়া চিত্তের পর ছয় প্রকার অর্পণা (১১) উৎপন্ন হয়।

· শৈক্ষ্য ও পৃথগ্ জনের নিকট ত্রিহেতুক কামাব্চব পুণ্য চিত্তের পর অর্পণা উৎপন্ন হয় কিন্তু অহ'ভের নিকট ত্রিহেতুক কামাব্চর ক্রিয়া চিত্তের পর-অর্পণা জাগ্রভ হয়।

এ পর্যন্ত মনোদারিক চিত্তবীথির উৎপত্তি নিয়ম বর্ণিত হল।

ব্যাখ্যা ঃ—

(৫). অপ্পনা—অর্পণা,√বি ধাতু নিষ্পার, গমন কবা। ইহা অভিধর্মের একটি বিরল পালি শব্দ।

ভদস্ত বুদ্ধঘোষ 'অপ্পনার' একপ ব্যাখ্যা করেছেন: একাগ্র চিত্ত আলম্বনে (আরম্মণে) স্থাপন করা (একগ্গং চিত্তং আরম্মণে অপ্পেস্তি)।

অপ্পনা একটি ধ্যানাঙ্গ যা বিতর্কের (বিতক্ক) বা প্রাথমিক চিত্ত নিবেশের অতি-বর্ধিত অবস্থা।

যোগী তাঁর চরিত্রান্নথায়ী একটি ধ্যেয় বিষয় (কর্মস্থান) গ্রহণ করে ধ্যান বর্ধন কবেন। প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত উপায়ে ধ্যান কালে তিনি প্রথম ধ্যান স্ত্র লাভ করতে সমর্থ হন।

X

আলম্বন দারা প্রভাবিত হয়ে মনোদারাবর্জন চিত্ত জবন স্তরের পূর্বে আবতিত হয়ে চিত্ত পাপে প্রবেশ করে। অর্পণা জবনবীথিব প্রথম বিতর্ক চিত্তক্ষণকে পরিকর্ম বলা হয় কারণ ইহা মহদ্গত বা লোকোত্তর প্রভৃতি উচ্চতর চিত্তোৎপত্তির প্রস্তৃতি স্থান। ইহার পরবর্তী চিত্তক্ষণকে উপচার বলা হয়। ইহাকে উপচার বলার কারণ হল ইহা (উক্ত) উচ্চতর চিত্তের অতি সমীপবর্তী। সাধারণতঃ এই তুই চিত্তক্ষণ অর্পণা জবন বীথিব প্রারম্ভে উৎপন্ন হয় কিন্তু যদি যোগী উন্নত পূণ্যবান ব্যক্তি হন তথন তাঁর নিকট পবিকর্মক্ষণ ব্যতীত উপচারক্ষণ উৎপন্ন হয়।

তৃতীয চিত্তক্ষণকে অনুলোম বলা হয কারণ ইহা পূর্ববর্তী চিত্তক্ষণের সঙ্গে এবং পরবর্তী গোত্তভূ চিত্তক্ষণের মধ্যে ঐক্য বজায় রেথে উৎপন্ন হয়। গোত্রভূ অর্থে সাধারণত কামাবচব গোত্র অভিক্রেম কর্ন। বুঝায় অথবা মহদ্গত গোত্রে উন্নয়নকে বুঝায়। গোত্রভূ চিত্তক্ষণের অব্যবহিত পব অর্পনা ধ্যান চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়। নিবিত একাগ্রতা (অর্পনা) এই উন্নত মানসিক স্তবে লাভ হয়।

প্রাথমিক চিত্তক্ষণগুলিতে যে অপূর্ণ ধ্যান লাভ হয তাকে উপচার সমাধি (পূর্ণ একাগ্রতার সমীপবর্তী) বলা হয়।

পৃথগ্জন বা শৈক্ষেব নিকট জ্ঞানসম্প্রযুক্ত চার কামাবচর কুশল জবনের কোন এক জবন প্রাথমিক অর্পণা চিত্তক্ষণ রূপে উৎপন্ন হয়। যাবা অনেথ (অহ'ৎ) তাদের নিকট জ্ঞানসম্প্রযুক্ত চাব কামাবচর ক্রিয়া জবনের এক জবন উৎপন্ন হয়।

লোকোত্তব অর্পণা জবনবীথি এরূপে উৎপন্ন হয়—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ পরিকর্ম উপচাব অন্মলোম গোত্রভূ মার্গ ফল ফল × × × × × ×

এই চিত্তবীথিতে পরিকর্ম উৎপন্ন হতেও পারে, নাও হতে পারে।
পূর্বে বলা হয়েছে ইহা ব্যক্তির পুণ্য শক্তির উপর নির্ভর করে।
এখানে গোত্রভূ অর্থে পৃথস্জন গোত্র থেকে লোকোত্তর গোত্রে
উন্নয়নকে বুঝাচ্ছে।

চার জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কামাবচর কুশল জবনের এক জবন এ সকল প্রাথমিক স্তরে উৎপন্ন হয়। প্রথম জিন চিত্তক্ষণের আলম্বন লোকীয় বা লোকিক কিন্তু গোত্রভূর আলম্বন লোকোত্তর নির্বাণ। ভৎসত্ত্বেও এই উন্নত চিত্তক্ষণ সকল প্রকার আবিলভা ধ্বংস কবতে অসমর্থ। তদনন্তর যে মার্গ চিত্ত উৎপন্ন হয় তাতে কেবল নির্বাণ দর্শন হয় না, সে সঙ্গে সকল আবিলভারত্ত ধ্বংস হয়। ইহা হাদয়ঙ্গম করা উচিত যে মার্গ চিত্ত কেবল একবার মাত্র উৎপন্ন হয়। মার্গ চিত্ত উৎপত্তির তৎপরক্ষণে কুই ফল-চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয় অবশ্যা যদি পূর্বে পরিকর্ম উৎপন্ন হয়ে থাকে। তা' না হলে তিন ফলচিত্ত উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বিমৃক্তিন্তরে—চতুর্থ চিত্তক্ষণকে 'বোদান' বলা হয়। তা গোত্রভূ নয়)। 'বোদান' অর্থে নির্মলভাসাধন বুঝায়। যদি পরিকর্ম চিত্তক্ষণ পূর্বে উৎপন্ন হয়ে 'বোদান' চিত্তক্ষণ চতুর্থ চিত্তক্ষণ রূপে উৎপন্ন হয় অক্সযায় তৃতীয় চিত্তক্ষণ কপে উৎপন্ন হয়।

চার লোকোত্তর মার্গেব প্রভ্যেকটি জীবন প্রবর্তন কালে মাত্র একবার কবে উংপন্ন হয়। কিন্তু যোগী কলচিত্ত অবিচ্ছিন্নভাবে একদিন ব্যাপিয়াও অন্নভব কবতে পারেন।

ক্রমোরত তিন ফলস্তর যথা স্রোতাপন্তি, সকুদাগামী ও অনাগামী ফল চিত্তের পূর্বে একবার কুশল জবন উৎপর হয়। যথন কোন ব্যক্তি অহ ভ্রফলে প্রতিষ্ঠিত হন তথন তাব অব্যবহিত পূর্ববর্তী জবন হবে—ক্রিয়া জবন, কারণ অহ ৎগণ অসেথ (অশৈক্ষা) তাই তার। কুশল জবন অনুভব করেন না (বা তাঁদের নিকট উৎপর হয় না)

- (৬) তিহেতুক-ত্রিহেতুক, তিন হেতুদারা প্রভাবিত, যথা অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ (প্রজ্ঞা)।
- (৭) ছই প্রকার সোমনস্য সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত কামাবচর চিত্ত।
- (৮) যথা ৪ কপ ধ্যান এবং ২৮ (৭×৪) লোকোত্তর ধ্যান । এখানে অহ'ত্ব ফল এবং ক্রিয়া অস্তভুক্তি নয়।
- (৯) এক পঞ্চম বাপধ্যান + চার অবাপ ধ্যান + সাভ লোকোত্তর পঞ্চম ধ্যান।
 - (১০) যথা প্রথম চাব কপধ্যান + প্রথম চাব অহ ব্ ফল খ্যান।
- (১১) এক পঞ্চম ক্রপধ্যান + চার অক্রপধ্যান + এক পঞ্চম অহ ব্রফল ধ্যান।

ভদারম্মণনিষমো

৯. সব্বথাপি পন এথ অনিট্ঠে আরম্মণে অকুসলবিপাকান্'
এব পঞ্বিঞ্ঞাণসম্পটিচ্ছনসন্তীবণভদারম্ম্ণানি, ইট্ঠে

কুসলবিপাকানি, অভি' ইট্ঠে পন সোমনস্সসহগতান্' এব সন্তীরণতদারম্মণানি।

ভেখ' পি সোমনস্সসহগভক্তিয়াজবনাবসানে সোমনস্সহগভান্' এব ভদারম্মণানি ভবস্তি। উপেক্খাসহগভক্তিয়াজবনাবসানে চ উপেক্খাসহগভান্' এব হোস্তি।

দোমনস্সসহগতজ্ঞবনাবসানে চ পন তদারন্মণানি চ' এব ভবজানি চ উপেক্থাসহগতং এব ভবন্তি। তত্মা যদি সোমনস্স-পটিসন্ধিক্ষ্ দোমনস্সসহগতজ্ঞবনাবসানে ভদাবম্মণসন্তবো নথি, তদা অঞ্ঞং কিঞ্চি পরিচিতপুব্বং পরিত্তারম্মণমারব্ভ উপেক্থাসহগতসন্তীরণং উপ্পক্জতি। তমনস্তরিছা ভবঙ্গপাতো' ব হোতী' তিপি বদন্তি আচরিয়া। তথা কামাবচরজ্বনাবসানে কামাবচরস্তানং কামাবচর ধন্মের্থ এব আরম্মণভূতেক্ তদারম্মণং ইচ্ছতী'তি।

- ১০. কামে জবনসন্তারম্মণানং নিযমে সতি
 বিভূতে তি মহস্তে চ তদাবম্মণমীরিতং।
 তারং এখা তদারম্মণনিযমো।
 তদালম্বন-নিয়ম
- তদালম্বন-ানয়ম ৯. যদি পঞ্চ-ইন্দ্রিয়দার এবং মনে

৯. যদি পঞ্চ-ইন্দ্রিয়্বার এবং মনোঘারের কোন আলম্বন (১২) অমনোজ্ঞ (অমনোরম) হয় তবে তা অতীত অকুশল কর্মের বিপাক—পঞ্চ বিজ্ঞানে, সম্প্রতীচ্ছে, সন্তীরণে, তদালম্বনে ফল প্রদান কবে, এবং যদি তা মনোজ্ঞ (মনোরম) হয় তবে তা অতীত কুশল কর্মের বিপাক, যদি আলম্বন অত্যন্ত মনোরম হয় তবে সন্তীরণ এবং তদালঘন সৌমনস্য সহগত হয়। এরপ বিপাকে সৌমনস্য সহগত ক্রিয়া জবনের অবসানে তদালম্বনও সৌমনস্য সহগত হয় অথবা ক্রিয়া জবন যদি উপেক্ষা সহগত হয় তবে তৎপরবর্তী তদালম্বন ক্ষণও উপেক্ষা সহগত হয়ে থাকে। অথবা জবন যদি দৌর্মনস্য সহগত হয় তবে তদালম্বন চিত্তক্ষণ এবং তবাঙ্গ সমূহ উভয়ই উপেক্ষা সহগত হয়ে থাকে।

সে কারণে থার প্রতিসন্ধি চিত্ত সৌমনস্থ সহগত তার দৌর্মনস্য সহগত জ্বনাবসানে যখন তদালম্বন উৎপন্ন হয় না তখন তৎস্থানে পূর্ব সঞ্চিত পরিত্তালম্বন (৫৪ প্রকার কামাবচব চিতত ২৮ বাপ)
অবলম্বন করে উপেক্ষা সহগত সন্তীরণ চিত্ত উৎপত্ন হয। আচার্যগণ
বলেনতংপরক্ষণেই চিত্ত ভবাঙ্গে পতিত হয়। অনুবর্গভাবে তাঁবা আরও
বলেন কেবল কামাবচর জ্বনাবসানে (পরিত্ত জ্বন)কামলোকের
স্বুগণের জন্য কামাবচর আলম্বনেই তদালম্বন আশা কবা বায়।

১০ তারা বলেন: কামলোকচিত্তে এবং কামজবনাবসানে আলম্বন যদি বিভূত এবং অতি মহৎ হয তখন ইহা নিশ্চিত যে তদালম্বন উৎপন্ন হবেই।

তদালম্বন নিযম এ পর্যন্ত বর্ণিত হল।

ব্যাখা :--

(১২) আবম্মণ—বিষয় (আলম্বন): আলম্বন মনোজ্ঞ বা অমনোজ্ঞ হওয়া ব্যক্তিগত মানসিকতাব উপর নির্ভব করে না, কিন্তু ইহা নির্ভব করে আলম্বনের অন্তনিহিত প্রকৃতির উপর। বিপাক চিত্ত আলম্বন প্রভাবে যে রূপে প্রভাবিত হয় তাকেই ব্যক্তির কুশল বা অকুশল কর্মের ফল বলা হয়।

বুদ্ধদর্শন একজন অন্ত ধর্মাবলম্বীর নিকট অমনোজ্ঞ বা বিরক্তিকর হতে পারে। তার জবন চিত্ত স্বাভাবিকভাবে অকুশল হবে। কিন্তু তাব উপেক্ষা সহগত কুশল চক্ষুবিজ্ঞান বিপাক পূর্বজন্মকৃত কুশল কর্ম দ্বারা প্রভাবিত বলে. তা কুশল বিপাক। এই বিপাক ব্যক্তির ইচ্ছা দ্বাবা প্রভাবিত হযনি, ইহা কিন্তু অনিবার্থ বিপাক বা কল। অপরপক্ষে জবনবীথি ব্যক্তিব ইচ্ছা দ্বাবা প্রভাবিত হয়।

দৃষ্টান্ত: পুরীষ (মল) দর্শনে সাধাবণ কুকুরেব আনন্দ হয। এই আলম্বন সাধাবণত: অমনোজ্ঞ এবং অকুশল বিপাক কিন্তু তৎপ্রভাবে জবনবীথি কুকুবেব পক্ষে কুশল হবে। তৎসহগত বেদনাও সুখদায়ক হবে।

অমনে:জ্ঞ আলম্বন দর্শনে যদিও অকুশল বিপাক উৎপন্ন হয়, তাব জবনবীথি কুশলাকুশল বর্জিত হয়। তৎসহগত বেদনা উপেক্ষা বেদনা হয়। এখন যদি কোন অমনোজ্ঞ আলম্বন পঞ্চ-ইন্দ্রিয়দার বা মনোদার
মাধ্যমে উপস্থিত হয় তথন ইন্দ্রিয়-বিজ্ঞান, সম্প্রতীচ্ছ, সন্থীরণ,
তদালম্বন যা তাদেব স্বস্ব চিত্তবীথিতে উৎপন্ন হয় তাব সবগুলিই অকুশল
বিপাক। তৎসহগত বেদনা উপেক্ষা বেদনা হয়, কেবল কায়বিজ্ঞানের
ক্ষেত্রে তা তুঃখ বেদনা হয়। এই চিত্তক্ষণগুলি কিন্তু পূর্ব জন্মকৃত অকুশল
কমেবি অনিবার্য বিপাক।

যদি উপস্থিত (পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনোদ্রাব মাধ্যমে আগত) আলম্বন মনোজ্ঞ হয় তবে পূর্বে ছিন্নিথত চিত্তক্ষণগুলিও কুশল বিপাক। এখানেও ভৎসহগভ বেদনা উপেক্ষা বেদনা হয় কেবল কায়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা সুখ বেদনা হয়। এ সকল চিত্তক্ষণগুলি পূব জন্মকৃত কুশল কর্মের অনিবার্য বিপাক।

যথন আলম্বন অতি-মনোজ্ঞ হয় তখন সন্তীরণ ক্ষণেব বেদনা ভিন্ন হয়। ইহা উপেক্ষা বেদনা না হযে সৌমনস্য হয়।

সৌমনস্ম সহগত কামাবচর ক্রিয়া জবন যথন তদালম্বনে পর্যবসিত হয় তথন তাও সৌমনসা বেদনা সহগত হয়। অনুরূপভাবে উপেক্ষা জবন উপেক্ষা তদালম্বনে পর্যবসিত হয়।

নিয়মান্ত্রসারে পূর্ব বর্তী জবনের পরবর্তী ভদালম্বন একই প্রকাব হয়। সৌমনস্য সৌমনস্যকে অনুসরণ কবে এবং উপেক্ষা উপেক্ষাকে অনুসরণ করে।

দৌর্মনস্য তদালম্বন যখন নেই, তখন দৌর্মনস্য সহগত জবনের কি অবস্থা হয় ?

যদি এক ব্যক্তির প্রতিসন্ধি চিত্ত সৌমনস্য সহগত হয় এবং যদি জবনগুলি দৌর্মনস্য সহগত হয় এবং যদি জদালম্বন উৎপন্ন হয় তা উপেক্ষা সহগত হবে কিন্তু যদি জদালম্বন উৎপন্ন না হয় তথন কৃত্য-বিহীন কোন সুবিধাজনক উপেক্ষা সন্থীরণ এক চিত্তক্ষণের জন্ম, (মধ্যস্থনপে) উৎপন্ন হবে। এই সুবিধাজনকরপে উৎপন্ন চিত্তক্ষণকে সাধাবণতঃ আগন্তুক ভবাঙ্গ (আগন্তুক ভবঙ্গ) বলা হয়। এক্ষেত্রে জবন-আলম্বন এবই প্রকাব হয়। কিন্তু এই

বিশেষ ক্ষেত্রে আলম্বন ভিন্ন হয়। এই সন্তীরণের আলম্বন অস্ত এক কামাবচব বিষয় বার সঙ্গে ব্যক্তি ইহজীবনে পূর্বপরিচিত। এই বিষয়কে পরিত্ত (ক্ষুণ্র) বলা হয় কারণ ইহা ক্প-অক্প-লোকোত্তর আলম্বনের তুলনায় নিমু স্তরের।

যদি প্রতিসন্ধিচিত্ত সৌমনস্য সহগত না হয তথন তদালম্বন চিত্ত উপেক্ষা সহগত হয় এবং পরবর্তী ভবাঙ্গ চিত্তও তাই হয়।

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে তদালম্বন কেবলমাত্র কামাবচর সন্ত্বগণের নিকট কামাবচর—জবনের শেষে কামাবচর অতি-তীব্র এবং স্বচ্ছ আলম্বনকে কেন্দ্র কবে উৎপন্ন হয়।

জবননিযমে।

১১, জবনেমু চ পরিত্তজ্বনবীথিয়ং কামাবচর জবনানি সত্তক্থত্যুং ছক্থত্যুং'এব বা জবান্তি।

मन्तर् परिविदेश प्रम महाप्रकाना निष् प्रक्षवादः विव ।

ভগৰতো প্ন যমকপাটিহারিষকালাদীস্থ লছকপ্পবিত্তিয়ং চত্তারি পক্ষ বা পচ্চবেক্খণচিত্তানি ভবন্তী'তি পি বদস্তি।

আদিক ম্মিকস্স পন পঠমকপ্পনাযং মহগ্গতজবনানি, অভিঞ্ঞাজবনানি চ সবব্দা পি একবারং এব জবস্তি। ততো পবং ভবঙ্গপাতো।

চতারো পন মগ্গুপ্পাদা একচিত্তক্ষণিকা। ততো পরং দ্ব ভীণি কলচিতানি যথারহং উপ্পঞ্জন্তি। ততো পরং ভবদ-পাতো।

নিরোধসমাপত্তিকালে দ্বিক্সত্ত্বং চতুথারুপ্পজ্বনং জবতি। ভতো পরং নিবোধং ফুসতি। বুটুঠানকালে চ অনাগামিফলং বা অংহত্তফলং বা যথারহং একবাবং উপ্পজ্জিতা নিবোধে ভবঙ্গপাতো'বা হোতি।

সব্বথা'পি সমাপত্তিবীথিষং পন ভবঙ্গসোতো বিয বীথিনিযমো নথী'তি কতা বহুনি পি লব্ভান্তী'তি বেদিতব্বং।

১২. সত্তক্থত প্রেরিটানি মগ্গাভিঞ্ঞা সকিং মতা, অবসেদানি লভন্তি জবনানি বহুনি'পি। অবং এখ জবন-নিষমো। জবন নিয়ম (১৩)

১১. জ্বন চিত্ত সমূহের মধ্যে পবিত্ত জ্বনবীথিতে কামাবচর জ্বন সাত বা ছয় বার জবিত হয়।

তুর্বল জবনবীথি এবং মৃত্যুর সময় ইত্যাদিতে পাঁচ বার জবিত হয়।
আচার্যগণ বলেন: ভগবান বৃদ্ধ কতৃ কি যুগাঞ্চলি প্রদর্শন কালে এবং
অনুকাপ কারণে যথন জবন প্রচলন ক্রত হয় তথন চাব বা পাঁচ বাব
মাত্র জবন চিত্ত জবিত হয়।

আদি-কন্মিগণের চিত্ত প্রথম ধ্যান কালে (অর্পণায়), মহদ্গত জবনে এবং অভিজ্ঞা জবনে এক চিত্তক্ষণ মাত্র জ্ববিত হয়ে ভবাঙ্গে পতিত হয়।

চার মার্গ চিত্তেব উৎপত্তি এক এক চিত্তক্ষণেই হয়ে থাকে। তৎপর হুই বা তিন চিত্তক্ষণ ফলচিত্তক্ষণ রূপে উৎপন্ন হয়। তারপব চিত্ত ভবাঙ্গে পতিত হয়।

নিরোধ-সমাপত্তি ধ্যান কালে (১৪) চতুর্থ-অরূপ চিত্তের জবন ছইবার মাত্র জবিত হয়ে নিরোধে পতিত হয়। নিবোধ-সমাপত্তি থেকে উত্থান কালে অনাগামী কলচিত্ত বা অর্হত্তি ফলচিত্ত ব্যক্তি-বিশেষে একবার মাত্র উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ হয় এবং তৎপর ভবাঙ্গে পতিত হয়।

প্রত্যেক সমাপত্তি বীথিতে [পাঁচ ধান সমাপত্তি ও মার্সেব চার ফলসমাপত্তি (সম্যকরপে প্রাপ্তিকালে)] ভবাঙ্গ স্রোতের ন্যায় চিত্তবীথি নিষম নেই। ইহা প্রশিধানযোগ্য যে মহদ্গত এবং লোকাত্তর জবন বহুবাব (৭ বারের অধিক) উৎপন্ন হতে পারে।

১২. ইহা পবিজ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন যে, আলম্বন ক্ষুদ্র হলে সাতবার চিত্তক্ষণ জবিত হয়, মার্স উৎপত্তি ও অভিজ্ঞা থেকে উর্থানকালে একবার চিত্তক্ষণ জবিত হয় এবং মহদ্গত সমাপত্তিও লোকোত্তর ফলসমাপত্তি বীথিতে বহু বার জবন চিত্ত উৎপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা:-

(১৩) জবন—জবন শব্দের ইংবেজী বা (বাংলা) অন্থবাদ করা কঠিন তাই পালি শব্দই রাখা হল।

মনস্তাত্ত্বিক এবং নৈতিক ক্ষেত্রে জ্ববন-চিত্তক্ষণ অভ্যন্ত গুক্ত্বপূর্ণ কাবণ কুশল এবং অকুশল এস্তবেই নিদ্ধাবিত হয়। কথনও কথনও এক চিত্তক্ষণ স্থায়ী হয় কথন সর্বোধ্ব সাত চিত্তক্ষণ স্থায়ী হয়।

কামাবচর জবন সমূহ নিষমান্ত্রসাবে ছয় বা সাত ক্ষণের জন্য স্থায়ী হয়। যখন কোন ব্যক্তি সংজ্ঞাহীন হয় বা মরণোক্ষ্ম হয় তখন তার জবনচিত্ত পাঁচ ক্ষণের জন্ম উৎপন্ন হয়।

যথন বৃদ্ধ নিজ দেহ থেকে অগ্নিও জল বাহিব কবে ঝদ্ধি প্রদর্শন করেন তথন চার বা পাঁচ চিত্তঙ্গণের জন্ম জবনচিত্ত উৎপন্ন হয়ে ধ্যানাঙ্গে প্রতিকলিত হয়। ইহা যুগাঝদ্ধি প্রদর্শনের অনিবার্য পূর্ব-বিষয়।

যোগী যথন প্রথম বার প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করেন তথন জবনচিত্ত এক ক্ষণকাল স্থায়ী হয়। যিনি পঞ্চ-অভিজ্ঞা যথা ১. ঋদ্ধিবিদ্যা ২: দিব্যশ্রবণ ৩. দিব্যচক্ষু ৪. পরচিত্তজ্ঞান এবং ৫. পূর্বনিবাস স্মৃতি জ্ঞান উৎপন্ন কবেন তথন জবনচিত্ত এক ক্ষণের জন্ম স্থায়ী হয়। চার প্রকার মার্গচিত্ত উৎপত্তির সময়ও জবনচিত্ত এক ক্ষণের জন্ম উৎপন্ন হয়। এই মহামূহুর্তে নির্বণ উপলব্ধি হয়।

(১৪) নিবোধ-সমাপত্তি—অনাগামী এবং অহঁৎ যাঁবা কপ এবং অবপ ধ্যান বর্ধন কবেছেন, কেবলমাত্র তাঁবাই চিত্তের সাধারণ স্রোতকে চিত্তশক্তি দ্বারা সাতদিন পর্যন্ত উপচ্ছেদ করে বাখতে পাবেন। যথন যোগী এ স্তব লাভ কবেন ভখন তাঁব সকল প্রকাব মানসিক কর্ম নিকদ্ধ হয়। যদিও তথন তাঁর দেহেব উর্ফ্ তা ও জীবন-প্রবাহ অট্ট থাকে তবে তাঁর শাস-প্রশ্বাস সম্পূর্ণকাপে গুরু হয়ে যায়। মৃতব্যক্তি এবং নিরোধ সমাপত্তিমগ্ব ব্যক্তির জীবন প্রবাহ চলতে

থাকে। পালি সাহিত্য অনুসাবে এদময় তাঁব দেহের কোন প্রকার ক্ষতি করা যায় না। এ ধ্যানস্তরে উন্নীত অবস্থাকে নির্নোধসমাপত্তি বলা হয়। নিরোধ অর্থে নিবৃত্তি' এবং সমাপত্তি 'প্রাপ্তি' ব্ঝায়।

নিরোধসমাপত্তিতে নিমগ্র হওবাব পূর্বক্ষণে ছই চিত্তক্ষণের জন্য চতুর্থ অরূপ ধ্যানে (নৈরসংজ্ঞা-নঅসংজ্ঞা) নিমজ্জিত হন। পূর্ব অধিষ্ঠান অনুযায়ী সে ধ্যান থেকে পুনকথান না হওবা পর্যন্ত তাঁব চিত্তপ্রোত নিরুদ্ধ থাকে, এ অবস্থায় তিনি সপ্তাহ কাল অবস্থান করতে বা সমাধি মগ্ন থাকতে পাবেন। পালি সাহিত্যে প্রভাকবৃদ্ধ সম্বন্ধে বলা হযেছে যে তিনি এরূপ সমাধি-মগ্ন থাকা কালে তাঁর দেহে আঞ্চন জালিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর দেহ দক্ষ হয় নি।

যখন তিনি নিরোধসমাপত্তি (সমাধি) থেকে উত্থান কবেন তথন অনাগামীর নিকট অনাগামী ফলচিত্তক্ষণ এবং অর্হ তের নিকট অর্হ ৎক্ষণ চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়। তারপর চিত্তপ্রোত ভবাঙ্গে পতিত হয়।

পুগ্গল-ভেদো

১৩. ছহেতুকানং অহেতুকানঞ্প পন'এথ ক্রিয়াজবনানি চ' এব অপ্পনাজবনানি চ ন লব্ভস্তি। তথা ঞাণসম্পাযুত্তবিপাকানি চ সুগতিয়ং, তুগ্গতিয়ং পন ঞাণবিপ্পযুত্তানি চ মহাবিপাকানি ন লব্ভস্তি।

ভিছেত্কেন্ত খীণাসবানং কুসল'কুসলজবনানি চ ন লব্ভন্তী'
ভি। তথা সেক্থপুথ,জ্জনানং ক্রিযাজবনানি, দিট্ঠিগভসম্পযুত্তবিচিকিচছাজবনানি চ নেক্খানং। অনাগামিপুগ্গলানং পন
পটিবজবনানি চ ন লব্ভন্তি। লে।কুত্বজবনানি চ ঘথাসকমরিঘানং
এব সমুপ্পভ্জন্তী'ভি।

১৪. অসেক্থানং চতুচত্ত'লীসসেক্থানং উদ্দিসে ছপঞ্ঞাসাবসেসানং চতুপঞ্ঞাসসম্ভবা। অযং এথ পুপ্গল-ভেদো।

পুদ্গলভেদে বীথিচিত্ত

১৩. যাদেব প্রতিসন্ধি চিত্ত খিহেতুক' বা অহেতুক তাদেব ক্রিযা জবন বা অর্পণা জবন ৮ উৎপন্ন হয় না। ইহারা কামসুগতিতে জন্ম গ্রহণ করলেও জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কুশল কর্মের বিপাক ভোগ করতে পাবে না। তুর্গতি ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করলেও জ্ঞানবি প্রযুক্ত মহাবিপাক-রাশি লাভ কবেন।

ত্রিহেতুক প্রতিসন্ধিকগণের মধ্যে ক্ষীণাসবগণের কুশল-অকুশল জবন উৎপন্ন হর না। অনুকপভাবে শৈক্ষ্য (স্রোতাপন্ন, সকুদাগামী, অনাগামী এবং অহ'ৎ মার্গস্থ) এবং পৃথগ্ জনের ক্রিয়াজবন উৎপন্ন হয না। শৈক্ষাগণ ' দৃষ্টি বা বিচিকিৎসাসম্প্রযুক্ত জবন লাভ করেন না। অনাগামী পুক্ষের প্রতিঘ ' সম্প্রযুক্ত জবন লাভ হয না। আর্থগণেব ' নিকট লোকোত্তর জবন স্ব স্থ মার্গ ও ফলামুসাবে উৎপন্ন হয়।

১৪. উৎপত্তি অমুসাবে অহ'তের ৪৪^{১৩}, শৈক্ষেব ৫৬^{১৪} এবং অস্তান্ত পূদ্গলেব ৫৪^{১৫} চিত্তবীথি উৎপন্ন হয়।

৭। অলোভ এবং অদ্বেষ

⁻ ৮। ত্রিহেতুক ভিন্ন ধ্যান এবং মার্গ লাভ হয় না।

ন। অনুনত প্রতিসন্ধি চিত্ত হেতু, ত্রিহেতুক তদালম্বন উৎপন্ন হয় না।

>।। কাবণ তাঁরা মিখ্যাদৃষ্টি ও বিচিকিৎসা ধ্বংস করেছেন।

১>। কাবণ অনাগামীব কামবাগ এবং প্রতিষ ধ্বংস হয়েছে।

১২। চার মার্গ ও ফললাভীকে আর্য বলা হয় কারণ ভাঁদেব তৃষ্ণা ধ্বংস হয়েছে।

১৩। ১৮ অহেতুক + ১৬ শোভন ক্রিযা এবং বিপাক + ১ রূপ এবং অরুপ ক্রিয়া + ১ অরহত্ত ফল।

১৪। ৭ অকুশল +২> (৮+৫+৪) কুশল +২৩ কামাবচর বিপাক +২ আবজ্জন +৩ ফল।

১৫। পৃথগ্জনের ৫৪ যেমন, ১২ অকুশল + ১৭ অহেতুক + ১৬ শোভন কুশল এবং বিপাক + ৯ রূপ এবং অরূপ কুশল।

ভূমি-ভেদো

১৫. কামাবচরভূমিষং পন' এতানি সব্বানি'পি বীথিচিত্তানি যথারহং উপলব্ভন্তি, রূপাবচরভূমিষং পটিঘজবনতদালম্বন-বজ্জিতানি।

অরণাবচরভূমিয়ং পঠম মগ্ গর্বপাবচরহ সনহেট্ ঠিমাকপ্ পবজ জি-তানি চ লব্ ভস্তি।

সব্বখা'পি চ জং পদাদরহিতানং তং তং দারিকবী'থিচিতানি ন লব্ভস্তি' এব।

অসঞ্ঞদতানং পন সব্বথাপি চিত্তপ্পবতি নখে বা'তি।

১৬ অসীতিবীথিচিন্তানি কামে কপে বথারহং
চতুসট্ঠি তথাকপ্পে দেচন্তালীসা লব্ভরে।
অবং' এখ ভূমিবিভাগো।

১৭. ইচ্চেবংছদাবিক চিত্তপ্পৰত্তি যথাসন্তরং ভবজন্তবিতা যাৰতাযুক্ষৰ্ভোচ্ছিন্না প্ৰভাৱী'তি ।

ইতি অভিধন্মখ-সঙ্গহে বীথি-সঙ্গহবিভাগো নাম চতুখো-পরিচ্ছেদো।

ভূমিভেদে বীথিচিত্ত

১৫. কামাবচর ভূমিতে পূর্বোক্ত সকল প্রকার বীথিচিত্ত যথোচিত কপে (ভূমি ও পুদ্গল ভেদে) উপলব্ধ হয়।

ক্পভূমিতে প্রতিব-জবন-বীথি এবং তদালম্বনবর্জিত অক্স সকল প্রকার জবন উপলব্ধ হয়।

অরপভূমিতে প্রথম মার্গ চিত্ত-বীথি, কপাবচব চিত্তবীথি, হসনচিত্ত বীথি এবং নিমের অকপচিত বর্জিত অন্ত সকল প্রকার জবন উপলব্ধ হয়।

সকল ভূমিতে বাদের যে ইন্দ্রিয় নেই ভাদের প্রসাদকাপের অবিভামানভায় সেই সেই দারের চিত্তবীথি উৎপন্ন হয় নাং। অসংজ্ঞ-সন্থ্যনেব কোন চিত্তই উৎপন্ন হয় না।

১৬. কামাবচবে ৮০^{১৬}, ক্রপাবচরে ৬৪^{১৭} এবং অব্রপাবচরে^ত ৪২^{১৮}চিত্তবীথি উৎপন্ন হয়।

ভূমি বিভাগ এখানে সমাপ্ত।

১৭. এ প্রকারে ছয দারে উৎপন্ন চিত্তবীথি বথাসস্ভূত ভবাঙ্গ মুক্ত হয়ে বিচ্ছেদহীন ভাবে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও প্রবাহিত হয়। এ পর্যন্ত অভিধর্মার্থ সংগ্রহের বীথি-সংগ্রহনামক-চতুর্থ পরিচ্ছেদ। নক্সা ১১

চিত্তবীথি

তখন কোন চক্ষুগ্রাহ্য বিষয় মনোদার মাধ্যমে চিত্তে প্রবেশ কবেন তখন চিত্তবীথি এরূপে প্রবর্তিত হয়:

পঞ্চাদ্বার চিত্তবীথি—অতি মহৎ

অতীত ভবাঙ্গ	ভবাঙ্গচলন	ভবাঙ্গোপচ্ছেদ	পঞ্চাবাবত ন
×	×	×	×
>	ર	•	8
চক্ষুবিজ্ঞান	সম্পটিচ্ছন	সন্তীবণ	বো ত্থপন
×	×	×	×
- U	৬	٩	br

১৬। বথা ৫৪ কামাবচর +১৮ রূপ এবং অরূপাবচর কুশল এবং ক্রিয়া। +৮ লোকোত্তব =৮০।

১৭। যথা ১০ অকুশন (২ প্রতিঘ বর্জিত) + ৯ অহেতৃক বিপাক (কায়, ঘাণ, জিহ্বা বিজ্ঞান বর্জিত) + ৬ অহেতৃক ক্রিয়া + ১৬ কামবচর কুশন এবং ক্রিয়া + ৮ অরপ কুশন এবং ক্রিয়া + ৮ বোকোত্তর = ৬৪।

১৮। যথা ১০ অকুশল + ১ মনোদারাবর্তন + ১৬ কামান্চর কুশল এবং ক্রিয়া + ৮ অরপান্চর কুশল এবং ক্রিয়া + ৭ লোকোত্তর (লোভাপত্তি মার্গ ব্যতীত)= ৪২

অভিধর্মার্থ সংগ্রহ

১৬ ১৭ পঞ্চৰাবাবৰ্তন চিত্তবীথির প্ৰক্ষণে চিত্তশ্ৰোত ভবাঙ্গে পতিত হয়।

তথন সেখানে মনোদাবাবর্তন চিত্তবীথি উৎপন্ন হয় এবং উক্ত চক্ষুগ্রাহ্য বিষয় মন-মাধ্যমে অনুভূত হয়:—

মনোদ্বারিক বীথি

তারণর আবার চিত্ত স্রাত ভবাঙ্গে পতিত হয়। আলম্বন কে জানার পূর্বে আরও অনুকাপ তৃই চিত্তবীথি উংপন্ন হয়।

পঞ্চম পরিচচ্চদ বীথিমুক্ত-সঙ্গহ-বিভাগো

১. ভূমি—চডুক্ক

- '১. বীথিচিত্তবসেন' এবং পবত্তিয়ং উদীবিতো পবত্তিসংগহো নাম সন্ধিয়ং' দানি বুচ্চতি।
- ২. চতস্সোভ্মিষো, চতুব্বিধা প্টিসন্ধি, চত্তারি কম্মানি, চতুদ্ধা মরণ,প্পত্তি চ' ভি বীথিম্ভসঙ্গতে চত্তাবি চতুক্কানি বেদিতব্বানি।

তথ্ব অপাযভূমি, কামস্থাভিভূমি, কপাবচরভূমি, অকাপাবচরভূমি
কে'তি চত্তস্সো ভূমিযো নাম। '''

ভাত্ম নিরযো, ভিরচ্ছানযোনি, পেত্তিবিসযো, অস্থ্রকাযো 'চে'জি' অপায়ভূমি চতুব্বিধা হোতি।

মনুস্সা, চতুম্মহাবাজিকা, তাবজিংসা, বামা, ভুসিতা, নিম্মাণরতি, প্রনিম্মিতবস্বতী চে'তি কামসুগতিভূমি সত্তবিধা হোতি।

সা পনাবং একাদসবিধা'পি কামাব্চরভূমি চে'ব সংখং গচ্ছতি। বিন্দাবিসজ্জা, বিন্দাপুবোহিখা, মহাবিদ্ধা, চে'তি পঠমজ্ঝানভূমি।

পবিত্তাভা, অপ্পমাণাভা, আভস্সবা চ'াতি হৃতিয়জ্ঝানভূমি। পবিত্তস্থভা, অপ্পমাণস্থভা, স্থভকিণ্ণা চা'তি তৃতিযজ্ঝানভূমি। বেহপ্ফলা, অসঞ্ঞসত্তা, স্থ্ধাবাসা চা'তি চতুখজ্ঝানভূমী'তি কপাবচবভূমি সোল্লসবিধা হোতি।

অবিহা, অতপ্পা, স্থদস্সী,স্থদসসা, অকনিট্ঠা চা'তি স্থদ্ধাবাসভূমি পঞ্চবিধা হোতি। আকাদানঞ্য়তনভূমি, বিঞ্ঞাণঞ্যায়তনভূমি, আকিঞ্ঞ্ঞায়-তনভূমি নে'বসঞ্ঞা নাসঞ্ঞায়তনভূমি চেতি অকপভূমিচহুব্বিধা-হোতি।

পুথুজ্জনা ন লব্ভস্তি স্থদ্ধাবাদেশ্ব সব্বথা
সোতাপন্না চ সকদাগামিনো চা'পি পুগ্গলা।
অরিযা নোপলব্ভন্তি অসঞ্ঞাপায়ভূমিশ্ব
সেসট্ঠানেশ্ব লব্ভন্তি অবিষা' নবিষা পি চ।
ইদমেখ ভূমি-চতুক্কং।

' বীথিমুক্ত চিত্তসংগ্ৰহ

প্রতিসন্ধি নিয়ম

- ১. চিত্তবীথিব উৎপত্তি পবিপ্রেক্ষিতে যে জীবন প্রবাহ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রবর্তিত হয় তা আলোচিত হয়েছে। এখন প্রতিসন্ধি নিয়ম সম্বন্ধে আলোচিত হবে।
- ২. বীথিমূক্ত চিন্ত-সংগ্রহের আলোচ্য বিষয় চাব প্রকাব। তাদেব প্রত্যেকেব আবাব চাব শ্রেণী আছে যথা—১. চাব প্রকাব ভূমি (১) ২. চাব প্রকাব প্রতিসন্ধি, ৩. চাব প্রকাব কর্ম এবং ৪. চাব প্রকাব মবণোৎপত্তি।

১. চাব প্রকাব ভূমি

তাদেব মধ্যে চাব প্রকাব জীব ভূমি হল: —১. অপায় ভূমি (২) ২. কামাবচব স্থগতিভূমি (৩) ৩. রূপাবচব¹ ভূমি (৪)⁷ এবং ৪. অরূপাবচব ভূমি (৫)।

এগুলিব মধ্যে অপায ভূমি চাব প্রকাব ১. নিরয় (বা নবক) লোক (৬) ২. তির্বগ্যোনি (৭) ৩. প্রেতবিষ্য় (৮) ৪. অস্ত্রব-কায় (৯)।

কামস্থাতি ভূমিব সাত স্তব যথা : — ১. মনুয়লোক (১৬) ২. চতুর্মহাবাজিক দেবলোক (১১) ৬. ব্রুয়ন্ত্রিংশ দেবলোক ৪. যাম দেবলোক (১৩) ৫. তুরিত দেবলোক (১৪) ৬. নির্মাণবৃতি দেবলোক (১৫) ৭. প্রনির্মিত বশ্বতী দেবলোক (১৬)।

'চাব অপাযভূমি ও সাত কামস্থগতি 'ভূমি সহ' এগাব প্রকাব ভূমি কামাবচব ভূমি রূপে পবিচিত।

যোল কপাবচব ভূমি (স্তব)

- ২- দ্বিতীয ধ্যান ভূমিঃ—৪. পবিত্তাভ ৫ অপ্রমাণাভ ৬. আভস্বব।
- ৩. তৃতীয ধ্যান ভূমি :— ৭- পবিত্তপ্তভ ৮. অপ্রমাণশুভ ৯. শুভকীর্ণ।
- ৪০ চতুর্থ ধ্যান ভূমি:—১০. বৃহংফল ১১. অসংজ্ঞসত্ত্ব (১৮)
 এবং শুদ্ধাবাস ভূমিব (১৯) ১২০ অবৃহাঃ ১৩. অতপ্ত
 ১৪০ সুদর্শন ১৫ স্থদশী ১৬. অকনিষ্ঠ।
 চাব অবপাবচব ভূমি (২০) (স্তব)
- আকাশানস্তায়তন ২. বিজ্ঞানানস্তাযতন ৩. আকিঞ্চনাযতন
 নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞাযতন।
- ৩. শুদ্ধবিস ভূমিতে পৃথগ্জন, স্রোভাপন্ন এবং সক্লাগামী কোন, প্রকাবেই উৎপন্ন হতে পাবেন না। আর্যগণ অসংজ্ঞসত্ব এবং অপাযভূমিতে উৎপন্ন হন না। অস্থান্ত ভূমিতে আর্যই এবং অনার্য বা পৃথগ্জন জন্ম গ্রহণ কবেন।

এ পর্যন্ত চাব ভূমি বিষয়।

ব্যাখ্যা :---

(১) ভূমি—√ভূ-ধাতু উৎপন্ন, হওয়া (উৎপন্ন হওয়া), সাধাবণ অর্থে যে স্তবে জীবগণ অবস্থান কবে।

^{)।} প্रथम পরিচ্ছেদে ৫৪ नং ব্যাখ্যা দেখুন - নির্বাণ দর্শন।

१। 'क्वे

০। সোতাপ্র, সকুদাগামী, অনাগামী, অহু গণকে আর্য বলা হয়। অবশিটগণ পৃথগ্জন।

- রৌদ্ধর্ম অনুসাবে এই পৃথিবী অনস্ত-অসীম বিশ্বেব একটি ক্ষুদ্র পিণ্ড স্বরূপ এবং ইহা একমাত্র জীবের আবাস ভূমি নয় এবং মানুষই কেবল জীবস্ত জীব নয়। গর্ভাশয় একমাত্র জন্মকেন্দ্র নয়। বৃদ্ধ-বলেন: পবিক্রমা দ্বাবা অনস্ত বিশ্বেব শেষ সীমায় পৌছান যায় না।

- (২) অপায় অপ + অয়। যা সুখবিহীন তা অপায়। ইহা মানসিক অবন্থা এবং স্থান চুইই বুঝায়।
- (৩) যে স্থানে কাম মুখ বিজ্ঞমান (প্রথম পবিচ্ছেদে ব্যাখ্যা নং ে দেখুন)।
 - (8)+(৫)- প্রথম পবিচ্ছেদে ব্যাখ্যা নং ৬ দেখুন।
- (৬) নি + বয়, স্থখহীন। বৌদ্ধর্ম অন্নসাবে নিবয়েব অনেক প্রকাব স্তব আছে যেখানে জীবগণ তাদেব হৃদ্ধৃত (অকুশল) কর্মেব ফল ভোগ কবে। নিবয় চিবকাল বা অনস্তকাল হৃঃখ ভোগেব স্থান নয়। অকুশল কর্মেব ফলভোগ স্তিমিত হলে পূর্ব ক্রকর্ম (কুশল প্রভাবে সেই জীবগণেব স্থগতি ভূমিতে ও জন্মগ্রহণেব সম্ভাবনা আছে।
- (৭) তিবচ্ছান—(তির্যগ্-স্থান)— তিবো অর্থে সোজা অবস্থায়, অচ্ছান— যাওয়া। এথানে জন্তকে নির্দেশ কবা হয়েছে কাবণ চ হুস্পদ জন্ত সোজাস্থলি অগ্রসব হয়। বৌদ্ধ বিশ্বাস হল— অকুশল কর্ম প্রভাবে জীবগণ পশুযোনিতে জন্প্রহণ কবে। জন্তগণেব মন্থয়কপেও জন্মগ্রহণেব সন্থাবনা আছে। প্রকৃতপক্ষে বলা যায় যে জন্তব মা যাকপে আবির্ভাবেব যেমন সন্থাবনা আছে সেবপ বিপবীত সন্থাবনাও আছে যেমন বিহাৎ প্রবাহ ধাবাবাহিক ভাবে আলো বিকিবণ কবে, উষ্ণতা প্রদান কবে এবং গতিশক্তিও দান কবে ইহা এবপ নয় যে একটি অপবটি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। জন্তব পূর্বা কুশল প্রভাবে স্থগতি (স্বর্গা) ভূমিতেও জন্ম হতে পাবে। কোন কোন সময় দেখা যায় এমন কুকুব-বডালও আছে যাবা মান্থবেব চেয়ে স্থগে জীবন যামন কবে। ইহাও তাদেব পূর্ব পূণ্য কর্মেব ফল।

কর্মই ব্যক্তিব ঝপকাষেব (দেহেব) প্রকৃতি নির্দ্ধাবণ করে। তাও নির্ভব কবে ব্যক্তিব কুশল'ও অকুশল কর্মেব উপব। ব্যক্তিব সত্যজ্ঞান উন্মেষেব প্রভাব ইহাব মধ্যে থাকবেই।

- (৮) পেত = প + ইত; সাধাবণত মৃত বা কালগত জীবগণকে বুঝায। তাবা সর্বভোভাবে স্থখহীন জীব। তাবা দেহহীন প্রেত বা ভূত নয। যদিও তাবা কপকায ধাবণ কবে তবে তা সাধাবণ চক্ষে দেখা যায না। তাদেব কোন পৃথক ভূমি নেই। তাবা অবণ্যে, হুর্গন্ধপূর্ণ ম্যলাযুক্ত স্থান ইত্যাদিতে বাস করে।
- (৯) অসুব—যাবা কোন প্রকাব ক্রীড়া কবে না বা কোন প্রকাবে উজ্জ্বল নয। এ অসুবগণকে অপব এক স্তবেব (ত্রয়স্ত্রিংশ বাসী) দেব অবি অপুবগণ থেকে পৃথকরূপে দেখতে হবে। পববর্তী ১২ নং ব্যাখ্যা দেখুন)।
- (১০) মনুস্স—(মনুষ্য) যাদেব সাধাবণত উন্নত বা বর্ধিত মন আছে (মনো উস্সন্নং ত্রতেসং)।

মন্থ্য ভূমি সুখত্বংখ মিঞ্জিত। বোধিসন্ত্বগণ মন্থ্য ভূমিতে ভন্মগ্রহণ কবাকে উত্তম মনে কবেন কাবণ এখানে ভাবা বিশ্বজনেব সেবা কবতে পাবেন এবং বোধিসন্ত্ব চর্যাকপ পাবমিতাগুলিব পবিপক্ষতা সাধন কবতে পাবেন। বোধিসন্থগণ বৃদ্ধত্ব লাভেব জন্ম মন্থ্য ভূমিতে জন্মগ্রহণ কবেন।

- (১১) চতুম্মহাবাজিকা (চতুমহাবাজিক) ইহা স্থগতি ভূমিব নিম্নতব স্তব যেথানে চাব লোকপাল মহাবাজা তাঁদেব অনুগামী সহ বাস কবেন।
- (১২) তাবতিংস (ত্রযক্রিংশ)-দেববাজ শক্র এই ত্রয়ন্ত্রিংশ দেবভূমিতে বাস কবেন। ইহাব উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কথা প্রচলিত আছে তা হল—৩০ জন মগধবাজ নিঃস্বার্থ দানাদি, পুণ্যকর্ম সম্পাদন কবে এই দেবলোকে উৎপন্ন হযেছেন।
- (১৩) যাম— √যম্ ধাতু নিষ্পান, ধ্বংস কবা, যা, ছঃখ ধ্বংস কবে তাই যাম ়।
- (১৪) তুসিত তুষ্টচিত্তে বাসকাবী । সর্বসম্মত বিশ্বাস হল বোধি— সত্ত্বগণ বুদ্ধত্ব লাভেব জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণেব পূর্বে এই দেবভূমিতে অপেক্ষা কবেন।
- (১৫) নিম্মাণবতি— যাঁবা নিঞ্জ দেব বিমানে ভোগসম্পত্তিতে বতি উৎপন্ন কবে বাস কবেন।

(১৬) প্রনিদ্মিত বসবত্তী –পর্বনির্মিত ভোগসম্পত্তিকে আত্ম-বশবর্তী রূপে যাঁবা উপভোগ করেন i '

স্বৰ্গীয় স্তৱ ছয়টি। তথায় দেবগণ সামযিক স্থখনয় বিহাব কবেন। তাবা সেখানে উচ্চতর কামস্থথ ভোগ কবেন। এ সকল কামভূমিব স্থখবৈ চেযে ৰূপভূমিব ব্ৰহ্মস্তব স্থা আবও উন্নততব। সেখানে ব্ৰহ্মগণ কামস্থখ বৰ্জিত ধ্যানস্থাখ বিহাব কবেন।

(১৭) প্রথম ধ্যানলাভী ব্রহ্মভূমিব তিন স্তব – এ তিন স্তবেব নিম্নতম প্রথম ব্রহ্মভূমি হল — ব্রহ্মপাবিষদ। তাবা মহাব্রহ্মার পবিষদ। দ্বিতীয় ব্রহ্মভূমি হল — ব্রহ্মা পুবোহিত বা মহাব্রহ্মাব মন্ত্রীগণ। তৃতীয় সর্বোচ্চ স্তব হল — মহাব্রহ্মা। এ নামে অভিহিত কবাব কাবণ হল, তাবা অধিকতব মানসিক উন্নতি সাধন হেতু অক্সদেব চেয়ে তাবা সুখী, সুন্দব এবং দীর্ঘাযুলাভী।

- যাবা প্রথম ধ্যান সাধাবণ ভাবে বর্ধন কবেছেন তাঁবা প্রথম স্তবে উৎপন্ন হন এবং যাঁবা উত্তম কপে প্রথম ধ্যান বর্ধন কবেছেন তাঁবা তৃতীয় স্তবে উৎপন্ন হন। অন্য তিন ধ্যান বিভাগেও একপ তিন স্থার বিদ্যমান।

- (১৮) অসঞ্ এমন্ত (অসংজ্ঞসত্ত্ব) এ তাবে সন্ত্রগণ চিত্ত ব্যতিবেকে উৎপন্ন হন। এখানে সন্ত্রগণেব কেবলমাত্র কপ (জড) দেহ বিদ্যমান। সাধাবণতঃ মন এবং কপদেহ পৃথকযোগ্য নয়। সাধনা প্রভাবে কেবলমাত্র এক্ষেত্রে কপ থেকে মনকে পৃথক কবা যায়। যখন অহ ৎগণ নিবোধ সমাপত্তি ধ্যানে মগ্ন হন তখনও তাঁদেব চিত্ত বা মন (কপ থেকে) সাময়িকভাবে নিকন্ধ হয়। এ অবস্থা সাধাবণতঃ আমাদেব ধাবণাতীত। কিন্তু এ প্রকাব বহু ধাবণাতীত বিষয় ব্যেছে যা প্রকৃতপক্ষে সত্য।
- (১৯) শুদ্ধবিদ কেব্লমাত্র জনাগামী এবং অহ ৎগণ এ স্তবে অবস্থান কবেন। যাবা অন্ত ভূমিতে জনাগামীত্ব লাভ কবেন ভাবা শুদ্ধবিদেব বিভিন্ন স্তবে উৎপন্ন হন। পববর্তীকালে যথন ভাবা ভাদেব স্তবে অহ ত লাভ কবেন তখন তাবা জীবনাবসান পর্যন্ত সে স্তবে বেঁটে থাকেন।

(২০) (প্রথম পবিচ্ছেদে ৭৫ নং ব্যাখ্যা দেখুন)। এ চাবটি
অশবীবী ভূমি। এখানে মন্তব্য কবা প্রযোজন যে এ সকল ভূমিব
বর্ণনা কবতে গিয়ে বুদ্ধ কোন প্রকাব উৎপত্তি তত্ত্ব পবিবেশন কবেন নি।

বুদ্দেব ধর্মদেশনা এ সকল ভূমি স্তবেব অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বেব উপব নির্ভব কবে না। কাউকে এ সকল বিষয় বিশ্বাস কবাব জন্ম বাধ্য কবা যায় না যদি না তাঁব মনেব কৃষ্টিপাথবে বিচাব-বিবেচনা দ্বাবা তা গ্রহণযোগ্য না হয়। ইহা কোন ব্যক্তিব জ্ঞান পবিধিব বাইবেব বিষয় বলেও প্রত্যাখ্যান কবা উচিত নয়।

২. পটিসন্ধি চতুক্কং

৪. অপাযপটিসন্ধি, কামস্থগতিপটিসন্ধি, কপাবচবপটিসন্ধি, অবপাবচবপটিসন্ধি চ'াতি চতুব বিধা হোতি পটিসন্ধি নাম।

তথ অকুসলবিপাকোপেক্থা-সহগত-সন্তীবণং অপাযভূমিয়ং ওক্কন্তিক্থণে পটিসন্ধি হুত্বা ততো পবং ভবঙ্গং পবিযোসানে চবনং হুত্বা বোচ্ ছিজ্জতি। অষং একাপাযপটিসন্ধি নাম।

কুসলবিপাকোপেব্খাসহগতসন্তীবণং পন কামস্থগতিয়ং মন্ত্ৰস্পানং জচ্চদ্ধাদি হীনসন্তানং চ' এব ভূম্মনিস্সিতানং'চ বিনিপাতিকাস্থবানং চ পটিসন্ধি ভবঙ্গচূতিবসেন প্ৰবন্ততি। মহাবিপাকানি পন অটঠ সূৰ্ব্থা' পি কামস্থগতিয়ং পটিসন্ধিভবঙ্গচূতিবসেন প্ৰবন্তন্তি।

ইমা নব কামস্থগতিপটিসন্ধিয়ো নাম 🖟

সা পনা'যং দসবিধা'পি কামাবচবপটিসন্ধিচ্চে' এব সংখং গচ্ছতি। তেম্ব চতুন্নং আপাযানং মনুস্সানং বিনিপাতিকাসুবানং চ আযুপ্পমাণগণনায় নিয়মো নন্ধি।

চাতুম্মহাবাজিকানং পন দেবানং দিব্বানি পৃঞ্চ বস্সসতানি আযুপ্পমাণং। মন্তুস্সগণনায় নবৃতি বস্সসতসহস্সপ্পুমাণং হোতি।

ততো চহুগ্গুণং তাবতিংসানং, ততো চতুগ্গুণং যামানং, ততো চহুগ্গুণং ত্সিতানং, ততো চতুগ্গুণং নিম্মাণবতিনং, চতো চহুগ্গুণং প্রবিম্মিতবসবত্তীনং দেবানং আযুপ্পুমাণং।

নব সতং চ' একবীসবস্সানং কোটিয়ো তথা

৫. পঠমজ্ঝানবিপাকং পঠমজ্ঝানভূমিষং পটিসন্ধিভবঙ্গচুতিবদেন প্রবন্ততি।

তথা তৃতিয়জ্বানবিপাকং ততিযজ্বানবিপাকং চ তৃতিয়জ্বানভূমিয়ং। চতুখজ্বানবিপাকং ততিযজ্বানভূমিয়ং। পঞ্চমজ্বানবিপাকং চতুখজ্বানভূমিয়ং। অসঞ্ঞস্তানং কপং এব পটিসন্ধি
হোতি। তথা ততো পবং পবত্তিয়ং চবনকালে চ কপং এব পবত্তিছা
নিকজ্বতি। ইমা ছ কপাবচবপটিসন্ধিষো নাম।

তেন্থ বন্ধপাবিসজ্জানং দেবানং কপ্পস্স ততিয়া ভাগো আয়্প্পমাণং। বন্ধপুবোহিতানংউপভ চকপ্পো,মহাব্রন্ধানং একো কপ্পো
-পবিত্তাভানং দ্বে কপ্পানি। অপ্পমাণাভানং চত্তাবি কপ্পানি,
আভস্সবানং অট্ঠ কপ্পানি। পবিত্তম্ভানং সোল্লস কপ্পানি।
অপ্পমাণমূভানং ৰতিংস কপ্পানি। মৃভবিণ্ হানং চত্সট্ঠি
কপ্পানি। বেহপ্ফলানং অসঞ্জসত্তানং চ পঞ্চকপ্পসতানি।
অবিহানং কপ্পসহস্সানি। অতপ্পানং দ্বে কপ্পসহস্সানি।
মুদস্সানং চত্তাবি কপ্পসহস্সানি। মুদস্সীনং অট্ঠকপ্পসহস্সানি। অকনিট্ঠানং সোল্লস কপ্প সহস্সানি আয়ুপ্পমাণং।

পঠমাকপ্ পাদিবিপাকানি পঠমাকপ্ পাদিভূমীস্থ যথাক্কমং পটিসন্ধিভবঙ্গচুতিবসেন প্রবন্তন্তি।

ইমা চতস্সো আকপ্পপট্সন্ধিয়ো নাম।

তেমু পন আকাসানঞ্যতন্পগানং দেবানং বীসতি কপ্ পস হস্ সানি আযুপ্ পমাণঃ। বিঞ ্ঞাণঞ্চাষতন্পগানং দেবানং চন্তালীস কপ্ পসহস্ সানি, আকিঞ্চঞ ্ঞায়তন্পগানং দেবানং স্ টঠিকপ্ পসহস্ সানি, নে'বসঞ ্ঞানাসঞ ্ঞায়তন্পগানং দেবানং চতুবাসীতিকপ পসহস্ সানি আযুপ্ পমাণং।

৬. পার্টিসন্ধি ভবঙ্গঞ্চ তথা চবনমানসং

একং এব তথা বে' একবিসয়ং চ', একজাতিয়ং।

ইদ: ' এখ পটিসন্ধি চতুক্কং।

২০ চাব প্রকাব প্রতিসন্ধি

প্রতিসন্ধি চাব প্রকার—১. ্বপায় প্রতিসন্ধি ২ কামস্থগতি

প্রতিসন্ধি ৩ নপাবচব প্রতিসন্ধি ৪ অনপাবচব প্রতিসন্ধি।

তন্মধ্যে উপেক্ষা সহগত (২১) সন্তীবণ অতীতেব অকুশল বিপাক অপায ভূমিতে প্রতিসন্ধিক্ষণে, চিত্তবাপে উৎপন্ন হয়। তৎপব ভবাকে পতিত হয় এবং পবিশেষে চ্যুতি-চিত্ত হয়ে ছিন্ন হয়। ইহা এক প্রকাব অপায় প্রতিসন্ধি।

উপেক্ষা সহগত সন্তীবণ অতীতেব কুশল বিপাক, কামভূমিতে জন্মদানাদি (১২) মনুষ্যগণেব এবং ভূম্যাশ্রিত অণ্ডবগণেব (২৩)প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি চিত্তৰূপে প্রবর্তিত হয়।

· আট প্রকাব মহাবিপাক (২২) সর্বাবস্থায় কামন্তগতি ভূমিতে প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি চিত্তনপে প্রবর্তিত হয়।

পূর্বোক্ত অপায-প্রতিসন্ধি সহ, ' এই নয প্রকাব কামস্থগতি প্রতিসন্ধিকে দশ প্রকাব কামাবচব প্রতিসন্ধি বলা হয়।

কমাবচর সত্ত্বের আয়ুদ্ধ্যল

চাব অপায ভূমিব, মন্নুষ্যেব এবং বিনিপাতিক অপ্নুবেব (২৫) কোন নির্দিষ্ট আযুক্ষাল নেই।

চতুর্মহাবাজিক দেবভূমিব আয়ুকাল ৫০০ স্বর্গীষ বংসব (২৬)।
তা মন্ত্ব্যলোকেব গণনায ৯০০০, ০০০ বংসব দাড়ায। উহাব
চতু গুণ অযন্ত্রিংশেব, তাহাব চতু গুণ যামেব, তাহাব চতু গুণ তুষিতেব,
তাহাব চতু গুণ নির্মাণবতিব, তাহাব চতু গুণ প্রনির্মিত বশবতীব
আয়ুকাল।

পবনির্মিত বশবর্তী দেবভূমিব আয়ুকাল মান্তবেব গণনায দী ছাব — ৯ শত ২০ কোটি ৬ নিযুত বংসব।

নপাবচব প্রতিসন্ধি

ে প্রথম ধ্যানেব বিপাক প্রথম ধ্যান ভূমিতে প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি নপে প্রবর্তিত হয়। তদমুনাপ দ্বিতীয় ধ্যান এবং তৃতীয ধ্যানেব বিপাক দ্বিতীয় ধ্যান ভূমিতে, চতুর্থ ধ্যানেব বিপাক তৃতীয ধ্যান ভূমিতে এবং পঞ্চম ধ্যানেব বিপাক চতুর্থ ধ্যান ভূমিতে প্রতিসন্ধিতি ভবাঙ্গ চ্যুতি নপে প্রবর্তিত হয়।

কিন্ত অসংজ্ঞসত্ত্বগণেব কেবল ৰূপের (শবীবেব) প্রতিসন্ধি হয়।

সেই জীবন প্রবর্তনকালে এবং চ্যুতি কালে তাঁদেব কেবুলমাত্র বাণ্ট প্রবর্তন করে এবং নিকদ্ধ হয়।

ইহাই রূপাবচরেব ছয় প্রকাব প্রতিসন্ধি।

রূপাবচর ভূমির-সত্তের আয়ুফাল

ব্রহ্মপাবিষদ ব্রহ্মভূমিব আয়ুষাল এক তৃতীয়াংশ কর। (২৭), ব্রহ্মপুরোহিতের অর্থ কর এবং মহাব্র্হ্মাব এক কর, পবিত্তাভেব ছুই কর (২৮), অপ্রমাণাভেব চাব কর, আভস্বরেব আট কর, পবিত্তাভেব বোল কর, অপ্রমাণশুভেব বত্রিশ কর, শুভকীর্ণেব চৌষট্টি কর, বৃহংফল এবং অসংজ্ঞসত্ত্বেব পাঁচ শত কর, অবৃহাঃ ব্রহ্মভূমিব আয়ুষাল এক হাজাব কর, অতপ্তেব ছুই হাজার কর, স্থদর্শনেব চাব হাজাব কর, স্থদর্শনিব আট হাজাব কর এবং অকনিষ্ঠেব যোল হাজাব কর।

অরপভ্মির প্রতিসন্ধি

প্রথম অবপধ্যানেব বিপাক প্রথম অবপভূমিতে এবং পববর্তী দিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অবপধ্যানেব বিপাক তংতং অবপভূমিতে প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি চিন্তাকারে প্রবর্তন হয়। ইহাই চাব প্রকাব অবপ প্রতিসন্ধি।

অরূপভ্রের সংখর আয়ুফাল

ইহাদেব মধ্যে আকাশানস্থায়তন-ধ্যানপ্রাপ্ত দেবগণেব আয[ু] ছাল বিশ কল্প হাজার কল্প, বিজ্ঞানানস্থায়তন-ধ্যানপ্রাপ্ত দেবগণেব চল্লিশ হাজাব কল্প, আকিঞ্চনায়তন-ধ্যানপ্রাপ্ত দেবগণেব ষাট হাজাব কল্প এবং নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন দেবগণেব আযুদ্ধাল চুবাশী হাজাব কল্প।

৬. প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ, এবং চ্যুতি চিত্ত ভূমি, জাতি, ^৫সম্প্রযুক্ত ধর্ম, সংস্কাব এবং আলম্বন একভূমিতে সর্বদা একাকাব।

এ পর্যন্ত চাব প্রকাব প্রতিসদ্ধি বণি ত হল।

বাাথ্যা-

- (২১) অকুশল—বিপাক।
- (২২) যদিও ইন্দ্রিয়গত ভাবে তারা অন্ধন বধিব এবং মূক ইত্যাদি তারা কিন্তু মন্ময়লোকে পূর্ব স্থকর্ম প্রভাবে জন্মগ্রহণ করে।

^{8।} नका नः २० (मथून।

^{🕫 । 🖯} এখানে এক বলতে এক প্রকার বুঝায়না। 🧺 🕆

- (২৩) ় অর্থাৎ তাবা স্থবর্জিত ।
- (২৪) আট প্রকাব শোভন বিপাক চিত্ত প্রেথম পবিচ্ছেদে ৮ প্রকাব বিপাক চিত্ত দেখুন)।
- (২৫) অপাষ ভূমিতে জীবগণ তাদেব কর্মান্তুসাবে ছঃখ ভোগ কবে। অকুশল কর্মেব গুকত্ব অনুসাবে তাদেব আয়ুকাল ভিন্ন হয়। কেহ কেহ অন্নকাল, কেহ কেহ দীৰ্ঘকাল সেখানে জীবন ধাবণ কবে। প্রদেনজিৎ কোশলেব প্রধান মহিষী সাতদিন অপায়ে ছঃখভোগ অপবপক্ষে দেবদত্তেব নবকবাসেব আযু,ষাল এক লক্ষ বৎসব ।

.কখনও ভূমিস্থিত অস্থ্বগণেব আয়ুক্ষাল সাত দিন মাত্র হয়।

- (২৬) পালি সাহিত্য অনুসাবে মনুষালোকেব ৫০ বংসব চতুম হাবাজিক, দেবলোকে ব মাত্র একদিন। একপ ৩০ দিনে তাঁদের এক মাস এবং ১> মাসে: এক বৎসব হয ।
- (৭) কপ্প-কল্প, সর্ধেব বীজ এবং পর্বতেব দৃষ্টাত্তে কল্প গণনা

কঃ। হয়েছে (কপ্ পীয়তি সামপপ্র বতোপমাহি'তি কপ্ পো)। কল্প তিন প্রকাব যথা অন্তব কল্প, অসংখেয়া কল্প এবং মহাকল্প। যে অন্তর্বর্তী সমযে মান্তুষেব আযুসীমা দশ বৎসব থেকে অনির্দিষ্ট সময পর্যন্ত বৃদ্ধি হয এবং আবাব দশ বংসবে পর্যবসিত হয-তাকে অন্তব কল্প বলে। একপ কৃডি অন্তব কল্পে এক অসংখেষ্য কল্প হয অর্থাৎ গণনাতীত কাল বা কল্প। চাব অসংখেষ্য কল্প এক মহাকল্পেব সমান। এক যোজন দীর্ঘ, এক যোজন প্রস্থ এবং এক যোজন, উচ্চতা, বিশিষ্ট পর্বত প্রমাণ সর্বে যদি শৃত বৎসব অন্তব একটি কবে অক্সত্র নিক্ষেপ কবা হয় তবে তা শেষ হয়ে যায় ভবুও মহাক্ষ্ণের শেষ হয় না।।

(২৮) এক্ষেত্রে এবং পববর্তী ক্ষেত্রে, কল্পকে মহাকল্প, রূপে ধাবণ ক্লবতে হবে।

৩. কম্ম চতুক্ক

- উপপীলকং উপঘাতকং চ'াত্রি ৭. ১. জনকং উপপ্রম্ভকং কিচ্চবসেন।
- গৰুকং আসন্নং আচিণ্ণং কটভাকম্মংচ'াতি পাকদান-পবিয়াযেন।

- ৩ দিট্ঠধম্মবেদনীয়ং উপপজ্জবেদনীয়ং অপরাপবিয-বেদনীয়ং অহোসিকম্মংচ'াতি পাককালবসেন চত্তাবি কম্মানি নাম।
- 8 তথা অকুসলং, কামাবচবকুসলং, কাপাবচবকুসলং, অরূপাব-চবকুসলং, চ'াতি পাকট্ঠানবসেন।

তথ অকুসলং কাষকম্মং,বচীকম্মং,মনোকম্মং চ'াতি কম্মদাব— বসেন তিবিবং হোতি।

কথং গ

পাণাভিপাতো, অদিন্নাদানং, কামেস্থ মিচছাচারো চ কাযবিঞ্ঞত্তি-সংখাতে কাযদ্বাবে বাহুল্লবুন্তিতো কাযকম্মং নাম।

মুসাবাদো পিস্থাবাচা, ফকসবাচা সক্ষপ্পলাপো চ'াতি বচীবিঞ্-ঞ্জি সংখাতে বচীদ্বাবে বাহুল্লবুক্তিতো বচীক্ম্মং নাম।

অভিজ্ঝা, ব্যাপাদে।, মিচছ।দিট্ঠি চ'াতি অঞ্ঞত্রা পি বিঞ্-ঞ্জিয়া মনস্মিং য এব বাহুল্লবুজিতো মনোকম্মং নাম।

তেম্ব পাণাতিপাতো ফকসবাচা ব্যাপাদো চ দোসমূলেন জাযন্তি।
কামেন্থ মিচ্ছাচাবো অভিজ্ঝা মিচ্ছাদিট্ঠি লোভমূলেন। সেসানি
চত্তাবি দ্বীহি মূলেহি সম্ভবস্তি। চিত্ত্প্পাদবসেন পন' এতং
অকুসলং সব্বথা'পি দ্বাদসবিধং হোতি।

কামাবচবকুসলং পি চ কাষদ্বাবে পবত্তং কাষকম্মং বচীদ্বাবে পবত্তং বচীকম্মং মনোদ্বাবে পবত্তং মনোকম্মং চ'াতি কম্মদ্বাববসেন তিবিধং হোতি।

তথা দান - সাল—ভাবনা—বসেন চিত্ত,প্পাদ বসেন পন' এতং অট্ঠবিধং পি।

দান — সীল — ভাবনাপচায়ণ — বেষ্যাবচ্চ — পত্তিদান — পত্তা-হুমোদন – ধম্মসবন – ধম্মদেসনা – দিট্ঠিজ জুকুম্মবসেন দস্বিধংহেতি ।

তং পান' এতং বীসভিবিধং পি কামাবচরকম্মং ইচচে' এব সংখং গচ ছতি। কপাবচবকুসলং পন মনোকম্মং এব। তঞ্চ ভাবনাময়ং অপ্পনা-পূপত্তং ঝানঙ্গভেদেন পঞ্বিধং হোতি।

তথা অকপাৰচবকুসলঞ্চ মনোকম্মং। তম্'পি ভাবনামযং অপ্পনাপ্পত্তং আলম্বনভেদেন চতুব্বিধং হোতি।

এখ অকুসলকম্মং উদ্ধচ্চবহিতং অপাযভূমিং পটিসন্ধিং জনেতি। প্ৰতিথং পন সব্বং পি দ্বাদ্সবিবং স্তাকুসলপাকানি স্ব্ৰখা' পি কামলোকে ৰূপলোকে চু যথাবহং বিপ্চ্চন্তি।

কামাবচবকুসলং পি চ কামসুগতিষং এব পটিসন্ধিং জনেতি। তথা পবত্তিযঞ্চ মহাবিপাকানি। অহেত কবিপাকানি পন অট ঠ'পি সব্বখা'পি কামলোকে কপলোকে চ ষথাবহং বিপচ্চন্তি।

তথ'াপি তিহেতুকং উকক্ট্ঠং কুসলং তিহেতুকং পটিসক্ষিং দম্বা পবত্তে সোল্লসবিপাকানি বিপচ্চতি।

তিহেতুকং ওমকং দ্বিহেত্কং উক্কট্ঠঞ কুসলং, দ্বিহেতুকং পটিসন্ধিং দহা পবত্তে তিহেত্কবহিতানি দ্বাদস বিপাকানি বিপচ্চতি দ্বিহেতুকং ওমকং পন কুসলং অহেতুকং এব পটিসন্ধিং দেতি। পবত্তে চ অহেতুকবিপাকান, এব বিপচ্চতি।

- ৮. অসংথাবং সসংথাব-বিপাকানি ন পচ্চতি
 সসংখাবং অসংথাব-বিপাকানী'তি কেচন-।
 তেসং দাদসপাকানি দসট্ঠ,চ যথাক্কমং,
 যথাবুতামুসাবেন যথাসম্ভবম' উদ্দিসে।
- ৯ বপাবচবকুসলং পন পঠমজ্ঝানং পবিত্তং ভাবেত্বা ব্রহ্ম-পাবিসজ্জেম্ব উপ্পজ্জতি। তদ্ এব মজ্ঝিমং ভাবেতা। ব্রহ্মপুবোহিতেম্ব, পণীতং ভাবেতা মহাব্রহ্মেম্ব।
- তথা তৃতিযজ্বানং ততিযজ্বানঞ্চ পবিত্তং ভাবেদা পবিত্তাভেমু। মজ্বিমং ভাবেদা অপ্পমাণাভেমু, পণীতং ভাবেদা আভস্সবেমু। চতুখজ্বানং পবিত্তং ভাবেদা পবিত্তমুভেমু, মজ্বিমং ভাবেদা অপ্প-মাণমুভেমু, পণীতং ভাবেদা মুভকিণ্ হেমু। পঞ্চমজ্বানং ভাবেদা বেহপ্ দলেমু।

[ৈ] তং এব সঞ্জাবিবাগং ভাবেষা অসঞ্জ্ঞসত্ত্বে ।

অনাগামিনো পন স্থদাবাসে উপ্পজ্জন্তি। অনপাবচবকুসলঞ্চ যথাক্কমং ভাবেতা আনপ্পেস্থ উপ্পজ্জন্তি।

ইদং এথ কম্মচতুক্কং। ৩. চাব প্রকাব কর্ম (২৯)

- ৭. (ক) কৃত্য অনুদাবে কর্ম চাব প্রকাব যথা—১. জনক কর্ম
 (৩০) ২. উপস্তম্ভক কর্ম (৩১) ৩. উপপীড়ক কর্ম (৩২) এবং ৪. উপঘাতক বর্ম (৩৩)।
- খ) প্রতিসন্ধিক্ষণে ফল-প্রদান পর্যায় অনুসাবে কর্ম চাব'প্রকাব যথা —
- ৩৪০ ২. মবণাসর কর্ম (৩৫) ৩ আচরিত
 ৩৪০ ৩০ আচরিত
 ৩৪০ ৩০ আবং ৪. কুতর (সঞ্চিত) কর্ম (৩৭) ।
- গ) ইহজীবনে কর্মের ফল প্রদানেব কাল অনুসাবে কর্ম চাব প্রকাব যথা — ১. দৃষ্ট - ধর্ম — বেদনীয় কর্ম (৩৮) (ইহজীবনে ফলপ্রদ কর্ম) ২০ উপপদ্য বেদনীয় কর্ম (পববর্তী জীবনে ফলপ্রদ কর্ম) ৩. অপব পর্যায় বেদনীয় কর্ম (পববর্তী দিতীয় জন্ম থেকে যে কোন জন্মে ফলপ্রাদ কর্ম) এবং ৪ ভূতপূর্ব কর্ম (যে কর্মের ফল প্রদান শক্তি ছিল এখন শক্তিহীন বা ক্ষীনবীজ)।
- ঘ) ভূমি বা স্থান অনুসাবে ফলপ্রদ কর্ম চাব প্রকার যথা ১০ অকুশল ২০ কামাবচব ভূমিতে ফলপ্রদ কুশল কর্ম ৩০ ক্রপাবচব ভূমিতে ফলপ্রদ কুশল কর্ম।

পূর্বোক্ত অকুশল কর্ম কর্ম দ্বাব অনুসাবে তিন প্রকাব যথা ১. কায়কর্ম ২০ বাক্কর্ম এবং ৩. মন:কুর্ম।

তাব প্রভেদ কি ?

প্রাণিহত্যা, চুবি এবং মিখ্যা, কামাচাব 🖔 প্রভৃতি সাধারণতঃ

৬। স্বাপানও এর অস্ত ভূক্ত। টীকায় উক্ত আছে—স্বাশানং পি.
এথেব সঙ্গয়ত্তী'ভি। বসস্থাতেস্কামেস ফিচ্ছাচার-ভাবতো'ভি
বৃত্তং

(৩৯) কাষদ্বাব মাধ্যমে সম্পাদিত হয তাই তা কাষকম´(কায়কম´
দ্বাবা অভিব্যক্ত কাষবিজ্ঞপ্তি (৪০)।

মিথা, পিশুন, কর্কশ (পক্ষ) এবং অর্থহীন (সম্প্রলাপ) বাক্যদাব মাধ্যমে সাধাবণতঃ প্রযোগ বা প্রকাশিত কবা হয (বাক্যকর্ম দ্বাবা অভিব্যক্ত) তাই তা বাক্কম (বাক্য বিছুপ্তি) (৪১)।

অভিধ্যা কাষ বাক্ দাবে (পবশ্রীকাতবতা), ব্যাপাদ (দেষ) এবং মিথ্যাদৃষ্টি (৪২) সাধাবনৃতঃ বিজ্ঞপ্তিব আকাবে প্রকাশিত হলেও ^৭ মনেই বহুল পবিমাণে উৎপন্ন হয তাই তা মনঃকর্ম।

তাদেব মধ্যে প্রাণিহত্যা, পিশুনবাক্য এবং ব্যাপাদ—দ্বেষ্মূলক, মিথ্যা কামাচাব, অভিধ্যা এবং মিথ্যাদৃষ্টি লোভমূলক, অপব চাবটি লোভ-দ্বেষ মূল হতেও উৎপন্ন হয় (এথানে মোহ মূলও অন্ত ভুক্ত)।

চিত্তেব শ্রেণী অনুসাবে অকুশল কর্ম বাব প্রকাব।

কামাবচৰ কুশল কম

কামাবচৰ কুশল কম দ্বাব অন্তুসাবে তিন প্রকাব যথা কাযদ্বাবে উৎপন্ন হলে কাযকম, বাক্যদাবে উৎপন্ন হলে বাক্কম এবং মনোদ্বাবে উৎপন্ন হলে মনঃকম।

অনুৰূপভাবে ইহা ত্ৰিবিধ যথা দান, শীল এবং ভাবনা। চিত্তেব। শ্ৰেণী অনুসাবে কুশল কৰ্ম আট প্ৰকাব।

কুশল কর্ম আবাব দশ দ প্রকাবও হয যথা ১. দান ২.
শীল ৩. ভাবনা ৪. অপচায়ন (সন্মান প্রদর্শন) ৫. বৈয়াবৃত্ত (সেবা)
৬ পুণাদান ৭. পুণ্যান্ত্যোদন ৮. ধর্মশ্রবণ ১ ধর্মদেশনা ১০.
দৃষ্টিঋজু কর্ম (৪৩)।

বাব অকুশল এবং আট কুশল কর্মকে কামাবচব কর্ম বলা হয়।,

রপাবচব কুশল কর্ম

কপাবচব কুশল কর্ম মানসিক বা মনঃকর্ম। ইহা ভাবনা মাধ্যমে চিত্তেব উৎকর্ম সাধন এবং অপ'ণা জ্বন সংযুক্ত। ইহা পাঁচ প্রকাব ধ্যানাঙ্গ।

१। হলেও অর্থে ব্ঝাষ—তা মনে উৎপন্ন হলেও কায় বাক্যে অভিব্যক্ত হয়। ৮। এই দশটির মধ্যে, ৬ এবং ় দানের অন্তর্ভুক্ত, ৪ এবং ৫ শীলের অন্তর্ভুক্ত এবং ৮, ৯ এবং ১০ ভাবনার অন্তর্ভুক্ত।

অৰূপাবচৰ কুশল কৰ্ম

অরপারচর কুশল কর্মও মনঃকর্ম। ইহা অরপ ভারনা মাধ্যমে চিত্তের উৎকর্ম সাধন এবং (পঞ্চম ধ্যানের) অপ্রণা জ্বন সংঘৃত্ত। আলম্বন অনুসারে ইহা চাব প্রকার ।

অপায প্রতিসন্ধি ও অকুশল বিপাক

ঔদ্ধত্য^{১০} সম্প্রযুক্ত অকুশল কর্ম ব্যভীত অর্গ্রাম্য সকল (এগাব)
অকুশল কর্ম অপায় ভূমিতে প্রতিসন্ধি (জন্ম) ঘটায়। কিন্তু জীবন
প্রবর্তন কালে বাব প্রকাবেব সকল অকুশলই (৪৪) সাত প্রকাব
অকুশল বিপাকেব আকাবে কামলোকেব (মুগতি ও হুর্গতি) ভূমিব
সর্বত্র এবং কপলোকে অবস্থান্তুসাবে (বাল্ত-দাবানুসাবে) উৎপন্ন হয়।

কামাবচব কুশল প্রতিসন্ধি

কামাবচব কুশল কর্ম (৪৫) কাম-স্থগতি ভূমিতে প্রতিসন্ধি ঘটায়।
অনুব্রপভাবে আট মহাবিপাক কাম-স্থগতি ভূমিতে প্রবর্তন কালে
মহাবিপাকবাশি উৎপন্ন কবে। আট প্রকাব (কুশল) অহেতুক বিপাক
কামলোকে বা ব্রপলোকে অবস্থানুসাবে উৎপন্ন হয়।

কামলোকেব কুশলেব মধ্যে ত্রিহেতুক সর্বোৎকৃষ্ট কুশল কর্ম, (৪৬) ত্রিহেতুক প্রতিসন্ধি ঘটায়। জীবন প্রবর্তন কালে ইহা বোল প্রকাব বিপাক^{১১} উৎপন্ন করে।

ত্রিহেতুক নিকৃষ্ট (৪৭) এবং দ্বিহেতুক উৎকৃষ্ট কুশল দ্বিহেতুক প্রতিসদ্ধি ঘটায এবং সেই জীবন প্রবর্ত ন কালে ত্রিহেতুক বর্জিত বাব প্রকাব বিপাক (৮ অহেতুক +৪ প্রকাব দ্বিহেতুক) উৎপন্ন কবে।

দ্বিহেতুক নিকৃষ্ট কুশল অহেত্ৰ্ক প্ৰতিসদ্ধি ঘটায় এবং সেই জীবন প্ৰবৰ্ত ন কালে (৮ প্ৰকাব) অহেত্ৰ্ক বিপাক উৎপন্ন কবে।

অসাংস্কাবিক কুশল চিত্ত সসাংস্কাবিক বিপাক উৎপন্ন কবে না।
কেহ কেহ বলেন—সসাংস্কাবিক কুশল চিত্ত অসাংস্কাবিক বিপাক
উৎপন্ন কবে না।

२। क्षय अदिष्कृत (नथून 1

[,] ১০,। ঔদ্ধত্য ত্র্বলহেতু পুনজ্জ র প্রদানে অসমর্থ।

১১। ৮ অহেতৃক শোভন বিপাক এবং ৮ অহিতৃক বিপাক। । ।

৮. কোন কোন আচার্য বলেন: অসাংস্কাবিক চিত্ত সসাংস্কাবিক বিপাক (৪৮) উৎপন্ন কবে না এবং সসাংস্কাবিক চিত্ত অসাংস্কাবিক বিপাক উৎপন্ন কবে না। তাঁদেব মতামুসাৰ্ব উপবোক্ত বিপাকোৎপত্তি যথাক্রমে ১২, ১০ এবং ৮ (৪৯) হয়।

ৰূপাবচৰ ও অৰূপাবচৰ কুশল প্ৰতিসন্ধি

৯. প্রথম ধ্যানরূপ রূপাবচব কুশল অল্প পবিমাণে বর্ধ ন কবলে ব্রহ্মপাবিষদ ভূমিতে,মধ্যম পবিমাণে বর্ধন কবলে ব্রহ্মপুবোহিত ভূমিতে এবং উত্তম পবিমাণে বর্ধ ন কবলে মহাব্রহ্মা ভূমিতে উৎপন্ন হন। ১২

অনুবাপভাবে বিতীয ধ্যান এবং তৃতীয ধ্যানৰূপ ৰূপাবচৰ কুশল অল্প—মধ্যম এবং উত্তম পৰিমাণে বৰ্ধন কবলে যথাক্ৰমে পৰিত্তাভ, অপ্ৰমাণাভ এবং আভম্বৰ ব্ৰহ্ম ভূমিতে উৎপন্ন হন।

চত্র্থ ধ্যান অল্প—মধ্যম এবং উত্তম পবিমাণে বর্ধন কবলে যথাক্রমে পবিত্তভ, অপ্রমাণগুভ এবং গুভকীর্ণ ব্রহাভূমিতে উৎপন্ন হন।

পঞ্চম ধ্যান বর্ধন দাবা বৃহৎফল ব্রহ্মভূমিতে এবং সংজ্ঞাব প্রতি বিবাগ উৎপত্তি দাবা পঞ্চ ধ্যানলাভী 'অসংজ্ঞস্থ' ব্রহ্মভূমিতে উৎপন্ন হন।

অনাগামিগণ কেবলমাত্র শুদ্ধাবাদ ব্রহ্মভূমিতে উৎপন্ন হন (৫০)। অবপাবচব কুশলধ্যানী যথাক্রমে চাব অবপ ভাবনা বর্ধন কবে ভদনুসাবে চাব প্রকাব অবপ ভূমিতে উৎপন্ন হন।

১০ যে ভূমিব মহদ্গত পুণ্য কৃত হয়, প্রবর্তন কালে ও প্রতিসন্ধিন্দণে সেই বিপাক প্রতিফলিত হয়।

এ পর্যন্ত চাব প্রকাব কর্ম (বিববণ)।

ব্যাখ্যা –

(২৯) কমন্ — সংস্কৃতে কম, সাধাবণ অর্থে বুরায় কাজ বা কম। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে কম অর্থে ভালমন্দ চেতনাকে বুঝায় 'চিন্তা, বাক্য, কম' প্রভৃতিব মধ্যে কমে ব অর্থ অন্তর্ভুক্ত। ইহা নৈতিক কাবণ বিবি। অন্য অর্থে – ইহা কম' এবং তাব নৈতিক

১২। ব্ৰহ্মগণকে দেবতাও বলা হয়।

প্রতিক্রিয়া। পাশ্চাতাবাসীবা বলে—কর্মেব প্রভাব। ইহা অদৃষ্ট বা পূর্বনির্দ্ধাবিত নিয়তি বা বিধি নয়। ইহা ব্যক্তিব কর্ম সম্পাদন এবং ফলভোগ।

বুদ্ধ এবং অর্হৎ ব্যতীত অন্যজনেব সকল প্রকাব ইচ্ছাকৃত কাজই কম'। বুদ্ধ এবং অর্হ ৎগণ কর্ম সঞ্চয় কবেন না কাবণ তাঁবা অবিছা এবং তৃষ্ণারূপ কর্মমূল ছেদন কবেছেন।

কর্ম হল কার্য এবং বিপাক হল ফল বা কর্মেব প্রতিক্রিষা। ইহা কাবণ এবং ফল উভয়ই। কর্ম বীজতুল্য এবং বিপাক বৃক্ষজাত ফলতুল্য আমবা যে কর্ম কবি তাব ফল কোন সমযে,কোন এক জায়গায়, ইহ জীবনে বা ভবিদ্যুৎ জীবনে পেতে হবে। যা বর্তমানে আমবা ভোগ কবছি তা ইহ জীবনেব বা অতীত জীবনেব কর্ম ফল।

কর্ম নিজেই একটি বিশেষ নিষম। ইহা অন্য কোন স্বাধীন কর্তৃপক্ষের মধ্যস্থতায় কর্ম সম্পাদন করেনা। ইহা নিজ পবিধিব মধ্যে নিজ শক্তিতেই কাজ করে।

কমে ই তাব অন্ত নিহিত ফল প্রদান শক্তি বিদ্যমান। কাবণ (কম') ফল উৎপন্ন কবে: ফল কর্মকে বিশ্লেষণ কবে। বীজ ফল উৎপন্ন কবে, ফল বীজকে ব্যাখ্যা ববে। তাদেব সম্পর্কই একপ। কম' এবং ইহাব ফলও সেকপ 'কাবিণেব মধ্যেই ফল বিকশিত'।

অভিধর্ম অনুসাবে কর্ম বলতে: বার অকুশল চিত্ত, আট কামাবচব কুশল চিত্ত, পাঁচ বাপাবচব কুশল চিত্ত এবং চাব অবাপাবচব কুশল চিত্তকে বুঝায় অর্থাৎ এ সকল চিত্ত কর্ম সংগঠন কবে।

আট প্রকাব লোকোত্তব চিত্তকে কর্ম এবং বিপাক ব্যপে পবিগণিত কবা হয় না কাবণ সে চিত্তগুলি পুনর্জন্মের মূল উৎপাটন কবে। লোকোত্তব চিত্তে 'প্রক্তাই' প্রধান অপব পক্ষে, সাধাবণ চিত্তে 'চেতনাই' আধিপত্য কবে।

উনত্রিশ প্রকাব চিত্ত (ক্রিয়া) কে কর্ম বলা হয় কাবণ ফল প্রদায়ক শক্তি তাদেব মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে। ছায়া যেমন প্রত্যেক বিষয়েক পশ্চাংগমন কবে, সেকপ প্রত্যেক চেতনাময় কর্ম (ইচ্ছাকৃত ক্রম) ও ফল সহগত থাকে। এ প্রকারের চিত্তের যে অনিবার্য যল কুশল এবং অকুশল বাপে
চিত্তে অনুভূত হয তাকে বিপাক চিত্ত বলা হয। তেইশ-প্রকার
(৭+৮+৮) কামাবচব বিপাক চিত্ত, পাঁচ প্রকার বাপাবচর বিপাক
চিত্ত এবং চাব প্রকার অবাপাবচর বিপাক চিত্তকে বিপাক বা কর্মফল
বলা হয়।

(৩০) প্রত্যেক জন্ম পূর্বকৃত কুশল বা অকুশল কর্ম দারা প্রভাবিত বা মৃত্যুন্দণে আধিপত্য করে যে কর্ম ভবিয়াৎ জন্ম নির্বাপণ করে (বা প্রভাবিত কবে) তাকে জনক কর্ম বলা হয়।

ব্যক্তির মৃত্যু কেবল মাত্র—'সামযিক ঘটনাব সাময়িক বিরতি।' যদিও বর্তমান কাপ (দেহ) ধ্বংস হয় তবে অহা একটি রূপ (দেহ) সে স্থান গ্রহণ কবে যা পূর্বেবটিও নয় এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন একটিও নয়। মৃত্যুক্ষণে চিত্তে যে কর্মশক্তির ফলদায়ক কম্পন স্থাষ্ট হয় তা'ই জীবন-প্রবাহকে বাঁচিয়ে রাখে এবং পরবর্তী জন্ম স্থাষ্ট করে। ইহা সর্বশেষ চিত্ত যাকে সাধাবণতঃ 'জনক কর্ম' বলা হয়। তা'ই পরবর্তী জীবনের ব্যক্তিখেব অবস্থায় কাপান্ডরিত হয়। তা কুশল বা অকুশল কর্ম হতে পারে।

জনক কর্ম: অর্থবিথা অনুসারে জনক কর্ম হল যা গর্ভধাবণক্ষণে (বা গর্ভে প্রবেশ ক্ষণে) চিত্তক্ষর এবং বপস্কন্ধ উৎপত্তি করে। প্রথম যে চিত্তোৎপত্তি হয তাকে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান বা চিত্ত বলা হয়; তা জনক কর্ম দ্বাবা প্রভাবিত হয়। প্রতিসন্ধি বা পুনর্জন্মের প্রথম চিত্তোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গোনে কায়দশক, ভাবদশক এবং বাস্তদশক উৎপন্ন হয়।

কায়দশক উৎপত্তির উপকরণ হল—চার ধাতু যথা পৃথিবী ধাতৃ (বিস্তৃতি), আপধাতু (সংসক্তি), তেজোধাতু (উফতা) এবং বায়্ধাতু (বেগ, চাপ) , তাদেব চাব উপাদার্বপ যথা বর্ণ, গন্ধ, রস, ওজ; জীবিতেন্ত্রিয় এবং কায় (দেহ)।

^{•.} এ প্ৰান্তে Life of the Buddha and his teachings p.p 333—391 and Manual & Buddhism pp. 79—88 সেইন।

বাস্তদর্শক ও ভাবদশক উৎপত্তির উপকরণ হল—উক্ত প্রথম নয়টি+ভাব (স্ত্রী বা পুংভাব) এবং বাস্ত বা চিত্তস্থান।

এখানে ইহা পরিক্ষার বুঝা গেল 'ভাব' গর্ভধারণেব সঙ্গে সঙ্গেই নির্দ্ধারিত হয়। ইহা কর্ম প্রভাবিত ; আকস্মিক পিতৃবীর্য বা মাতৃ ডিম্বকোষ সংযুক্তিতে উৎপন্ন নয়। সুখ এবং তৃঃখ যা জীবন প্রবর্তন কালে অনুভূত হয় তা জনককর্মের অপরিহার্য ফল।

- (৩১) উপঅন্তক: উপাস্তন্তক কম জনক কমেবি অভি
 নিকটবর্তী এবং তাকে প্রতিপোষণ করে। ইহা কুশলও হতে পারে
 বা অকুশলও হতে পারে তবে জীবন প্রবর্তন কালে ইহা জনক কর্মকে
 সাহায্য করে বা রক্ষা করে। গর্ভবারণের পরক্ষণ থেকে জীবনাবসান
 পর্যন্ত এই কর্ম (উপস্তন্তক) অগ্রণী হয়ে জনক কম কৈ সমর্থন করে
 যায়। কুশল উপস্তন্তক কর্ম স্বাস্থ্য, ধন, স্থুখ ইত্যাদি দ্বারা ব্যক্তিকে
 সাহায্য করে। অকুশল উপস্তন্তক কর্ম অপরপক্ষে অকুশল জনক কর্ম
 প্রভাবে জন্মলাভী ব্যক্তিকে বেদনা, হুংখ ইত্যাদি দিয়ে ভারবাহী
 পশ্তর পর্যায়ে ফেলে দেয়।
- (০১) উপপীড়ক কর্ম হল বাধাদানকারী বা উৎপীড়নকারী কর্ম।
 ইহা পূর্বোক্ত কর্মের প্রায় নয়। ইহা জনকক্ম কৈ তুর্বল করার চেষ্টা
 করে, বাধা দেয় এবং ফল প্রদানে ব্যতিক্রম ঘটায়। দৃষ্টান্ত স্থান্স বলা
 যায়: এক ব্যক্তি কুশল জনকক্ম প্রভাবে জন্মগ্রহণ করলেও
 উপপীড়ক কর্ম প্রভাবে তাকে নানা হুংখ, পীড়া ইত্যাদি দ্বারা উত্যক্ত
 হতে হয়; এভাবে তাকে তার কুশল জনকক্মের সুখনয় স্ফল ভোগে
 বাধা জন্মায়। অপরপক্ষে একটি পশু অকুশল জনকক্ম প্রভাবে
 পশুযোনি প্রাপ্ত হয়েও ভাল খান্ত, বাসস্থান ইত্যাদি পায়। এখানে
 উপপীড়ক কর্ম অকুশল জনকক্ম কি ফল প্রদানে বাধা দান কবে।
- (৩৩) উপঘাতক কর্ম: কর্ম নিয়ম অনুসারে জনককর্মের অন্তর্নিহিত শক্তিকে পূর্বজন্মকৃত আরও শক্তিশালী বিকদ্ধ কর্ম নিজ্জিয় করে দিতে পারে। ইহা স্থ্রিধানুসাবে নেহাৎ অতর্কিতে কর্ম সম্পাদন

করে যেমন কোন বলবান প্রতিরোধক শক্তি এক উড়স্ত তীরকে গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে ভূপাতিত করে, এরপ কর্মকে উপঘাতক বলা হয়। ইহা উপস্তম্ভক এবং উপপীড়ক কর্মের চেয়েও নিখুঁত ফলপোনকারী। ইহা কেবল বাধা প্রদান করে ক্ষান্ত হয় না, বিপক্ষ শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস কবে। এই উপঘাতক কর্ম কুশল ফলপ্রদ বা অকুশল ফলপ্রদ উভয় প্রকারের হতে পাবে।

দৃষ্টান্তস্বৰূপ এখানে দেবদন্তের কথা উল্লেখ করা যায়। দেবদন্তের ক্ষেত্রে উক্ত চার কর্মই ফলপ্রস্থ হয়েছিল। তিনি বৃদ্ধকে হত্যা করার চেষ্টা কবেছিলেন এবং সজ্বভেদ করেছিলেন। তাঁর কৃশল জনকর্ম তাঁকে রাজপবিবারে জন্মগ্রহণ করায়। স্থ-সমৃদ্ধি ভোগ তাঁর উপস্তভক কর্মেব প্রভাব। সভ্য থেকে বহিষ্কার এবং অপমান সহ্য করা উপপীডক কর্মেব প্রত্যক্ষ ফল। অবশেষে উপঘাতক কর্ম তাঁর জীবনাবসান করে তাঁকে অনন্ত হুংখে নিপাতিত করে।

(৩৪) গরুক—গুরুকর্ম, ইহা গুরুতর বা শক্তিশালী কর্ম। ইহা কুশল কর্মও হতে পারে আবার অকুশল কর্মও হতে পারে। ইহা যদি কুশল হয় তবে ইহা ধ্যানক্ষেত্রে মানসিক কুশল। অপরপক্ষে ইহা কায়িক এবং বাচনিক অকুশল। গুরুত্ব অনুসারে গুরুক্ম পাঁচ প্রকার: যথা ১. সভ্যভেদ ২. বুদ্ধের প্রতি আঘাত ৩. অহ হ হত্যা ৪. মাতৃহত্যা এবং ৫. পিতৃহত্যা। ইহাকে আনন্তরিয় কর্ম ও বলা হয় কারণ এ সকল কর্মের ফল অনিবার্যক্রপে পরজ্ঞনে পেতেই হবে। নিয়ত্ত্র মিথ্যাদৃষ্টিকেও গুরুক্ম বলা হয়।

দৃষ্টান্ত: যদি কোন ব্যক্তি ধ্যান উৎপন্ন করেও উক্ত যে কোন একটি নিকৃষ্ট কর্ম সম্পাদন করেন তবে তাঁর সেই কুশল কর্ম এই অকুশল কর্ম প্রভাবে বিমোচিত হবে। ধ্যান লাভ করা সত্ত্বেও পরবর্তী জন্ম অকুশল কর্ম ঘারা প্রভাবিত হবে। দেবদত্ত তাঁর খাদ্ধি হারিযেছিলেন এবং নরকে উৎপন্ন হয়েছিলেন, কারণ তিনি বুদ্ধকে প্রাঘাত করে আহত করেছিলেন এবং সজ্যভেদ করেছিলেন।

রাজা অঞ্জাতশক্র পিতৃহত্যা না কবলে স্রোতাপত্তি স্তরে উন্নীত

হতে পারতেন। এক্ষেত্রে তাঁর শক্তিশালী নিকৃষ্ট অকুশল কম ফলপ্রদ হওয়াতে তিনি স্রোতাপর হতে পারেন নি।

় (৩৫) আসর বা মরণাসন্ধ কর্মঃ যে কম' কোন ব্যক্তি তার-মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ববর্তীক্ষণে সম্পন্ন করেন বা পূণ্যকর্ম কথা স্মরণ করেন। পববর্তী জীবনকে স্থথময় বাপে নির্দিষ্ট করার পরিপ্রেক্ষিতে বৌদ্ধ দেশ সমূহে এখনও পর্যন্ত মবণাসন্ন ব্যক্তিকে তার পূর্বকৃত পূণ্যকর্ম স্মরণ করিয়ে দেন এবং মৃত্যুশয্যায় তার দ্বারা কুশল কর্ম করান হয়।

কোন কোন সময অকুশল পরায়ণ ব্যক্তিরও সুখমৃত্যু হয় এবং তাতে সুখময় জন্ম লাভ হয়, যদি সোভাগ্যক্রমে তিনি মৃত্যুক্ষণে পূর্বকৃত পূণ্যকর্মের কথা শ্বরণ করেন বা মৃত্যুশয্যায় কোন কুশল কর্ম সম্পাদন করেন। একপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে: একদা এক জল্লাদ শারীপুত্রকে ভিক্ষান্ন দান করেছিলেন এবং সেই ব্যক্তি মৃত্যুক্ষণে সেই পুণ্যকর্ম কথা শ্বরণ করে তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হন। একথার অর্থ এই নয় যে ঐ ব্যক্তি সারাজীবনের অকুশল কর্ম থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। যে সকল অকুশল কর্ম যথাসময়ে ফল দান করবে, এমনও হতে পারে কোন এক ধার্মিক ব্যক্তিব মৃত্যুক্ষণে হঠাৎ কোন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে পূর্বকৃত অকুশল কর্মে ব কথা শ্বরণ হল বা চিত্তে কোন অকুশল বিষয উদিত হল—তাতে তঃখবহ মৃত্যু হতে পারে। কোশলবাজ প্রসেনজিতের প্রধানা মহিষী বাণী মল্লিকা দেবী ধর্ম জীবনযাপন করতেন কিন্তু মৃত্যুক্ষণে তিনি যে এক মিথ্যাবথা বলেছিলেন তাই এক সময় তার সে সময় শ্বরণে উদিত হল। সে কাবণে এক সপ্তাহ অপায় তুর্গতি ভোগ করেন।

এগুলি ব্যতিক্রম মূলক দৃষ্টান্ত: এবপ বিবর্তন মূলক জন্মান্তর গ্রহণের ঘটনায় ধার্মিক শিশু অধার্মিক এবং অধার্মিক শিশু ধার্মিক পিতামাতার নিকটও জন্মগ্রহণ করতে পারে।

কর্ম নিয়ম হল: জীবনের শেষ চিত্তবীথি ব্যক্তির সাধারণ চরিতানুযায়ী প্রভাবিত হয়। (৩৬) আচিপ্পকম্ম: আচরিত কর্ম হল সে কর্ম, যে কর্মের প্রতি ব্যক্তির অনুরাগ থাকে এবং অভ্যাস বশতঃ তা পুনঃ পুনঃ সম্পাদন করে, স্মরণ করে।

অভ্যাস কুশল হোক আর অকুশল হোক তা ব্যক্তির দিতীয়
চরিত্র হয়ে দাঁড়ায়। অবসর সময়ে আমাদের অভ্যাস গত চিন্তায় বা
কর্মে আমবা নিয়োজিত থাকি। অনুবাপভাবে মৃত্যুক্ষণে যদি অন্ত
পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্থিত হওয়া না যায়, নিয়ম অনুসারে, সেই কর্ম
বিষয় এবং চিন্তা স্বতঃই আমাদের চিত্তপথে উদিত হয়।

শৃকরঘাতক চুন্দ বুদ্ধের আবাসের নিকটেই বাস করত। মৃত্যু কালে সে শৃকরের মত আত্মনাদ কবেছিল।

শ্রীলঙ্কার রাজা ছট ঠগামনি ভিক্ষুগণকে ভিক্ষার দান না করে আহার গ্রহণ করতেন না। ইহা তাঁর আচরিত কর্ম। মৃত্যুকালে একর্ম শ্বরণ করে তিনি আনন্দিত হযেছিলেন এবং দেহত্যাগের পর তিনি তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হন।

- (৩৭) কটন্তা: কৃতস্বকর্ম অর্থাৎ সঞ্চিত কর্ম। সাধারণতঃ যে কর্ম অতীত জীবন পরস্পরা করা হয়েছে তাকেই বুঝায়। যে সকল কর্ম সম্পাদিত হয়েছে এখন আব স্মৃতিপথে আসেনা—তা এপর্যায়-ভুক্ত। ইহা ব্যক্তির অতীত কর্ম যা ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে আছে।
- (৩৮) দিট ঠধম্ম বেদনীয় কম্ম: দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম হল: ইহজীবনে কৃত যে কমে'র ফল ইহজীবনে বেদনীয় বা অনুভূত হয়। দৃষ্টধর্ম অর্থ বর্তমান জীবনকে বুঝায়।

অভিধর্ম অনুসারে কোন ব্যক্তি সপ্ত চিত্তক্ষণ স্থায়ী জ্বন চলা কালে কুশল বা অকুশল কর্ম সম্পাদন করে। প্রথম জ্বন চিত্তক্ষণ ঘূর্বলতম তাই সেই চিত্তক্ষণের কর্ম ইহজীবনে ফলপ্রদ হয়। ইহাই দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম। যদি তা এজীবনে ফলপ্রস্থ না হয় তবে তা অহোসি বা ভূতপূর্ব (পূর্বে ছিল এখন নেই) কর্মে পরিণত হয়।

উপপশ্ব বেদনীয় কর্ম: পরবর্তী ছব লতম কর্ম হল সপ্তম জবন চিত্তক্ষণ। ইহার অকুশল ফল পরবর্তীকালে ফলপ্রদ হয়। পরবর্তী বা দ্বিতীয় জীবনে যদি এই কর্মস্কল প্রদানের অবকাশ না পায় তা অহোসি বা ভূতপূর্ব কর্মে পরিণত হয়।

অপব-পর্যায় বেদনীয় কর্ম: মধ্যবর্তী বা দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ জবন চিত্তক্ষণের কর্ম নির্বাণ লাভ না হওয়া পর্যন্ত যে কোন সময়ে ফল প্রদান করে। একপ কর্ম কৈ অপর-পর্যায় বেদনীয় কর্ম বলা হয়। এমন কি বৃদ্ধ এবং অর্হংগণেরও জীবন প্রবর্তনকালে একপ কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। কেহ এ কর্ম থেকে রেহাই পায় না।

আহোসি কর্ম: এ কমের কোন বিশেষ শ্রেণী নেই। যে কর্ম ইহজীবনে বা পরজীবনে ফল প্রদানে অক্ষম তাই অহোসি বা ভূত-পূর্ব কর্ম।

- (৩৯) বাহুলোবুন্তিতোঃ এ কর্মগুলি অত্যাত্ত দার মাধ্যমেও সম্পন্ন করা যায়, তাই এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।
- (৪০) কায়বিঞ্ঞত্তি: কায়বিজ্ঞপ্তি—ইহা দেহ সঞ্চালনে ব্যক্তির ইচ্ছা প্রকাশিত হওয়া।
- (৪১) বচীবিঞ্ঞত্তি: বাক্য বিজ্ঞপ্তি—ইহা বাক্য দ্বারা ব্যক্তির ইচ্ছা প্রকাশ।
- (৪২) এ তিন দৃষ্টিকে মিধ্যাদৃষ্টি বলা হয়—১. প্রত্যেক বিষয় কোন কারণ ব্যতীত উৎপন্ন হয় (মহেতুক দৃষ্টি) ২. কুশল-অকুশল কমে'র ফল নেই (অত্রিন্যা দৃষ্টি) এবং ৩. পবজন বলতে কিছু নেই (নাস্তিক দৃষ্টি)।
 - ় (৪৩) অর্থাৎ সম্যক্ দৃষ্টি—'দান করা উত্তম' ইত্যাদি।
- (৪৪) বার প্রকার অকুশল চিত্তের অকুশল ফলই হল সাজ্পকার (অকুশল) বিপাক চিত্ত। সে কম ইহজীবনেও ফলপ্রদ হতে পারে।
- (৪৫) কুশল কর্মের কুশল ফল হল: আট প্রকার অহেতুক (কুশল) বিপাক চিত্ত এবং আট প্রকার শোভন মহাবিপাক চিত্ত। আট প্রকার কুশল চিত্তের ফল কেবলমাত্র প্রতিসন্ধি গ্রহণ করান নয়

তবে ভা জীবন প্রবর্তন কালে বিভিন্ন প্রকারের বিপাক চিত্তও উৎপন্ন করে।

- (৪৬) উক্কট্ঠা: উ অর্থে উন্নত একস্ অর্থে উত্তোলন।
 সর্বোৎকৃষ্ট কুশল কর্ম হল কোন কর্ম করার পূর্বে ও পরে কুশল কারণে
 শ্রুদ্ধা উৎপ'ত্তিতে তা সম্পন্ন করা। দৃষ্টান্ত: সম্যক জীবিকা দারা অর্জিত
 অর্থে কোন প্রকার অনুশোচনা ব্যতিরেকে দান ক্রিয়া সম্পাদন করাই
 সর্বোৎকৃষ্ট কুশল ক্ম'।
- (৪৭) ওমক: নিকৃষ্ট: দান কর্ম সম্পাদন কালে কোন ব্যক্তি ত্রিহেতু ফ কুশল চিত্ত উৎপন্ন করতে পারেন। যদি সেই ব্যক্তি অসহপায়ে অর্জিত অর্থে ক্রীত বস্তু কোন অসৎ পুক্ষকে দান করেন এবং পরবর্তীকালে অনুশোচনা করেন—সে দান নিকৃষ্ট দান।
- (৪৮) তাঁবা হলেন গ্রীলক্ষার মোরবপি বিহাবের মহাধর্ম রক্ষিত থের সম্প্রদায়ের আচার্যগণ।
- (৪৯) বার—যথা ৮ অহেতুক বিপাক এবং ৪ সসাংস্কারিক বিপাক বা ৪ অসাংস্কাবিক বিপাক।

দশ—যথা ৮ অহে ইক বিপাক এবং ২ সসাংস্কারিক বা ২ অসাংস্কারিক জ্ঞানবিপ্রযুক্ত বিপাক। "
আটি—অহেতুক।

(৫০) স্রোতাপন্ন এবং সকুদাগামী যারা পঞ্চম ধ্যান বর্ধন করেছেন তাঁরা বৃহৎকল ভূমিতে উৎপন্ন হন। কিন্তু যে সকল স্রোতাপন্ন এবং সকুদাগামী ব্যপোৎপত্তির প্রতি অনীহাবশতঃ (অব্যপ ধ্যান্ বর্ধন করেন) ভাঁরা অব্যপভূমিতে উৎপন্ন হন।

যে অনাগামী পঞ্চম ধ্যান বর্থন করেছেন এবং সমপরিমাণে পঞ্চইন্দ্রিয়ে বলীয়ান (যথা শ্রন্ধান, বীর্ঘ, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রস্তা) তাঁরা বৃহৎফল ভূমিতে উৎপন্ন হন, যাঁরা শ্রন্ধাকে অভিক্রম করেছেন তাঁরা অবহা ভূমিতে, যাঁরা বীর্ঘকে অভিক্রম করেছেন তাঁরা অভপ্ত ভূমিতে, যাঁরা সমাধিকে অভিক্রম করেছেন তাঁরা স্কৃদর্শী ভূমিতে এবং যাঁরা প্রজ্ঞাকে অভিক্রম করেছেন তাঁরা অকনিষ্ঠ ভূমিতে উৎপন্ন হন।

্ অনাগামীরা অন্ত কোন ভূমিতে উৎপন্ন হবেন না এমন কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। (তে পন অঞ্ঞেখ ন নিব্বত্তম্ভীতি নিয়মো নথি— অর্থকথা)।

স্ক্ষ বিদর্শক অনাগামী যিনি ধ্যানচর্ষা দ্বারা মৃত্যুর পূর্বে ধ্যান উৎপন্ন করেন তিনি পরবর্তী জীবনে শুদ্ধাবাস ভূমিতে উৎপন্ন হন।

- ১১. আযুক্থযেন কম্মক্থযেন উভয়ক্থযেন উপঢ় ছেদককম্মূনা চা'তি চতুধা মরণ প্রবি নাম। তথা চ মরন্তানং পন মরণকালে যথাবহং অভিমুখীভূতং ভবন্তরে পটিসিরিজনকং কম্মং বা তং কম্ম-কবণকালে রপাদি কম্পলদ্ধপুর্বমূপকরণভূতঞ্চ কম্মনিমিত্তং বা অনন্তবংউপ পজ্জ-মানভবে উপলভিত্তব্ ইপভোগভূতঞ্চ গতিনিমিত্তং বা কম্মবলেন ছন্নং দ্বারানং অঞ্ঞতরশ্মিং পচ্চুপট্ঠাতি। ততোপরং তমেব তথো'পট্ঠিতং আলম্বনং আরম্ভ বিপচ্চমানককম্মান্ত্রপং পরিস্থান্থং উপকিলিট্ঠং বা উপলভিত্ব বভবান্ত্রপং তথ্ব ওনতং বা চিত্তমন্তানং অভিগ্ হং পবত্তি বাহুল্লেন। তমেব বা পন জনকভূতং কম্মং অভিন্বকরণবদেন হারপ্পজ্ঞ হোতি।
- ১২. পচ্চাসন্নমরণস্স তস্স বীথিচিন্তাবসানে ভবঙ্গক্থবে বা চবনবসেন পচ্চুপ্পন্নভব-পরিধাসানভ্তং চুতিচিন্তং উপ্পজজিঘা নিরুজ্বৈতি। তিশ্বং নিরুদ্ধাবসানে তস্স' আনস্তরং এব তথা গহিতং আলস্বনং আরম্ভ সবখু কং অবখু কং এব বা যথারহং অবিজ্ঞান্ত্র-স্বপরিক্থিত্তেন তণ্ হানুস্যমূলকেন সংখারেন জনীয্মানং সম্পযুত্তেহি পরিগ্গর্হমানং হজাতানং অধিট্ঠানভাবেন পুববঙ্গমাভূতং ভবন্তরপটিসদ্ধানবসেন পটিসদ্ধিসংখাতং মানসং উপ্পজ্জমানং এব পতিট্ঠাতি ভবন্তরে।
- ১৩. মরণাসন্ধবীথিয়ং পন এখ মন্দপ্পবত্তানি পঞ্'ব জবনানি পটিকংখিতব্বানি। তম্মা যদি পচ্চুপ্নালম্বনেম্ব আপাথমাগতেম্ ধরন্তেম্ব' এব মরণং হোতি। তদা পটিসন্ধিভবঙ্গানং' পি পচ্চুপ্পনা-

লম্বনতা লন্তন্তী' তি কছা কামাবচরপটিসন্ধিষা ছদারগহিতং কম্মনিমিন্তং গতিনিমিত্তঞ পচ্চুপ্পরানং অতীতমালম্বনং বা উপলন্ততি। কম্মং পন অতীতং এব। তঞ্চ মনোদারগহিতং। তানি পন সব্বানি পি পরিভ্রধম্মভূতা নে'বালম্বনানী' তি বেদিতব্বং।

কপাবচরপটিসন্ধিয়া পন পঞ্ঞেত্তিভূতং কম্মনিমিত্ত' এবালম্বনং হোতি। তথা আক্রপ্পটিসন্ধিয়া চ মহগ্গতভূতং পঞ্ঞেত্তিভূতঞ্চ কম্মনিমিত্তং এব যথারহং আলম্বনং হোতি।

অসঞ্ঞসন্তানং পন জীবিতনবকং এব পটিসন্ধিভাবেন পতিটঠোতি।
তত্মা তে ব্যাপটিসন্ধিকা নাম। আবপ্পা আৰুপ্পপটিসন্ধিকা।
সেসা ব্যাবপপটিসন্ধিকা।

১৪. আরুপ্পচুতিযা হোন্তি হেট্ঠিমাকপ্পবজ জিতা পরমারুপ্পদন্ধি চ তথা কামে তিহেত্কা। -ক্পাব্চরচৃতিবা অহেত্রহিতা সিয়ুং সব্বা কামতিহেত্মহা কামেস্থে'ব এব পনেতরা। 'অয়ং' এখ চুতিপটিসন্ধিক্কমো।।

চ্যুতি এবং প্রতিসন্ধি নিয়য় ক্রয় '

১১. মৃত্যু চাব প্রকাব (৫১) যথা ১. আযুক্ষয়ে মৃত্যু (৫২) ২. (জনক) কর্মক্ষযে মৃত্যু (৫৩) আযু ও কর্ম উভযক্ষয়ে মৃত্যু (৫৪) এবং ৪. উপচ্ছেদক বা উপদাতক কর্ম (৫৫)।

যাঁরা মৃত্যুশয্যায় শাযিত কর্মবলে, মৃত্যুক্ষণে তাদের নিয়োক্ত যে কোন এক নিমিত্ত অবস্থানুসারে ছয ইন্দ্রিয়ের যে কোন এক দারে উপস্থিত হয—

১০ পববর্তী জীবনের উন্মেষকারী (বা প্রতিসন্ধিজনক) যে কোন একটি কর্ম (তিনি তথন তা সম্পাদন করছেন মনে করেন) চিত্তদারে অনুরূপ পরিস্থিতিতে উৎপন্ন হয বা প্রবেশ করে (৫৬)।

- ২. একটি আলম্বন তা বাপ, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি বা অনুরূপ বিষয় যা পূর্বে কর্ম সম্পাদনকালীন অনুভূত বা উপকরণ বাপে ছিল এমন একটি বিষয় (কর্ম নিমিত্ত) উপস্থিত হয় (৫৭)।
- ৩. এমন একটি নিমিত্ত (উপলজ্বনীয় হুর্গতি উপভোগ্য সুগতি)-(গতি নিমিত্ত) (৫৮) যা পরবর্তী জন্মে লাভ হবে বা অমুভূত হবে তা প্রতিভাত হয়।

তারপব দেই আসম চিত্তস্থিত আলম্বনকে (১৯) নির্ভর করে, অবিচ্ছিন্ন চিত্তসন্ততি, তা পবিশুদ্ধ হোক বা ক্লেশযুক্ত হোক, ফলনোন্মুখ কর্মের আকারে এবং গন্তব্য ভব বা ভূমির অনুকৃলে, সেই ভবাভিমুখে প্রবর্তিত হয়। কেবলমাত্র পুনর্জন্ম উৎপাদনক্ষম কর্ম নিজকে আবার উৎপন্ন করবার জন্ম (নিমিত্তেব আকারে), ছয় ইন্দ্রিয় দ্বারের কোন এক দ্বারে উপন্থিত হয়।

১২. মরণাদর ব্যক্তির চিত্তব্যোতের পবিসমাপ্তিতে বা ভবাঙ্গক্ষয়ে. এ জীবনের পরিশেষ বাপ চ্যুতিচিত্ত উৎপন্ন হয় এবং নিরুদ্ধ হয়ে। (মৃত্যুব্যপে পর্যবদিত হয়)।

চ্যুতিচিত্ত নিকদ্ধ হওয়ার পক্ষণে প্রতিসন্ধিচিত্ত উৎপন্ন হয় এবং সেই নিমিত্ত প্রতিগ্রহণকে নির্ভর কবে হৃদয়বাস্তযুক্ত ব্যতিরেকে (৬০) উপযুক্ত পবিস্থিতিতে অন্তর্নিহিত অবিল্লা এবং মুপ্ত তৃঞ্চামূলক সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হযে পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাকে পুনর্জন্ম (বা প্রতিসন্ধি) চিত্ত বলার বারণ হলঃ ইহা ছই ধারাণাহিক জীবনকে পরস্পব সংযোজন করে এবং (স্পর্মন, বেদনাদি) সম্প্রযুক্ত চৈতসিক দ্বারা পবিপ্রেক্ষিত হয় এবং সহজাত নামকপেব অধিষ্ঠানক্ষেত্র কপে অধিনায়কত্ব করে।

১৩. মবণাসন্ন বীথিতে জবনচিত্ত তুর্বল তাই জবনচিত্ত পাঁচ-চিত্তক্ষণ মাত্র আশা করা যায়।

স্থৃতরাং মৃত্যুকালে যখন বর্তমান আলম্বন ইন্দ্রিয়দ্বারে (অর্থাৎ কর্ম নিমিত্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যে কোন এক দ্বারে এবং গতিনিমিত্ত মনোদ্বারে) উৎপন্ন হয়, তখন প্রতিসন্ধি এবং ভবাঙ্গ চিত্ত বর্তমান আলম্বন গ্রহণ করে।

এনপে কামাবচৰ ভূমিতে পুনর্জন্মকালে ছয ইন্দ্রিয়দারের যে কোন দারের সাহায্যে অভীত বা বর্তমান আলম্বন নপে গতিনিমিত্ত এবং বর্মনিমিত্ত গৃহীত হয়।

কর্ম কিন্তু অতীত আলম্বনাকারে মনোদাবে গৃহীত হয়। উক্ত আলম্বনগুলি কামাবচর আলম্বন।

নপাবচর ভূমিতে প্রতিসন্ধিকালীন কর্মনিমিত্তনপে প্রতিভাত হয়—ধ্যান প্রজ্ঞপ্তি যথা পঠবি বা পৃথিবী কৃৎস্ন ইত্যাদি।

অরূপাবচর ভূমিতে উৎপত্তিকালীন মহদ্গতেব আকারে বা প্রজ্ঞপ্তি আকারে কর্মনিমিত্ত (আকাশ-অনন্ত-আয়তন ইত্যাদি) প্রতিসন্ধি-চিত্তামূরূপ যথাযোগ্য আলম্বন গ্রহণ করে।

অসংজ্ঞসদ্বভূমিতে উৎপত্তিকালে জীবিত নবক (ষথা—পৃথিবী, আপ, তেজ, বা্যু=চতু'ভূত বা ধাতু, বর্ণ, গদ্ধ, রস, ওজ= মহাভূতোৎপন্ন বাপ এবং জীবিতেন্দ্রিয়) প্রতিসন্ধির আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে কারণে তাঁদের বাপ-সন্ধিক বলা হয়।

অনপলোকে যাঁদের প্রতিসন্ধি হয় তাঁদেব অরপ বা মনোময় প্রতিসন্ধিক বলা হয়। অক্তঞ্চলি নপানপ (নপময় এবং মনোময়) প্রতিসন্ধিক।

১৪ যখন কেই অবপভূমি থেকে চ্যুত হন তখন তিনি অন্ত্র্রপ অবপ ভূমিতেই উৎপন্ন হন, তবে তিনি নিচু অবপভূমিতে উৎপন্ন হন না অথবা তিনি ত্রিহেভুক কামাবচর ভূমিতে উৎপন্ন হন।

যথন কেই বপভূমি থেকে চ্যুত হন তথন তিনি ত্রিহেতুক না হয়ে জন্মগ্রহণ করেন না। ত্রিহেতুক হয়ে জন্মগ্রহণ করার পব তিনি যে কোন ভূমিতে জন্মগ্রহণ করতে পারেন। অবশিষ্ট দ্বিহেতুক এবং অহেতুকগণ কামভূমিতে জন্মগ্রহণ করে।

এ পর্যন্ত প্রতিসন্ধি ও চ্যুতি নিয়ম।

ব্যাখ্যা—

- (৫১) 'য়ৃত্যু হল সাময়িক ঘটনার সাময়িক বিরতি।' মৃত্যু বলতে—এক জীবন প্রবর্তনকালে দেই ব্যক্তির জীবিতেপ্রিয়, তেজোধাতু (উঞ্চতা) এবং চিত্ত (বা বিজ্ঞানের) অবসান বুঝায়। মৃত্যু সত্ত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ নয়। একস্থানে মৃত্যু অর্থে অফ্যস্থানে জন্ম নির্দেশ করে যেমন সূর্য একস্থানে উদিত হয় এবং অপর স্থানে অস্তমিত হয়।
- (৫২) বৃদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু হলে সাধারণতঃ আযুক্ষয়ে মৃত্যু হযেছে নাপে ধারণা কবা হয়।

প্রত্যেক জীব বা সন্ত্ভূমির ব্যঃসীমা নির্দ্ধারিত যদিও জনককর্মের কর্মশক্তির প্রভাব তখনও থেকে যায়। সেই সর্বোচ্চ ব্যঃসীমায় পৌছলে ব্যক্তির মৃত্যু অনিবার্য। দেবতাদের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য যে যদি তাঁদের জনককর্ম অতিশয় শক্তিশালী হয় তবে তাঁদের সেই কর্মশক্তি সেই স্তবে বা উচ্চস্তরে আবার উৎপত্তি ঘটায়।

- (৫৩) কর্ম নিয়ম অনুসাবে চিস্তা, কামনা বা বাসনা যা জীবন প্রবর্তনকালে অভিশয় শক্তিশালী (বা প্রবল) থাকে তা'ই মৃত্যুকালে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতঃ পরবর্তী জীবন প্রবর্তনে প্রভাবিত করে। যথন জনককর্মেব অন্তর্নিহিত শক্তি হ্রাস পায় তথন দেহস্থ জীবনী-শক্তিপূর্ণ অঙ্গ প্রভাৱাদির ক্রিয়া বৃদ্ধবয়সের পূর্বেই ক্ষয় হয়ে যায়। ইহাই কর্মক্ষয়ে মৃত্যু।
- (৫৪) মনে ককন মানুষের বয়ংসীমা আশি বংসর। কোন ব্যক্তি তাঁর জনককমের ক্ষয় হেতু যদি আশি বংসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে তাকে আযু এবং কর্ম ক্ষয়ে মৃত্যু হয়েছে বলা হয়।
- (৫৫) এমন শক্তিশালী কম' (উপঘাতককম') আছে যা বয়ঃসীমা অতিক্রমের পূর্বেই জনককমে'র শক্তিকে উপচ্ছেদ করে। একটি প্রবল বিরুদ্ধ শক্তি যেমন এক গতিশীল তীরের গতি রুদ্ধ করে মাটিতে পতন ঘটাতে পারে—ইহাও তদ্রপ। অমুরূপভাষে অতীতের কোন প্রবল ক্ম'শক্তি মৃত্যুকালীন জনক-চিত্তক্ষণের (কর্মের) অন্তর্নিহিত শক্তিকে

ধ্বংস কবার ক্ষমতা ধারণ করে এবং তথন সত্ত্বের জীবন নাশ কবে। দেবদত্ত্বেব জীবন প্রবর্তনকালের উপচ্ছেদ (উপঘাতক) কম'ই মৃত্যুব কারণ হয়েছিল।

প্রথম তিন প্রকারের মৃত্যুকে কালমরণ (সময়োচিত মৃত্যু) এবং শেষ প্রকারের মৃত্যুকে অকালমরণ (অসময়োচিত মৃত্যু) বলা হয়।

দৃষ্টান্ত স্থৰপ বলা যায়: একটি ভৈলপ্ৰদীপ এ প্ৰকার যে কোন চার কারণে নিভে যেতে পারে বথা—সলিতা নিঃশেষ হলে, তৈল ফুবিযে গেলে, ভৈল এবং সলিতার যুগপৎ অবসানে এবং অন্থ বিশেষ কাবণে যেমন বাত্যাহত হলে। কোন ব্যক্তির মৃত্যুও পূর্বোক্ত চার কারণে হতে পারে।

- (৫৬) যখন কোন ব্যক্তি মরণো মুখ তখন তার পূর্বকৃত কুশল বা অকুশল কর্মের বথা মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হতে পারে। তা গুক্কম যেমন ধ্যানের বিষয় বা পিতৃহত্যাব বিষয় ইত্যাদি কুশল বা অবুশল বিষয় হতে পারে। এগুলি এত শক্তিশালী কর্ম যা অক্ত প্রকার কর্ম গুলিকে নিস্প্রভ করে দেয় এবং তা মনশ্চক্ষে নির্মালকণে উপস্থিত হয়। যদি কোন গুক্কম না থাকে তবে তিনি মৃত্যুপূর্বে কৃত কোন কর্ম (মরণাসর কর্ম নিমিত্রপে গ্রহণ বা স্মরণ করতে পারেন।
- প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে যে কুশল বা অকুশল কম' পূর্বে সম্পাদন কালে যেরূপ অনুভূত বা চিন্তা করা হয়েছিল ঠিক সেরূপভাবেই মৃত্যুক্ষণে পুনরাবির্ভাব হয়।
- (৫৭) কম্মনিমিত্ত—কম'নিমিত্ত হল যে কোন দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, চিন্তা যা কোন না কোন বম' সম্পাদনকালে বিভ্যমান ছিল যেমন ঘাতবের পক্ষে জন্ত, ডাক্তারেব পক্ষে বোগী, এদ্ধাদীল ব্যক্তির নিকট পুষ্পা ইত্যাদি।
- (৫৮) গতিনিমিত্ত হল ঃ যে স্থানে জন্মগ্রহণ কবা হবে সে স্থানেব প্রতীক বা চিহ্ন দর্শন। মবণাসন্ন ব্যক্তিব নিকট ইহা অনিবার্থনপে উৎপন্ন হয। ভবিশ্রাং জন্মেব একপ নিমিত্ত যদি অকুশল প্রকাশক হয় তবে তাকে কুশলে পবিণ্ত কবা যায়। মবণাসন্ন ব্যক্তির চিন্তাকে

কুশল প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত করতে পারলে তথন মরণাসন্ন কর্মকাপে পরিণত হয় এবং যে জনককর্ম ভবিয়াতে ফলপ্রদ হত তাকে নিবারিত করা যায়।

ভবিষ্যুৎ জন্মের গতি স্চক এ নিমিত্তগুলি হলঃ নরকের আগুন, অরণ্য, পার্বত্য অঞ্চল, মাতৃগর্ভ, দেব-বিমান ইত্যাদি।

মনোদাবে কর্ম উপস্থাপন হয়। পরিস্থিতি অনুসারে কর্মনিমিত্ত ছয় ইন্দ্রিয়দ্বারের যে কোন এক দারে স্থাপিত হয়। গতিনিমিত্ত সর্বদাই কায়িক দৃশ্যব্যপে স্বপ্লের মত চিত্তদারে প্রতিভাত হয়।

(৫৯) আকস্মিক মৃত্যু হলেও পূর্বোক্ত নিমিত্তেব যে কোন একটি এক চিত্তক্ষণের জন্ম চিত্তপ্রোতে প্রবাহিত হয়। কথিত হয়: একটি মাছি নেহাই এর উপর হাতৃড়িব আঘাতে মৃত্যু বরণ করলেও, সে মৃত্যুক্ষণে একপ চিত্তপ্রোত অনুভব কবে।

ইহা আমরা ধারণা করতে পারি: মরণোন্মুথ ব্যক্তির কুশল নিমিত্ত উপস্থিতিব কারণে মন্তুম্ম ভূমিতে জন্ম হয়।

যে ব্যক্তির ভবাঙ্গ চিন্ত এক চিন্তক্ষণের জন্ম আবর্তিত হয়ে বাধা প্রাপ্ত হয় এবং নিক্তর হয়। তারপর মনোদ্বাবাবর্তন চিন্ত উৎপন্ন হয় এবং তাও নিরুদ্ধ হয়। তারপর অত্যন্ত গুকত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক জবনচলন—এখানে (জবন) অত্যন্ত হুর্বলহেতু পাঁচ চিন্তক্ষণের জন্ম (সাধারণ অবস্থায় সাত চিন্তক্ষণের জন্ম) প্রবাহিত হয় একারণে ইহা সকল প্রকার জনকশক্তিহীন; ইহার একমাত্র কৃত্য হল নূতন অন্তিত্ব বা পুনর্জন্মকে নিয়ন্ত্রণ করা (অভিনবকরণ)। এক্ষেত্রে যথাবাস্থিত নিমিত্ত উপস্থিত হওয়ায় মরণোন্মুখ ব্যক্তি যে কুশল চিন্ত অনুভব করে (বা উপস্থিত হওয়ায় মরণোন্মুখ ব্যক্তি যে কুশল চিন্ত অনুভব করে (বা উপস্থিত হওয়ায় মরণোন্মুখ ব্যক্তি যে কুশল চিন্ত অনুভব করে (বা উপস্থিত হওয়ায় মরণোন্মুখ ব্যক্তি কেবন চিন্তক্ষণে গৃহীত আলম্বন হই চিন্তক্ষণের জন্ম পুনরালোচনা বা সনাক্ত কৃত্য করতেও পারে, নাও করতে পারে। এর পর চ্যুতি চিন্ত উৎপন্ন হয়। ইহা ইহজীবনের অনুভূত শেষ চিন্তক্ষণ (১১ নং নক্সা দেখুন)।

অনেকের এনপ্ মিথ্যা ধাবণা আছে যে পববর্তী জন্ম চ্যুতি চিত্ত দ্বারা প্রভাবিত হয়। চ্যুতি চিত্ত প্রকৃতপক্ষে পুনর্জন্ম প্রভাবিত করে না। ইহার নিজের কোন কৃত্য নেই। জবন চিত্তে যা অনুভূত হয় তা'ই পুনর্জন্ম প্রভাবিত কবে।

চ্যুতি চিত্তের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু সংঘটিত হয়। তখন চিত্তজ এবং আহারজ রূপ উৎপন্ন হয় না। তখন কেবলমাত্র ঋতুজ বু-পগুণাবলী মৃতদেহ সম্পূর্ণ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত স্থিত থাকে।

চ্যতি চিত্ত নিরুদ্ধ হওয়ার পরমূহুর্তে পববর্তী জীবনের প্রতিসন্ধি
চিত্ত বা বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান উৎপত্তির পর ভবাঙ্গ
চিত্ত ১৬ চিত্তক্ষণের জন্ম প্রবাহিত হয়। তাবপব মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত
উৎপন্ন হয়। মনোদ্বাবাবর্তনের পর সাত জবন চিত্তক্ষণ প্রবাহিত হয়
বা পববর্তী অন্তিম্ব বা জীবনেব প্রতি লোলুপযুক্ত হয় (ভবনিকন্তি
জবন)। তৎপর ভবাঙ্গ চিত্ত উৎপন্ন হয় এবং ধ্বংস হয় এবং চিত্তপ্রভাত
অবিবাম গতিতে প্রবাহিত হয় (১২ নং নক্সা দেখুন)।

(৬॰) অবপ ভূমিতে হৃদযবাস্তর অস্তিত্ব নেই।

৫ চিত্ত সন্ততি

- (১৫) ইচ্চে এবং গহিতপটিসন্ধিকানং পন পটিসন্ধি-নিরোধানন্তব-তোপ,পভূতি তং এবালম্বনমাবব্ভ তদ'এব চিত্তং যাব চুতিচিত্ত্বপ্পাদা অসতিবীথিচিত্ত্বপ্পাদে ভবস্সঙ্গভাবেন ভবঙ্গসন্ততিসঙ্খাতং মানসং অব্যোচ্ছিন্নং নদীসোতো বিষপবত্তি। পরিযোসানে চ চবনবসেন চুতিচিত্তং ছম্বা নিক্জ্বতি। ততো পরঞ্চ পটিসন্ধিয়ো র্থচক্কং ইব যথাক্কমং এব পরিবত্ততা পবত্তম্ভি।
 - ১৬. পটিসন্ধিভবঙ্গবীথিযো চুতি চে'হ তথা ভবন্তরে
 পুন পটিসন্ধিভবঙ্গং ইচ্চযং পরিবত্ততি চিত্তসন্ততি
 পটিসঙখায পন' এতমদ্ধুবং অধিগল্পা পদমচ্চুতং বুধা
 স্থামুচ্ছিন্নসিনেহবন্ধনা সমমেস্সন্তি চিরায স্থব্ব্তা।

ইতি অভিধন্মখনসহে বীথিমুত্তদঙ্গহবিভাগো নাম পঞ্মো পরিচ্ছেদো।

৫- চিত্ত-সন্ততি (ভবাঙ্গ-ভ্ৰোড)

- ১৫. যারা এভাবে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সেই প্রতিসন্ধি চিত্ত, সে সময়েব গৃহীত আলম্বন রক্ষা করে, প্রতিসন্ধিক্ষণের পরক্ষণ থেকে (৬১) অবিচ্ছিন্ন মানসাকারে, বীথিচিত্তাৎপত্তির অনুপস্থিতিতে (বা বীথিচিত্তাৎপতি ব্যতিরেকে), নদীর স্রোতের স্থায় (৬২), চ্যুতিচিত্ত উৎপন্ন না হওয়া পর্যন্ত (৬৩) প্রবাহিত হতে থাকে। ইহা জীবনের (ভবের) অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ বা কারণ—তাই ইহাকে ভবাঙ্গ বলা হয়। জীবনেব পরিশেষকালে মৃত্যুমূহুর্তে ইহা (ভবাঙ্গ চিত্ত) চ্যুতি চিত্তরূপে উৎপন্ন হযে নিরুদ্ধ হয়। তৎপব প্রতিসন্ধি চিত্ত (৬৪) এবং অন্থা চিত্তগুলি রুণচক্রের স্থায় যথাক্রমে আবর্তিত থেকে প্রতিসন্ধি হতে থাকে।
- ১৬. অনুবাপভাবে পরবর্তী জীবনে আবার প্রতিসন্ধি চিত্ত, ভবাঙ্গ চিত্ত, চিত্তবীথি এবং চ্যুতি চিত্ত উৎপন্ন হয়। পুনরায় প্রতিসন্ধি এবং ভবাঙ্গের সঙ্গে চিত্তশ্রোত (চিত্তসন্ততি) অনুক্ষণ প্রবাহিত হয়।

বিজ্ঞাণ জীবনের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করে চিরতরে স্থ্রত হন এবং তাতে তৃষ্ণার সকল বন্ধন ছিন্ন করে পরম শান্তিময় অচ্যুত-পদ (নির্বাণ) লাভ কবেন।

এ পর্যন্ত অভিধর্ম বর্ণ সংগ্রহের বীথিমূত্ত সংগ্রহের পঞ্চম পরিচ্ছেন।
ব্যাখ্যা :—

- (৬১) এক জীবনের প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি চিত্ত একই প্রকাব, কারণ তাদের আলম্বনও এক। এ তিনেব মানসিক স্তব (সংস্কাব-) ও এক প্রকার তারা কেবলমাত্র নাম এবং কৃত্য ভেদে ভিন্ন। প্রতিসন্ধি চিত্তের অব্যবহিত পর ভবাঙ্গ চিত্ত উৎপন্ন হয়। জীবন প্রবর্তনকালে যখন কোন চিত্তবীথি উৎপন্ন হয় না তখন ভবাঙ্গ চিত্ত বর্তমান থাকে। এক জীবন প্রবর্তনকালে এক ব্যক্তির অসংখ্য ভবাঙ্গ চিত্তক্ষণ উপলব্ধি হয়।
 - (৬২) নদীর স্রোতের স্থায় বাক্যটি প্রমাণযোগ্য।
- (৬৩) যে চ্যুতি চিত্ত মৃত্যুক্ষণে অহুভূত হয় তা সেই প্রবর্তিত জীবনের প্রতিসন্ধি এবং ভবাঙ্গ চিত্তের সামিল (বা একই প্রকার)।
 - (৬৪) চ্যুতিচিত্তের পরক্ষণে গর্ভধারণক্ষণে প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপন্ন হয়।

নক্সা নং ১০	একত্রিশ	জীব (লোব	চ) ভূমি (স্তব) আযুদাল
চার	- ৪. নৈব	ংজ্ঞানাসংজ্ঞ	ায়তন	৮৪ ০০০ মহাকল্প
অব্বপ ভূমি	৩ আনি	কঞ্চনায়তন		00°000 ···
বা	২. বিজ্ঞ	ানানস্তায় ত -	`	80.000
অরপ্লোক	১. আক	াশানস্তাযত	٠ -	50.000
বোল		إ	অ কনিষ্ঠ	76.000
ৰূপ ভূমি	চতুৰ্থ শুদ্ধাবাস		ञ् षभी	b.,000
ৰা		4	স্থদর্শন	8'000 ' ***
রূপ লোক	ধ্যানভূমি	ভূমি	অতপ্ত অবৃহাঃ	5.000
			ৈ অবৃহাঃ	7.000
			অ সংজ্ঞ সত্ত্	(°°° ···
			বৃহৎফ ল	(°°°°
	তৃতীয		শুভকীৰ্	୯ ୫୍ •••
	ধ্যান ভূমি		অপ্রহাণ শুভ	حمد خې
	`	1	পরিত্ত শুভ	>%
	দ্বিতীয		আভস্বর	p
	ধ্যানভূমি		অপ্রমাণাভ	8
			পরিত্তাভ	२
	প্রথম	٠	মহা ৰ্হ্ম	১ অৃদ্ংখ্যকল্ল
	ধ্যানভূমি	,	ৰক্ষপুরোহি	5 3
			ত্ৰহ্ম পাবিষদ	
এগাব	সাত	ছয	পরনির্মিতব শ ব	ৰ্তী ১০.০০০ দেববৰ্ষ
কামলোক	স্থগতি	দেবলোক	নিৰ্মাণবভি	b.000 ···
	ভূমি	<u>ৰ</u> া	তুষিত	8.000
		ভূমি	যাম ত্ৰযক্তিংশ	₹ 000
		•		7.000
			চাতুৰ্মহারাঞ্চি	· 600 ···

নক্সা নং ১০ একবিশ জীব (লোক) ভূমি (স্তব)	আ যুঁ কাল ঁ
	মহয়ভূমি	আযুদাল অনিৰ্দিষ্ট
চার	অস্ত্ৰ যোনি	
ত্বগতি	গ্ৰেত যোনি	আযুদাল
ভূমি	তিৰ্যক যোগি	ने व्यनिर्विष्ठे
(অপায়)	নরক	

नका नः ১১

চ্যুতি চিত্তবীধি

অতীত ভবাঙ্গ	*
ভবাঙ্গ-আবর্তন	非
ভবাঙ্গ-উপচ্ছেদ	*
মনোদ্বারাবর্তন	*
•	*
• ,	*
জবন	*
	*
	¹ #
তদাক ম্বন	*
	*
চ্যুতি	*
প্রতিসন্ধি চিত্ত	*
(পরবর্তী জন্মে)	
(সরবত। জ(খ্র)	

কথন্ও কথনও ভদালম্বন এবং চ্যুতির মধ্যিখানে ভবাঙ্গ পাত
 ক্য়। কথনও কথনও জবনের পরমূহুর্তে ভদালম্বন ব্যতীত চ্যুতি
 (সংঘটিত হয়।

নক্সা নং ১২

প্রতিসন্ধি চিত্তবীথি

প্রতিসন্ধি চিত্ত

ভবাঙ্গ

মনোদ্ধারাবর্ত্ত-

জ্বন

অভিধর্মার্থ সংগ্রহ

প্ৰতিসন্ধি চিত্তৰীথি

ভবাঙ্গ

- ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হ্প সংগ্ৰহ বিভাগ

ভূমিকা

অভিধর্মার্থ সংগ্রহের প্রথম পাঁচ পরিচ্ছেদে, ৮৯ এবং ১২১ প্রকাব চিন্তসহ ৫২ প্রকার চৈতসিক, প্রতিসন্ধি এবং এক জীবন প্রবর্তন কালে অসংখ্য চিন্তবীথি, ০১ প্রকার জীব (স্তর) ভূমি এবং কর্মের শ্রেণীবিস্থাস সম্বন্ধে আলোচিত হযেছে। এগুলিই একটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু হতে পারে।

প্রবর্তী পরিচ্ছেদে রূপ, নির্বাণ, প্রতীত্যসমূৎপাদ, পট্ঠাননয় (প্রধান কারণ , কুশল-অকুশল শ্রেণী সমূহ, মানসিক উৎকর্মতা (ভাবনা), বিশুদ্ধি-মার্গ মহাসম্প্রাপ্তি বিষয়েব অবতাবণা করা হয়েছে। ৬ঠ প্রিচ্ছেদ কেবলমাত্র রূপ এবং নির্বাণের মধ্যে নিবদ্ধ রাখা হয়েছে।

২৮ প্রকার বাপের বিশেষ বিববণ দেওয়া হয়েছে, তাঁহা কি, কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, ধ্বংস হয় তাব বর্ণনা কবা হয়েছে। অভিধর্মে বর্ণিত বাপ তৃতীয় পরমার্থ এবং সন্ত্বের (জীবের) বা সন্ত্ব সংগঠনেব তুই উপাদানের একটি, অপরটি হল—নাম (মন)। এই নাম-বাপকে স্ক্লাতিস্ক্লরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাপের যুক্তিসঙ্গত সংজ্ঞা ত্রিপিটক বা অর্থকিথায় পাওয়া যায় না।

বাপ √বাপ ধাতু নিষ্পান, ভগ্ন হওয়া, ধ্বংস হওয়া (নাশ)।
বিভাবনী টীকা অনুসারে যার পরিবর্তন হয় অথবা যা প্রতিকুল
পরিস্থিতি সংযোগে ভিন্ন বাপ ধারণ করে তাই রূপ। (সীত্বণ্হাদি
বিরোধিপ্পচ্চযেহি বিরূপং আপজ্জতি)।

বৌদ্ধ দৃষ্টিতে ব্যাপেব কেবল পরিবর্তন হয় না, তার ধ্বংসও হয় (খ্য, বয়)। বাপ কেবলমাত্র ১৭ চিত্তক্ষণের জন্ম স্থিত থাকে। ব্যাপের পবিবর্তন এত ক্রত গতিতে হয় যে, কেহ ব্যাপের একস্থানে ছইবার আঘাত করতে পারে না।

বাপ নিজকে প্রকাশিত বরে—এ অর্থেও ব্রপের ব্যাখ্যা করা হযেছে (√রূপ্—পকাসনে)। পণ্ডিতগণ রূপ শব্দকে বিভিন্নভাবে অনুবাদ করেছেন যেমন form—আকার, body—কায়, matter—পদার্থ, corporeality— দৈহিকতা ইত্যাদি। রুপের অর্থ পরিস্থিতি অনুসারে ভিন্ন হয়। কোন একটি অর্থ সার্বিকভাবে প্রযোগ কবা যায় না।

দার্শনিক অর্থে পদার্থ (matter) ব্পের নিকটতম সমার্থক শব্দ, যদিও বিজ্ঞানীরাও পদার্থের প্রকৃত সংজ্ঞা প্রদান হঃসাধ্য মনে করেন।

ইহা প্রণিধানযোগ্য যে বুদ্ধের সমকালেও পরমাণু তত্ত প্রচলিত ছিল। অতীতের পরমাণু বর্তমানের atom (এট্ম)। অতীত বিশ্বাস অনুসারে এক বথরেণুর ৩৬টি ভজ্জারি দ্বারা গঠিত, এক ভজ্জারি ৩৬ অণু দ্বারা গঠিত, এক অণু ৩৬ পরমাণু দ্বারা গঠিত। যে ক্ষুদ্রতম ধুলিকণা সূর্য কিরণে রত্য করতে দেখা যায় তাই হল বথবেণু। একটি পরমাণু একটি রথরেণুর $\frac{5}{8৬,৬৫৬}$ ভাগের একভাগ। এই পরমাণুকে অবিভাজ্য রূপে বিবেচনা করা হত।

বৃদ্ধ তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা প্রভাবে পরমাণুকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন যে ইহা পরমার্থ সংগঠিত। ইহার মৌলিক অন্তিম্ব আর বিভাজ্য নয়।

পরমার্থ হল পঠবি, আপো, তেজো এক বায়ো। এগুলিকে মাটি, জল, অগ্নি, এক বাযু রূপে ধারণা করা ঠিক হবে না যেমন কোন কোন গ্রীক দর্শনিকগণ অতীতে সেরপ ধারণা কবতেন।

পঠবি অর্থে বিস্তৃতিধাতু বা রূপের ভিত্তিকে বুঝায় ইহা ব্যতীত কোন পদার্থ স্থান অধিকার করতে পারে না। কঠিনতা এবং কোমলতা রূপ গুণ এই বিশেষ ধাতৃর হুই কারণ। ইহা নির্বিদ্নে বলা যায় যে, এই ধাতু মাটি, জল, অগ্নি এবং বায়্তেও বিভ্যমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—উপরিস্থ জল নিমুস্থ জল দারা প্রতিপালিত বা প্রতিরক্ষিত। এই পঠবি (বিস্তৃতি) ধাতু বাযুধাতুর সঙ্গে মিলিত হয়ে উপরের দিকে চাপ সৃষ্টি করে। উষ্ণতা বা শৈত্য হল তেজোধাতু এবং সংসক্তি হল আপধাতু।

আপো হল সংসক্তি ধাতৃ। পৃথিবী ধাতৃর ন্যায় ইহা স্পর্শযোগ্য ময়। ইহা এমন একটি ধাতৃ যা ইতন্তত বিক্ষিপ্ত কণাকে সংযোজন করে 'দেহ' ধাবণা এনে দেয়। যখন বঠিন পদার্থকে গলান হয় তখন এই ধাতৃর পরিণাম কপে তরলতা প্রকাশিত হয়। যখন কঠিন পদার্থকে ধূলায় পবিণত করা হয় তখন ক্ষুদ্র কণার মধ্যেও এই ধাতৃ বিভাষান থাকে। পঠবি ধাতৃ এবং সংসক্তি এমন ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত যে যখন সংসক্তি নিক্ষ হয় তখন বিস্তৃতিও অদৃশ্য হয়।

তেজো হল, উষ্ণতাধাতু। শৈত্য ও তেজধাতুর অঙ্গ। উষ্ণতা এবং শৈত্য উভয়ই তেজধাতুর অন্তর্গত কারণ তারা পদার্থকে পরিপক্ষ করার শক্তি ধারণ করে। অহ্য অর্থে তেজোধাতু জীবনীশক্তি প্রদায়ক। প্রতিরক্ষণ এবং অবক্ষয (জরতা) এ ধাতুব কারণেই হযে থাকে। অহ্য তিন অত্যাবশ্যক ধাতুর চেয়েও এই ধাতু পদার্থের জীবন উৎপাদনে ক্ষমতা ধারণ করে।

বাযোধাতুর স.ক্স তেজধাতুর অবিচ্ছেগ্য সম্বন্ধ। গতিশীলতা এ ধাতুর ধর্ম। গতিকে শ'ক্তিবাপে গণ্য করা হয়। ইহা উষ্ণতা উৎপাদকও বটে। বস্তুজগতের গতিশীলতা এবং উষ্ণতা মনোজগতের চিত্ত ও কর্মের, অমুরাপ।

এই চার ধাতৃ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এবং অবিচ্ছেত্ত কিন্তু এক ধাতৃ অপর ধাতৃর উপর আধিপত্য করে যেমন পঠবি মাটিতে, আপো জলে, তের্জো অগ্নিতে এবং বাখো বাযুতে।

তাদের মহাভূত বলা হয কারণ তারা ক্ষুদ্রামুক্ত সর্বপ্রকার জীবদেহকোষ থেকে অতি বৃহৎ পদার্থের মধ্যেও বিগ্রমান।

এই চার মহাভূতের উপর চার সহকারী পদার্থগুণ নিভর্বনীল যথা বর্ণ, গন্ধ, রস এবং (জীবনীশক্তি) ওজ। এই আট সহযোগী শক্তি এবং গুণ এক গুচ্ছ উৎপন্ন করে, তাকে বলা হয় শুদ্ধাষ্টক রূপকলাপ। অবশিষ্ট বিশ প্রকার রূপন্ত সমপরিমাণে প্রযোজনীয়। ইহা বিশেষভাবে জেনে রাখা প্রয়োজন যে রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় এবং ভাব (স্ত্রী বা পুংভাব) কর্মজ (বা কর্ম প্রভাবিত)। অজৈব ব্যপের জীবন থেকে জৈব সত্ত্বের জীবনকে পৃথকরূপে ধারণা করতে হবে।

বাস চার প্রকারে উংপন্ন হয় যথা কর্ম, চিন্ত, প্রাকৃতিক ঘটনা এবং খাছ থেকে। ইহা বর্তমান কালের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নিকট এক 'সভিনব বিষয়' মনে হবে। এ চার (বাপ) উৎসকে ব্যক্তি সবশে আন্তৈ সক্ষম হয়।

মোটের উপর আমাদের রূপ-সমুখানের জন্ম আমরা নিজেরাই দারী তা মনোজ্ঞ হোক অমনোজ্ঞ হোক।

পূর্বপুকবার্ক্রমে মাতৃ-পিতৃ মাধ্যমে প্রাপ্ত ডিম্বকোষের চেয়ে দৈহিক লক্ষণ গঠনে পূর্বজন্মকৃত কর্মসংস্কারই অধিক আধিপত্য করে।

বুদ্ধ অস্থাস্থ মান্নবের মত উংপাদনশীল ডিম্ব ও কোষ উত্তরাধিকার স্থাত্র পিতামাতার নিকট পেযেছিলেন। কিন্তু তাঁব শাবীরিক লক্ষণ-গুলি তাঁর সন্মানিত পূর্বপুক্ষদের কারো নিকট ছিল না। বুদ্ধের নিজেব কথায়—তিনি রাজবংশের বংশধর ছিলেন না, তিনি ছিলেন পূর্ব বুদ্ধগণেব বংশধর। তিনি নিশ্চিতই একজন অতিমানব; তিনি তাঁর কর্মসৃষ্ট এক অসাধারণ ব্যক্তি।

লক্ষণস্ত্র অনুসারে (দীর্ঘ নিকাবের ২০নং স্ত্র) বুদ্ধ তাঁর অর্জিত কর্ম প্রভাবে ৩২ প্রকার বিশিষ্ট মহাপুক্ষ-লক্ষণ মণ্ডিত ছিলেন। এরপ শারীবিক লক্ষণ লাভের নৈতিক কারণ সে স্ত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে চতুর্থ পরমার্থ নির্বাণ (বৌদ্ধদেব মূল লক্ষ্য) সম্বন্ধে মাত্র কয়েক পঙক্তি লিখিত হয়েছে। কিন্তু নির্বাণ মার্গ সম্বন্ধে নবম পরিচ্ছেদে বিশদবাপে বর্ণিত হয়েছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদে নৈতিক স্তরগুলি এবং তাদের শ্রেণীবিভাগ বিভিন্ন শুচ্ছাকারে সংগ্রহ-স্বরূপ পরিবেশন করা হয়েছে। বৌদ্ধর্মেব ছই স্থগভীর দার্শনিক তত্ত্ব—প্রতীত্যসমূৎপাদ এবং 'চব্বিশ প্রকাব পট্ঠান বা প্রধান কারণ বা বিষয় অষ্টম পরিচ্ছেদে প্রস্থাপন করা হয়েছে।

সর্বশেষ পরিচ্ছেদ অত্যস্ত গুক্ত্বপূর্ণ এবং অতীব চিন্তাকর্ষক। এ
-পরিচ্ছেদে বৌদ্ধর্মেব বিশুদ্ধ নির্যাস যথা ভাবনা এবং বিমৃক্তি বিষয়ের
অবতারণা করা হয়েছে।

অভিধর্মের জটিলতা অনুধাবন করার জন্ম ব্যক্তিকে বিচার-বিচন্দণতার সঙ্গে অভিধর্মার্থ সংগ্রহ অতিশয় ধৈর্য-সহকার পাঠ করতে হবে, বাববার পাঠ কবতে হবে এবং একই সময়ে চিস্তার মাধ্যমে বিচার কবে অভিধর্মে নিহিত সুগভীব শিক্ষাব গুরুত উপলব্ধি করতে হবে।

যিনি অভিধর্ম সম্যকরপে হৃদযক্ষম কববেন তিনিই কেবল বুদ্ধবাণী অনুধাবনে সক্ষম হবেন এং অন্তিম লক্ষ্য (নির্বাণ)ও উপলব্ধি করতে সমর্থ হবেন।

রূপ-সঙ্গহবিভাগো

- এত্তাবভা বিভত্তা হি সপ্পভেদপ্পবিত্তিকা
 চিত্তকে ভালিকা ধম্মা র্পন্দানি পর্চ্চতি।
 সমুদ্দেসা বিভাগা চ সমুট্ ঠানা কলাপতা
 পবত্তিক্কমতো চা'তি পঞ্চধা তথ সঙ্গহো।
- ২০ চন্তাবি মহাভূতানি, চতুন্নঞ্চ মহাভূতানং উপাদায় রূপেন্তি দ্বিধম্পেতং রূপং একাদস-বিধেন সঙ্গহং গচ্ছতি।

 কথং ?
- ক. দ্পঠবীধাতু, আপোধাতু, তেজোধাতু; বাযোধাতু ভূতরপং নাম।
- খ. চক্থু, সোভং, ঘাণং, জিব্হা, কাযো, পদাদরপুং নাম।
- গ. রূপং, সদ্দো, গন্ধো, রসো, আপধাত্রজ জিতং ভূতত্ত্যসঙ্থাতং ফোট্ঠব বঞ্চ গোচবর পং নাম।
- ঘ ইখত্ত, পুরিসত্তং ভাবরূপং নাম।

- ७. इनयदथ्र इनयद्भार नाम।
- চ. জীবিতিন্দ্রিখং জীবিতর পং নাম।
- ছ. কবলীকারো আহারো আহারর পং নাম।
 ইতি চ অট্ঠারসবিধম্পেতং সভাবর পং, সলক্থার পং নিপ্ফরব্পং, র্পর্পং, সম্মসনর পস্তি চ সঙ্গহং গচ্ছন্তি।
- জ আকাসধাতু, পরিচ্ছেদরূপং নাম।
- ঝ. কাযবিঞ্ঞত্তি বচীবিঞ্ঞতি বিঞ্ঞতিচ্পং নাম।
- ঞ রুপস্স লহতা মুহতা কম্মঞ্ঞতা বিঞ্ঞতিবযং বিকাররূপং নাম।
- ট. র্পম্ম উপচয়ো সন্ততি জরতা অনিচ্চতা লক্থণর্পং নাম।
 জাতির্পং এব পন' এখ উপচয়সন্ততিনামেন পর্চ্চতী'তি,
 একাদসবিধস্পেতং র্পং অট্ঠবীসতিবিধং হোতি
 সর্পবসেন।
 কথং
 ভূতপ্পসাদবিস্যা ভাবো-হদ্যং ইচ্চ'পি
 জীবিতাহারর্পেহি অট্ঠারসন্থিং তথা।
 পরিচ্ছেদো চ বিঞ্জেভি বিকারো লক্খণন্তি চ
 অনিপ্কন্না দ্স চা'তি অট্ঠবীসবিধং ভবে।
 অয়মেখ র্পসমুদ্দেসো।।

রূপ সংগ্রহ

১০ এ পর্যন্ত চিত্ত এবং চৈতসিক, তাদের প্রকার ভেদ (১) এবং বীথি (২) ইত্যাদি বর্ণিত হযেছে। এবার রূপ সম্বন্ধে আলোচিত হবে। রূপের বিশেষ প্রকার ভেদ বিবরণ (৩), বিভাগ (৪), উৎস বা মূল (৫), কলাপ (৬), উৎপত্তি ক্রম (৭) ইত্যাদি সংগ্রহাকারে পাচ-প্রকার।

হ পের প্রকার ভেদ (হ প সমুদ্দেশ)

২. রূপ বা জড-শক্তি ছই প্রকাব যথা ১. চার মহাভূতর্প (৮) এবং ২. চার মহাভূতোৎপন্নরূপ (১)। এই চার প্রকার রূপ আবার এগার প্রকারে বিভক্ত।

বিব্পে এগার প্রকার হয় ?

- ক. মহাভূতবূপ—পৃথিবীধাতু, (১০), আপধাতু (১১), তেজধাতু (১২), বাযুধাতু (১৩)।
 - থ. প্রসাদবূপ—চক্ষ্, শ্রোত্র (বর্ণ), নাসিকা, ভিহ্না, কায।
- গ. গোচররূপ (১৫)—রূপ (১৬) শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্পৃশ্য (১৭) এথানে কিন্তু স্পৃশ্য বলতে চার মহাভূতের মধ্যে আপধাতৃকে বাদ দিয়ে অশ্য তিন মহাভূতের স্পৃশ্যকে বুঝায।
 - ঘ. ভাৰরূপ (১৮)—ন্ত্রীভাব, পুংভাব।
 - ঙ হৃদযর্নপ (১৯)—হৃদয-বাস্ত ।
 - চ. জীবিতবপ (২০)—জীবিতেন্দ্রিষ।
 - ছ. আহারবপ (২১)—কবলীকৃত আহার।

এই আঠাব (২২) প্রকার কপকে অন্য প্রকারেও বিভাগ করা বাব:— ক. তাদের স্ব স্ব বিশিষ্ট স্বভাব অনুসাবে (২৩) খ. মুখ্য লক্ষণ অনুসারে (২৪), গ. কর্ম এবং চিত্ত প্রভাব অনুসারে (২৫), ঘ. পরিবর্তনশীলতা অনুসারে (২৬), ড. বিদর্শন ভাবনার আলম্বন অনুসারে (২৭)।

- জ. পরিচ্ছেদরপ— আকাশধাতু (২৮)।
- ঝ. বিজ্ঞপ্তিরূপ—কাষবিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি (১৯)।
- ঞ. বিকাররূপ (৩•)—লঘুতা (৩১), মৃত্তা (৩২), কর্মণ্যতা (৩৩) এবং হুই প্রকার বিজ্ঞপ্তি।
- ট লক্ষণবাপ (৩৪)—উপচয (বাপের উৎপত্তি), সন্ততি প্রবর্তন), জরতা, অনিভ্যতা। এখানে উপচয় এবং সন্ততি বলতে রূপের জন্মকে বুঝাচ্ছে।

এই এগার প্রকার রূপ স্বকীয় গুণারুসারে আটাশ প্রকার হয। কি প্রকারে (আটাশ) হয় ?

চার মহাভূত, প্রদাদ, বিষয় (গোচর), ভাব, হৃদয়, জীবিতেন্দ্রিয এক্ আহার প্রভৃতি মিলে রূপ আটাশ প্রকার হয়।

আকাশ ধাতু (পরিচ্ছেদ), বিজ্ঞপ্তি, পরিবর্তনশীলতা এক লক্ষণ— এ দশটি কর্ম—প্রভাবিত রূপ নয়। এরূপে রূপ সর্বমোট আটাশ প্রকার।

এ পর্যন্ত রূপ সংগ্রহ।

ব্যাখ্যা ঃ—

- প্রথম তিন পরিচ্ছেদে বিভিন্ন শ্রেণীর চিত্ত এবং চৈতসিক সম্বন্ধে সংক্ষেপে এবং বিস্তৃতাকারে বর্ণিত হয়েছে।
- ২. চতুর্থ পবিচ্ছেদে প্রবর্তন কালের সাত চিত্তবীথি এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদে নানা প্রকার জীবভূমি এবং প্রতিসন্ধি চিত্তবীথি সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে।
 - ৩. সমুদ্দেদ অর্থাৎ রূপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
 - 8. বিভাগ--রূপ বিশ্লেষণ।
- কম্থানঃ কপের বিভিন্ন প্রকার উৎপত্তি যথা চক্ষ্দশক
 ইত্যাদি, কর্ম, চিত্ত, ঋতু এবং আহার প্রভাবে উৎপন্ন হয়।
 - ৬. কলাপ-র পগুচ্ছ যথা কাষদশক, ভাবদশক ইত্যাদি।
- পবতিক্কম—প্রবর্তন ক্রম ঃ ভূমি, সময় এবং সত্ত্বে শ্রেণী
 অমুসারে রূপের প্রবর্তন ক্রম।
- ৮. মহাভূতানি—যাহা বৃহৎ রূপে উৎপর্ম হয়েছে। চার মহাভূত-বুপই র্পধাত্র ভিত্তি এবং ভা পরস্পব অবিচ্ছেছ। অতি ক্ষুদ্র বণা থেকে বৃহৎ জড় পদার্থ চার ধাতু দ্বারা গঠিত এবং প্রত্যেকেই বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত।
- -৯. উপাদায়-র্পানি—যে সকল রূপ মহাভূতোৎপন্ন তাই উপাদার্প। মহাভূতগুলি পৃথিবীর সামিল এক ভূতোৎপন্নর্প

ভংজাত বৃক্ষের স্থায়। অবশিষ্ট ১৪ প্রকার রূপকে উপাদা বা উৎপন্ধ রূপ বলা হয় (অর্থাৎ ৪ মহাভূত থেকে উৎপন্ন হয়)।

- ারণকে বুঝায়। ধাতুব নিকটতম অর্থবহ শব্দ হল মৌলিক উপাদান (element)। পঠতি ধাতু অর্থে বুঝায় পৃথিবী (বা মাটির) মৌলিক উপাদান। ইহাকে ধাতু অর্থে প্রকাশ করার অর্থ হল, ইহা পৃথিবীর মত অক্সান্ত সহ-অবস্থিত কপের মূল ভিত্তি। পঠিবি (সংস্কৃত পৃথিবী) ও পথিবি, পুথিবি, পুথুবি পুপুধ ধাতু হতে উৎপন্ন; অর্থ-বিস্তার কবা, প্রসারিত করা। যদিও এ পর্যন্ত পঠিবি ধাতুর অর্থ সন্তোমজনক নয় তবে তাব নিকটতম প্রতিশব্দ হল—বিস্তৃতধাতু। ইহা ব্যতীত কপ বা বিষয় স্থান অধিকার করতে পারে না। কঠিনতা এবং কোমলতা এ ধাতুর তুই বিশেষ লক্ষণ।
- ১১০ আপোধাতৃ: তরল-ধাতৃ। আপো √অপ্ ধাতৃ নিজার, উপ স্থিত হওয়া বা আ + √পায়, উৎপন্ন হওয়া, বর্দ্ধিত হওয়া। ইহা সংসক্তি ধাতৃ। বৌদ্ধর্ম অনুসারে এই ধাতু বিভিন্ন জড় কণাকে একত্রে সন্নিহিত করে এবং বিভক্ত হওয়াকে বাধা দেয়। তরলতা এবং সংকোচন এই ধাতুর প্রধান ধর্ম। শীতলতা এ ধাতুর বৈশিষ্ট্য নয়।
- ১২. তৈজোধাতু—তেজধাতু + তাপ বা উষ্ণতা ধাতুরপে বর্ণিত হয়। তেজো √তিজ ধাতু থেকে উৎপন্ন, উত্তপ্ত করা, পরিপক্ষ করা। সজীবতা এবং পবিপকতা এ ধাতুর উপস্থিতিতেই হয়ে থাকে। শীতলতা এবং উষ্ণতা উভযই তেজধাতুর ধর্ম। তীত্র তেজই উষ্ণতা এবং মৃত্ব তেজ শীতলতা। এবপ ধাবণা ঠিক হবে না যে শীতলতা, আপোব লক্ষণ এবং উষ্ণতার লক্ষণ তেজ, তাই যদি হয় তবে উষ্ণতা এবং শীতলতাকে তেজো এবং আপো ব্যুপ সংমিশ্রিত মনে হবে।
- ১৩. বাষোধাত্র ঃ বাষ্ধাত্তক গতিধাত্র রূপে বণিত হয। বাযো √বায ধাত্র নিজ্পল, গমন করা, স্পান্দিত করা। গমন, স্পান্দন, দোলন এবং চাপ (দান) এ ধাত্র লক্ষণ বা এ ধাত্র কারণে তা হয়।

১৪. পদাদর্প — প্রদাদর্প: তা পঞ্-ইন্দ্রিরের সংবেদনশীল অংশকে যথা চক্ষ্, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা এবং কায়। তারা এক্ত্র সিমিছিত র্পধর্ম প্রকাশিত করে। স্পর্শযোগ্য কায়িক চক্ষ্ই সসন্তার চক্ষ্ (যৌগিক চক্ষ্) যার মধ্যে চার মহাভূত, চার উপাদার্প (বর্ণ, গন্ধ, রদ, ওজ) এবং জীবিতেন্দ্রিয় রয়েছে। যে সংবেদনশীল অংশ অক্ষিপটেব মধ্যভাগে অবস্থিত এবং যার সাহায্যে ব্যক্তি বন্ধ দর্শন করে তা'ই চক্ষ্প্রসাদ। ইহাই চক্ষ্বিজ্ঞানের বুনিয়াদ (ভিত্তি) এবং চক্ষ্বার্বীথির সহায়ক। দেখার ইচ্ছা হলেই দর্শন চেতনা উৎপন্ন হয়। চক্ষ্ দশ জড়গুণ দ্বারা গঠিত, তাদের একটি হল প্রসাদ।

অক্সান্ত (ইন্দ্রিরের) প্রসাদর্পকেও অরুর্পভাবে ব্রুতে হবে। কর্ণ, নাসিকা এবং জিহবার প্রসাদর্পগুলিও তাদের মধ্যস্থিত; কায়-প্রসাদর্প কেশ, নথাগ্র এবং শুক্ষক ব্যতীত দেহের সর্বত্র বিভ্যমান।

- ১৫. গোচররূপ: ইন্দ্রিয়-আয়তনগুলি ইন্দ্রিয়-জ্ঞান উৎপত্তির সহায়ক।
 - ১৬. র্প: বর্ণ এবং আকারকেই রূপ বলা হয়।
- ১৭. ফোট্ঠবৰ স্পৃষ্টব্য বা স্পৃশ্য: স্ক্ষ্মতা হেড়ু সংসক্তি ধাড়ু স্পার্শ দ্বারা অন্তর্ভুত হয় না। অন্ত তিন মহাভূত কেবল স্পর্শ করা যায় (স্পর্শিযোগ্য)। জলের শৈত্য হল তেজ, কোমলতা হল পঠবি এবং চাপ বা বেগ হল থায়। আপুকে কেহ স্পর্শ করতে পারে না কারণ ইহার গুণ হল সংসক্তি। (See Compendium P. 155, N. 6)।
- ১৮. ইখন্তং, পুরিসন্তংঃ স্ত্রী বা পুক্ষ ভাবকে যুক্তভাবে 'ভাবর্প' বলা হয়, যদ্বারা স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গকে পার্থক্য করা হয়।
- ১৯. হদয়বথা-হাদয়বস্তঃ ইহা চিত্তের আদন। ধন্মসঙ্গণি এই
 বিপ সম্বন্ধ নীরব। অথ দালিনীতে হাদয়ব্স্তকে চিত্তের বস্তু (চিত্তিস্স
 বথা) বা চিত্তের ভিত্বলা হয়েছে।

' ইহা পরিষার যে বৃদ্ধ নিশ্চরই চিত্তের কোন নির্দিষ্ট আসন প্রজ্ঞপ্তি করেন নি যেমন তিনি অস্থান্ত ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে করেছেন। ইহা স্থংপিণ্ড তত্ত্ব যে তত্ত্বে হাদয়কে চিত্ত বা বিজ্ঞানের আসন (উৎস) নানে করা হয়। এ মত বুদ্ধকালীন সমযে প্রচলিত ছিল এবং তা উপ নিষদও সমর্থন কবত। বৃদ্ধ এই সর্বসন্মত অভিমত গ্রহণ করতে পারেন তবে তিনি তা পরিষারকাপে প্রকাশ করেননি। পট্ঠান প্রস্থে বৃদ্ধ চিত্তের ভিত্তি সম্বন্ধে পরোক্ষে একপ বলেছেন 'অয়ং কপং নিস্সায়' 'সেই কপকে নির্ভর কবে' তবে সেই হৃদযবাস্তা বা মস্তিষ্ক তা প্রকট করে কিছু বলেন নি। অর্থকথাচার্য বৃদ্ধঘোষ এবং অনুক্রন্ধ প্রভৃতি ভদস্তগণের অভিমত অনুসারে 'হৃদয়ই' হল চিত্ত বা চিত্তোৎপত্তিব আসন। ইহা অনুধাবনযোগ্য যে বৃদ্ধ ভৎকালীন প্রচলিত হৃৎপিশ্ত ভত্তকে গ্রহণও করেন নি, বর্জনও করেন নি।

Compendium 156, N. 1 and P. 277.

- ২০. জীবিতি ক্রিয়: জীবিতে ক্রিয় চিত্তের এবং দেহের জীবনীশক্তি। জীবিতে ক্রিয় ৫২ চৈতসিকের একটি এবং জীবিতবাপ ২৮ রুপের একটি যা সন্ত্বগণের জীবনের প্রয়োজনীয় লক্ষণ। জীবিতে ক্রিয় সাত সর্বচিত্ত সাধারণের একটি এবং জীবিতর পূপ প্রাণহীন রুপ ব্যতীত অক্সান্থ সকল প্রকার রুপ শুচ্ছের প্রত্যেক রুপের সঙ্গে সমন্ত্র প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপত্তির সঙ্গে জীবিতে ক্রিয়ন্ত প্রাথমিক রুপগুচ্ছ বা কলাপের সহ একত্রে উৎপন্ন হয়। জীবিতকেন্ত শুক্রেয় বলা হয় কারণ ইহা অক্যান্থ সহজাত রুপের সজীবতা রক্ষায় আধিপত্য করে।
 - ২১. কবলীকারো আহারো: সুল খাত কবলীকৃত আকারে বা প্রাস তৈরী করে আহার বরা হয বলে তাকে কবলীকৃত আহার বলা হয়। এখানে আহার বলতে পৃষ্টিসাধক সার (ওজ) যা শরীর রক্ষায় প্রযোজন তাকেই বুঝায় যথন বলা হয় 'সব্বে সত্তা আহারট্ঠিতিকা'—সকল জীব আহারে স্থিত; এখানে আহার আর্থে সাহায্যকারী প্রত্যেষ্ (কারণ) বুঝায়।
 - ২২. আঠার : 8+ e+8 (স্পর্শ ব্যতীত), ২+১+১+১=১৮ I
- ২০ সভাবরপে: তাদের স্বভাবগত বিশিষ্ট্র অনুসারে ক্ঠিনতা, কোমলতা ইত্যাদি।

- ২৪. সলক খণক্প: সলক্ষণক্প—এক্প বলার কারণ হল তাদের অন্তর্নিহিত মুখ্য লক্ষণ অনুসারে তারা অনিত্য, ছংখ, অনাজ।
- ২৫. নিপ্ফন্নর্প: নিষ্মরর্প—কর্ম চিত্ত ইত্যাদি দারা উৎপর্ম।
- ২৬. রূপের্প: এখানে প্রথম শব্দবি্পকে শব্দবিজ্ঞান অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে যেমন পালিতে ব্যবহার করা হয়—হঃখর্চঃখ।
- ু ২৭ সম্মসনর পঃ সংমর্শনব্প—কারণ ইহা ব্যক্তির ভাবনা বা বিদর্শন ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযুক্ত।
- ২৮. আকাশধাত সিংহলবাসী অর্থকথাচার্যেবা বলেন . এ শব্দের উৎপত্তি আ + √কাস্ ধাতু থেকে, চাষ করা। মাটিতে চাষ করা যায় কিন্তু আকাশ ধাতুতে চাষ করা যায় না, তাই মৃক্ত স্থানকে আকাশ বলা হয়। সংস্কৃত অমুসারে আকাশে শব্দের উৎপত্তি আ + ে কাস্ ধাতু থেকে যথা দৃষ্টিপাত ক্রা, চেনা। লেডি সেয়াদ বলেন ইহা আ $\pm_{\sqrt{}}$ কাস্ ধাতু নিষ্পন্ন, আ্লোকিত করা, প্রতিভাত হওয়া। আকাশ হল্ মুক্তস্থান (বা শৃগুতা) যা নিজে কিছুই নয়। স্থুতরাং ইহা চিরস্তন । নির্জীব অর্থে আকাশও ধাতু তা ; স্বত্য চাব-মহাভূতের ত্যায় স্থিত নয়। আটাশ প্রকার রূপের মধ্যে আকাশ একটি তবে ইহা র পকলাপকে শীমিত বা পৃথককারী প্রমাণুব আভ্যন্তরিক শৃত্যতার বর্হিস্থানের শৃন্তকে বুঝায় না। স্থভরাং অভিধর্মে ইহাকে পরিচ্ছেদ রূপ বা সীমাব্যঞ্জক গুণ বলা হয়। যদিও আকাশ বস্তুগত সভ্য নয় প্রত্যেক একক জড়-পদার্থের সঙ্গে চার প্রকারে সংযুক্ত। অভিধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে ইহা কর্ম, চিত্ত, ঋতু এবং, আহার প্রভৃতি চার কারণে (র্প) উৎপন্ন হয়। সম্প্রতিবদ্ধ- (বা কারণভিত্তিক) রূপের উৎপত্তি ও বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আকাশব্বও উৎপন্ন এবং বিনাশ হয।
- ২৯. বিঞ্ঞান্তি বিজ্ঞপ্তি হল ইশারা বা ইপিত দারা ব্যক্তির প্রকাশ, যে ভাব অন্তরাও হৃদয়ঙ্গম করে। ইহা কর্ম এবং বাক্য দারা প্রকাশিত হয়—কায়বিজ্ঞপ্তি: বাক বিজ্ঞপ্তি। পূর্বটি চিত্তজ বাযুধাতু দারা এবং শেষটি চিত্তজ পঠবি ধাতু দারা সংঘটিত হয়। বিজ্ঞপ্তির স্থিতিকাল এক চিত্তজ্ঞণ মাত্র।

- (৩°) বিকাবরূপ—ব্দের পবিবর্তনশীলতা।
- (৩১) লহুতা—লঘুতা ৰূপেব গ্লবনশীলতা বা হান্ধাভাব। ইহা সাবাদিন অগ্নিতপ্ত লৌহখণ্ডের স্থায়।
- (৩২) মৃহতা—ইচ্ছানুবাপ সঞ্চলনশীলতা। ইহা মস্থ চামডাব সঙ্গে তুলনীয়।
- (৩৩) কম্মঞ্ঞতা—কর্মণ্যতা—শাবীবিক ক্রিয়াব অন্তুক্ল কর্মোপযোগিতা। ইহা দেহেব কঠিনদ্বেব বিপবীত এবং মজ্বৃত বাপে হাতৃডিপৃষ্ঠ স্বর্ণেব সঙ্গে তুলনীয়।
- (৩৪) লক্ষণরপ—এ নাম ধাবণেব কাবণ হল তাবা উৎপত্তিস্থিতি-ভঙ্গ রূপ বিভিন্ন অবস্থায় পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ কবে।
 উপচয—প্রথম সন্নিবেশ বা উৎপত্তিকে ব্ঝায়। এখানে 'উপ'
 শব্দেব অর্থ হল প্রথম। গর্ভধাবণ কালে প্রথম তিন দশক (কাযভাব-বাস্তু) উৎপন্ন হয—তাকেই উপচয় বলা হয়। প্রতিসন্ধি চিত্তেব
 স্থিতি অবস্থা থেকে যে তিন দশক উৎপন্ন হযে যাবজ্জীবন (অক্য
 দশকসহ) প্রবাহিত হতে থাকে তাব নামই সন্তুতি। উপচয় এবং
 (উপচযেব) সম্পতি জ্ঞাতি বা জন্মরূপে নির্দ্ধারিত হয়। তথন ২৮
 রূপ ২৭ রূপে পবিণত হয়।

সম্প্রতিবন্ধ বা কাবণভিত্তিক কপেব জীবন সীমা (স্থাযীক্ষণ)
১৭ চিত্তক্ষণ অথবা ৫১ চিত্ত-অনুক্ষণ ওএক চিত্তক্ষণের উৎপত্তি-স্থিতিভঙ্গ অনুসাবে)। প্রথম চিত্তক্ষণ উপচয়-স্বরূপ, শেষ চিত্তক্ষণ জবতাস্বরূপ। অনিভাতা হল কপেব বিনাশ।

প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে তিন লক্ষণ রূপই বিদ্যমান যথা জন্ম (উৎপত্তি), বৃদ্ধি-জবতা এবং মৃত্যু। অনিত্যতা মৃত্যুব সমার্থক শব্দ। জন্ম এবং মৃত্যুব মধ্যবর্তী সম্যই হল—বৃদ্ধি-জবতা।

>। অর্থকথাচার্যগণের মতাত্মসারে এক্ ঝলক বিভাও প্রকাশের স্মরের মধ্যে কোটি কোটি চিন্তক্ষণ উৎপন্ন হতে পারে।

পাঁচ বাপ যথা ছই বিজ্ঞপ্তি, জাতি, জবা (জবতা) এবং অনিত্যতা ব্যতীত অবশিষ্ট ২০ বাপেব স্থিতিকাল (প্রত্যেকের ১৯ চিত্তরণমাত্র।

রূপবিভাগো

সব্বঞ্পন' এতং অহেতুকং, সপ্পচ্চষং, সাসবং, সম্ভতং,
লোকিয়ং কামাবচবং, অনাবম্মণং, অপ্পহাতব্বং' এবা' তি
একবিধং পি অজ্ঝত্তিকবাহিরাদিবসেন বহুধা ভেদং গচ্ছতি।

कथर १

পদাদসন্থাতং পঞ্চবিধং পি অজ্বাত্তিকবাপং নাম . ইতরং বাহিববাপং।

প্রাদহদ্যসন্থাতং ছব্বিধং পি বথুকপং নাম: ইতবং অবথুকপং।

প্রদাবিঞ্ ঞত্তিসঙ্খাতং সম্ভবিধং পি দ্বাবরূপং নাম: ইতরং আদ্বাবরূপং।

প্রসাদভাবজীবিতসঙ্খাতং অট্ঠবিধং পি ইন্দ্রিররপং নাম; ইতবং অনিন্দ্রিয়রপং।

পদাদবিস্থসঙ্থাতং দ্বাদ্সবিধং পি ওলাবিকরূপং, সস্তিকে রূপং, সপ্পটিঘর্নপং চ; ইতবং সুখুমরূপং, দূবেরূপং, অপ্পটিঘর্নপং।

কম্মজং উপাদিন্নকপং; ইতবং অনুপাদিন্নকপং। কপাযতনং সনিদস্সনকপং; ইতবং অনিদস্সনকপং।

চক্থাদিঘ্যং অসম্পত্তবসেন, ঘাণাদিভ্যং সম্পত্তবসেনা' তি পঞ্চবিং পি গোচবগ্গাহিকরূপং; ইতরং অগোচবগ্গাহিকরূপং। বয়ো গরো, বসো, ওজা, ভূতচভূক্কঞে'তি অট্ঠবিংং পি অবিনিব্ভোগরূপং; ইতবং বিনিব্ভোগরূপং। ইচ্চে' এবং অটঠবীসতি বিধং পি চ বিচক্ষণা অজ্বান্তিকাদি ভেদেন বিভজস্তি যথাবহং। অয়ং এখ ক্পবিভাগো।

ক্প-বিভাগ

কপ নিম্ন প্রকাবে নিজেদেব বিভক্ত কবে :--

- ১. অহেতুক (৩৫) ২. সপ্রভাষ (৬৬) ৩. সাসব (৩৭)
- ৪. সংস্কৃত (৩৮) ৫. লোকীয় (৩৯) ৬. কামাবচব (৪০) শু. অনালস্থন ৪১) ৮. অপ্রহাতব্য (৪২)।

এপপে রূপ এক প্রকাব। রূপকে যথন আধ্যাত্মিক (দেহস্থ) বা বাহ্যিক ভেদে ধাবণা করা হয তথন রূপকে অনেক প্রকাবে বিভক্ত কবা যায়।

তা কি প্রকারে (বিভক্ত) হয় ?

- ১- পাঁচ প্রকার প্রসাদরপ আধ্যাত্মিক (৪৩)—বাঁকী সকল বাহ্যিক।
- ২. পাঁচ প্রসাদকপ এবং হৃদযকপ (৪৪), এ ছযটি বাস্তকপ বাকী সকল অবাস্তকপ।
- ৩. পাঁচ প্রসাদকপ এবং ছই বিজ্ঞপ্তির্কপ,এ সার্ভটি দ্বাবকপ (৪৫)
 —বাকী সকল অদারকপ।
- 8. পাঁচ প্রদাদরূপ, ছই ভাবরূপ এবং জীবিতেন্দ্রিয়, এ আটটি ইন্দ্রিযরূপ (৪৬)—বাকী দকল অনিন্দ্রিয়রূপ'।
- ৈ পাঁচ প্রসাদর্কাপ ও সাত বিষয³, এ বাবটি স্থ্লর্কপ (৪৭), সন্তিকরপ (নিকট রূপ) এবং সপ্রতিঘরূপ (ঘর্ষণাকারে উৎপন্ন রূপ)
 —অক্স সকল স্থার্ক্স, দ্বরূপ, অপ্রতির্দ্ধপ (ঘর্ষণাকারে অনুৎপন্ন
 রূপ)।
- ৬. কর্মজবপ গৃহীত (উপাদিঃ) বাপ (৪৮)—অন্ত সকল অগৃহীত (অনুপাদিরবাপ)।
 - ৭- বর্ণাযতন দৃশ্যমানরপ ,—অক্সসকল অদৃশ্যমানরপ।
- ৮ চক্ষু এবং কর্ণ বিষয়েব নিকট পৌছায় না, তা অসম্প্রক্তরূপ, নাসিকা, জিহুরা এবং কাঁয় বিষয়েব নিকট পৌছায়, তা সম্প্রক্তরূপ। এ পাঁচটি গোচবগ্রাহীরূপ অন্ত সকল গোঁচব অগ্রাহীরূপ।

৯ বর্ণ, গন্ধ, বস, ওজ: (৫০) এবং চাব মহাভূতরপ, এ আটটি (৫১) অবিনিভাজ্যরপ (একক কবণীয় রূপ), অন্ত সকল বিনিভাজ্য-রূপ।

বিজ্ঞগণ দেহস্থ বা বাহ্যিক রূপকে ২৮ প্রকাবে বিভাগ করে: থাকেন।

এ পর্যন্ত কপ বিভাগ।

ব্যাখ্যা ঃ

- (৩৫) অহেতুক—কাবণ তাবা লোভ, দেষ, মোহ-সংযুক্ত নয়।
- (৩৬) সপ্পচ্চয়ং—সপ্রত্যয় : তাবা কর্ম, চিত্ত, ঋতু এবং আহাব রূপ কাবণ সংযুক্ত।
- (৩৭) সাসবং—সাস্রব বা তৃফাযুক্তঃ তাবা আসব বা তৃফাব বিষয় মূপে কাজ কবে।
- (৩৮) সম্বতং—সংস্কৃত (প্রত্যয় সমবায়ে কৃত) : কর্ম, চিন্ত, ঋত্ এবং আহার দাবা প্রভাবিত।
- (৩৯) লোকিয়ং—লোকীয় : পঞ্চমন্বেব সঙ্গে তাবা সংযুক্ত। লোকাত্তব ৰূপ বলতে কিছু নেই।
- (৪০) কামাবচরং—কামাবচর: কারণ তাবা কামাবচব ভূমির অন্তর্গত।
- (৪১) অনার্ম্মণং—কাবৃণ তারা নিজেরা কোন আলম্বন অনুভব কবে না। মনই ইন্সিয় মাধ্যমে আলম্বন অনুভব করে (জানে)। সকল প্রকাব কপ ইন্সিয়েব আলম্বন।
- (৪২) অপ্পহাতব্বং—অপ্রহাতব্য: পঞ্চ-নীববণকে যেরূপে প্রহান (ত্যাগ) কবা যায় সেরূপ রূপকে ত্যাগ কবা যায় না। ইহা দ্বাবা রূপের অবিনশ্বব প্রকাশিত হয় না।
- (৪৩) অজ্বাত্তিকং—আধ্যাত্মিক: বপ-প্রসাদরপ আধ্যাত্মিক। ভিতাবা পঞ্চমনের উপব নির্ভর করে উৎপন্ন হয এবং কাজ করে।

নপেন্দ্রিয় জীবিত সত্ত্বে অপবিহার্য অঙ্গ। তা ব্যতীত তাবা প্রাণ--হীন কাষ্ঠ। তাবা চিত্তেব দ্বার রূপে গণা।

- (৪৪) তারা চিত্তেব আসন বা ভিত্তি বাপে কাজ করে।
- (৪৫) তাবা কুশল এবং অকুশল কর্মেব দ্বাব স্বরূপ, চিত্ত এবং চৈত্রসিক, কাষকর্ম এবং বাক্কর্মেব দ্বাবস্বরূপ।
- (৪৬) তাদেব এরপ বলাব কাবণ হল তাদেব নিজম্ব পরিধিতে প্রত্যেকের নিযন্ত্রণ বা আধিপত্য করাব ক্ষমতা আছে। কায়িক চকু দশ রূপগুণ দাবা সংগঠিত কিন্তু চকু প্রসাদরপ অপব নয গুণেব উপর ইম্রছ বা আধিপত্য করে। অবশিষ্ট প্রসাদরপগুলিকেও দের্মপভাবে দ্রুদয়ঙ্গম করতে হবে। ভাবরূপ দ্রীভাব এবং পুংভাবকে নিযন্ত্রিত করে।
- (৪৭) ওলারিকং-স্থ্লবপ আখ্যাত্মিক এবং বাছিক বাপ হিসেবে ইহাবা গুরুত্বপূর্ণ। গ্রহণগুল বিশিষ্ট বলে তাদেব সন্ধিকে (নিকটেব) বাপ বলে গণ্য কবা হয়। স্থ্লতা এবং নিকটতাব পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিযগ্রাহ্য আলম্বন উভয়ই প্রস্পাবকে আঘাত বা হর্ষণ কবে। তাই তাদেব সপ্রতিঘ (পরস্পাবকে আঘাতকাবী) বলা হয়।

See Compendium p. 159 n 41

- (৪৮) উপাদিরং : প্রথম ১৮ প্রকাব বাপ তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মান দ্বাবা গৃহীত হয়।
- (৪৯) গোচবগ্ গাহিকবাপ:— গোচবগ্রাহী বাপঃ তাদেব এবাপ বলাব কারণ হল—তাবা বাহ্মিক আলম্বনকে (ইন্দ্রিমগ্রাহ্ম বিষয়কে) গোচাবণ ভূমিব মত বাবহাব কবে (বা তাতে বিচবণ কবে)। অভিধর্মার্থ সংগ্রহ অনুসাবে দৃশ্য এবং শব্দ হল চক্ষু ও কর্ণেব আলম্বন। কাহ্মিক স্পর্শ ইত্যাদিব স্থায় চক্ষু এবং কর্ণ তাদের গ্রাহ্ম বিষয়কে স্পর্শ কবেনা। চক্ষু এবং কর্ণ দূবস্থ আলম্বনকে সোজামুজি নিকটে উপস্থিত হয়ে গ্রহণ কবেনা বা জানেনা। অক্যান্থ্য বিষয়গুলিব ক্ষেত্রে, ইন্দ্রিয়েব

আলম্বনের সঙ্গে সোজাস্থজি মিলন বা স্পর্শ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় স্বাদ জিহ্বাব সঙ্গে বিষয়ের স্পর্শেই উৎপন্ন হয়। সেরূপ অস্থ বিষয় তু'টিও (যথা গন্ধ এবং কায়িক স্পর্শ)। এ কারণেই বোধ হয় গ্রন্থকাব রূপকে গোচবগ্রাহী এবং অগোচবগ্রাহী রূপে পৃথকভাবে প্রদর্শন কবেছেন।

See Compendium p. 160.

- (৫০) ওজা ওজ:—সে নিছেই রূপ কিন্তু তাব মধ্যে রূপ— উৎপাদন শক্তি বিভামান।
- (৫১) নিয়ম অনুসারে আট কপ পবস্পাব সম্বন্ধযুক্ত। চাব মহাভূতকপ এবং চার ভূতোৎপন্ন (উপাদা) কপ অবিভাজ্য। তাই তাদের গুদ্ধাষ্টক (গুদ্ধ-আট) এবং ওজাষ্টক (ওজঃকে অষ্টমকপে ধবে)-বলা হয়। প্রাণহীন কপেব বৃদ্ধিব কাবণও এই সাবিক ওজঃশক্তিব উপস্থিতি।

রসমুট্ঠান-নয়

8· কম্মং, চিত্তং, উতু, আহারে। চে'তি চত্তাবি রূপসমূট্ঠা-

তথ কামাবচবং রূপাবচরং চা'তি পঞ্চবীসতিবিধং পিকুসলাকুসলকম্মং অভিসঙ্ থতৃং অজ্ঞত্তিক-সস্তানে কম্মসমুট্ঠানরূপং
পটিসন্ধিং উপাদায় খণে খণে সমুট্ঠাপেতি।

অনপবিপাকদ্বিপঞ্চবিঞ্ঞাণবজ্জিতং পঞ্চসত্ততিবিধং পি চিত্তং চিত্তসমূত্ ঠানন্দপং পঠমভবঙ্গং উপাদায জাযন্তং এব সমূট্ ঠাপেতি।

তथ অপ্পনাজবনং ইবিযাপথং পি সন্নামেতি।

বোথপনকামাবচবজবনাভিঞ্ঞা পন বিঞ্ঞত্তিং পি সমুট্ঠা-পেন্তি।

সোমনস্স-জবনানি পন' এখ তেবস-হসনং পি জনেতি।
সীতুণ্হোতু-সমঞ্ঞাতা তেজো-ধাত্-ঠিতিপ্পত্তা' ব উতুসমূট্ঠানকাপং অজ্বাত্তং চ বহিদ্ধা চ যথাবহং সমুট্ঠাপেতি।

ওজা-সঙ্খাতো আহাবে। আহারসমূট্ ঠানবাপং অজ্ঝোহবণকালে ঠানপ্পত্তো'ব সমূট্ ঠাপেতি।

তথ হদয-ই দ্রিষকপানি কম্মজান'এব, বিঞ্ঞতিদয়ং চিত্তজং এব, সদ্দো চিত্তোতৃজাে, লহুভাদিত্তফং উতুচিভাহাবেহি সম্ভোতি।

অবিনিব্ভোগরূপানি চ' এব আকাসধাতু চ চতূহি সম্ভূতানি। লক্খণরূপানি ন কুতোচি জাযস্তি।

আট্ঠারস পণ্ণরস তেবস ঘাদসাতি চ
কম্মচিত্তোত্কাহারজানি হোন্তি যথাক্কমং।
জায়মানাদিরপানং সভাবতা হি কেবলং
লক্খণানি ন জাযন্তি কেহিচী'তি পকাসিতং।
অয়ং' এখ রূপসমূট্ঠানন্যো।

নপ-সম্থান (৫২)

- ৪. চার বিষয় বারা রূপ সমুখান (অবস্থান্তব) হয়—য়ৢথা ১. কয়
 ২০ চিত্ত ৩. য়ড়ৢ ৪. আহাব।
- ১. কুর্মসমূখান-রূপ (৫৩)— পৃচিশ প্রকার কামাবচব এবং রূপাবচর কুশল এবং অকুশল কর্ম প্রতিসন্ধিক্ষণ হতে জীবন প্রবর্তনকালে প্রতিক্ষণে কর্মজনপ উৎপন্ন করে।
- ২. চিত্তসমূখান-ক্প (৫৪)—পঁচাত্তব প্রকাব চিত্ত (অর্থাৎ অকপাবচর বিপাক এবং দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান চিত্ত বর্জিত) প্রথম ভবাঙ্গের প্রথম চিত্তক্ষণ হতে, উৎপত্তির ক্ষণে ক্ষণে চিত্তজ কপ উৎপন্ন করে।

তন্মধ্যে অর্পণা জবন কাষিক ঈর্যাপথকে স্থৃদ্ট করে। ব্যবস্থাপন চিত্ত, কামাবচর জবন এবং অভিজ্ঞা চিত্ত কায় ও বাক্য বিজ্ঞপ্তি উৎপন্ন কবে। তেব প্রকাব সৌমনস্থ জবন হসনচিত্ত উৎপন্ন কবে।

- ৩. শতুনমুখান-কপ (৫৫)—তেজধাতু বলতে শীতলতা এবং উষ্ণতা উভযকে বুকায়। তেজধাতু যখন স্থিতিপ্রাপ্ত হয় তখন অবস্থানুসাবে দেহস্থ বা বাহ্যিক ঋতুসমুখান-কপ উৎপন্ন করে।
 - 8. আহাব সমু্থান-ক্প (৫৬)—আহাবের অন্য নাম ওজ:।

আহাব পবিপক হযে দেহেব অঙ্গীভৃত হযে স্থিভিপ্রাপ্ত হলে আহাব সমুখান-রূপ উৎপন্ন হয়।

তাদেব মধ্যে হৃদয়বাস্ত-কপ এবং আট ইন্দ্রিযরূপ কর্মজ্ঞ। চুই বিজ্ঞপ্তিকপ চিত্তজ। শব্দ—চিত্তজ এবং ঋতৃজ।

লঘুতা, মৃহতা, কর্মস্থতা ঋতু-চিত্ত-আহাবজ। অবিনিভাজ্য-ক্রপ এবং আকাশধাতু চার কাবণেই উৎপন্ন হয়। চাব লক্ষণ-ক্রপ (যথা উপচয়, সন্তুতি, জরতা, অনিত্যতা) চাব কাবণেব কোন কাবণেই উৎপন্ন হয় না।

আঠাব, পনব, তের এবং বাব প্রকার বাপ ইত্যাদি যথাক্রমে কর্ম, চিত্ত, ঋতু এবং আহাব থেকে উৎপর্ম হয়।

চাব লক্ষণৰূপ কোন কাবণ দ্বারা উৎপন্ন 'হয় না বলে বিজ্ঞগণ ভাদের স্বভঃফুর্ত বা স্বভাবত-উৎপন্ন ৰূপে প্রকাশ কবেন।

ব্যাখ্যা:--

- (৫২) রূপসমূখান–রূপোৎপত্তিঃ বৌদ্ধর্ম রূপেব মৌলিক উৎপত্তি বিষয় ব্যাখ্যা কবেনা। ইহা রূপেব স্থায়িত্ব স্বীকাব করে এবং রূপেব কি প্রকাবে সমূখান হয় তা ব্যাখ্যা কবে।
- (৫৩) কম্মজ-কর্মজ: প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে কর্ম বলতে অতীত কুশল এবং অকুশল শ্রেণীব চিত্তকে বৃঝায়। ইহা কেবলমাত্র সেই শ্রেণীর কামাবচব এবং কপাবচব ভূমিব চিত্ত যা কপ উৎপন্ন কবে। ইহাবা ১২ প্রকার অকুশল চিত্ত, ৮ প্রকাব কুশল চিত্ত এবং ৫ প্রকার রূপাবচব কুশল চিত্ত। কেবল কুশল অথবা অকুশল জনককর্ম ব্যক্তিব মৃহ্যক্ষণে উৎপন্ন হয়ে পববর্তী জীবনেব প্রতিসন্ধি চিত্তকে প্রভাবিত করে। প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপত্তিব সঙ্গে সঙ্গে কপ অতীত কর্ম দ্বাবা প্রভাবিত হয়ে ব্যক্তিব মৃত্যুক্ষণ থেকে প্রদীপেব শিখার মত ১৭ চিত্তক্ষণ পর্যন্ত প্রতিমৃহুর্তে উৎপন্ন হয়।

গর্ভধাবণ মুহূর্তে জনককর্ম প্রভাবে তিন দশক যথা, কায়-ভাব-হুদয়বাস্ত উৎপন্ন হয়। কায়দশক—চাব মহাভূত, চাবভূতোৎপন্ন রূপ, জীবিতরপ এবং কাযপ্রসাদ-রূপ দাবা গঠিত। ভাবদশক এবং বাস্তদশকও দেরপভাবে গঠিত।

(৫২) চিত্তক : অদৃশ্যমন কিন্তু প্রবল শক্তিমান এবং সর্জীবনের প্রধান সাংগঠিনিক অঙ্গ। মন কপ উৎপন্ন কবাবও শক্তি ধাবণ কবে। অন্য অর্থে কুশল এবং অকুশল চিন্তা মনোজ্ঞ এবং অননোজ্ঞ কপও উৎপাদন কবে। ব্যক্তির চিত্তজাত শাবীরিক পবিবর্তন থেকেই তা সাধাবণতঃ দৃষ্ট হয়। অভিধর্ম অনুসাবে প্রথম ভবাঙ্গ চিত্ত উৎপত্তিব অব্যবহিত পবন্দণ অর্থাৎ প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপত্তির অব্যবহিত পবন্দণ অর্থাৎ প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপত্তির পব থেকে চিত্তজ কপ উৎপন্ন হতে আবস্তু করে। প্রতিসন্ধি-চিত্ত চিত্তজকপ উৎপন্ন কবেনা কারণ পববর্তী জন্মে নবাগত কর্মই তাব দেই কৃত্য সম্পাদন কবে। চিত্তেব হিত্তি এবং চিত্তক্ষণে চিত্তজকপ উৎপন্ন হয় না কারণ তথন তাবা ছর্বল। বিপঞ্চবিজ্ঞানও উৎপাদনে শক্তিহীন, চাব অকপ ধ্যান-বিপাকও কপ উৎপন্ন কবতে পাবে না কাবণ অকপধ্যানী কপের প্রতি বিতৃঞ্জ হয়ে ধ্যান বর্ধ ন কবেন।

ইহা কথিত হয় যে ধ্যানাঙ্গ চিত্তজ্ঞ-নপ উৎপাদনে অতীব প্রযোজন । যিনি ধ্যানলাভী তিনি শক্তিশালী নপ উৎপন্ন কবতে পাবেন, সে কাবণে তিনি আহার গ্রহণ না কবেও বেঁচে থাকতে সক্ষম। মানসিক সতর্কতা সম্পন্ন ব্যক্তিব জীবিত-নপেব ক্ষয় হয় না। নির্বাণ স্থভোগী ব্যক্তিও আহার ব্যতিবেকে কিছুদিন বেঁচে থাকেন। যেমন বৃদ্ধ সম্বোধি লাভেব পব ৪৯ দিন উপবাসী ছিলেন।

৭৫ প্রকাব চিত্তেব ২৬ জবন (১০নপ কুশল এবং ক্রিয়া, ৮ অনপ কুশল এবং ৮ লোকোত্তব) অম্বাভাবিক শাবীরিক গতি উৎপাদন কবতে পাবে যথা আকাশ পথে উডে যাওয়া, মাটির মধ্যে ডুব দেওয়া, জলেব উপব দিয়ে গমন কবা ইত্যাদি। ব্যবস্থাপন চিত্তই মনোদ্বাবাবর্তন চিত্ত। ২৯ কামজবন চিত্তগুলি হল—১২ অকুশল, ১ হসিতোৎপাদ বা হসন চিত্ত এবং ১৬ শোভন কুশল এবং ক্রিয়া, এবং

অভিজ্ঞাচিত্তগুলি হল— উপেক্ষাসহগত এবং জ্ঞান সম্প্রযুক্ত ৫ খ্যান কুশল এবং ৫ খ্যান ক্রিয়া।

১৩ সৌমনস্য জবন চিত্ত হল—৪ (সৌমনসা সহগত লোভ চিত্ত অকুশল এবং ৪ মহাকুশল + ৪ মহাক্রিয়া এবং ১ হসন চিত্ত। চিত্ত।

পৃথগ্ জন উচ্চহাস্য বা মৃত্হাস্য কালে ৪ অকুশল এবং ৪ শোভন চিত্ত অনুবোধ কবেন। শৈক্ষ্যগণ মিথ্যাদৃষ্টিসহগত হুই অকুশল চিত্ত ব্যতীত উক্ত চিত্তগুলি এবং অহ'ৎগণ চাব ক্রিয়া এবং এক হসিত চিত্ত অনুবোধ কবেন। ব্রুগণ কেবল ৪ শোভন ক্রিয়া চিত্তে মৃত্হাস্য কবেন।

(৫৫) উতুজ: ঋতৃজ পূর্বে বলা হয়েছে কর্ম প্রতিসন্ধিক্ষণে তিন দশক উৎপন্ন কবে যথা কায-ভাব-বাস্ত দশক। এ তিন দশকেব আভাস্তবীণ তেজধাত, বাহ্যিক তেজধাত, ব সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রতিসন্ধি চিত্তের স্থিত অবস্থায় ঋত, ব কাবণে ঋত, জ কপ উৎপন্ন কবে উৎপত্তি ক্ষণে (বা স্তবে) কর্মজ তেজধাত, চিত্তজ তেজধাত, ব স্থান গ্রহণ কবে।

ইহা পবিস্থাব যে ঋতু শব্দ তেজ অর্থে ব্যবহাত হয়েছে এবং তেজ বলতে উষ্ণতা এবং শীতলতা উভয়কেই বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে আভ্যস্তজীণ এবং বাহ্যিক তেজধাত বুপ উৎপন্ন কবে। প্রাকৃতিক কাবণে যে রূপ উৎপন্ন হয় তাও ঋতুজ রূপেব অন্তর্গত।

(৫৬) আহাবজ: কবলীকৃত আহাবেব মধ্যে যে পুষ্টিকর পদার্থ
এবং কর্ম-চিত্ত-স্বতুজকপ কলাপের মধ্যে যে ওজ: থাকে তাদেব আহাব
বলা হয়। আভ্যন্তবীণ ওজ: বাহ্যিক পুষ্টিকর পদার্থেব দ্বাবা সাহায্য
প্রাপ্ত হযে স্থিত অবস্থায় যে কপ উৎপন্ন হয় তা ৪৯ অনুচিত্তক্ষণ পর্যন্ত
বিদ্যমান থাকে। ওজ: বথন দেহে ছডিয়ে পবে তখন কপ উৎপন্ন
হয়। আভান্তবীণ ওজ: বাহ্যিক পৃষ্টিকর পদার্থের সাহায্য ব্যতীত কপ
উৎপন্ন কবতে সক্ষম নয়।

হদয় বা হৃদয় এবং ৮ ইঞ্রিয রূপ (চক্ষু,কর্ণ, জিহ্বা,কায, পুংভাব,

ন্ত্ৰীভাব' এবং জীবিত, ৰূপ কৰ্মজ। জীবিতেন্দ্ৰিয় বা জীবনীশক্তি যা সপ্ৰাণ সজীব মানুষ এবং পশুব মধ্যে বিদ্যমান তাকে নিৰ্জীব উদ্ভিদ-জীবন এবং অজৈব পদাৰ্থ থেকে পৃথক ৰূপে দেখতে হবে কাবণ তাবা অপবিহাৰ্য ক্ৰ্মফল দ্বাবা সৃষ্ট হয়।

তবে তাদেব মান্নুষ এবং পশুব চেষে ভিন্ন প্রকারেব জীবন ব্যেছে। আকাশ—ইহা এক বিচিত্র বিষয় যে অনুমধ্যস্থিত শূন্যতা (বা আকাশ) চাব কাবণেই উৎপন্ন হয়।

সদ্দ: শব্দ স্পষ্ট উচ্চাবণ যুক্ত শব্দ চিত্ত দ্বারাই প্রভাবিত হয,
অস্পষ্ট শব্দ ঋতু দ্বাবা সংঘটিত হয়। বাদ্যবন্তেব মাধ্যমে মানুষ যে শব্দ উৎপন্ন কবে তা মুন-প্রভাবিত (চিত্তজ) এবং ঋতু সমর্থিত (ঋতুজ)।

কুম্মজ: কুম্মজ = ১৮: তাবা ৯ অবিনিভাজ্য ৰূপ + ১ আকাশ্ +১ হাদয় +৮ ইন্দ্রির্বপ।

চিত্তজ=১৫: তারা ৫ বিকাবন্দ্রপ+১ শব্দ +৮ অবিনিভাজ্যন্দর্প +১ আকাশ।

উতুজ : ঋতুজ = ১৩ : তাবা ১ শব্দ + ৩ লঘুতা ইত্যাদি + ৮ অবিনিভাজ্যবাপ + ১ আকাশ।

আহাবজ = ১২: তাবা ৩ লঘুতা ইত্যাদি +৮ অবিনিভাজ্যকপ ১ আকাশ। লক্ষণকপ সকল প্রকাব কপে বিদ্যমান কাবণ কোন রূপই উৎপত্তি, স্থিতি, ভঙ্গের বাইবে নয।

কণাপ-যোজনা

৫০ একুপ্পাদা একনিবোধা একনিস্স্থা সহবৃত্তিনো একবীসতি
কপ-কলাপা নাম।

তথ জীবিতং অবিনিভোগৰপঞ্চ চক্থুনা সহ চক্থুদসকং'তি পব্চ চতি। তথা সোতাদীহি সদ্ধিং সোত-দসকং, ঘাণ-দসকং, জিব হা দসকং, কায-দসকং, ইত্থিভাব-দসকং, পুম ভাব-দসকং, বংখ দসকঞ্ চ'াতি যথাক্কমং যোজেতব বং। অবিনিভোগৰূপং এব জীবিতেন সহ জাবিতনবংতি পবুচ চিতি। ইমে নব কম মসমুট ঠান-কলাপা।

অভিনিট্রোগং বাপং পন স্থদ্ধট্ঠকং। তাদেব কায়বিঞ্এং তিয়া সহ কায়বিঞ্ঞান্তিনবকং বচী-বিঞ্ঞান্তি সদ্দেহি সহ
বচী-বিঞ্ঞান্তি-দসকং লছতাদীহি সদ্ধিং লছতাদি-একাদসকং
কায়বিঞ্ঞান্তিলছতাদি-দাদসকং বচী-বিঞ্ঞান্তি-সদ্দলছতাদি-তেরসকঞ্চাতি ছ চিত্তসমূট্ঠানকলাপা।

স্থদ্ধট্ঠকং, সদ্দনবকং, লছতাদি-একাদদকং, সদ্দ-লছতাদি স্বাদসকঞ্চা'তি চত্তাবো উতু সমূট্ঠান-কলাপা।

স্থদ্ধট্ঠকং, লহুতদেকাদসকং চে'তি বে আহাবসমূট্ঠান-কলাপা।

তথ স্থা ইচ্চকং সদ্দনবকং চে'তি উতুসমূট্ঠানকলাপা বহিদ্ধা পি লব্ভন্তি। অবদেশা পন সব্বে পি অজ্বত্তিকং এব।

কম্মচিত্তোতৃকাহাব-সমুট্ঠানা যথাক্কমং
নব ছ চতুবো দ্বে'তি কলাপা একবীসতি।
কলাপানং পরিচ্ছেদলক্ খণভা বিচক্ খণা
ন কলাপঙ্গং ইচ্চান্থ আকাসং লক্ খণানি চ।

অযম' এখ কলাপযোজনা।

কপ-কলাপ সংযোজন (৫৭)

৫. কপ কলাপ একৃশ প্রকাব, তাবা একসঙ্গে উৎপন্ন হয়, একসঙ্গে নিকদ্ধ হয়, এক নিশ্রয় গ্রহণ কবে এবং একসঙ্গে বিদামান থাকে। তাদের সমবায়েব নাম এক কলাপ বা এক গুছে। একপ গুণায়ুসাবে একৃশ প্রকাব কপ-কলাপ হয়।

নয় প্রকাব কর্মসমুখান কলাপ

১. তাদেব মধ্যে ১. জীবিতেন্দ্রিয় রূপ, ৮ অবিভাজ্য রূপ এবং চক্ষুদহ চক্ষুদশক। (জী – জীবিতেন্দ্রিয়রূপ, অ – অবিনিভাজ্য রূপ)

নপ সংগ্ৰহ বিভাগ

- ২. জী, ৮ অ এবং শ্রোত্ত সহ = শ্রোত-দশক।
- ৩. জী, ৮ অ এবং দ্রাণ সহ = দ্রাণ-দশক া
- 8. জী, ৮ অ এবং জিহ্বাসহ = জিহ্বা-দশক।
- ৫ জী, ৮ অ এবং কায সহ কায-দশক।
- ৬. জী, ৮ অ এবং ন্ধীভাব সহ = স্ত্ৰী-দশক।
- ৭. জী, ৮ অ এবং পুংভাব সহ = পুংভাব দশক।
- ৮. জী, ৮ অ এবং হাদয়বাস্ত সহ = হাদযবাস্ত-দশক।
- ৯. জী, ৮ আ ্ = জীবিত নবক।

ছয প্রকার চিত্ত সমুখান কলাপ---

- ১ আট অবিনিভাজ। নপই = শুদ্ধাষ্টক।
- ২ শুদ্ধাষ্টক কায-বিজ্ঞপ্তি সহ = কাযবিজ্ঞপ্তি নবক।
- শুদাইক. শব্দ, বাক্বিজ্ঞপ্তি সহ = বাক্বিজ্ঞপ্তি দশক।
- ৪ শুদাষ্টক, লঘুতা, মৃহতা, কর্মণ্যতাসহ লঘুতাদি একাদশক।
- ৬· বাক্-ৰিজ্ঞপ্তি, শব্দ, লঘুতাদি একাদশকসহ – ত্ৰযোদশক।

চাব প্রকাব ঋতু সমুখান কলাপ —

- শুদ্ধান্তক ২.শুদ্ধান্তক শব্দসহ = শব্দ নবক।
- শুকাষ্টক সহ লঘুতাদি একাদশক = লঘুতাদি একাদশক।
- ৪ শুকাষ্টক, শব্দসহ লগুতাদি দ্বাদশক = শব্দ-লগুতাদি দ্বাদশক।

ছই প্রকার আহাব সমুখান কলাপ-

১. শুদ্ধাষ্টক ২. শুদ্ধাষ্টক সহ লঘুতাদি একাদশক।

উক্ত বাপ-কলাপ সমূহের মধ্যে শুদ্ধাষ্টক এবং শব্দ নবক তুই প্রকার ঋতু সমূখান বাপ বাইবেও উৎপন্ন হয়। অবশিষ্ট কলাপগুলি আধ্যাত্মিক, কেবলমাত্র জীবদেহেই উৎপন্ন হয়। সর্বমোট ২১ প্রকার কপকলাপ (কপগুচ্ছ) যথা ৯+৬+৪+২ যথাক্রমে কর্ম, চিত্ত, ঋতু এবং আহাবোৎপন।

বিজ্ঞগণ বলেন: আকাশ (পরিচ্ছেদ বা সীমা) ও চার লক্ষণরূপ (উপচয়, সন্তুতি, জবতা, অনিত্যতা) রূপ কলাপেব অঙ্গ নয়। এ পর্যন্ত রূপকলাপ সংযোজন।

'রূপপবত্তিক কনো

৬. সব্বানি পন' এতানি কপানি কামলোকে যথারহং অন্নানি পবিদ্যান উপলব্ ভস্তি । পটিসন্ধিষং পন সংসেদজানঞে ব ওপপাতিকানঞ্চ চক্থ্-সোত-ঘাণ-জিব্ হা-কায়-ভাব-বখ্-দসকসঙ্খা-তানি সত্ত-দসকানি পাতৃভবস্তি উক্কট্ঠবসেন। ওমকবসেন পন চক্থ্-সোত-ঘাণ-ভাব-দসকানি কদাচি পি ন লব্ভস্তি। তন্মা তেসং বসেন কলাপহানি বেদিতব্বা।

গব্ভসেয়ক-সন্তানং পন কায়-ভাব-বখ্দসকসঙ্খাতানি তীণি দসকানি পাতৃভবপ্তি। তথা পি ভাবদসকং কদাচি ন লব্ভতি। ততো পবং পবত্তিকালে কমেন চক্থুদসকাদীনি চ পাতৃভবপ্তি।

ইচ্চে'বং পটিসন্ধিং উপাদায় কম্মসমূট্ঠানা, ছতিযচিত্তং উপাদায় চিত্ত-সমূট্ঠানা, ঠিতিকালং উপাদায উত্সমূট্ঠানা, ওজাফবণং উপাদায় আহাবসমূট্ঠানা চে'তি চতুসমূট্ঠানক্প-কলাপ-সম্ভতি কামলোকে দীপজালা বিয় নদীসোতো বিয় চ যাবতাযুকং অব্ভোচ্ছিন্নং প্ৰভতি।

মবণকালে পন চুতি-চিত্তোপরি সত্তবসমচিত্তস্স ঠিতিকালং উপাদায় কম্মজ্বপানি ন উপ্পজ্জন্তি। পুবেতবং উপ্পন্নানি চ কম্মজ-কপানি চুতিচিত্তসমকালং এব পবত্তিছা নিক্জ্ঝন্তি। ততো পবং চিত্তজাহাবজকাপঞ্ বোচ্ছিজ্জতি। ততো পবং উত্সমুট্ঠান-কপপবম্পরা যাব মত-কলেবব-সঙ্খাতা পবভ্স্তি।

ইচ্চে'বং মতসন্তানং পুনদে'ব ভবন্তবৈ পটিসন্ধিং উপাদায় তথা নপ্য পবন্তবি। কপলোকে পন ঘাণ-জিব্হা-কাষ-ভাব-দসকানি চ আহাবজ-কলাপানি চন লব্ভন্তি। তত্মা তেসং পটিসন্ধিকালে চক্থ্-সোত-ব্যুবসেন তীণি দসকানি, জীবিত-নবকানি চে'তি চত্তাবো
কম্মসমুখানকলাপা, পবত্তিবং চিত্তোত্সমূট ঠানা চ লব্ভন্তি।

অসঞ্ঞ-সত্তানং পন চক্থু-সৈতি-বথু-সদ্দানি পি ন লব্ভন্তি।
তথা সব্বানি পি চিত্তজৰপানি। তথা তৈসং পটিসন্ধিকালে
জীবিতনবকং এব। প্ৰতিষ্ঠ সদ্দৰজ্জিতং উত্সমুট্ঠানৰপং
অতিবিচ্চতি।

ইচ্চেবং কামৰূপাসঞ্ঞিসঙ্খাতেম্থ তীম্ম ঠানেম্থ পটিসন্ধি-প্ৰত্তি-বসেন ছবিধা ৰূপপ্পৰত্তি বেদিত্ৰ্বা।

অট্ঠবীসতি কামেশ্ব হোন্তি তেবীস কপিশ্ব সত্তরস' এব' অসঞ্ঞীনং অকপে নথি কিঞ্চিপি। সদ্দো বিকাবো জবতা মবণঞ্চ ওপপত্তিয়ং। ন লব্ভন্তি পবত্তে তুন কিঞ্চি পি ন লব্ভতি। অয়ং' এথ কপ-প্ৰত্তিক্কমো।

নিব্বানং

নিব্বানং পন লোকুত্তবসঙ্খাতং চতুমগ্পঞাণেন
সচ্ছিকাতব্বং মগ্প-ফলানং আলস্বনভূতং বান-সঙ্থাতায তণ্হায
নিক্থন্তভা নিব্বানস্তি পবৃচ্চতি।

তদ্'এতং সভাবতো একবিধং পি। সউপাদিসেস-নিব্বানধাত অনুপাদিসেস-নিব্বানধাত চ'তি ছবিধং হোতি কাবণপবিযাযেন। তথা স্থ্ৰুঞ্ভং অনিমিত্তং অপ্পণিহিতং চে'তি তিবিধং হোতি আকাবতেদেন।

পদমচ্চ ত্ৰমচন্তং অসম্ভাতমন্ত্ৰং।
নিব্বানমিতি ভাসন্তি বানমুত্তা মহেসযো।
ইতি চিত্তং চেতসিকং ৰূপং নিব্বানং ইচ্চপি
প্ৰমুখং প্ৰামেন্তি চত্ধা ব তথাগতা।
ইতি অভিম্মুখসঙ্গহে ৰূপ-সঙ্গহবিভাগো নাম ছট্ঠো প্ৰিচ্ছেদো।

ব্যপের উৎপত্তিক্রম (৫৮) কামলোকে

৬: কামলোকেব সন্থগণ জীবন প্রবর্তনকালে অনুরূপ পবিস্থিতিতে পবিপূর্ণভাবে সকল রূপ প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু স্বেদজ এবং উপপাদিক (স্বয়ং উৎপত্তিশীল) সত্ত্বগণেব নিকট প্রতিসন্ধিক্ষণে অধিক পক্ষে চক্ষু, শ্রোত্র, নাসিকা, জিহ্বা, কায়, ভাব এবং বাস্তু, এই সপ্ত দশক উৎপন্ন হয় এবং কম পক্ষে তিন দশক উৎপন্ন হয় অর্থাৎ কখনও চক্ষু, শ্রোত্র, প্রাণ এবং ভাব, এই চাব দশক উৎপন্ন হয় না। সেই হেডু তাদেব কলাপ উৎপত্তি অপূর্ণ থাকে।

জরায়ুজ বা গর্ভাশয়জ সহগণের তিন দশক যথা, কায়, ভাব এবং বাস্তু উৎপন্ন হয়। কখনও ভাবদশক উৎপন্ন হয় না। গর্ভ ধাবণ সময় থেকে জীবন প্রবর্তন কালে ক্রেমান্থয়ে চক্ষু ইত্যাদি দশক উৎপন্ন হয়।

এ প্রকাবে বাপকলাপ সন্ততি (ধাবাবাহিকতা) চাব প্রকাবে উৎপন্ন হয় ১.কর্মসমুখানকপ গর্ভধারণ ক্ষণ থেকে ২.চিত্ত সমুখানকপ দ্বিতীয় চিত্তক্ষণ থেকে ৩.খাত্ৰুসমুখানকপ স্থিত অবস্থা থেকে ৪.আহাবসমুখানকপ ওজশক্তি দেহৈ বিস্তৃত হওয়া থেকে — একপে কামাবচব ভূমিতে জীবন প্রবর্ত নকালে দীপশিখাব গ্রায় বা নদীব স্রোতের মত বাধাহীন ভাবে আমৃত্রু প্রবাহিত হয়।

মৃত্যুকালে ৰূপেব ক্ৰিয়া

মৃত্যুকালে অর্থাৎ চ্যুতিচিত্তের ১৭ চিত্তক্ষণ পূর্বে-স্থিতিক্ষণ হতে আব কর্মজ কপকলাপ উৎপন্ন হয় না। কর্মজক্ষপ যা পূর্বে উৎপন্ন হয়েছিল তা চ্যুতি চিত্তক্ষণ পর্যস্ত প্রবাহিত হয়ে নিকন্ধ হয়। তারপব চিত্তজ এবং আহারজ কপকলাপ নিকন্ধ হয়। সর্বশেষে ঋত্তজ্জ কপকলাপ মৃত দেহেব স্থায়ীকাল পর্যস্ত বিদ্যমান থাকে।

অন্থবপভাবে মৃতব্যক্তিব পুনরায প্রতিসদ্ধিক্ষণ থেকে বপকলাপ প্রবর্তিত হতে থাকে।

ৰূপলোক

কপলোকে ছাণ, জিহ্বা, কায়, ভাব দশক এবং আহাবজ রূপ-কলাপ উৎপন্ন হয়। স্থতরাং দে ভূমিতে উৎপত্তি কালে চক্ষু-শ্রোত্রবাস্ত দশকত্রয় এবং জীবিত নবক—এ চাব কর্মসমূখিত কপকলাপ উৎপন্ন হয়। প্রবর্তনকালে চিত্ত ও ঝাতু সমূখিত কপকলাপ উৎপন্ন হয়।

অসংজ্ঞ সন্থগণেব নিকট চক্ষু. শ্রোত্র, হাদয় এবং শব্দ কলাপ উংপন্ন হয় না। তাদেব চিত্ত-সমূখিত কপকলাপও উৎপন্ন হয় না। স্বতরাং প্রতিসন্ধিব সময় তাদের কেবল জীবিত নবক উৎপন্ন হয়। তাবা জীবন প্রবর্তন কালে শব্দ ব্যতীত ঋতুজ্ব রূপকলাপ প্রাপ্ত হয়।

এভাবে কাম, রূপ, এবং অসংজ্ঞএই তিন লোকে প্রতিসদ্ধি এবং' প্রবর্তন কাল অনুসাবে হুই প্রকাব রূপ উৎপন্ন হয় বুঝতে হবে।

কামভূমিতে ২৮ প্রকাব বাপ, রূপভূমিতে ২০ প্রকার বাপ, এবং অসংজ্ঞ বাপ ভূমিতে ১৭ প্রকাব বাপ উৎপন্ন হয়, কিন্তু অবাপভূমিতে কোন প্রকাব বাপ উৎপন্ন হয় না ব্রাতে হবে।

প্রতিসন্ধি এবং চ্যতিকালে শব্দ, বিকাব, জরতা অনুভূত হ্য় না। তবে জীবন প্রবর্ত ন কালে সবগুলিই অনুভূত হয়।

এ পর্যন্ত রাপের উৎপত্তি ক্রম।

নিৰ্বাণ (৫৯)

৭. নির্বাণকে লোকোন্তর রূপে গণ্য করা হয় এবং নির্বাণ চার মার্গজ্ঞান দ্বাবা দর্শন করা যায়। ইহা চার মার্গ এবং চার ফলের আলম্বন এবং 'বান' নামক তৃষ্ণারূপ বন্ধনের পূর্ণ অবসান — ডাই ডাকে বলে নির্বাণ।

ধাতৃ। আকার ভেদ অনুসারে নির্বাণ তিন প্রকাব—শূন্য (৬০), অনিমিত্ত (৬২)।

বিগততৃষ্ণ মহর্ষিরা বলেন: নির্বাণ পরম অচ্যুত-অনস্তপদ (৬৩), অকৃত (৬৪) এবং অকুত্তর (লোকাতীত)। বৃদ্ধণণ চাব প্রকারে পরমার্থ প্রকাশিত করেছেন যেমন—চিত্ত, চৈতসিক, কপ এবং নির্বাণ।

এ পর্যন্ত অভিধর্মার্থ সংগ্রহেব রূপ-সংগ্রহ নামক ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

वाषाः :-

ে (৫৭) রূপ একা উৎপন্ন হয় না। ইহা গুচ্ছুরূপে উৎপ্ন হয়। সেই গুচ্ছু ২১ প্রকাব রূপকলাপ।

সকল চৈত্রসিক যেমন চাব প্রকার সাধারণ লক্ষণ বিশিষ্ট তেমন পূবে জি রূপকলাপগুলিও চার বিশেষ স্বভাব লক্ষণযুক্ত। দৃষ্টাপ্ত স্বর্গ বলা যার চক্ষ্—দশকের মধ্যে দশ প্রকার সংযুক্ত রূপ একসঙ্গে উৎপন্ন হয় এবং একসঙ্গে নিরোধ প্রাপ্ত হয় (একুপ্ পাদ—একনিরোধ)। পৃথিবীধাতু যা দশ রূপের একটি তা অন্য নয় রূপের ভিত্তিরূপে কাজ করে (একনিস্নায়)। এই দশ রূপ সহ-অবস্থানশীল (সহবৃত্তি)। ইহা হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে চক্ষ্-দশকের পৃথিবীধাতু শ্রোত্র-দশকের সংযুক্ত দশরূপের ভিত্তি স্বরূপ কাজ করে না। এ চার লক্ষণ প্রত্যেক রূপকলাপের সংযুক্ত রূপের প্রতি প্রযোজ্য ।

(৫৮) এ অধ্যায়ে ব্রিত হয়েছে—জীবন প্রবৃত্ন কালে, প্রতিসন্ধিন্দণে এবং বিভিন্ন প্রকার জন্ম অবস্থায় কি প্রকাবে রূপ-কলাপ উৎপন্ন হয়।

বৌদ্ধর্ম অনুসাবে জন্ম চার প্রকার মথা অণ্ডজ, জরায় জ, সংস্বেদজ এবং উপপাদিক (স্বয়ং উৎপত্তিশীস)।

্ৰ কীট, প্ৰতঃ ইণ্ডাদি অভি নিচু জাতীয় প্ৰাণীয় জ্বণ হৰ্গৰময় কলে, মুচদেহে বা ভজপ স্থানে বৃদ্ধি পায়-এৰণ জ্বন্ম সংস্কেদ্ভ। তাব (জ্রী বা পুং ভাব) থাকে না। তাদের সকলেব কিন্তু চিত্ত থাক্বেই কারণ চিত্তের ভিত্তিকপ হৃদয়বাস্ত তাদের বিভামান। উপপাদিক সন্ত্রণ সাধারণতঃ চক্ষুগ্রাহ্য নয়। পূর্ব কর্ম প্রভাবে জ্রণ মাধ্যম ব্যতিরেকে তারা সকল অঙ্গ-প্রহাঙ্গ সমন্বিত হয়ে স্বয়ং উৎপন্ন হয়। প্রেত, দেব এবং ব্রহ্মাণ এই শ্রেণীর জীব।

কামলোকের কিছু উপপাদিক সত্ত লিঙ্গহীন (ন্ত্রী বা পুংভাব বৃহিত)। কাপোকের সত্ত্বাপ কেবল লিঙ্গহীন নন, তাঁদের নাসিকা, জিলা এবং কায বিজ্ঞান থাকলেও তা সংবেদনশীল নয়। এ সকল ইন্দ্রি যুৱ প্রসাদক্রণ নেই কারণ এ সকল ইন্দ্রিয় ব্রহ্মদের কোন কাজে আসে না।

অগুজ সন্থগণ জরাযুজ সন্থগণের অন্ত ভূক্ত, প্রতিসন্ধিক্ষণে তাবা সকলে তিন দশক যথা কায়, ভাব এবং হাদয়বাস্ত লাভ করে। কোন সময় তাদের মধ্যে কেহ কেহ স্ত্রী বা পুংলিক বিহীন হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যায় অগুও চিত্তযুক্ত।

(৫৯) নিব্বান: নিব্লি-সংস্কৃত = নিব্লি, নি এবং বান সংগঠিত নি + বান = নিবান = নিব্বান । নি (অব্যয় পদ) অর্থে না বোধক। বান অর্থে বুঝায় বয়ন , বা তৃষ্ণা-এই তৃষ্ণারজ্জা, ব্যক্তিকে সংসার সংসরণ কালে জ্মা-জন্মান্তবেব ্যুর্লিপাকে আবদ্ধ করে রাখে।

যতকাল ব্যক্তি তৃষ্ণাবদ্ধ থাকে ততকাল নৃত্য কর্মশক্তি আইরিত হয় যা প্রতিফলিত হয়ে যে কোন কপ জন্মে অনস্থকাল জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে হয়। যথন সকল প্রকার তৃষ্ণার অবসান হয় তখন কর্মশক্তির প্রভাবও নিরোধ প্রাপ্ত হয়, এ অবস্থাকেই আমবা বুলি জন্মমূহাচক্র বিমুক্ত অবস্থা বা নির্বাণ। বৌদ্ধান্টিতে বিমুক্তি

^{)।} বিভ্তাকারে জানবার জন্য—The Buddha and his teachings p.p. 490—511 দেখুন।

জন্ময়ু হাচক্র থেকে মুক্তিনাভ, তা কেবল মাত্র 'পাপ আব নরক' থেকে অব্যাহতি পাওয়া নয়।

শব্দির অনুসারে নিব্বান শব্দ নী + 1/ বু ধাতু নিষ্পার, বয়ন কবা অর্থে, অনাসজি বা অনাকৃষ্টভা বা বিগতত্ঞ্ভা প্রকৃত্পক্ষে নিব্বাণঃ হল সেই ধর্ম, যা সকল প্রকার তৃষ্ণাব পরিপূর্ণ অবসান

নিব্বান নী + √ বা ধাতু থেকে নিম্পার হয়েছেও বলা যায়, নিভে যাওয়া। সে অর্থে নিব্বান হল নিভে যাওয়া, নির্বাপিত হওয়া বা লোভ, ছেব এবং মোহের (অবিভার) সম্পূর্ণ বিনাশ হওয়া। নিব্বান কেবল ক্লেশের ক্ষয় নয় রূপে জানতে হবে। (খ্যমতং এব নিব্বানন্তি বতুৰ্বং)। ইহা কেবল নিব্বান লাভের উপায় কিন্তু শেষ পরিণাম নয়।

নিব্বান হল পরমার্থ সভা (বথুধন্ম), ইহা লোকোত্তর অর্থাৎ দেহ, মন এবং পঞ্জক্ষের অতীত।

নিব্বানকে প্রত্যক্ষ বা প্রতিবেধ জ্ঞান এবং অনুমান বা অনুবোধ জ্ঞান দারা ফ্রন্থক্ষম করতে হবে। এ উভয় ধারণায় যা ব্যক্ত হয় তা হল—নির্বাণ চার আর্থ মার্গেব প্রজ্ঞা দারা উপলব্ধি করা যায় এবং ইহা মার্গ এবং ফলের আলম্বন রূপে প্রতিভাত হয়।

সভাবতঃ নিব্বান শান্তিময় বা নিব্বাণ শান্তি সভাব। নিব্বাণ জীবন প্রবর্ত নকালে এবং মৃত্যুর পব — এ তুই ভাবে উপলব্ধি করা যায়। পালি সাহিত্য এ বাপারে অতি সরল কিন্তু নিগৃত শব্দ বাবহার করেছে—তা হল 'কারণপরিযাযেন' (কাবণ পর্যায় দ্বারা)। শ্রীলঙ্কাব অর্থকথায় এ নামের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যা বলা হয়েছে তা এরপে—স্করুরপ উপধি বিভ্যমান থাকা অবস্থায় বা বিভ্যমান না থাকা অবস্থায় (সউপাদিসেসাদিবসেন পঞ্জাপনে কারণ্টি ভূতস্স উপাদিসেসভাবস্স লেসেন)। এ প্রসক্তে আউং সান ব্যাখ্যা করে বলেন—'পঞ্জাপনে কারণভূতস্প ন লেসেন' বাক্যাংশের অর্থ

দিংহলী অর্থকথ। পরিপ্রেক্সিতে একপ দাড়ায ভাষা কৌশল প্রযোগ করে অর্থ অধিগম করা।'

সউপাদিসেদ: —স-সহিত, উপাদি (কল্প-দেহ ও মন), সেস

= অবশিষ্ট, উপাদি উপ + আ + 1/দা গ্রহণ করা অর্থাৎ পঞ্জয়কে
ত্য়া এবং মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা আঁকিড়ে থাকা। ইহাই ক্লেশ (আবিলতা)
পালি সাহিত্য (ত্রিপিটক) এবং অর্থকথা অনুসারে স্রোতাপর,
সকুদাগামী এবং অনাগামিগণ যে নির্বাণ উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ করেন
তা হল সউপাদিশেষ নির্বাণধাতু কারণ তারা এখনও দেহধারী
(য়য়ধারী) এবং তাদের মধ্যে এশনও কিছু ক্লেশ বিভ্যমান। দেহধারী
অহৎগণের নির্বাণও সউপাদিশেষ নির্বাণধাতু। দেহ ত্যাগের পব
অহৎগণের নির্বাণ হল অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতু কারণ পঞ্জয়
এবং সকল ক্লেশ তাঁদের তখন পরিচ্ছিল হয়েছে।

ইতিবৃত্তক গ্রন্থে হুই প্রকাব নিব'ণের কথা বলা হযেছে তবে তা কেবল অহ'ংগণ কতৃ ক বিজ্ঞাত নিব'ণ স্থান্ধে প্রযোজ্য। তা এরপ:

সর্ব তৃঞ্চাগত, সর্ব দশী বৃদ্ধ কর্তৃ ক হুই প্রকার নির্বাণধাতু সম্বন্ধে ব্যক্ত হরেছে। তার মধ্যে একটি হল—জন্মস্রোতনিবাধ মাধ্যমে ইহজীবনে পঞ্চস্কন্ধের বিগুমান তায় যে নির্বাণ উপলব্ধি করা হয-তা হল সউপাদিশেষ নির্বাণ। অপবটি হল—ভবিষ্যতে পঞ্চস্কন্ধের অবিগুমানতা এবং পুনকংপত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ অবস্থায় যে নির্বাণ উপলব্ধি করা হয—তা হল অনুপাদিশেষ নির্বাণ। [ইতিবৃত্তক পৃত৮]

- (৬০) সূঞ্ঞতা: শূ্নূতা হল লোভ-দ্বেষ-মোহ হীনতা বা শ্নূতা বা সকল কাবণসম্ভূত উংপত্তির মূক্তাবস্থা।
- (৬১) অনিমিত্ত: লোভ-চিক্ত হীনতা ইন্ড্যাদি অথবা সকল কারণসমুত উংপত্তির নিমিত্তশৃস্তা।
- (৬২) অপ্পণিহিত: অপ্রণিহিত—লোভাকান্থাহীনতা ইত্যাদি বা তৃষ্ণা চেতনা মাধ্যমে আকান্থিত না হওয়া।

- (৬৩) পদং: এখানে এ শব্দটি 'বস্তধর্ম' অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। পদং শব্দটি কোন পালি শব্দেব অর্থ প্রকাশিত কবে না। প্রকৃতপক্ষে নির্বাণ কোন অবস্থা ব। প্রক্রিযাব ধ্বণ নয়। পালি সাহিত্যেব ধন্ম বাধর্ম ইহার প্রকৃত অর্থ।
- (৬৪) অসভাত: নির্বাণ একমাত্র ধর্ম বা কার্যকারণ সম্বর্মুক্ত নয়। তাই ইহা শাশ্বত—ইহা কাবণও নয়, ফলও নয়।

নকা নং ১৩.

কি প্রকাবে বিভিন্ন প্রকাব চিত্ত নানা প্রকার রূপ উৎপন্ন কবে। শব্দ সংক্ষেপন

ক = কম্মজকপ — কৰ্মজক্ৰপ

চি = চিত্তজ্বপ-চিত্তজ্বপ

ই = ইরিয়াপথ-কায়িক অবস্থান

হ=হসিতৃপ্পাদ-হাসি উৎপাদক চিত্ত

বি = বিঞ্ঞত্তি—বিজ্ঞপ্তি, কায় এবং বাক্ বিজ্ঞবি।

+ =হাঁ

- = 취

ক চি ই হ বি

৪ সৌমনস্য সহগত লোভ মূলক চিত্ত + + + + +

৪ উপেক্ষা সহগত লোভ মূলক চিত্ত + + + - +

২ দ্বেষ মূলক + ২ মোহমূলক চিত্ত + + + - +

১০ দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান + ৪ অবাপ বিপাক - - -
২ সম্পটিজ্ঞান + ১ ইন্দ্ৰিষ দ্বার + ৩ - + - -
সম্বীবণ

	11. 11. 2	ক	চি	ই	হ	বি
>	মনোদ্বার (বেশিখাপন)	· —	+	+	+	+
>	হসিতোৎপাদ		+	+	+	+
¢	त्रभ कूमन - , '	+	+	+		+
¢	ৰূপ বিপাক+৫ ৰূপ ক্ৰিয়া		+	+		
۴	অনপ কুশল এবং ক্রিয়া		7	+	•	
6	লোকোত্তব	_	+	+	_	
8	সৌমনস্য সহগত শোভন	+	+	+	+	+
8	উপেক্ষা সহগত শোভন	•	+	+	+	+
b -	শোভন বিপাক্		+	+		
8	শোভন, ক্রিয়া সৌমনস্য সহগত	-	+	+	+	+
8	শোভন, ক্রিয়া, উপেক্ষা সহগত		+	+	,	+

সপ্তম পরিচেছদ সম্চয-সম্বহ-বিভাগো

- ছাদত্তিবিধা বুত্তা বহু ধুম্মা সলক্থণা
 তেসং দানি বথাযোগং প্রক্থামি সমূচ্চ্যং।
- ২০ অকুসলসঙ্গরে, মিস্সকসঙ্গরে, বোধিপক্থিযসঙ্গরে, সব্বসঙ্গরে। চে'ভি সমূচ্চয-সঙ্গরে। চতুব্বিধো বেদিতব্বো। কথং ?
- (১) অকুসলদঙ্গতে তাব চন্তারো আসবা:—কামাদবো, ভ্রাদবো, দিট্ঠাদবো, অবিজ্জাদবো।
- (২) চন্তারে। ওবা—কামোখো, ভবোঘো; দিট্ঠোঘো, অবিজ্জোঘো।
- (৩) চন্তারো যোগা—কামযোগো, ভবযোগো, দিট্ঠিবোগো, অবিজ্ঞাযোগো।
- (৪) চন্তারো গন্থা—অবিজ্জা কাষগন্থো, ব্যাপাদো কাষগন্থো, সীলব্বতপবামাদো কাষগন্থো, ইদংসচ্চাভিনিবেসো কাষগন্থো।
- (৫) চন্তারো উপাদানা—কামুপাদানং, দিট্ ঠুপাদানং, সীলব্ব-তুপাদানং, অন্তবাহ্পাদানং।
- (৬) ছ নীবরণানি—কামচ্ছন্দনীবরণং ব্যাপাদনীবরণং, থীনমিদ্ধনীববণং, উদ্ধচ্চকুক্ক্চ্চনীবরণং, বিচিকিচ্ছানীবরণং, অবিজ্জানীবরণং।
- (৭) সত্তামুদ্যা—কামরাগানুস্যো, ভব্বাগানুস্যো, পটিঘানুস্যো, মানানুস্যো, দিট্ঠানুস্যো, বিভিকিচ্ছানুস্যো, অবিজ্জানুস্যো।
 - (৮) দস সংযোজনানি—কামরাগসংযোজনং, রূপরাগসংযোজনং

অরপবাগসংযোজনং পটিষসংযোজনং, মানসংযোজনং, দিট্ঠিসংযোজনং, সীলব্বতপরামাসসংযোজনং, ্বিচিকিচছাসংযোজনং, উদ্ধচ্চ-সংযোজনং, অবিজ্জাসংযোজনং—সুতত্তে।

- ্ (৯) অপরানি দস সংযোজনানি:—কামবাগসংযোজনং, ভবরাগ-সংযোজনং, পটিঘসংযোজনং, মানসংযোজনং, দিট্ঠিসংযোজনং, সীলব্বভপবামাসসংযোজনং, বিচিকিচ্ছাসংযোজনং, ইস্সাসংযোজনং, মচ্ছবিযসংযোজনং, অবিজ্জাসংযোজনং—অভিধন্মে।
- (১০) দদ কিলেদা—লোভো, দোসো, মাহো, মানো, দিট্ঠি, বিচিকিচ্ছা, থীনং, উদ্ধচ্চং, অহিরিকং, অনোত্তপূপং।

আসবাদিস্পন' এখ -কামভবনামেন তব্বখুকা তণ্হা অধিণ্পেতা। সীলব্বতপরামাদো ইদংসচ্চাভিনিবেসে। অতবাত্-পাদানং চ তথা পবতং দিট্ঠিগতং এব পবৃচ্চতি।

আসবোধা চ বোগা চ তথা গন্থা চ বথুতো
উপাদানা তবে বুতা অট্ঠ নীবরণা সিহুং।
ছলেবারুস্যা হোস্থি নব সংযোজনা মতা
কিলেসা দস বুতো' যং নবধা পাপসংগহো।

সমূচ্চয়-সংগ্ৰহ

- ১. বাহাত্তব প্রকার বস্তথর্ম (১) বিষয় তাদের স্বভাব এবং শক্ষণ সহ পূর্বে বণিত হয়েছে। এ পবিচ্ছেদে সম্বন্ধ অনুসারে আমি সমুচ্চয়-সংগ্রহ বর্ণনা কবব।
- ২০ সমুচ্চয়-সংগ্রহ চার 'আকারে 'গৃহীত হয়েছে এরূপ বুঝতে হবে। যথা:
- ১. অকুশল সংগ্রহ ২. মিশ্র সংগ্রহ ৩. বোধি-পক্ষীয সংগ্রহ এবং ৪. সর্ব সংগ্রহ।

কি প্রকারে তা সংগৃহীত হয়েছে ?

১. অকুশল সংগ্রহে চার প্রকাব অকুশল সংগৃহীত হয়েছে (২)

- (১) চার আসব: কাম, ভব, দৃষ্টি, অবিভা।
- (২) চার ওঘ (৩) কাম, ভব, দৃষ্টি, অবি**তা।**
- (৩) চাব যোগ (৪) কাম, ভব, দৃষ্টি, অবিছা।
- (৪) চার গ্রন্থি (৫)—অভিখাকায়-গ্রন্থি, ব্যাপাদকায়-গ্রন্থি, শীলব্রতপরামর্শ্কায-গ্রন্থি এবং ইহাসত্যভিনিবেশকায় — গ্রন্থি।
 - (e) চাব উপাদান (৬) —কাম, 'দৃষ্টি, শীলব্রত, আত্মবাদ (৭) ।
- (৬) ছয় নীবরণ (৮)—কামছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকুত্য, বিচিকিৎদা, অবিভা।
- (৭) সাত অনুশয় (৯) কাম-রাগান্তুশয়, ভব-রাগান্তুশয়, প্রতিযান্তুশয়, মানানুশয়, দৃষ্ট্যনুশয়, বিচিকিৎসান্তুশয়, অবিদ্যা-নুশয়।
- (৮) দশ-সংযোজন (১০)—কামবাগ, কপরাগ, অরপরাগ, প্রতিঘ, মান, দৃষ্টি, শীলব্রতপরামর্শ, বিচিকিৎসা, ঔদ্ধৃত্য এবং অবিতাসংযোজন (প্রানুসারে)। দশ-সংযোজন—কামরাগ, ভববাগ, প্রতিঘ, মান, দৃষ্টি, শীলব্রতপবামর্শ, বিচিকিৎসা, স্বর্ধা, মাৎসর্ঘ অবিতা-সংযোজন (অভিধর্মানুসারে)।
- (৯) দশ ক্লেশ (১১)—লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, স্থান, গুন্ধত্য, অহ্বী, অনপত্রপ।

আসব ইত্যাদি গুচ্ছে 'কাম' ও 'ভব' আলম্বন ভেদে লোভ চৈতসিকের ছই বিকাশ। অমুরূপভাবে দৃষ্টি চৈতসিকের বিভিন্ন অবস্থার নাম হল—শীলব্রতপরামর্শ, ইহাসত্যভিনিবেশ এবং আত্মবাদ।

আসব, ওব, যোগ এবং গ্রন্থির মাঝে জিন জিন চৈতসিক থাকে। উপাদানে ছই চৈতসিক, নীবরণে আট চৈতসিক, অমুশয়ে ছয় চৈতসিক, সংযোজনে নয় চৈতসিক এবং ক্লেশে দশ চৈতসিক থাকে। অকুশল সংগ্রহ এরূপে নয় প্রকার। (নক্সা নং ১৪ দেখুন)

वाथां :-

(১) বংশু ধম্মা: বস্ত ধর্ম—য়ধা ৭২(১+৫২+১৮+১=৭২)।

জ. ১.—সর্বমোট ৮৯ শ্রেণীর চিত্তকে এক প্রকার চিত্ত ধরা হয় কাবণ তাদেব সকলেরই একটি মাত্র লক্ষণ—তা হল: জানা বা বিজানন লক্ষণ (আলম্বনকে জানা)।

আ. ৫২—টি চৈতসিকের ৫২ প্রকার লক্ষণ।

ই ১৮—সর্বমোট আঠার প্রকার নিপ্সন্ন রূপকে ভিন্ন রূপে ধাবণ কবা হয় অর্থাৎ তাদেব লক্ষণ আঠারটি।

ने >-- निर्दार्भन नक्ष्म এकि वर्षार मास्ति नक्षम ।

পূর্ব পরিচ্ছেদ প্রভৃতিতে চিত্ত, চৈতসিক, রূপ এবং নির্বাণের দক্ষণাদি ৭২ আকারে বর্ণনা করা হযেছে সেগুলিকে বিবিধাকারে এ পরিচ্ছেদে বিবৃত করা হচ্ছে।

(২) আসব: আ+ √ সুধাতু থেকে উৎপন্ন, প্রবাহিত ইওয়া ভাদেব এ নামে অভিহিত হওযার কারণ হল তাবা সর্বোচ্চ ভূমি পর্যন্ত প্রবাহিত হয় অথবা তারা গোত্রভূ চিত্তক্ষণ পর্যন্ত (অর্থাৎ প্রোতাপত্তি মার্গচিত্তক্ষণের পূর্ব চিত্তক্ষণ পর্যন্ত) বিজ্ঞমান থাকে। এ সকল আসব (বা আস্রব) সকল পৃথগ জনের নিকট সুপ্ত অবস্থায় বিজ্ঞমান থাকে। এবং যে কোন ভূমিতে ভাদের উত্থান হতে পারে। তাবা অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত স্থপ্ত অবস্থায় থাকে। এবং ভারা সন্থগণের বিভ্রান্তকারী অতি শক্তিশালী মাদকতা সদৃশ এবং নেশাজব্যের মত্। আবিলতা (ক্লেশ), অনৈতিকতা, ভ্রন্ততা; কল্মতা, মাদকতা, অশুচিতা প্রভৃতি আসবেব নিকটত্ম। প্রতিশক্ষ।

চার আদবেব মধ্যে কামাসব অর্থে কামস্থের প্রতি আসক্তি, ভবাসব অর্থে রূপ এবং অরূপ ভূমির প্রতি আরুষ্টভা, দৃষ্ট্যাসব অর্থে (ব্রুজ্ঞালস্থ্রের) ৬২ প্রকার মিখ্যাদৃষ্টি এবং অবিভাসব অর্থে চতুরার্য- সতা, অতীত জাবন, ভবিষ্যৎ জীবন, অতীত-ভবিষ্যৎ উভ্যু এবং প্রতীতাসমূৎপাদ সম্বন্ধে অজ্ঞতাকে বুঝায়।

- (৩) ওঘ: অব + √ হন, ক্ষতি কবা বা হনন করা। জীবগণ মহাপ্লাবনেব স্রোত্তে পতিত হলে সোজাস্থজি সমুদ্রের দিকে তাড়িত হয় এবং সমুদ্রের অতল জলে ডুবিয়ে দেয়। অনুকপ ভাবে ওঘ জীবগণকে তাড়ণ করে ছঃখদাগবে নিপাতিত কবে।
- (৪) যোগ: √ যুজ ধাতু নিষ্পন্ন, সংযুক্ত করা। 'যোগ হল যা জীবগণকে জন্ম-মৃত্যুচক্তে বা জীবনের ঘূর্ণিপাক চক্তে সংযুক্ত করে রাখে।
- (৫) গ্রন্থি: গ্রন্থি মনকে কারেব সঙ্গে বা বর্তমান কায়কে ভবিষ্যং কায়ের সঙ্গে গ্রন্থন করে বাথে। এখানে কায় বলভে কাষিক দেহ এব' চিত্তকায উভয়কে বৃঝাষ।
- (৬) উপাদান: উপ + জা + √ দা.- দেওয়া। ঘণীভূত। প্রবল তৃষ্ণাই উপাদান। এ কারণে প্রভীত্যসমূৎপাদে বলা হয়েছে: তৃষ্ণাব প্রতায়ে উপাদান উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণা চুবিব উদ্দেশ্যে অন্ধকাবে লুকায়িত চোব সদৃশ। প্রকৃতপক্ষে চুরিকর্ম সাধনই উপাদান।
- (৭) অত্তবাদূপাদান: অর্থকথায় পঞ্চমদ্ধ সম্পর্কিত ২০ প্রকার আত্মদৃষ্টির উল্লেখ আছে।
- ১. আত্মা ও দেহ এক ২. আত্মা দেহযুক্ত ৩, দেহেই আত্মা ৪. আত্মায় দেহ আছে।

এই চাব আত্মাদৃষ্টি অবশিষ্ট চার স্বন্ধের সঙ্গে অনুরূপভাবে যুক্ত হয়ে ২০ প্রকার হয়।

(৮) নীবরণানি: নী + √ বর ধাতু নিস্পার, বাধা দেওয়া, গতি রোধ করা। তাদের এ নামে অভিহিত করার কাবণ হল— তারা দৈবিক এবং নির্বাণিক সুথ উৎপত্তিতে বাধা প্রদান করে। অর্থকথার এ শব্দের অর্থ হল —যা ধানে ইতাদি কুশল উৎপাদনে বাধার সৃষ্টি করে বা উৎপন্ন হতে দেয় না বা ধর্মচক্ষু উৎপত্তিতে বাধা দান কবে।

অবিছা ব্যতীত নীববণ পাঁচটি।

স্ত্যান-মিদ্ধ এবং প্রদ্ধত্য-কৌরুত্যকে যুগ্মভাবে দেখান হয়েছে কারণ তাদের কৃত্য আহার (পবিপোষক) এবং তাদের প্রতিপক্ষও অভিন্ন স্ত্যান-মিদ্ধের কৃত্য মানসিক অবর্মণাতা এবং প্রদ্ধত্য-কৌরুতেব কৃত্য অশাস্ততা। প্রথম যুগলের অবর্মণাতার কারণ হল অলসতা এবং দিতীয় যুগলের অশাস্ততার কারণ হল—বিবক্তি (জ্ঞাতি-পরিজনের বিয়োগ হতে উৎপন্ন, ইহাই আহার বা পবিপোষক)। বীর্যপ্রথম যুগলের প্রতিপক্ষ এবং কায়-প্রশ্রন্ধি বা প্রশান্তি দ্বিতীয় যুগলের প্রতিপক্ষ।

কামচ্ছনকে নানাবর্ণ মিশ্রিত জলের সঙ্গে, ব্যাপাদকে উষ্ণ জলেব সঙ্গে, স্ত্যানম্দ্ধকে, জলোপরি শৈবালের সঙ্গে, ঔদ্ধতা= কৌর্বতাকে বাত্যাতাড়িত অশাস্ত জলের সঙ্গে এবং বিচিকিৎসাকে পঞ্চিল এবং কুর্দ মযুক্ত জলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

কর্দ মনর জলে বেমন নিজের প্রতিবিদ্ধ দর্শন করা যায় না সেরূপ নীবরণ ঘারা আবৃত হলে ব্যক্তি নিজের এবং অক্টের কিসে কুশল এবং সুধ হয় তা হাদয়ক্ষম করতে পারে না।

ধ্যান দ্বারা এ সঁকল নীবরণ সাময়িকভাবে নিরোধ করা যায়।
চার আর্থমার্গ লাভে তাদের সম্পূর্ণ বিনাশ হয়। বিচিকিৎসা শ্রোভাপত্তি ফল লাভে, কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, কৌকুত্য অনাগামীত্ব লাভে এবং স্ত্যান-মিদ্ধ এবং উদ্ধৃত্য অহ'ত্ব লাভে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।

(৯) অনুসয়: অনুশয়—অনু + সি হতে উৎপন্ন, বিশ্রাম কবা, স্থ থাকা। অনুশয়গুলি ব্যক্তিব মধ্যে সুপ্ত থাকে যে পর্যন্ত সুযোগ

অনুযায়ী ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশিত হতে স্থযোগ না পায়। তা সম্পূর্ণ নিমূল না করা পর্যন্ত এরূপে প্রকাশিত হতে থাকে। সকল প্রকাব রেশই অনুশয় কিন্ত এই সাত প্রকার অনুশয়ই প্রবলতম। পৃথগজন যদি সর্বোচ্চ ধ্যানভূমিতেও উৎপন্ন হন, তিনি যদি আবাব মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করেন তবে তাঁর নিকট স্থপ্ত নীবরণগুলি পুনঃ জাগ্রত হতে পারে।

- (১০) সংযোজন—সং + √ যুজ ধাতু নিষ্পান্ন যোজন করা, বন্ধন করা। ইহা জীবগণকে জন্মচক্তে বন্ধন করে। চার মার্গের এক একটি লাভ হলে তবে ক্রমান্তয়ে সংযোজন—বন্ধন ক্ষয় হয়।
 - (১১) কিলেস—যা মনকে কলুষিত করে বা যন্ত্রণা দেয়।
- ১১. অকুনল সংগ্রহের কাম শব্দকে কখনও কখনও কামভব্কে ব্যায় এবং ভব শব্দ কাপ-অকপ উভয় ভব (বা ভূমিকে) ব্যায়। লোভ অর্থে কামভ্যা এবং ভবত্যা উভয়কে ব্যায়। কাপ এবং অকপ ভবের প্রতি আসক্তিই ভবত্যা। তিন শব্দ যথা সীলব্বতপরামাস (শীলব্রত পরামর্শ—যাগ-যজ্ঞ-কৃচ্ছু সাধন প্রভৃতি দ্বারা মুক্তি লাভ), ইদংসচ্চাভিনিবেস (ইহাই একমাত্র সভ্য একপ অদ্ধবিশ্বাস)। এবং অন্তবাদুপাদান (আত্মবাদে, বা আত্মায় বিশ্বাস) মিগ্রাদৃষ্টিকে স্টিত করে। কামাসব এবং ভবাসব উভয়ই লোভকে নির্দেশ করে। প্রকৃতপক্ষে আসব তিন প্রকার যথা ওম্বর, যোগ এবং গ্রহি। অনুরূপভাবে লোভ এবং দৃষ্টি ভেদে উপাদান ছই প্রকার।

নকা নং ১৪

আদবাদি নবগুচ্ছেব অবুশল হৈতসিক।

> ১. লোভ (ড্ৰা)
> ১. লিট্ বি (মিখ্যাল্টি)
> ৪. অবিজ্ঞা (মোহ)
> ৪. মান ৭. মান ৭. উদ্ধচ চ - উন্ভা)
> ১. মান ১. কুকুকুচ চ (বেশকুভা)
> ১. অহিরিক (পাপে লজাহীন্তা)
> ১১. অহিরিক (পাপে লজাহীন্তা)
> ১২. অর্নোভ তপ, প (পাপে ভ্যহীন্তা)
> ১২. মচছবিষ (মাৎসহা)

স্তানমিদ্ধ এবং গ্রন্ধত্য-কৌকুত্য যুগলকে পৃথকরপে ধরলে চার চৈতসিক হয়—দে ক্ষেত্রে আট নীববণ হয়। কামরাগ এবং ভবরাগকে তৃষ্ণার সঙ্গে যুক্ত কবলে অনুশয়ের সংখ্যা হয় ছয়টি। স্থ্রেব দশ সংযোজনের কামরাগ, রূপরাগ, অরূপরাগকে লোভের মধ্যে গণ্য করা হলে দৃষ্টি এবং শীলব্রতপরামর্শকে দৃষ্টির মধ্যে গণ্য করা হলে—সংযোজনের সংখ্যা দাড়ায় সাত। আবার দশ সংযোজনের কামবাগ এবং ভবরাগকে লোভ এবং দৃষ্টি এবং শীলব্রতপরামর্শকে দৃষ্টিতে যুক্ত করলে সংযোজনের সংখ্যা হবে আট। ক্লেশ কিন্তু দৃশ্টি। তা হলে দেখা যায় ১৪ অকুশল চৈতসিক বিভিন্ন সংখ্যায় নয় অকুশল সংগ্রহে যুক্ত থাকে। লোভ তাদের সকলেব মধ্যেই বিভ্যমান।

মিস্সক-সঙ্গহো

- ৩. (১) মিস্দক-সঙ্গহে ছ হেতু—লোভো, দোসো, মোহো অলোভো, অদোসো, অমোহো।
- (২) সত্তঝানঙ্গানি—বিভক্কো, বিচারো, পীতি, একগ্গতা, সোমনস্মং, দোমনস্মং, উপেক্খা।
- (৩) দ্বাদসমগ্ গঙ্গানি—সম্ মাদিট্ঠি,সম্ মাসংকপ্ পো,সম্মাবাচা, মম্মাকম্ মস্তো, সম্মাজীবো, সম্ মাবাধামো, সম্ মাসতি, সম্মাসমাধি, মিচ্ছাদিট্ঠি, মিচ্ছাস্তপ্ পো, মিচ্ছাবাধামো, মিচ্ছাসমাধি।

- 8. দাবিসতিজিযানি—চক্থুজিয়ং, সোতিজিয়ং, ঘাণিজিয়ং, জিবি হজিয়ং, কাষিজিয়ং, ইথিজিয়ং, পুরিসিজিয়ং, জীবিতিজিয়ং, মনিজিয়ং, সুথিজিয়ং, তুক্থিজিয়ং, সোমনস্সিজিয়ং, দোমনস্সিজিয়ং, উপেক্থিজিয়ং, সজিজিয়ং, বিরিষিজিয়ং, সতিজিয়ং, অনঞ্জাতঞ্জ্য শুসামীতিজিয়ং, অঞ্জিজিয়ং, অনঞ্জাতঞ্জ্য শুসামীতিজিয়ং, অঞ্জিজিয়ং।
- ে নববলানি—সদ ধাবলং, বিবিযবলং, সতিবলং সমাধিবলং, পঞ্ঞাবলং, হিরিবলং, ভত্তপ্পবলং, অহিরিকবলং, অনোত্তপ্পবলং।
- ্র ৬. চন্তারো অধিপতি—ছন্দাধিপতি, বিরিযাধিপতি, চিন্তাধিপতি, বীমংসাধিপতি।
- ' ৭. তত্তারো আহারা—কবলীকারো আহারো, ফস্সো ছতিযো, মনোসঞ্জেনা ততিযো, বিঞ্ঞাণং চত্ত্বং।

ইন্দ্রিয়েস্থ পন এখ সোভাপত্তিমগ্গঞাণং অনঞ ঞাতঞ্ঞস্সামীতিল্রিয়ং, অরহত্তফলঞাণং অঞ্ঞাতাবিল্রিয়ং, মজ্ঝে ছ ঞাণানি
অঞ্ঞিল্রিযানী তি পর্চ্চস্তি। জীবিতিল্রিয়ঞ্ চ বাপার্পবসেন
ছবিংং হোতি। পঞ্চবিঞ্ঞাণেস্থ ঝানসানি, অবিরিষেস্থ বলানি,
আহেত্বকেস্থ মগ্গঙ্গানি ন লব্ভস্তি। তথা বিচিকিচ্ছাচিত্তে একগ্গতা
মগ্গিল্রিয়বলভাবং ন গচ্ছতি। দ্বিহেত্বক-তিহেত্বকজবনেস্থ এবং
যথাসস্তবং অধিপতি একো ব লব্ভতি।

ছ হেতৃ পঞ্চ ঝানঙ্গা মগ্ গঙ্গা নব বখনতো, সোলসিল্ডিযধম্মা চ বলধম্মা নব' এরিতা। চন্তারো অধিপতী বুত্তা তথাহারা' তি সন্তধা, কুসলাদিসমাকিলো বুত্তো মিস্সকসঙ্গহো।

মিশ্র-সংগ্রহ

- ৩. মিশ্র সংগ্রহে (১৩) ছয় হেড ৄ (১৪) যথা—
- ১. লোভ, দ্বেষ, মোহ, অনোভ, অদ্বেষ, অমোহ।

- ২. সাত ধ্যানাঙ্গ (১৫)—বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, একাগ্রতা, সৌমনন্ত, দৌর্মনন্ত, উপেক্ষা।
- ৩. বার মার্গাঞ্চ (১৬)—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক্ সন্ধল্ল (চিন্তা),
 সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ প্রচেষ্টা
 (ব্যায়াম), সম্যক্ সমাধি, মিথ্যাদৃষ্টি, মিখ্যাসন্ধল্ল, মিথ্যাপ্রচেষ্টা, মিথ্যা
 একাপ্রতা।
- 8. বাইশ ইব্রিয় (১৭)—চক্ষ্, শ্রোত্র, ত্রাণ, জিহ্বা, বাষ, দ্রীভাব, পুকষভাব, জীবিত, মন, স্থপ, ছঃখ, সৌমনস্য, দৌর্মনস্থা, উপেক্ষা, প্রজা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা, অজ্ঞাতকে জানব এই চিস্তা, লোকোত্তর জ্ঞান, লোকোত্তরজ্ঞানী।
- ৫. নয়ৢ বল—শ্রন্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রাঞ্জা, হ্রী, অপত্রপ,
 অহ্বী, অনপত্রপ।
 - ৬. চার অধিপতি—ছন্দ, বীর্ঘ, চিত্ত, মীমাংসা।
- ৭. চার আহার—কবলীকৃত আহার, স্পর্শাহার, চেতনাহার, বিজ্ঞানাহার।
- ৮. বাইশ প্রকার ইন্সিয়ের মণ্যে 'আমি অজ্ঞাতকে জানব' ইহা স্রোতাপত্তি মার্গজ্ঞান। 'লোকোতর জ্ঞানেন্দ্রিয়' অর্হত্ত ফলজ্ঞান। 'লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয়' মধ্যের অর্থাৎ স্রোতাপত্তি ফলজ্ঞান থেকে অর্হত্ত মার্গজ্ঞান পর্যন্ত ছয় জ্ঞান। জীবিতেন্দ্রিয় হুই প্রকার যথা, রূপ জীবিতেন্দ্রিয় এবং অব্প জীবিতেন্দ্রিয়।

পঞ্চবিজ্ঞানে (২২) ধ্যানাঙ্গসমূহ উৎপন্ন হয় না। বীর্য-চৈতসিক বিরহিত (২৩) চিত্তে বল সমূহ উৎপন্ন হয় না। অহৈত্বক চিত্তে (২৪) মার্গাঙ্গ সমূহ উৎপন্ন হয় না। অনুর্পভাবে বিচিকিৎসা সহগত চিত্তে (২৫) একাগ্রতা মার্গেল্ডিয় (সাম্বাল্ডিয়) ও সমাধি বল উৎপন্ন হয় না। অবস্থানুসারে কেবলমাত্র দ্বিহেত্বক বা ত্রিহেত্বক জবনে একটিই এক সময়-অধিপতি (২৬) হয়।

প্রকৃতপক্ষে ছয় হেত্র, পাঁচ ধ্যানাঙ্গ, নয় মার্গাঙ্গ, বোল ইন্দ্রিয়, নয় বল সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে (২৭)। ্সেইর্পে চার অধিপতি এক চার আহার সম্বন্ধেও বাণত হয়েছে। একই ভাবে সাত প্রকার কুশল এক অকুগল মিশ্র-সংগ্রহে আলোচিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ

- ১৩. মিস্সকসঙ্গহো: মিশ্রসংগ্রহ—এ অধ্যায়ে কুশল, অকুশল এবং অব্যাকত (অনির্দিষ্ট) প্রভৃতি মিশ্রিতর্পে সংস্থীত বলে, এ নামে অভিহিত।
 - ১৪. হেতু—প্রথম পরিচ্ছেদ দেপুন।
- ১৫. ঝানঙ্গ: ধ্যানাঙ্গ—ধ্যান-বিকল্ধ নীবরণাদিকে দক্ষ করে বামা নিকটতর রংপে আলম্বন গ্রহণ (অন্থভব) করে তাকে ধ্যান বলা হয়। এই উভয়কে মানসিক একাগ্রতা দ্বারা ধ্যান লাভকে বুঝায়। ছয় ধ্যানাঙ্গ এ তুই অর্থেই ব্যবহাত হয়েছে। কুশল এবং অকুশল চিত্তে যখন একই প্রকার ধ্যানাঙ্গ উৎপন্ন হয তখন তাদের সাধারণভাবে ধ্যানাঙ্গরণে গণ্য করা হয়। দৌর্মনশু কিন্তু অকুশল ধ্যানাঙ্গ। অবশিষ্টগুলি কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত (প্রথম পরিচ্ছেদ দেখুন)।
- ১৬. মগ্গঙ্গানি: মার্গাঙ্গ—এখানে মার্গ সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যা স্থগতি, হুর্গতি এবং নির্বাণে পরিচালিত করে। (স্থগতি-হুগ্গতীনং নিব্বানস্স চ অভিমূখং পাপনতো মগ্গা—অর্থকথা)। বার মার্গাঙ্গেব শেষোক্ত চার মার্গাঙ্গ হুর্গতি অভিমূখে পরিচালিত করে এবং প্রথমোক্ত আট মার্গাঙ্গ স্থগতি এবং নির্বাণের দিকে চালিত করে।

প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে বার মার্গাঙ্গের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর চিত্তের নয চৈতসিক বিদ্যমান। চার মিথা মার্গাঙ্গের মধ্যে মিথাাদৃষ্টি অর্থে অকুশল দৃষ্টি চৈতসিক; মিথাা-সঙ্কল্ল, মিথাা-প্রচেষ্টা, মিথাা-একাগ্রভা অর্থে যথাক্রমে বিভর্ক, ব্যাযাম (প্রচেষ্টা), একাগ্রভা চৈতসিক্ত্রলি অকুশল শ্রেণীর চিত্তে বিভ্যমান থাকে।

সম্যক্ষুষ্টি চৈত্সিক হল প্রজ্ঞা চৈত্সিক, সম্যক্ সক্ষ্প, সম্যক্ প্রচেষ্টা (ব্যাথাম), সম্যক্ষাভি এবং সম্যক্সমাধি অর্থে যথাক্রমে বিতর্ক, ব্যায়াম, স্মৃতি এবং একাগ্রতা চৈতসিককে ব্যায়—যা বুশল এবং অব্যাকৃত শ্রেণীর চিত্তে বিগ্তমান থাকে। সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম এবং সম্যক্ জীবিকা, এ তিন বিবতি যুক্তভাবে লোকোত্তর চিত্তে বিগ্তমান থাকে এবং পৃথকবাপে লোকীয়কুশল চিত্তেও বিগ্তমান থাকে। প্রথম আট ধ্যানাঙ্গ যুক্তভাবে আট প্রকার লোকোত্তর চিত্তেও বিগ্তমান। আর্থ-অপ্তাঙ্গিক মার্গ বলতে এই বিশেষ আট চৈতসিককে বুঝায়।

১৭. ইন্দ্রিয়—তারা নিজ নিজ পরিধিতে ইন্দ্রত বা আধিপতা করে বলে তাদের ইন্দ্রিয় বলা হয়। প্রথম পাঁচটি পূর্ববর্ণিত পঞ্চেন্দ্রিয়। ষষ্ঠ এবং সপ্তমটি ভাবিন্দ্রিয় বা ভাবেন্দ্রিয়। জীবিত বদতে কায় এবং মন উভয় জীবিতেন্দ্রিয়কে বুঝায়। স্থুৰ, ছঃখ, সৌমনস্থা, দৌর্মনস্যা, এবং উপেক্ষা পাঁচ প্রকার বেদনাকে নির্দেশ করে। এদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমা'থ এবং প্রজ্ঞাকে ইন্দ্রিয় এবং বল বলা হয়, কারণ তারা তাদের চৈত্রদিকের উপর আধিপত্য বা ইন্দ্রত্ব করে এবং তাদের বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাভূত করে। শেষোক্ত তিন ইন্দ্রিয় অতীব গুরুষপূর্ণ এবং ভারা লোকোন্তরের অন্তর্গত। অনএঃ এগতং বা অজ্ঞাত বলতে নির্বাণকে নির্দেশ করে, কারণ তা পূর্বে কখনও দৃষ্ট হয় নি। স্রোতাপত্তি মার্গের প্রথম স্তরে চার আর্য সত্য প্রথম হৃদয়ঙ্গম হয়। স্থতরাং স্রোতাপত্তি মার্গজ্ঞানকে পরিভাষায় 'অনঞ্ঞাতং ঞস্সামি'তি ইন্দ্রিং অর্থাৎ 'অজ্ঞাতকে জানব' রূপ ইন্দ্রিয় বলা হয়। স্রোভাপত্তি ফলজ্ঞান থেকে অৰ্হন্ত মাৰ্গজ্ঞানের মধ্যবৰ্তী ছয় জ্ঞানকে অঞ্ঞা (আ=সম্পূৰ্ণ+ঞা= জানা) বা সর্বোচ্চ জ্ঞান বলা হয়। এই সাত প্রকার লাকোত্তর চিত্তের জ্ঞান (প্রজা) সহ-অবস্থানশীল ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্মের উপর সাধিপত্য করে, তাই তাদের ইন্দ্রিয় বলা হয়। অর্হৎকে অঞ্ঞাতাবী (অজ্ঞাভজ্ঞানী) বলা হয় কারণ ভিনি চার আর্থসত্য সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত হয়েছেন। সর্বশেষ ইন্দ্রিয় অর্হতের সর্বোচ্চজ্ঞান বা অৰ্হত্ত ফলজ্ঞানকে বুঝায়।

১৮. বলানিঃ বল—নয বলকে এ নামে অভিহিত করার কারণ হল তারা বিক্জ শক্তি দ্বারা প্রকম্পিত হয় না এই তাদের সহজাত চৈতসিককে শক্তিশালী করে। প্রথম সাতি কুশল-পক্ষীয় এই শেষ ত্থি অকুশল-পক্ষীয়। প্রথম সাতি বল যথাক্রমে অপ্রান্ধা, কৌসিত, প্রমাদ, ওজত্য, অবিতা, অহ্রী এই অনপত্রপার বিক্জপক্ষ। শেষোক্ত তুই বল বার প্রকার অকুশল চিত্তে বিত্তমান এই তারা তাদের সহজাত চৈতসিককে একত্রিত করে।

- ১৯. অধিপতি: আধিপত্য বা ইন্দ্রন্থ করা। অধিপতি এবং ইন্দ্রিয়—
 এ হয়ের ভিন্নতা হাদ্যক্ষম করতে হবে। অধিপতিকে রাজার সঙ্গে
 তুলনা করা যায়। তিনি রাজ্যের সর্বময় কর্তা য়্পে মন্ত্রিগণের উপর
 আধিপত্য করেন। ইন্দ্রিয়গুলিকে মন্ত্রিগণের সঙ্গে তুলনা কবা হয়।
 তাঁরা নিজেদের বিভাগীয় রাজকর্ম পরিচালনা করেন এবং অন্তের
 কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করেন না। চক্ষ্—ইন্দ্রিয় কেবল সহ-অবস্থানশীল
 ক্পের উপর আধিপত্য করে কিন্তু কর্ণেন্তিয়েরর আলম্বনের উপর
 আধিপত্য করে না। অধিপতির ক্ষেত্রে সে সকল প্রকার সহজাত
 চৈতসিকের উপর কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত না হবে আধিপত্য করে।
 ছই অধিপতি একসঙ্গে আধিপত্য করতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলি
 সমপদ বিশিষ্ট।
- ২০. এখানে চিন্ত বলতে জবন চিন্ত-স্রোতকে নির্দেশ করে এবং মীমাংসা বলতে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়কে বুঝায়।
- ২১. আহার—এক্ষেত্রে আহারকে 'পরিপোষণ করা' অর্থে ব্যবহার করা হযেছে। কবলীকৃত আহার রুপদেহকে পরিপোষণ করে। প্রাশাহার বা ইন্দ্রিয-সংস্পর্শ গাঁচ প্রকার বেদনাকে পরিপোষণ করে। মনঃসঞ্চেতনাহার ২৯ প্রকার কুশল এবং অকুশল লোকীয় চিত্তকে বুঝায়। তারা তিন ভবে উৎপত্তি প্রদান করে বা পরিপোষণ করে। বিজ্ঞানাহার প্রতিসন্ধি চিত্তকে বুঝায় যা সহজ্ঞাত নাম-রুপকে পরিপোষণ করে। প্রতিসন্ধি চিত্ত ১৯ প্রকার। অসংজ্ঞসত্ত্বের ক্ষেত্রে

জাহার কেবল রূপকে পরিপোষণ করে। এবং অরূপ সত্ত্বের ক্ষেত্রে কেবল নামকে পরিপোষণ করে। যে ভূমিতে পঞ্চন্ধন বিভ্নান সে ভূমিতে জাহার নাম-রূপকে পরিপোষণ করে।

- ২২. দশ প্রকার ইন্দ্রিয়-বিজ্ঞানে ধ্যানাঙ্গ উপস্থিত থাকে না
 -কারণ ইন্দ্রিয় বিজ্ঞান (তখন) অতি অস্পষ্ট এবং নিকট উপলব্ধির
 বিষয়ও অনুপস্থিত থাকে।
- ২৩. বীর্যবিরহিত চিত্ত যোল প্রকার যথা দশ ইন্দ্রিয়-বিজ্ঞান, ছই সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত, তিন সন্তীরণ চিত্ত এবং পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত। যে একাগ্রতা এ সুকল চিত্তে উপস্থিত থাকে তা অত্যন্ত ছুর্বল।
 - ২৪. অহেত্ৰুক চিত্ত আঠারটি।
- ২৫. বিচিক্রিৎসা চিত্তে যে একাগ্রতা বিছমান থাকে তা কেবল মনকে স্থির করে। ইহা শক্তিশালী নয়।
 - ২৬. অহেত্ক এবং একহেত্ক চিত্তে কোন অধিপতি নেই।
- ২৭. প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে ধ্যানাঙ্গ পাঁচটি কারণ তিন বেদনাকে এক রূপে গণ্য করা যায়। মার্গাঙ্গ নয়টি কারণ মিথ্যা সঙ্কল, মিথ্যা ব্যায়াম, এবং মিথ্যা একাগ্রতা যথাক্রেমে বিতর্ক, বীর্ঘ এবং একাগ্রতার অন্তর্গত। যদি পাঁচ বেদনাকে এক বেদনায় পর্যবসিত বরা হয় এবং তিন লোকোত্তরকে প্রজ্ঞাব্দে গণ্য করা হয় তবে ইন্দ্রিরের সংখ্যা দাঁড়ায় ষোল।

বোধিপক্খীয় সঙ্গহো

- 8: ১. বোধিপুক্খীয় সঙ্গছে চন্তারো সভিপট্ঠানা—কাষান্থস স্না—সভিপট্ঠানং, বেদনানুপস্সনা—সভিপট্ঠানং, চিন্তানুপস্সনা—সভিপট্ঠানং ধম্মানুপস্সনা-সভিপট্ঠানং ।
- ২০ চতারো সম্মণ্পধানা—উপ্পন্নানং পাপকানং পহানায় বাযামো, অরুপ্পন্নানং পাপকানং অরুপাদায বাযামো, অরুপ্পন্-নানং কুসলানং উপ্পাদায় বায়ামো, উপ্পন্নানং কুসলানং ভিযোভাবায় বাযামো।

- ৩. চত্তারো ইদ্ধিপাদা—ছন্দিদ্ধিপাদো, বিরিষিদ্ধিপাদো, চিত্তিদ্ধিপাদো, বীমংসিদ্ধিপাদো।
- 8. थिकिट्यानि—नम्धिट्याः, वितियिक्याः, निर्विधिट्याः, निर्विद्याः, निर्याः, निर्विद्याः, निर्विद्याः, निर्विद्याः, निर्विद्याः, निर्वि
- . ে পঞ্চলানি—সদ্ধাবলং, বিরিষবলং, সভিবলং, সমাধিবলং, পঞ্জাবলং।
- ৬. সন্তবোজ ্বজা—সভিসম্বোজ্বজো, ধম্মবিচয-সম্বোজ্বজো, বিরিযসম্বোজ্বজো, পীতিসম্বোজ্বজো, পস্সদ্ধিসম্বোজ্বজো সমাধিসম্বোজ্বজো, উপেব্থাসম্বোজ্বজো।
- ৭. অট্ঠমগ্গজানি—সম্মাদিট্ঠি, সম্মাসঙ্কপ্পো, সম্মাবাচা, সম্যাকম্মন্তো, সম্মাজীবো, সম্মাবাযামো, সম্মাসতি, সম্মাসমাধি। এখ পন চন্তারো সভিপট্ঠোনা' তি সম্মা-সতি একা'ব পব্চ্চতি। তথা চন্তারো সম্মপ্পধানা' তি চ সম মাবাযামো।

ছন্দো চিত্তং উপেক্ খা চ সদ্ধা-পদ্ সদ্ধি-পীতিযো
সম্মাদিট ঠি চ দঙ্কপ পো বাযামো বিরতিত্তয়ং।
সম্মাদতি সমাধী তৈ চুদ্দদ এতে সভাবতো
সত্তিং সপ্ পভেদেন সত্তধা তথা সঙ্গহো।
সঙ্কপ্ প-পদ্ সদ্ধি চ পীত পেক্ খা ছন্দো চ চিত্তং
বিরতিত্ত্যঞ্ চ

নব' একঠানা বিরিষং নব' অট্ঠ সতি সমাধি চতু, পঞ্চ পঞ্ঞা

সদ্ধা হঠামুত্তমসত্তিংসদ্ধম্মানম' এসো প্ররো বিভাগো সব্বে লোকুত্তরে হোন্তি ন বা সঙ্কপ্পপীতিযো লোকিযে' পি যথাযোগং ছব্ বিস্থদ্ধিপ্ বৃত্তিযং বোধিপক্ষীয় ধর্ম (২৮)

- বোধিপক্ষীয ধম' সংগ্রহে নিম বিষযগুলি অন্তর্ভু'ক্ত :—
- ১. চার স্মৃত্যুপস্থান যথা ১. কায়ামুদর্শন ২. বেদনামুদর্শন ৩. চিত্তামুদর্শন ৪ ধর্মামুদর্শন।

- ২. চার সম্যক্ প্রধান (৩০)ঃ
- ১. উৎপন্ন পাপচিত্ত বর্জনের জক্ত ব্যায়াম (প্রচেষ্টা) ২. অনুৎপন্ন পাপচিত্ত অনুৎপত্তির জক্ত ব্যায়াম ৩. অনুৎপন্ন কুশলচিত্ত উৎপত্তির জক্ত ব্যায়াম ৪. উৎপন্ন কুশল চিত্তের বৃদ্ধির জক্ত ব্যায়াম।
- ৩. চার ঋদ্ধি লাভের উপায় (ঋদ্ধিপাদ) (৩১)—১. ছন্দ, ২. বীর্য ৩. চিত্ত ৪. মীমাংসা।
- ৪. পাঁচ ইন্দ্রিয় (৩২) ১. শ্রদ্ধা ২ ধীর্য ৩. স্মৃতি ৪. সমাধি ৫. প্রজেন্দ্রিয়।
- ৫. পাঁচবল (৩২)—১. শ্রদ্ধা ২. স্মৃতি ৩. বীর্ষ ৪. সমাধি
 ৫. প্রজ্ঞাবল।
- ৬. সাত বোধ্যঙ্গ (৩৩)—১. স্মৃতি ২. ধর্মবিচার ৩. বীর্ষ ৪. প্রীতি ৫. প্রশান্তি ৬. সমাধি ৭. উপেকা।
- ৭. আট মার্গাঞ্চ (৩৪) ১. সম্যক্দৃষ্টি ২. সম্যক্সজন্ম ৩. সম্যক্বাক্য ৪. সম্যক্কর্ম ৫. সম্যক্তাজীব (জীবিকা) ৬. সম্যক্ব্যায়াম ৭. সম্যক্স্মতি ৮ সম্যক্সমাধি।

এখানে চার স্ত্যুপস্থানকে 'সম্যক্স্তি' এবং চার সম্ত্ প্রধানকে 'সম্ক্রায়াম' বলা হয়।

সাতভাগে সংগৃহীত ৩৭ বোধিপক্ষীয় ধর্ম তাদের স্বভাব অনুসারে ১৪ প্রকার হয় যথা ছন্দ, চিন্ত, উপেক্ষা, প্রদান, প্রশান্তি, প্রীতি, সম্যক্ দৃষ্টি, সঙ্কল্ল (চিন্তা), ব্যায়াম, তিন বিরতি, সম্যক্ স্মৃতি এবং সমাধি।

চৌদ্দ প্রকার চৈতসিক কি প্রকারে ৩৭ বোধিপক্ষীয় ধর্ম হল তা এর,প—সঙ্কল্ল, প্রশান্তি, প্রীতি, উপেক্ষা, ছন্দ, চেতনা, তিন বিরতি প্রভৃতি এক এক করে, বীর্ষ নয় বার, স্মৃতি আটবার, সমাধি চারবার, প্রজ্ঞা পাঁচ বার এবং সমাধিকে তুইবাব ধরে ৩৭ বোধিপক্ষীয় ধর্ম হয়।

সম্বল্প এবং প্রীতি ব্যতীত অবশিষ্টগুলি লোকোত্তর চিত্তে বিভাষান । লোকীয় চিত্তেও অবস্থা বিশেষে ছয় বিশুদ্ধি বিভাষান থাকে।

, ব্যাখ্যাঃ—

২৮. বোধিপক্ খীয়—বোধি অর্থে বিমুক্তিজ্ঞান বা বিমুক্তি জ্ঞান লাভ প্রত্যাশা বুঝায। পক্ষীয় অর্থে—যা সে জ্ঞান লাভের পক্ষে অপরিহার্য। অর্থাৎ বিমুক্তিজ্ঞান লাভের পক্ষে যা অপরিহার্য।

২৯. সভিপট ঠান—সভি = স্মৃতি, জাগরণশীলতা (জাননশীলতা) বা মনঃসংযোগশীলতা; পট্ঠান = প্রতিষ্ঠা করণ, স্থাপন, ভিত্তিস্থাপন ইত্যাদি। সমাধি এবং বিদর্শন (জ্ঞান) বৃদ্ধি করাকে সভিপট্ঠান বা স্মৃত্যুপস্থান বলা হয়। প্রত্যেক স্মৃত্যুপস্থান এক এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করে। চাব-স্মৃত্যুপস্থান ভাবনা একদিকে যেমন অশুভ, হৃংখ, অনিত্য এবং অনাত্মজ্ঞান বৃদ্ধি করে অপরদিকে তেমন আসক্তি (তৃষ্ণা), স্থখ, নিত্যতা এবং সারবত্ততা নির্মূল করে।

সংক্ষেপে স্ত্যুপস্থানের আলম্বন হল—নাম ও রূপ। প্রথমতঃ
স্ত্যুপস্থানের বিষয় হল—ব্প; শাস-প্রশাসকেও রূপের মধ্যে গণ্য
করা হয়। বিতীয় এবং তৃতীয় স্ত্যুপস্থান বিভিন্ন প্রকারের বেদনা
এবং চিন্তার বিষয়। চতুর্থটি নাম-রূপ উভয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্বিত।
এখানে ধর্ম শব্দ (ইংরেজীতে বা বাংলায়) অনুবাদ করা ছ্রহ। তাই
ভূল অর্থগ্রহণ প্রতিরোধের জন্ম পালি শব্দ 'ধর্ম' বা 'ধন্ম'ই বাখা
হল।

- এ বিষয়ে আরও বিশেষ জ্ঞান লাভেব জন্ম স্ভিপট্ঠান সূত্র এবং
 ভাষ্ঠ কথা পাঠ কৰুন।
- ৩০. সম্মপ্রেধান: সম্যুকপ্রধান— এক বীর্য চৈত্যসিক চার কুত্য সম্পাদন করে।
- ৩: ইদ্ধিপাদ—ইহা উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা বা অসাধারণ (অতি মানবিক) শক্তি লাভেব উপাযকে বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে চার ঋদ্ধিপাদ লোকোত্তর চিত্তের সঙ্গে সম্পর্কিত। ছন্দ চৈতসিক হল—কাজ করার ইচ্ছা। বীর্য চার সম্যক্ প্রধানকে নির্দেশ করে। চিত্ত বলতে লোকোত্তর চিত্তকে বুঝায়। মীমাংসা হল লোকোত্তর

চিত্তে বিভ্যমান প্রজ্ঞা। লোকোত্তর চিত্তে যখন এ চার বিষয় বিভ্যমান থাকে তথন তাকে ঋদ্বিপাদ বলা হয়।

৩৩. সম্বোজ্বজ-সম্ ভরত, উত্তম; বোধি = বিমৃত্তিজ্ঞান
বা যিনি বোধিজ্ঞান লাভের জন্ম সচেষ্ট; অঙ্গ = অবয়ব (অংশ)।
এখানে ধর্মবিচয় অর্থে নাম-রূপকে যথাভূতরূপে দর্শন। ইহা বিদর্শন।
প্রস্নদ্ধি বা প্রশান্তি বলতে কায় ও চিত্ত প্রশান্তি। উভয়কে ব্রায়।
উপেক্ষা বলতে উপেক্ষা সংবেদন (বেদনা)কে ব্রায় না
বরঞ্চ তা মানসিক প্রশান্তি রূপ তত্রমধ্যস্থতাকে ব্রায়। ধর্মবিচয়
(বিচাব), বীর্য এবং প্রীতি স্ত্যানমিদ্ধ প্রভিপক্ষ; প্রশান্তি (প্রশ্রনি),
সমাধি এবং উপেক্ষা উদ্ধৃত্য প্রতিপক্ষ।

৩ র মগ্ গঙ্গানি—অর্থকথা অনুসারে মার্গ শব্দ ছাই অর্থে ব্যবহাত হয় যথা যে মার্গ নির্বান প্রত্যাশীগণ অনুসরণ করেন বা যা ক্লেশ ধ্বংস করে—তা'ই মার্গ। (নির্বানিখিকেছি মগ্ গীয়তী'তি বা কিলেদে মারেন্ডো গচ্ছতী'তি মগ্ গো)। মার্গের এ সংজ্ঞা সাধারণ মার্গ থেকো আর্থ-অষ্টাঙ্গিক মার্গকে যে নির্দেশ করে তা পরিকার রূপে বুঝা যার।

প্রকৃতপক্ষে আট অঙ্গ লোকোত্তর চিত্তে সম্মিলিত আট চৈতসিক যার আলম্বন হল নির্বাণ।

সম্মাদিট ঠি—শুদ্ধান্ত, শুদ্ধানত, শুদ্ধবিশ্বাস, শুদ্ধজ্ঞান। সম্যকদৃষ্টিকে চত রার্য-সত্য জ্ঞানর পে ব্যাখ্যা করা হয়। অস্ম অর্থে—ব্যক্তির ব্যক্তিষ্ক বিষয়ে যথাভূত জ্ঞান। অভিধর্ম অনুসারে ইহা প্রজ্ঞা চৈতসিক যা অবিদ্যা বিনাশ হরে। সকল কর্ম প্রজ্ঞা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাই ইহা (দৃষ্টি) প্রথমে স্থাপন করা হয়েছে। শুদ্ধান্তি শুদ্ধসক্ষর (চিন্তা) সঞ্চার করে।

সম্মাসঙ্কপ্প—সমাক্ চিন্তা, অভিলাষ, ইচ্ছা ইত্যাদি। অভিধর্ম অমুসাবে ইহা বিতর্ক (প্রস্থাপন) চৈত্রসিক যা নৈজ্বস্য (ত্যাগ), অব্যাপাদ এবং অবিহিংসা অমুশীলন মাধ্যমে কাম, ব্যাপাদ, এবং হিংসাকে নির্মূল কবে মনকে নির্বাণসুখী করে।

জুষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রথম হেই জঙ্গ প্রজ্ঞার অন্তর্গত। সম্যক সঞ্চল্লই শুদ্ধবার্ক্য, শুদ্ধকর্ম এবং শুদ্ধ জীবিকার প্রতি পবিচালনা করে। এই তিনটি শীলেব অন্তর্গত।

সম্মাবাচা— সম্যক্ বাক্য হল—মিখ্যা, পিশুন (নিন্দাসূচক বাক্য), কর্ক্য এবং বুথালাপ থেকে বিরতি।

সম্মাকম্মন্ত-হত্যা, চুরি এবং মিখ্যাকামাচার থেকে বিরতি।

সম্মাজীব— হই প্রকার। ইহা ভিক্ষু এবং গৃহীগণের সম্যক্ জীবিকা। গৃহীগণের পক্ষে (শীল পালন ত উচিতই) তহুপরি অস্ত্র, কৃতদাস, নেশাদ্রব্য, হত্যাব জন্ম পশু এবং বিষ বাণিজ্য নিষিদ্ধ)।

তিন বিরতি চৈতসিক উক্ত তিন মার্গাঙ্গে বিগুমান। সম্মাবাযাম—পূর্বোক্ত চার প্রধান বা প্রচেষ্টাকে বুঝায। সম্মাসতি—ইহা পূর্বোক্ত চাব স্মৃত্যুপস্থান।

সম্মাসমাধি—ইহা চিত্তের সমাধি বা একাগ্রতা। ইহা একাগ্রতা চৈতসিক।

এই শেষ তিন মার্গাঙ্গ সমাধির অন্তর্গত।

৩৫. বিরিয়: বীর্য বলতে বুঝায়—৪ প্রধান, ১ ঋদ্দিপাদ, ১. ইন্দ্রিয়, ১ বল, ১ বোধ্যঙ্গ, ১. সম্যক বীর্য।

স্মৃতি বলতে বুঝায়—৪ স্মৃত্যুপস্থান, ১ ইন্দ্রিয়, ১ বল, ১ বোধাঙ্গ, ১ সম্যক স্মৃতি।

সমাধি বলতে বুঝায—১ ইন্দ্রিয়, ১ বল, ১ বোধ্যঙ্গ, ১ সম্যক সমাধি।

প্রজ্ঞা বলতে বুঝায়—১ ঋদ্দিপাদ, ১ ইন্দ্রিয়, ১ বল, ১ বোধ্যঙ্গ এবং ১ সম্যক্দৃষ্টি। অর্থাৎ বীর্য—স্মৃতি—সমাধি প্রজ্ঞা ততবার তন্মধ্যে ব্যবহাত হয়েছে (বা-উক্ত হয়েছে)।

শ্রদ্ধা ছবার এরূপে উক্ত হয়েছে—১ বার ইন্দ্রিযের মধ্যে এবং ১ বার বলের মধ্যে।

যথন দ্বিতীয় ধ্যানকে ভিত্তি করে লোকোত্তব চিত্ত লাভ হয তখন 'বিতর্ক' থাকে না। চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্যানকে ভিত্তি করে লোকোত্তর চিত্ত লাভ হলে প্রীতি থাকেনা।

৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম কেবল লোকোত্তর চিত্তে বিভাষান থাকে কিন্তু লোকীয় চিত্তেও কোন কোন সময় চিত্ত বিশেষে উৎপন্ন হয়। سلط و অভিধৰ্মাৰ্থ সংগ্ৰহ 河刺 ポンピ বোধিপক্ষীয় সংগ্ৰহ Ø00 ١ 1 ৫ বল ١ ৫ ইন্দ্রিয় ৪ ঝাজিপাদ 1 1 ١ প্রধান 1 পস্থান 1 -स्याक्क्ष विव्राध् स्थ : • : •

সব্বসঙ্গহো

- ৫. (১) সব্বসঙ্গতে—পঞ্ক্খন্ধোঃ রূপক্খন্ধো, বেদনাক্থন্ধো,
 সঞ্ঞাক্থন্ধো, সঙ্খারক্থন্ধো, বিঞ্ঞাণক্থন্ধো।
- (২) পঞ্পাদানক্ খলা—ব্পুপাদানক্ খলো, বেদন্পাদানক্ খলো, সঞ্ঞূপাদানক্ খলো, সঙ্খাকপাদানক্ খলো, বিঞ্ঞাণুপাদান-ক্ খলো।
- ্ (৩) দ্বাদসায়তনানি —চক্খুআয়তনং, সোতায়তনহং, ঘাণায়তনং, জিব্হাআয়তনং, কায়ায়তনং, মনায়তনং, রুপায়তনং, সদ্দায়তনং, গলায়তনং, রসায়তনং, ফোট্ঠব্বায়তনং, ধম্মায়তনং।
- (৪) আট্ঠাবসধাত যো—চক্র্ধাত, সোতধাত, ঘাণধাত, জিব্হাধাত, কা্যধাত, রুপধাত, সদ্দধাত, গন্ধাত, রুসধাত, কা্যধাত, রুপধাত, সদ্দধাত, গন্ধাত, রুসধাত, যোট্ঠব্বধাত, চক্র্বিঞ্ঞাণধাত, সোতবিঞ্ঞাণধাত, ঘাণবিঞ্জাণধাত, জিব্হারিঞ্জাণধাত, কা্যবিঞ্জাণধাত, মনো-ধাত, ধন্মধাত, মনোবিঞ্জাণধাত।
- (৫) চত্তারি অরিষসচ্চানি—ত্ক্খং অরিষসচ্চং, তুক্খসমুদ্যং অরিষসচ্চং, তুক্খনিরোধং অরিষসচ্চং, তুক্খনিরোধগামিনিপটিপদা, অরিষসচ্চং।

এখ পন চেতসিকা—সুখুমরূপ—নিব্বানবসেন এক্নসত্তি ধন্মা ধন্মাযতনধন্মধাতৃতি সঙ্খাং গচ্ছন্তি। মনাযতনং এব সত্তবিজ্ঞাণধাত্বসেন ভিজ্জতি।

- (ক) রূপঞ্চ বেদনা সঞ্ঞা সেসা চেভসিকা তথা বিঞ্ঞাণং ইতি পঞ্চে' তে পঞ্চক্ খন্ধা তি ভাসিতা। _
- (খ) পঞ্চ উপাদানক্ খন্ধা তি তথা তেভুমকা মতা ভেদাভাবেন নিব্বানং খন্ধসঙ্গই নিস্সটঃ
- (গ) দ্বারালম্বনভেদেন ভবস্তাযতনানি চ দ্বারালম্বভহুপ পন্নপরিযাযেন ধাতুযো
- (ঘ) ছক্খং তেভূমকং বট টং তণ্ হাসমূদ্যো ভট্ নিরোধো নাম নিব্বানং মগ্গো লোকুত্বো মি

(%) মগ্গযুত্তা ফলা চ' এব চত্মচ্চবিনিস্সটা ইতি পঞ্প-্পভেদেন পরুত্তো সব্বসঙ্গহো।

ইতি অভিধন্মখনজহে সমুচ্-্চযসজহবিভাগো নাম সভ্নপরি-চ্ছেদো।

সর্বসংগ্রহ (৩৬)

- প্রবাদ্যারে নিম্ন বিষয়গুলি সংগৃহীত:—
- 5. পাঁচম্বন্ধ (৩৭)—র্প, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্থার, (৬৮), বিজ্ঞান-ম্বন্ধ।
- २. शाह-छेशांना-ऋक (७৯)—त्रूश, त्वनना, मःखा, मःस्रार्वे, विक्रीताशानान ऋके।
- ৩. বার আয়তন (৪০)—চক্ষু (৪১), শ্রোত্র, জান, জিহনা, কায়, মন, রুপ, শর্ক, গন্ধ, রস, স্পৃষ্ঠ, ধর্মায়তন। (প্রথম পাঁচটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ম বিষয়)।
- হ্লান্ত্র বাত্র (৪০)—চক্ষু, শ্রোত্র, ভ্রাণ, জিহ্রা, কায়, মন, ব্প, শব্দ, গর্জা, রস, স্পৃশ্য, ধর্ম। চক্ষু বিজ্ঞান, প্রোত্তবিজ্ঞান, ভ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান (৪৪), মনোবিজ্ঞান ধাত্র (৪৫)।
- ক্র: চার আর্থনত্য (৪৬)—হঃখ আর্থনত্য, হঃথের উৎপত্তি আর্থ-সত্য, হঃথের নিরোধ আর্থনত্য, হঃথের নিরোধমার্গ আর্থনত্য।

এখানে ৫২ চৈতসিক, ১৬ সুক্ষর্প এবং নির্বাণ সহ ৬৯ প্রকার ধর্মই ধর্মায়তন এবং ধর্মধাত্ব এবং মনায়তনকে সাতপ্রকার বিজ্ঞানধাত্ব রূপে বিভক্ত করা হয়েছে। (হথা : চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, দ্রাণ বিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান, মনোধাত্ব এবং মনোবিজ্ঞানধাত্ব)।

- (ক) ব্প, বেদনা, সংজ্ঞা, অবশিষ্ঠ চৈতসিকগুলি এবং (সংস্কার) বিজ্ঞানকে পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়।
- থে) তিন ভূমিব সঙ্গে যুক্ত স্কন্ধগুলি পঞ্চ-উপাদান বা পঞ্চোপাদান স্কন্ধ বলা হয়। নিব'াণকে (অভীভ, বর্তমান এবং অনাগত) রূপে ভেদাভেদ করা যায় না তাই নিব'াণ উপাদানস্কন্ধ বহিভূ'ত।

- (গ) দার এবং আলম্বন ভেদে আয়তন ১২ প্রকার হয়। দার আলম্বন এবং ততুৎপন্ন ফল নিয়ে ধাত্র-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা ইয়।
- (ঘ) ত্রিভূমিতে আর্ব ত (জন্মই) ছংখ। তৃষ্ণার সমুদাই ছংখের কাবণ। নির্বাণই সর্বপ্রথের নিরোধ। মার্গই লোকৌন্তর।
- ৬. টেডসিক সংযুক্ত মার্গ এবং ফল চার আর্থসত্য বিনিমুক্তি। এবলৈ সর্বসংগ্রহ পাঁচ বিভাগে পবিব্যক্ত।
- এ পর্যন্ত অভিধর্মার্থ সংগ্রহে সমুচ্চয় সংগ্রহ নামক সপ্তমী পরিচ্ছেদ।

ব্যাখ্যা—

- ৬৬. সমূচ্য সংগ্রহে স্কন্ধাদি বিষয় বণিত হয়েছে।
- ৩৭. খন্ধ: স্বন্ধ অর্থে গুচ্ছ, পুঞ্জ, সমাহার বুঝার। বুদ্ধ জীবকে পাঁচ স্বন্ধের সমাহার রূপে বিশ্লেষণ করেছেন। অভীত, বর্তমান এবং অনাগর্ত রূপ সমূহকে একত্রে রূপক্ষন্ধ বলেছেন। অভ্য চার স্বন্ধক্তিও সেরুপে হাদ্যসম করতে হবে।
- ৬৮. সঙ্থার শব্দকে এথানে এক বিশেষ অর্থ ব্যবহার করা হযেছে। ৫২ চৈত্রসিকের মধ্যে একটি বেদনা এবং অপরটি সংজ্ঞা। অবশিষ্ট ৫০ চৈত্রসিককে একত্রে সংস্কার বলা হয়। মানসিক গঠন, প্রবণতা, প্রবৃত্তি প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার দ্বারা সংস্কার শব্দৈব প্রকৃত অনুবাদ হয় না, অর্থভ বুঝায় না। এমন কি ইচ্ছাকৃত কর্ম' শব্দ ব্যবহার করলেও সংস্কারেব যথার্থ অনুবাদ হয় না।

'চৈতসিক' কিন্তু অতীব সাধারণ প্রতিশব্দ ্কিন্ত তা ভূল অর্থ-বোধক নয়।

- ৩৯. উপাদানক্ষঃ উপাদানস্ক্ষ এগুলি আলম্বনের প্রতি আসক্তি বা তৃষ্ণা উৎপাদন করে, তাই এ নামে অভিহিত কবা হয়। আট লোকোত্তর চিত্ত, তদন্তর্গত চৈত্যিক এবং দশ রূপগুণ কর্মজ নয় তাই তাবা উপাদানস্ক্ষ নয়।
 - পায়তন অর্থে পরিধি, ক্ষেত্র ভিত্তি বুঝায়।

- 85. চক্থাযতন—অর্থে চক্ষুর সংবেদনশীল অংশ যা চক্ষুগ্রাফ্র বিষয়কে প্রতিগ্রহণ করে তাকে বুঝায়। অক্যান্স চার ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও সেরপ্রভাবে হুদয়ঙ্গম করতে হবে।
- 8২. মনাযতন—কায়িক অঙ্গ (বা ইন্দ্রিয়ের) ক্যার্থ মনের কোন বিশেষ অঙ্গ নেই। মনায়তন বলতে মনোদ্বারাবর্তন এবং তৎসঙ্গে-পূর্ববর্তী ভবাঙ্গ উপচ্ছেদকেও নির্দেশ করে। প্রথম পরিচ্ছেদ দেখুন)।
 - ৪৩. ধাত্র—যা স্বকীয় লক্ষণ ধারণ করে তা'ই ধাত্র।
- ৪১. ধন্মধাতৃ: ধর্মধাত্ব ধর্মায়তনের সমার্থবাধক শব্দ কিন্ত
 ধন্মারন্মণ (ধর্মালম্বন) থেকে ভিন্ন অর্থবোধক কারণ চিত্ত, প্রজ্ঞান্তি
 (পঞ্জান্তি) এক প্রসাদবৃপ ধর্মালম্বনের অন্তর্ভুক্ত নয়।
- ৪৫. মনোবিঞ্ঞাণধাত্ব: ননোবিজ্ঞানধাত্ব —৮৯ প্রকার চিত্তের
 মধ্যে দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান এবং তিন মনোধাত্ব (অর্থাৎ ছই প্রকাব সম্প্রতীচ্ছন
 চিত্ত এবং পঞ্চদ্বারাবর্তন বর্জিত) ৭৬ প্রকার চিত্তকে (মনোবিজ্ঞানকে
 মনোবিজ্ঞানধাত্বরূপে গণ্য করা হয়।
- ৪৬. অরিযসচ্চ: আর্যসত্য-পালি শব্দ 'সচ্চ' অর্থে ব্ঝায়।
 'যথাভূত' অর্থাৎ 'যে যা তাই।' সংস্কৃত 'সত্য' অর্থে হয়—'অখণ্ডনীয়,
 সত্য।' বৃদ্ধ জীরের জীবন সম্পর্কিত এর্প চার সত্য প্রচার
 করেছেন। তাদের আর্যসত্য বলা হয়। কারণ সে সত্য আবিলতাহীন মহান আর্য বৃদ্ধ কর্ভূক আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রথম আর্থসত্য হল—ছঃখ। বেদনা হিসেবে ছঃখ হল—যা সহ করা অত্যন্ত কষ্টকর। বস্তুনিরপেক্ষ সত্য হিসেবে ছঃখ ঘুণ্য (ছু) শৃক্ততা (খ) অর্থে ব্যবহাত হয়। জগৎ ছঃখে স্থিত—তাই ঘুণ্য। ছঃখ-সত্যবিহীন তাই শৃক্ত। সে কারণে ছঃখের অর্থ হয়—ঘুণ্য শৃহ্ তা।

হৃংখের উৎপত্তির কারণ তৃষ্ণা যা বারবার পুনর্জন্মদায়ী। তৃতীয় আর্যসত্য হল নির্বাণ যা ইহজ্বমে তৃষ্ণাক্ষয়ে প্রত্যক্ষ করা যায়। চত্বর্ধ আর্যসত্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্স বা মধ্যপথ।

অষ্টম পবিচ্ছেদ পচ্চয-সঙ্গ্ৰহ-বিভাগো

- বেদং দঙ্খতধন্মানং যে ধন্মা পচ্চ্যা যথা তং বিভাশং হি' দানি প্রক্থামি যথাবহং।
- পটিচ্চ-সম্প্পাদনযো, পট্ঠাননযো, চা'তি
 পচ্চ্যসঙ্গহো ত্ৰিখো বেদিতব্বো।
 তথ তব্ভাবভাবীভাবাকাবমজোপলকৃথিতো পটিচ্চসমৃপ্পাদন্যো।
 পট্ঠাননযো পন আহচ্চপচ্চষট্টিতং আবব্ভ পবৃচ্চতি। উভযং পন
 বোমিদ্দেত্বা পপঞ্জে আচবিযা।

তথ অবিজ্জা-পচ্চ্যা সঙ্খাবা, সঙ্খাবা-পচ্চ্যা বিঞ্ঞাণং, বিঞ্ঞাণ-পচ্চ্যা নামকপং, নামকপ-পচ্চ্যা সলাযতনং, সলাযতন-পচ্চ্যা কন্সো, কন্স-পচ্চ্যা বেদনা, বেদনা-পচ্চ্যা তণ্হা, তণ্হা-পচ্চ্যা উপাদানং, উপাদান-পচ্চ্যা ভবো, ভব-পচ্চ্যা জাতি, জাতি-পচ্চ্যা জবা-মবণ সোক-পবিদেব-তুক্থ-দোমনস্স' উপাযাসা সম্ভবন্তি। এবং এতস্স কেবলস্স তুক্থক্থন্ধস্স সমৃদ্যো হোতী'তি অযং এখ পটিচ্চসমুপ্পাদন্যো।

তথ তবো অদ্ধা, দাদসঙ্গানি, বীসতাকাবা, তিসন্ধি, চতুসঙ্খেপো, তীনি বট্টানি, দ্বে মূলানি চ বেদিতব্বানি।

কথং ? অবিজ্জা, সভ্যাবা অতীতো অদ্ধা , জাতি, জবা. মরণং, অনাগতো অদ্ধা , মজ্বে অট্ঠ পচ্ চুপ্ পন্না অদ্ধা'তি তয়ো অদ্ধা।

অবিজ্জা, সঙ্থারা, বিঞ্ঞাণং, নাম-রূপং, সল্লায়তনং, ফদ্সো, বেদনা, তণ্ হা, উপাদানং, ভবো, জাতি, জ্বামবণং'তি দ্বাদসঙ্গানি। সোকাদিবচনং পন' এখ্য নিশ্সন্মবানিদস্সনং।

অবিজ্ জাসঙখাবগ্ গৃহণেন পন' এখ তণ্ হুপাদানভবো পি গহিতা ভবস্তি। তথা তণ্ হুপাদানভবগ্ গৃহণেন চ অবিজ্ জাসঙখাবা, জাতিজবামবণগ্ গৃহণেন চ বিঞ্ঞাণাদিফলপঞ্চকম' এব গহিতন্তি কন্তা,

অতীতে হেতবো পঞ্চ ইদানি ফলপঞ্চকং

ইদানি হেতবো পঞ্চ আয়তিং ফলপঞ্চবস্তি। বীসতাকাবা, তিসন্ধি, চতুসঙ্খেপো চ ভবস্তি।

অবিজ্জা-তণ্ হুপাদানা চ কিলেদবট্টং; কম্মন্তব-দঙ্পাতো ভব' একদেনো,
দঙ্পাবা চ কন্মবট্টং; উপ্পত্তি ভব দঙ্থাতো ভব' একদেনো, অবনেদা চ বিপাকবট্টন্তি তীনি বট্টানি।

অবিজ্জাতণ্ হাবসেন ছে মূলানি চ বেদিতব্ বানি।

- তেসমেব চ ম্লানং নিবোধেন নিক্জ্বাতি জবামরণমূচ্ ছায পীলিতানং অভিণ্ হসো আসবানং সমৃপ্ পাদা অবিজ্ জা চ পবত্ততি।
- বট ট্যাবদ্ধন্ ইচ্চেবং তেভ্যকং অনাদিকং পটিচ্চনমুপ্পাদে।'তি পট্ঠপেসি মহামৃনি।

প্রভায় সংগ্রহ বিভাগ

- ১ এবাব আমি যথাযথভাবে কি প্রকারে প্রত্যয় তত্ত্পয় বিষয়েব (১) সঙ্গে সম্বন্ধয়ুক্ত হয় তা বর্ণনা করব।
 - ২. প্রতার সংগ্রহ ত্'প্রকাবেব হরে থাকে:
- (১) প্রতীত্যসমূৎপাদ-নীতি (২) এবং (২) প্রস্থান-নীতি (৩) অন্থসাবে।
 এই তুই নীতিব মধ্যে প্রতীত্যসমূৎপাদ-নীতিব বৈশিষ্ট্য হল—সেই সেই প্রত্যয়
 ধর্মেব নির্ভরতায় এই এই প্রত্যযোৎপন্ন ধর্ম (৪) উৎপন্ন হয়।

পরম্পুর নির্ভবশীল প্রত্যয-বিচাবই প্রস্থান নীতি। আচার্যগণ এই চুই নীতিকে সংমিপ্রিত কবে বিশ্লেষণ করেন।

প্রতীত্যসমূৎপাদ-নীতি

- ১-২. অবিন্তাব (৫) প্রত্যেরে সংস্কার (৬),
 - ৩. সংস্থাবের প্রত্যমে বিজ্ঞান (৭),
 - প্রতিসন্ধি) বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরপ (৮),
 - নাম-কপেব প্রত্যায়ে ষডায়তন (৯),
 - ৬ ষডায়তনেব প্রত্যয়ে স্পর্শ (১০),
 - ৭. স্পর্শেব প্রত্যয়ে বেদনা (১১),

- ৮ বেদনাব প্রত্যেরে তৃষ্ণা (১২).
- ৯ ভৃষ্ণাব প্রত্যয়ে উপাদাদ (১৩),
- ১০ উপাদানেব প্রত্যয়ে ভব (১৪).
- ১১. ভবেব প্রত্যযে জাতি (জন্ম) (১৫),
- ১২ জাতি বা (জন্মেব) প্রত্যয়ে জবা-মবণ-শোক-পবিদেবন (পবিতাপ), তৃঃখ,দৌর্মনস্তা, উপায়াস (নৈবাশ্য) উৎপন্ন হয়। এরপে সমগ্র তৃঃখবাশি উৎপন্ন হয়। ইহাই প্রতীত্য-সমুংপাদ-নীতি।

এই নীতিতে ১ তিনকাল ২ বাব অঙ্গ ৩ বিশ আকাব ৪ তিন সন্ধি ৫ চাব সংক্ষেপ (গুচ্ছ) ৬ তিন বৃত্ত এবং ৭ (কর্মেব) তুই মূল বিভয়ান। এভাবেই তা জানতে হবে।

তা কি প্রকাবে হয় ?

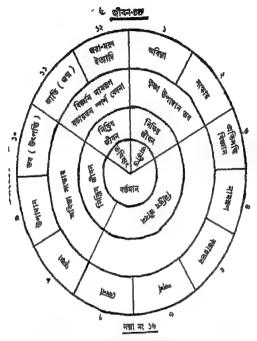
- ১ তিন কাল—অবিভা এবং সংস্থাব অতীতকাল। জন্ম-জবা-মবণ ভবিদ্তৎ কাল। মধ্যবর্তী আট অঙ্গ বর্তমান কাল।
- ২ বাব অঙ্গ—১ অবিহ্যা, ২ সংস্কাব (কুশল-অকুশল কর্ম), ৩. বিজ্ঞান,
 ৪ নাম-রূপ ৫. বড়াযতন ৬ স্পর্শ ৭ বেদনা ৮. তৃষ্ণা ৯ উপাদান
 ১০. ভব ১১. জন্ম ১২ জবা-মবণ-শোক প্রভৃতি জন্ম-জনিত ফল।
- ৩ ৪ ৫ —(১) এথানে অবিতা ও সংস্থাব যথন গ্রহণ কবা হয় তথন তৃষ্ণা, উপাদান এবং ভব ত্বাহণ কবা হয়। (২) সে প্রকারে তৃষ্ণা, উপাদান এবং ভব গৃহীত হয়ে অবিতা এবং সংস্থাবকেও গৃহীত কবা হয়েছে। (৩) জন্ম, জবা, মবণ গৃহীত হয়ে বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঁচ ফলও গৃহীত হয়।

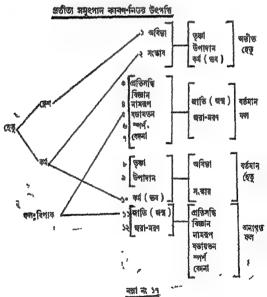
এ প্রকাবে অতীতেব পাঁচ হেতু বর্তমানেব পাঁচ ফল , বর্তমানেব পাঁচ হেতু, ভাবীকালেব পাঁচ ফল হয়ে দাঁডায়।

এরপে বিশ আকাব, তিন সন্ধি এবং চাব সংক্ষেপ হয়।

৬ তিন বৃত্ত :—(১) অবিভা, তৃষণা, উপাদান—ক্রেশ বৃত্ত । (২) ভবের 'কর্মভব' নামক একাংশ এবং (কুশল-অকুশল) সংস্থাব—কর্মবৃত্ত । (৩) ভবের 'উৎপত্তি ভব' নামক অপর অংশ এবং অবশিষ্ট অঙ্গ সমূহ—বিপাকবৃত্ত ।

১. ১७नः ১१नः नक्तां (मथून।





, ৭. দুই মূল (১)—অবিছা ও তৃষা।

তুই মূল ছিন্ন হলে তিন বৃত্তও কদ্ধ হব।

জবা-মবণ প্রপীডিত সন্তগণেব আসবাদি (১৭) উৎপন্ন হলে পুন: অবিভারও প্রবর্তন হয়।

মহামৃনি (বৃদ্ধ) আদি-বজিত ত্রিভৌম ত্রিবৃত্ত রূপ বন্ধনযুক্ত প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রস্থাপন করেছেন।

वाधाः :-

- (১) দ্বশারধম্মানং—পূর্ব পবিচ্ছেদে বণিত কাবণবদ্ধ (বা কাবণ-নির্ভব) নামবপ।
- (২) পটিচ চেনমুপ্ পাদ পটিচ চ = কাবণ-বশতঃ হেতু প্রভাবে , সম্প্পাদ-উৎপত্তি। সাধাবণ অর্থে কাবণ-বশতঃ, উৎপত্তি বা হেতু প্রভাবে উৎপত্তি ; প্রতীত্যসমৃৎপাদ নীতিব প্রস্পাব নির্ভবশীল বাব অঙ্গেব কাবণ ও ফল যাকে প্রত্যয় বা প্রতাবোৎপন্ন বলা হব।

সোযে জান্ আউঙ্গ এব মতে পটিচ্চসমূপ্পাদনয অর্থে—কাবণ-নির্ভব ঘটনা নীতিকে বুঝায়।

এ পবিচ্ছেদে প্রতীত্যসম্ৎপাদকে বিশুদ্ধিমার্সেব ক্যায় পট্ঠাননারেব সঙ্গে মিপ্রিত কবা হযনি।

(৩) পট্ঠাননয় — সিংহলী অর্থকথা অনুসাবে 'প' উপসর্গেব অর্থ হল— নানা প্রকাব। লেডি সেয়াদ বলেন—প্রধান। 'ঠান' শন্দেব অর্থ হল কাবণ' বা 'প্রত্যুব' যাব ভাষান্তবে অর্থ দাঁডাহ—উপকাবকধর্ম (সাহায্যকাবী বা সমর্থনকাবী কাবণ।) প্রধান কাবণ বিষয়ক বিস্তৃত বর্ণনা পট্ঠানপকরণ পুস্তকে নিহিত আছে। ইহা অভিদর্ম পিটকেব সপ্তম গ্রন্থ। এ গ্রন্থে যে নীতি সন্নিবেশিত হয়েছে তাকে পট্ঠানন্য বলা হয়।

এই উভয় নযেব ভিন্নতা নিম্ননপে 'হাদযঙ্গম কবতে হবে:—

(১) ক এব কাবণে খ উৎপন্ন হয়। খ এব কাবণে গ উৎপন্ন-হয়। যথন ক থাকেনা তথন ঘণ্ড থাকে না। যখন খণ্ড নেই তথন গণ্ড থাকেনা। অগ্ৰ

see The Buddha and his teachings p 418-431

see Journal of the Palı Text Society, 1915-1916 pp 21-53

প্রকার—এই কারণ বিভ্যমান থাকলে, এই ফল উৎপন্ন হয় : এই কারণ বিভ্যমান না থাকলে, এই ফল উৎপন্ন হয় না। (ইমস্মিং সতি, ইদং হোতি; ইমস্মিং অসতি, ইদং ন হোতি)। ইহাই প্রতীত্যসমৃৎপাদনয়।

- (২) যখন আমবা বলি ক সহ-অবস্থান এবং পবস্পব নির্ভবশীলরূপে থ এব নঙ্গে সম্পর্বিত তথন আমরা পট্ঠাননযের দৃষ্টান্ত পাই।
- (৪) তব্ভাবভাবীভাবাতারমন্ত—ভাবাকাবমন্ত= এক ধর্মের উৎপত্তি;
 তব্ভাবভাবী = পূর্ব প্রত্যেষ ধর্মেব নির্ভবতায়।
- (৫) অবিজ্ঞা—অবিতা—অজ্ঞানতা অর্থাং চাব আর্যসত্য বিষয়ে অজ্ঞতা।
 ইহাকে এ অর্থেও ব্যাখ্যা কবা হয়—যা জীবগণকে অন্তহীন সংসার আবর্তনে প্রবর্তন
 করায (অন্তবিবহিতে সংসাবে সত্তে জবাপেতি)। তাতে যে বিপাক উৎপন্ন হয
 তা'ই প্রত্যন্ন বা কাবণ, যখন অবিতাব অবসান হয তথন প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয এবং
 কার্য কাবণ সম্বন্ধ অর্হং এবং বৃদ্ধগণেব তাব ধ্বংস হয়।
- (৬) সন্থার ঃ সংস্কার—ইহা এক বিভিন্ন অর্থ প্রকাশক শব্দ বাকে সে পবি-প্রেশিতে ব্যতে হবে। এখানে সংস্থাবকে অকুশল, কুশল, আনেঞ (অবিচলিত) চেতনা যা কর্মে কপান্তবিত হয এবং পুনর্জন্ম প্রদান কবে তাকেই ব্যায়। অকুশল চেতনা ১২ প্রকার অবুশল চিত্তকে ব্যায়। বৃশল চেতনা ৮ প্রকাব কুশল চিত্ত এবং ৫ প্রকাব কুশল রূপধ্যান চিতকে এবং আনেঞ্জ চেতনা ৪ প্রকাব কুশল অরুপ-ধ্যান চিত্তকে নির্দেশ কবে। ইংবেজী ভাষায় সংস্কাবের অর্থবহ কোন প্রতিশবদ নেই। সংস্থার পঞ্চস্কন্ধের একটি এবং বেদনা এবং সংজ্ঞা ব্যতীত অপর ৫০ চৈত্যনিককে সংস্থাব বলা হয়।

চাব লোকোত্তব মার্সচিত্ত সংস্থাব নয কাবণ লোকোত্তব চিত্তগুলি অবিচ্যা-বিনাশী। লোকোত্তব চিত্তে প্রজ্ঞাব আধিপত্যই প্রধান এবং ইচ্ছাকৃত চেতনা লোকীব চিত্ত সমূহে প্রাধান্ত লাভ কবে।

অকুশন কর্মে অবিভাব আধিপত্যই প্রমুখ এবং বুশন এবং অকুশন উভ্যকর্ম আবিভার কাবণেই সম্পন্ন হযে থাকে।

(৭) বিঞ্জাণ : বিজ্ঞান প্রকৃতপক্তে ১৯ প্রকার প্রতিসদ্ধি চিত্তকে বুঝায়। এ সম্বন্ধে পঞ্চম পবিচ্ছেদে বিস্কৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। ৩২ প্রকার বিপাক চিত্ত যা জীবন প্রবর্তন কালে অহুভূত হয় তাও বিজ্ঞান এর অন্তর্গত।

প্রতিসন্ধি চিত্ত মাতৃগর্ভে পিতাব গুক্ত এবং মাতাব ডিম্বকোয়ের সঙ্গে সম্মিলিত

হয়ে ভ্রাণ সৃষ্টি হয়। প্রতিসন্ধি চিত্তে অতীত জীবনেব সমল সংস্থাব, লক্ষণ এবং প্রবৃত্তি সেই বিশেষ ব্যক্তিগত জীবন প্রবাহে স্বগু থাকে।

প্রতিসন্ধি চিত্তকে প্রভাষব নপে ধবে নেওয়া হয় কাবণ (অহেতুক বিপাক) শেত্রে ইহা হয়তঃ লোভ-দেম মোহ প্রভৃতি অকুশল হেতু বিপ্রযুক্ত অথবা (সেহেতুক বিপাক) ক্ষেত্রে ইহা কুশল হেতু সম্প্রযুক্ত।

(৮) নামরূপ—এই মিশ্র শব্দকে কেবল নাম, কেবল রূপ এবং সংযুক্তরূপে নাম রূপ হিসেবে হৃদযক্ষম কবতে হবে। অরূপ ভূমিতে কেবল মন (নাম), অসংজ্ঞ ভূমিতে কেবল রূপ এবং কাম এবং রূপভূমিতে নাম ও রূপ উভযই উৎপন্ন হয়।

এগানে নাম বলতে তিন স্বন্ধকে বুঝায় যথা বেদনা, সংজ্ঞা এবং সংস্থাব — যা প্রতিসন্ধিচিত্তেব সঙ্গে একত্রে (সহজাত রূপ) উৎপন্ন হয়। রূপ অর্থে তিন দশকণ যথা কায়—ভাব—বাস্তরূপ, তাও গর্ভ সঞ্চাব স্থাব অতীত কর্ম প্রভাবে একসঙ্গে উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্গ অতীত এবং বর্তমানেব সঙ্গে সংযুক্ত, অপব-পশ্যে তৃতীয় এবং চতুর্থ অঙ্গ সমসাময়িক।

(৯) সলায়তন ঃ ষড়ায়তন—জন সংগঠন কালে ছয় ইন্দ্রিয় বহু সম্ভাবনাপূর্ণ কায-মন ভিত্তিক অবস্থা থেকে ক্রমণঃ আবর্তিত হতে থাকে। অত্যস্ত নগণ্য এবং অপবিমেয় ক্ষুদ্রার ক্ষুণ্রাণ থেকে এখন জটিল ষড-ইন্দ্রিয় যন্ত্রে রূপান্তবিত হয়ে কোন কর্মকর্তারূপ আত্মা ব্যতীত যন্ত্রচালিতেব গ্রায় কর্ম সম্পাদন কবে যাচছে। সেই

ত কাম দেশক = ইহাব উপাদান হল ঃ পৃথিবী (বিস্তৃতি), আপ (সংসক্তি), তেজ (উম্কৃতা), বায় (বেগ), এব চাব উপাদানরূপ বর্ণ, গন্ধ, বস, ওজঃ, জীবিতেন্দ্রিয় এবং কায়।

ভাব দশক এবং বাস্তদশক —এ ছই দশকেব মধ্যে উক্ত (কায় ব্যতীত) ন দশক এবং যথাক্রমে ভাব এবং বাস্ত (বা হৃদযাসন) বয়েছে। ইহাব থেকে প্রমাণ হয় ভাব (স্ত্রী বা পুক্ষ ভাব) অতীত কর্ম প্রভাবিত হয়ে গর্ভ সঞ্চাব ক্ষণে নির্ধাবিত হয়।

এখানে কায় অর্থে দেহেব সংবেদনশীল অংশ। ভাব গর্ভ সঞ্চার ক্ষণে বিদিত হবনা তবে সে সন্তাব্যতা স্থপ্ত থাকে। হাদয় বা মন্তিদ্ধ যাদেব চিত্তের বাস্ত বা ভিত্তি কপে গ্রহণ করা হয় তাও বিদ্ধিত হ্যনা তবে সে সন্তাব্যতা তাব মধ্যে নিহিত থাকে।

যড-ইন্দ্রিয় হল, চক্ষ্, কর্ণ, নাসিকা, জ্বিহ্বা, দেহ এবং মন। প্রথম পাঁচটি সংবেদনশীল পাঁচ ইন্দ্রিয় যাব ক্রমবিকাশ হয়। হৃদয-বাস্ত সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

- (১০) ফ সৃস ঃ স্পর্ল—প্রথম এবং দ্বিতীয় পবিচ্ছেদ দেখুন।
- (১১) বেদনা—প্রথম এবং দিতীয় পবিচ্ছেদ দেখুন।
- (১২) তণ্হা: তৃষ্ণা—ইহা তিন প্রকাব যথা, কামতৃষ্ণা (পঞ্চ ইন্দ্রিয় স্থপ কামনা), ভবতৃষ্ণা (কামস্থধ ভোগ অবিনশ্বব, এরপ দৃষ্টি বা ধারণা), এবং বিভব-তৃষ্ণা (কামস্থধ ভোগ মৃত্যুব পর ধবংস হয়, এবপ দৃষ্টি)। শেষোক্তটি ভডবাদ দৃষ্টি।

ভবতৃষ্ণা এবং বিভব তৃষ্ণাকে কপভূমি এবং অপকপভূমিব প্রতি তৃষ্ণাকপেও ব্যাখ্যা কবা হয়। সাধাবণতঃ এই চুই শব্দ ভবে উৎপত্তি এবং অন্থংপত্তি কপে অন্থবাদ কবা হয়।

ছব প্রকাব ইন্দ্রিযগ্রাহ্ম বিষয়েব প্রতি ছয—ইন্দ্রিয় তৃষ্ণা বয়েছে যথা কপ, শব্দ, বদ, গদ্ধ, প্র্যু, প্র্যুগ এবং ধর্ম (বা চিন্তনীয় বিষয়)। তা আধ্যাত্মিক এবং বাহ্মিক ভেদে ১২ প্রকার, অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ভেদে ৩৬ প্রকাব হয়। যখন এই ৩৬ প্রকাব তৃষ্ণাকে আবার তিন প্রকার তৃষ্ণা (কামতৃষ্ণ', ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা) দিয়ে গুণ কবা হব তথন তৃষ্ণা সংখ্যা ১০৮-এ দাঁড়ার।

- (১৩) উপাদান—উপ+আ+দা ধাতু সংগঠিত, দেওবা। ইহা দৃঢ তৃষ্ণা, অত্যাসক্তি। তৃষ্ণা চুবিব উদ্দেশ্তে অন্ধকারে ভ্রমণেব ন্থায়। উপাদান প্রকৃত চুবিব দামিল। উপাদান আসক্তি এবং প্রমাদেব ফল। ইহা আমি এবং আমাব ভাব জাগ্রত কবে।
- (১৪) ভব: উৎপত্তি—ইহা কুশন এবং অবুশন উভয়ই যা কর্ম (কর্ম্ভব) বা কর্মের ফলম্বরূপ উৎপত্তি এবং (উৎপত্তি) বা কর্মের ফুলাকার উৎপত্তি উভয়কেই বুঝায। সংস্থাব এবং কর্মভবের মধ্যে পার্থক্য হল—পূর্বটি অতীতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং অপরটি বর্তমানের সঙ্গে সংযুক্ত। কর্মভবই ভবিশ্বং উৎপত্তির কারণ।
- (১৫) জাতিঃ জ্যা—প্রকৃতপক্ষে স্বন্ধ সমূহেব আবির্ভাব (থদ্ধানং পাতৃ-ভাবো)।
- (১৬) **অবিত্তাকে** প্রথম কাবণরূপে দেখান হযেছে ষা বর্তমানকে প্রভাবিত কবে। তৃষ্ণা বর্তমান কাবণ কিন্তু ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত কবে।

় (১৭) **আসব**ঃ আবিলতা পৃথগ্জনেব মধ্যে বিভাষান থাকে এবং তা'ই অবিভাব কাবণ।

পট্ঠাননযো

- ত ১ হেতুপচ্চযো ২. আবম্মণপচ্চযো ৩ অধিপতিপচ্চযো ৪ অনন্তর-পচ্চযো ৫ সমনন্তবপচ্চয়ো ৬ সহজাতপচ্চযো ৭ অঞ্ঞমঞ্ঞপচ্চযো ৮ নিস্ময-পচ্চযো ৯ উপনিস্মযপচ্চযো ১০ পুবেজাতপচ্চযো ১১ পচ্ছাজাতপচ্চযো ১২ আসেবনপচ্চয়ো ১৩ কম্মপচ্চযো ১৪ বিপাকপচ্চযো ১৫ আহাবপচ্চযো ১৬ ইন্দ্রিষপচ্চযো ১৭ ঝানপচ্চযো ১৮ মগ্গপচ্চযো ১৯ সম্পযুত্তপচ্চযো ২০ বিপ্পযুত্তপচ্চযো ২১ অথিপচ্চযো ২২ নিথিপচ্চযো ২০ বিগতপচ্চযো ২৪ অবিগতপচ্চযোগতি অযমেখপট্ঠাননযো।
 - ছধা নামন্ত নামন্স পঞ্ধা নামকপিনং
 একধা পুন কপন্স রূপং নামন্স চ' একধা।
 - পঞ্ঞত্তিনামকপাণি নামস্স ছবিধা ছবং
 ছবস্স নবধা চে'তি ছব্ বিধা পচ্চয়' কথং।
- ক) অনন্তরনিকদ্ধা চিত্তচেতসিকা ধন্মা পচ্চুপ্পন্নানং চিত্তচেতসিকানং অনন্তরসমন্তরন্থিবিগতবসেন , প্রিমানি জ্বনানি পচ্ছিমানং জ্বনানং অনেক্রমেন , সহজাতা চিত্তচেতসিকা ধন্মা অঞ্ঞ্মঞ্ঞং কং সন্প্যুত্তবসেনা'তি ছধা নামং নামস্ব পচ্চযো হোতি।
- (থ) হেতুঝানক্ষমগ্গলানি সহজাতানং নামৰূপানং হেতাদিবসেন, সহজাত-তেতনা সহজাতানং নামৰূপানং, নানকৃথণিকচেতনা বম্যাভিনিব্ ব্ভানং নাম-ৰূপানাং কম্মবসেন, বিপাকক্থনা অঞ্ঞমঞ্ঞং সহজাতানং ৰূপানং বিপাক্ষসেনাতি চ পঞ্ধা নামং নামৰূপানং পচ্চযো হোতি।
- (গ) পচ্ছাজাতা চিত্তচেতসিকা ধন্মা পুরেজাতস্স ইমস্স কায়স্স পচ্ছা-জাতবসেনাতি একধা'ব নামং রূপস্স পচ্চযো হোতি।
- (ঘ) ছবত্থ_্নি প্ৰবিত্ত্যং স্তুন্নং বিঞ্ঞাণধাতূনং, প্ৰকালম্বনানি চ পঞ্-বিঞ্ঞাণবীথিয়া-পুৰেজাতবসেনাতি একধা ব কপং নামস্ম পচ্চয়ো হোতি।

পঞ্বিধাে হোতি অত্থিপচ্চযাে অবিগতপচ্চযাে। আরম্মণ্-পসিদ্সয—কম্ম —অত্থিপচ্চযেস্থ চ দব্বে' শি পচ্চযা সমােধানং গচ্ছস্তি।

সহজাতরপস্তি পন' এখ সব্বথা' পি পবত্তে চিত্তসমূট্ঠানানং পটিসন্ধিযং কটত্তাৰপঞ্চ বসেন ছবিধো হোতি বেদিতব্বং।

> ইতি তেকালিকা ধম্মা কালমূত্তা চ সম্ভবা অজ্বাত্তঞ্ চ বহিদ্ধা চ সঙ্খাতাসঙ্খতা তথা পঞ্ঞত্তিনামৰূপানং বদেন তিবিধা ঠিতা পচ্চয়া নাম পট্ঠানে চতুবীসতি সব্বথা'তি

প্রস্থাননীতি

- ৩. নিম বিষযগুলি প্রস্থাননীতিব প্রত্যায (প্রধান কাবণ) সমূহ:—
- ১ হেতু (১৮) ২ আলম্বন (১৯) ৩. অধিপতি (২০) ৪ অনস্তব (২১) ৫. সমনস্তব (২১) ৬ সহজাত (২২) ৭ অন্তোক্ত (২৩) ৮ নিশ্রয
- (২৪) ৯ উপনিশ্রষ (২৪) ১০ পূর্বজাত (২৫) ১১ পশ্চাৎজাত (২৬)
- ১২ আদেবন (২৭) ১৩ কর্ম (২৮) ১৪ বিপাক (২৯) ১৫ আহাব (৩০)
- ১৬ ইন্দ্রিয় (৩১) ১৭ ধ্যান (৩২) ১৮ মার্প (৩৩) ১৯ সম্প্রযুক্ত (৩৪)
- ২০ বিপ্রযুক্ত (৩৫) ২১. অন্তি (৩৬) ২২ নান্তি (৩৭) ২৩ বিগত (৩৮)
- ২৪ অবিগত (৩৮)।

উক্ত ছব প্রকাব প্রত্যয় ছয ভাগে বিভক্ত :---

নামেব সঙ্গে নামেব ছয প্রত্যয ২ নামেব সঙ্গে নামরপেব পাঁচ প্রত্যয
 নামেব সঙ্গে রূপেব এক প্রত্যয ৪ রূপেব সঙ্গে নামেব এক প্রত্যয
 প্রজ্ঞপ্তি, নাম এবং রূপেব সঙ্গে নামেব ছুই প্রভ্যয ৬ নামরপ নামরপেব
সঙ্গে নয় প্রকার। প্রত্যয় দ্বাবা সম্পর্কিত। এরপে ছয় ভাগে বিভক্ত।

কি প্রকাবে সম্পর্কিত ?

- (ক) নামেব দক্ষে নামেব ছয় প্রত্যয় : এইমাত্র নিকন্ধ চিত্ত-চৈতদিক তদনস্তবে উৎপন্ন বিভাষান চিত্ত-চৈতদিকের অনস্থব, সমনস্থব, নান্ডি, বিগত প্রত্যয়। পূর্ববর্তী জ্ববন পববর্তী জ্বনেব আদেবন প্রত্যেয় এবং দেইমৃত চিত্ত-চৈত্তদিক পবস্পব সম্প্রযুক্ত প্রত্যায়।
 - (খ) নামেব সঙ্গে নাম ৰূপেব পাঁচ প্ৰকাৰ প্ৰত্যয়ঃ হেতু, ধ্যানাঙ্গ ও মাৰ্গাঙ্গ

তাদের সহজাত নাম-রণের সঙ্গে বথাক্রমে ১. হেতু-প্রত্যয় ২. ধ্যান-প্রত্যয় এবং ৩. মার্গ-প্রত্যয়। সহজাত চেতনা সহজাত নাম রণের সঙ্গে ৪. কর্ম-প্রত্যয়। সেরপ নানা ক্ষণিক চেতনা কর্মোৎপন্ন নাম-রণেব কর্ম-প্রত্যয়, বিপাকস্বন্ধ প্রস্পেব বিপাক-প্রত্যয়, সহজাত রূপেরপ্ত বিপাক-প্রত্যয়।

- (গ) নামেব সঙ্গে বংশব এক প্রকাব প্রত্যয় যথা পশ্চাৎ জাত চিত্ত-চৈতসিকেব পূর্বজাত এই কাষেব পশ্চাৎ জাত প্রত্যয়।
- (ঘ) দ্বপের দক্ষে নামেব এক প্রকাব প্রত্যয় : প্রবর্তন কালে ছব বাস্ত সপ্ত-বিজ্ঞান ধাতুব পূর্বজাত প্রত্যয় ; পঞ্চ আলম্বন পঞ্চবিজ্ঞান বীথিব পূর্বজাত-প্রত্যয়।
- (৫) প্রজ্ঞপ্তি, নাম এবং রূপেব দক্ষে নামেব ছুই মথা আলম্বন এবং উপনিশ্রম প্রত্যায় : আলম্বন রূপ ইত্যাদি দহ চ্য় প্রকাব। উপনিশ্রম প্রত্যায় তিন প্রকাব মথা আলম্বন—উপনিশ্রম, অনস্তব উপনিশ্রম এবং প্রকৃতি—উপনিশ্রম।

তাদেব মধ্যে আলম্বন যদি বৃহৎ হব আলম্বনেব উপব গুৰুত্ব আবোপ কবা হয়।
তথন তা আলম্বন উপনিশ্রব। এইমাত্র নিকন্ধ চিত্ত-চৈত্তসিকই অনন্তবোপনিশ্রব।
প্রকৃতি উপনিশ্রব নানাপ্রকাব বথা বাগ ইত্যাদি শ্রদ্ধা ইত্যাদি, হুখ, ছুঃখ, পুদ্গল,
আহাব, ধাতু শ্বনাসন ইত্যাদি বথাযোগ্য আধ্যাত্মিক এবং বাহ্নিক সমন্তই
কুশল ধর্মের প্রকৃতি উপনিশ্রব। কর্মন্ত ইহাব বিপাকেব প্রকৃতি উপনিশ্রব প্রত্যাহ।

- (চ) নাম-রূপ নামরূপের সঙ্গে নব প্রকাব প্রত্যেয-সম্পর্কিত বথা ১. অধিপতি ২. সহজাত ৩. অন্তোগ্য ৪ নিশ্রব ৫ আহাব ৬ ইন্দ্রির ৭ বিপ্রযুক্ত ৮. অস্তি ২ অবিগত।
- ১ অধিপতি প্রত্যব দুই প্রকাব বথা ১০ বে আলম্বনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ কবে গ্রহণ কবা হব, তখন সে আলম্বন চিত্তেব আলম্বনাধিপতি ২০ চাব প্রকাব সহজাত-অধিপতি (ছন্দ, চিত্ত, বীর্ষ, মীমাংসা) সহজাত নাম-কপেব সহজাত-অধিপতি।
- ২ সহজাত প্রত্যর তিন প্রকাব যথা ১ চিত্ত-চৈতসিক পরস্পব সহজাত প্রত্যর ২ চাব মহাভূত পবস্পব সহজাত প্রত্যয় এবং তত্ত্ৎপন্ন রূপেরও সহজাত প্রত্যয় ৩ স্থান্যবাস্ত্র এবং বিপাকচিত্ত প্রতিসন্ধিক্ষণে সহজাত-প্রত্যয়।
- ৩. অন্যোক্ত প্রত্যেষ তিন প্রকাব যথা ১. চিন্ত-চৈতসিক পবস্পার ২. চাব মহাভৃত পবস্পব এবং ৩ হৃদয়বাস্ত_ু এবং বিপাকচিত্ত পবস্পব অন্যোক্ত প্রত্যয়।
 - ৪ নিশ্রয় প্রত্যয় তিন প্রকাব য়য়া > চিত্ত-চৈত সিক পরস্পব নিশ্রয় প্রত্যয়

এবং সহজাত রূপেবও নিশ্রয় প্রত্যয় ২. চাব মহাভূত পরস্পব নিশ্রয় প্রত্যয়

ত হ্য বাস্ত সাত-বিজ্ঞান ধাতুর নিশ্রয় প্রত্যয়।

- আহাব প্রত্যয় তুই প্রকাব য়থা ১ কবলীকৃত আহাব এই রূপকায়েব
 আহাব প্রত্যয় ২ নাম-আহাব সহজাত নামরূপেব আহাব প্রত্যয়।
- ৬ ইন্দ্রিয় প্রত্যেষ তিন প্রকাব যথা ১ পঞ্চ ইন্দ্রিযেব পঞ্চ প্রসাদ-কপ পঞ্চবিজ্ঞানেব ইন্দ্রিয় প্রত্যেষ ২ কপ-জীবিতেন্দ্রিষ ভূতোৎপন্ন কপেব ইন্দ্রিয় প্রত্যন্ত্র ৩ অরপ ইন্দ্রিয় সমূহ সহজাত নাম-কপেব ইন্দ্রিয় প্রত্যায়।
- ৭ বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় তিন প্রকাব যথা ১ প্রতিসদ্ধিক্ষণে হৃদযবাস্ত বিপাকচিত্তেব সহজাত হযে এবং চিত্ত-চৈতসিক সহজাত রপেব সহজাত হযে বিপ্রযুক্ত প্রত্যয
 হয ২ পশ্চাৎ-জাত চিত্ত-চৈতসিক পূর্বজাত এই কাষেব পশ্চাৎ-জাত হযে বিপ্রযুক্ত
 প্রত্যয় হয ৩ প্রবর্তনেব সময ছয বাস্তব্ধপ সাত বিজ্ঞান ধাতুব পূর্বজাত হযে
 বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় হয়।
- (ছ) অন্তি ও অবিগত প্রত্যে পাঁচ প্রকাব যথা সহজাত, পূর্বজাত, পশ্চাৎ-জাত, কবলীকৃত স্বাহাব এবং রূপ-জীবিতেন্দ্রিয়।

২৪ প্রকাব প্রান্তাবকে চাব প্রকাব প্রান্তাবেও পবিণত কবা যায় যথা ১ আলম্বন ২ উপনিশ্রয ৩ কর্ম এবং ৪. অন্তি (প্রত্যায়ে)।

এই প্রত্যয় বর্ণনায় 'সহজাত' রূপ বলতে সর্বদা দুই প্রকাব 'সহজাত রূপ' বুরতে হবে। প্রথমতঃ প্রবর্তনের সময় চিত্তসমূখান রূপ' এবং প্রতিসন্ধিব সময় কৃতত্ব রূপ বা পূর্বজন্মকৃত কর্ম দ্বাবা উৎপন্ন রূপ (বুরতে হবে)।

ত্রিকাল বা কালমূক্ত, আধ্যাত্মিক বা বাহ্নিক, কৃত বা অকৃত লোকীয় বা লোকোত্তব সবল ধর্ম তিন আকাবে যথা প্রজ্ঞপ্তি, নাম এবং নপ আকাবে স্থিত।

এসকল ধর্ম পট ঠানের মধ্যে ২৪ প্রকাব প্রত্যবেব অন্তভূ কি।

ব্যাখ্যা :--

(১৮) হেজু—প্রত্যয় এখানে কিছু অস্ক্রবিধাব স্বাষ্ট কবছে। যদাবা কোন একটি ঘল প্রকাশিত বা প্রতিফলিত হয়, তাই প্রত্যয়। অন্য অর্থে—ইহাব কাবণ। তত্বপবি ইহাকে উপকাবক বা সহায়ক ধর্ম মপেও ব্যাখ্যা কবা হয়েছে। তেতুব সংজ্ঞা হল—যদাবা একটি ঘল প্রতিষ্ঠিত বা উৎপন্ন হয়। ইহাকে মূল অর্থে (মূলট্ঠেন) ব্যবহাব কবা হয়েছে। বৃক্ষমূল হল হেতু সদৃশ আব জল, সাব ইত্যাদি যা বৃক্ষেব

বর্বনে সাহায্য কবে ত। হল প্রত্যের। অভিধর্মে এই চুই সম্বন্ধযুক্ত শব্দেব চুই পৃথক অর্থে ব্যাখ্যা কবা হয়। স্থত্তে কোন প্রকাব ভিন্নতা ব্যতিবেকে একার্থবাধক রূপে ব্যবহৃত হয় যেমন (কো হেতু, কো পচ্ চযো) হেতু কি, কাবণ কি ?

পট্ঠানে ২৪ প্রকার প্রত্যন্ত্রেব বর্ণনাআছে এবং হেতু তাদেব একটি। হেতুপচ্চ্য বলতে—হেতু নিজেই প্রত্যন্ত্র বা হেতু রূপে ইহা প্রত্যন্ত্র হয়, এরপ বুঝার। ইহাকে উপকাব বা কার্যকবী ধর্ম (মূলট্ঠেন উপকাবকো ধন্মো) ব্যাখ্যা কবা হয়। ইহাব নিকটতম অন্থবাদ 'হেতু হিসেবে প্রত্যন্ত্র সম্বন্ধ' হওয়াই বাঞ্ছনীয়। (See Compendium P 279, Journal of Pali text Society, 1915-1916, pp 29-53)।

হেতু দর্বদা মানসিক। তা হল ছয় প্রকাব কুশল এবং অবুশল হেতু (প্রথম পরিচ্ছেদ দেখুন)।

- (১৯) আরম্মণ আলম্বন পূর্বটি অ + রম্, (রমিত হওবা); পবেব টি আ + লম্ব (ঝুলে থাকা) ধাতু হতে নিপায়। যে বস্তু বা বিষয়ে কর্তা রমিত হয় বা ঝুলে থাকে তাই আকম্মণ বা আলম্বন। সেকপ ছয় প্রকার আলম্বন আছে। দৃষ্টাস্তবন্ধপ বলা বায় কপ চক্ষ্বিজ্ঞানেব আলম্বন প্রত্যেয়। লোকীয় বা লোকোত্তর সব কিছুই মনেব আলম্বন হতে পারে।
- (২০) আধিপতি—নিজেব উপব কর্তৃত্ব বা ইক্তত্ব কবা। চার সহজাতাখিপতি হল ছন্দ, চিত্ত, বীর্য এবং মীমাংসা (প্রজ্ঞা), তাদের বে কোন একটি এক সমযে সহজাত চৈতসিক এবং রূপেব দঙ্গে অধিপতি রূপে প্রাধান্ত দিয়ে প্রত্যয় সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। 'চার সহজাতাধিপতিব একটিকে প্রাধান্ত দিয়ে যখন চিত্ত এবং চৈতসিক উৎপন্ন হয় তথন সেই চিত্ত-চৈতসিক অপব চিত্ত-চৈতসিকেব অধিপতি প্রত্যয় হয়।
- (২১) অনন্তর সমনন্তর—অর্থ হিসেবে এ ছইষেব কোন পার্থক্য নেই।
 শব্দ-তত্ত্ব অন্ন্যাবে তাবা পৃথক মাত্র। বৌদ্ধর্ম অনুসাবে একটি চিত্তক্ষণ বিল্পু হয়ে
 তৎপরবর্তী চিত্তক্ষণ উৎপন্ন কবে, পববর্তী চিত্তক্ষণ পূর্ব বিল্পু চিত্তে নিহিত সকল
 প্রকাব সন্তাব্যতা উত্তরাধিকার কবে। বিল্পুমান চিত্তের সঙ্গে উত্তবাধিকাবী চিত্তের
 সম্বন্ধ হল—অনন্তর এবং সমনন্তব।
- (২২) সহজাত চাব নামস্বন্ধ (অরপ স্বন্ধ যথা বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্বার, বিজ্ঞান) উৎপত্তির একই সঙ্গে যে বিভিন্ন চৈতদিক এক প্রকাব চিত্তে উৎপন্ন হয়,

তথন যে চাব মহাভূত একসঞ্চে উৎপন্ন হয় এবং প্রতিসন্ধি সময়েব তিন দশকেব একত্রে উৎপত্তি ইত্যাদি সহজাত প্রভায় সম্পর্কিত। প্রতীত্যসমূৎপাদ নীতিতে যথন স্পর্শ এবং বেদনা কাবণ ও ফল বপে উৎপন্ন হয়, তাও সহজাত প্রত্যয সম্পর্কিত।

চৈতসিকেব দক্ষে চৈতসিকেব, চৈতসিকেব দক্ষে রূপেব, রূপেব দক্ষে রূপেব, এবং রূপেব দক্ষে চৈতসিকেব দহজাত প্রত্যে ।

- (২৩) অঞ্ ঞেমঞ্জ এঃ অল্যোন্স—ভেপাষা টেবিলেব তিন পা যেমন প্রক্ষাব অন্যোন্স কপে সহায়ক তেমন চৈতসিক (অরূপস্কর্ম) এবং রূপ বা রূপস্কর্মগুলি প্রক্ষাব অন্যোন্স প্রত্যয় রূপে সম্পর্কিত। সহজাত প্রত্যয় এবং অন্যোন্স প্রত্যয় রূপে সম্পর্কিত। সহজাত প্রত্যয় এবং অন্যোন্স প্রত্যায়কে ভিন্নরূপে ব্রাতে হবে। তাবা এক নয়। দৃষ্টান্তঃ চাব অরূপ (চিত্তজ্ব) ক্ষম সহজাত চিত্তেব সঙ্গে এবং মহাভূতোৎপন্ন রূপ (উপাদারূপ) মহাভূত-রূপের সঙ্গে অন্যোন্স প্রত্যয় সম্পর্কিত নহে। তবে নিয়ম অনুসাবে চিত্ত এবং কপ প্রস্পাব অন্তেন্য সম্পর্ক্যকুত্য।
- (২৪) নিস্সয় এবং উপনিস্সয়—(নিশ্রব এবং উপনিশ্রব)—উপ+নি

 +√ সি ধাতু হতে নিপায়, অযন্থিত থাকা। উপ তীব্রতাবোধক উপসর্গ। বৃক্ষ
 মেনন ভূমিব আশ্রমে অবস্থিত থাকে তেমন অন্ধনেব জন্মও ক্যানভাস কাপডেব
 প্রয়োজন। নিশ্রর প্রত্যায়ও সেরপ। উপনিশ্রয়কে বলবান নিশ্রব (আশ্রয়) রূপে
 ব্যাখ্যা কবা হয়েছে। ইহাকে বৃষ্টিব সঙ্গে তুলনা কবা হয়েছে যাব উপর বৃক্ষেব
 বৃদ্ধি নির্ভব কবে। সোয়ে জান আউক উপনিশ্রয়কে 'পবিপূর্ণ' কারণ রূপে অন্থবাদ
 কবেছেন। দৃষ্টাস্তব্যরপ বলা যায় পাঁচ প্রকাব গুরু (গহিত) কর্মেব কথা যথা
 মাছহত্যা, পিতৃহত্যা ইত্যাদি নরকে উৎপত্তিব উপনিশ্রেয় প্রত্যয়। শান্ত পবিবেশ,
 প্রথম বয়সে শিক্ষালাভ ইত্যাদি জীবনে স্বাস্থ্য, অর্থ এবং জ্ঞান অর্জনেব
 নিশ্রয় প্রত্যয়। কুশলকর্ম ভবিয়ৎ কুশল কর্মেব উপনিশ্রম প্রত্যয় হয় সেরপ
 আধ্যান্মিক অহস্কাব প্রভৃতি বুকর্ম অবুশল ফল প্রদানেব উপনিশ্রম। (See Ledi
 Sayadaw's learned article on this subject in P. T. S Journal,
 1916, p 49-53)।
- (২৫) পুরেজাতঃ পূর্বজাত—যা পূর্বে ছিল। ছয় ইন্দ্রিয় (যথা চক্ষ্, কর্ণ, নাসিকা, জিহুরা, কাষ এবং চিত্ত) এবং ছয় ইন্দ্রিয় বিষষ (বর্ণ, শব্দ, গদ্ধ, রস, ম্পুষ্ঠ এবং ধর্ম) পূর্বজাত হয়ে পঞ্চবিজ্ঞান ও তৎসম্প্রযুক্ত চৈতসিকেব পূর্বজাত প্রত্যয

- হয়। পূর্বজাত বিষয় কেবল পূর্বে ছিল বলে প্রত্যার হয় না বর্তমানেও বিশ্বমান থাকে বলে প্রত্যায় হয়। পূর্ববর্তিতা পুরেক্ষাত চৈতসিকের প্রক্বত অন্থবাদ নয়। [পূর্বজাত প্রত্যায় সর্বদা 'রূপ' এবং ইহাব প্রভ্যয়োৎপত্ন ধর্ম সর্বদা 'নাম' বা চিত্ত-চৈতসিক।
- (২৬) পচছাজাতঃ পশ্চাং-জাত—৮৯ শ্রেণীব চিত্তেব মধ্যে চাব অরপ বিপাক ব্যতীত অবশিষ্ট ৮৫ চিত্ত এবং ৫২ চৈত্রসিক পূর্বজাত রূপ-বায়েব পশ্চাং-জাত প্রত্যয়। এজন্ত পট্ঠানে বলা হচ্ছে পুরেজাতানং রূপধন্যানং উপখন্তকখেন উপকাবকো অরপধন্মা পচ্ছাজাত—পচ্চমো—পূর্বোৎপন্ন রূপ-কায়রে প্রতি পশ্চাত্রৎপন্ন চিত্ত-চৈত্রসিক উপস্তন্তেব ন্তায় উপকাবক অরপধর্ম পশ্চাংজাত প্রত্যয়।
- (২৭) আন্তেবন —পুনংপুন সেবন বা অভ্যাস দক্ষতার দিকে নিয়ে যায়।
 ইহা বুশল এবং অকুশল উভয় চিত্তেব পক্ষে প্রয়োজ্য। পুনংপুনঃ অনুশীলন দ্বারা
 ব্যক্তি কোন বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করবেই। আসেবন এই পুনংপুনঃ
 অনুশীলনে দক্ষতা লাভকেই বুঝায়। চিত্তবীথিব জবন স্থানে প্রথম জবন চিত্তক্ষণ
 (আসেবন প্রভাষ ধর্ম) দ্বিতীয় জবন (প্রভারোৎপন্ন ধর্ম)-কে শক্তি দান কবে,
 দ্বিতীয় জবন তৃতীয় জবনকে শক্তি দান কবে এবং তৃত্ত ম জবন চতুর্থ জবনকে
 শক্তি দান কবে অর্থাৎ দ্বিতীয় জবন প্রথম জবন দ্বারা আসেবিত হয়, তৃতীয় জবন
 দ্বিতীয় জবন দ্বাবা আসেবিত হয় এবং চতুর্থ জবন তৃতীয় জবন দ্বাবা আসেবিত হয়।
 এ প্রকাবে চিত্তে পুনংপুনং শক্তিসঞ্চারক ক্রিয়াই আসেবন প্রভায়। একাবণে চতুর্থ
 জবন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রূপে বিবেচনা কবা হয়।
- (২৮) কম্ম কর্ম কর্ম কর্মের ও অকুশন চেতনা বা তৎপ্রস্থত চিন্তা, বাক্য, কায়কর্মে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই চেতনাকেই কর্ম বলা হয়; এই চিত্তজ কর্মই প্রতিসন্ধিক্ষণে কর্মজ নপের কারণ হয় বা কর্মজ নপ উৎপন্ন হয়। বীজ যেমন বৃক্ষের কারণ সেনপ কর্মও অবশুদ্ভাবী বিপাকের কারণ।
- (২৯) বিপাক—শীতল বায়্ যেমন রক্ষেব ছাষায় আদীন ব্যক্তিকে প্রশাস্ত' কবে সেরূপ বিপাক চিত্ত-চৈত্যদিক প্রযাসহীন শাস্ত প্রকৃতিব মত সহজাত চৈত্যদিক এবং রূপেব সঙ্গে প্রত্যয় রূপে সম্পর্কিত হয়।
- (৩°) আহার—কবলীকৃত আহার বেমন ওজঃশক্তি দ্বাবা দেহকে প্রতিপালন কবে তেমন মানসিক খাল চৈতসিককে সঞ্জীবিত বাখে। কবলীকৃত আহার ওজঃ বা খাল কপে দেহেব প্রত্যব ধর্ম সেরূপ অরূপাহার বা স্পর্শ বেদনাব, বুশল-অকুশল

- চেতনা (মনোসঞ্চেতনা) প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানেব এবং প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান নাম-রূপেব প্রত্যয় ধর্ম।
- (৩১) ই ন্দ্রিয়—এ সম্বন্ধে সপ্তম পবিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। বার প্রকাব ইন্দ্রিয় তাব সহজাত চৈতসিক ও রূপেব প্রত্যেয় কাবণ তাবা প্রত্যেকেই স্থ স্থ বিচবণ পরিধিতে আধিপত্য কবে। দৃষ্টান্ত—যেমন শ্রদ্ধা তাব সহজাত ধর্মবিশ্বাসে, নাম-জীবিতেন্দ্রিয় এবং রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় নাম-রূপকে প্রাণবন্ত কবতে, একাগ্রতা তাবনা অমুশীলনে এবং বেদনা শোক এবং স্থুখ ইত্যাদিব উপব আধিপত্য কবে।
- (৩২) ঝালঃ ধ্যান—সাত ধ্যানাঙ্গ যথা ১ বিতর্ক ২ বিচাব ৩ প্রীতি ৪ স্থথ ৫ উপেক্ষা ৬ দৌর্যনস্থ এবং ৭ একাগ্রতা বা সমাধি অক্সান্ত সহজ্ঞাত চৈতসিকেব সঙ্গে এবং ভাবনা রূপে পবস্পব প্রত্যেযবদ্ধ। যেমন বিতর্ক ইহাব সহজাত চৈতসিকের সঙ্গে ঈঙ্গিত বিষয়ে চিত্তস্থাপন রূপে প্রত্যেযবদ্ধ। প্রথম পবিচ্ছেদ দেখুন।
 - ১. ২ ৩ ৪ ৭ নং ধ্যানান্ধ তুই প্রকাব লোভমূলক চিত্তে বিভামান।
 - ১ ২ ৬ ৭নং ধ্যানান্ধ ছেষমূলক চিত্তে বিভযান।
 - ১ ২ ৫ ৭ নং ধ্যানান্ধ মোহমূলক চিত্তে বিভামান।
- (৩৩) মগ্রা মার্গ অর্থে পথ বুঝায়। এক মার্গ দ্বংখের দিকে এবং অগ্ন একটি মার্গ স্থাথেব দিকে পবিচালিত কবে। যে মার্গ পথিককে তৃংথেব দিকে পবিচালিত করে তা'হল অকুশল বা অশুভ মার্গান্ধ যথা মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সম্বন্ধ, মিথ্যা
 ব্যামাম এবং মিথ্যা একাগ্রতা। যে মার্গ পথিককে স্থথেব পথে পবিচালিত কবে তা'
 হল কুশল বা শুভ মার্গান্ধ যথা সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সম্বন্ধ, সমাক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম,
 দম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ ব্যায়াম, সমাক্ শ্বতি এবং সম্যক্ সমাধি। এই মার্গান্ধ
 শম্হ নাম রূপেব সঙ্গে প্রত্যাবদ্ধতাই অকুশল মার্গান্ধ অধোগতিব দিকে চালিত কবে
 এবং কুশল মার্গান্ধ উৎপত্তি থেকে অনুংপত্তিতে উন্নীত কবে।
- (৩৪) সম্পযুত্ত: সম্প্রযুক্ত—পবমার্থ দৃষ্টিতে কতকগুলি চিত্ত চৈতসিক ভিন্ন

 শব্দাযুক্ত হলেও তবুও কতকগুলি চিত্ত-চৈতসিক এক সঙ্গে উৎপন্ন হয়, এক সঙ্গে

 নিক্ষম হয়, এক আলম্বন গ্রহণ কবে এবং এক বাস্ত গ্রহণ কবে তাবা পরস্পব সম্প্রযুক্ত
 প্রত্যয় বদ্ধ।
- (৩৫) বিপ্পযুত্ত : বিপ্রযুক্ত—ইহা সম্প্রযুক্ত প্রত্যযেব বিপবীত। মিষ্টি এবং , তেতো পরম্পব সাহায্যকাবী হতে পাবে যদিও স্বাদে উভয়ই ভিন্ন। দৃষ্টান্ত স্বৰূপ বলা

যায় মনেব সঙ্গে স্কুদ্ববাস্তব বিপ্তাযুক্ত প্ৰত্যন্ত সমন্ত কাৰণ মন এখং স্কুদ্ববাস্ত উভয়ই

(৩৬) অথি: অন্তি প্রতাম ধর্ম সহজাত বা পূর্বজাত হবে প্রতামোৎপর প্ৰদাপতিৰ জলৈব মত প্ৰস্পৰ মিলনবদ্ধ নৰ।

ধৰ্মেৰ সঙ্গে বিজয়ান থাকে এবং এই বিজয়ানতাৰ কাৰণে তা অন্তি প্ৰতাৰ। বেমন

(৩৭) নথি: নান্তি আলোব অমুপস্থিতিতে অন্ধকাব নেমে আসে স্থৃতবাং পূৰ্ববৰ্তীনিৰ অনুপন্থিতিতে পৰবৰ্তীনি উৎপন্ন হয়। নান্তি প্ৰত্যবেৰ সম্বন্ধ এ কপ। আলোব কাবণে (প্ৰত্যেষ) বস্তু দৃষ্ট হব ।

দৃষ্টান্ত: দর্শন কার্যেব সঙ্গে অমুণস্থিতি বাপে সম্প্রতীচ্ছন চিত্তেব নান্তি প্রতাব সংস্ক। (ob) বিগত : অবিগত—ইহাবা অন্তি ও নান্তি প্রতায়েব অন্তবণ ।

৪ তথ রপধন্যা ৰণক্থৰো চ চিত্তচেতদিকদভাতা চতাবো অৰণিনো থকা নিব্বানঞ্চিত পঞ্চিত প্ৰ অৱপত্তি চ নাম্ন' তি চ প্ৰুচ্চতি। ততে। ख्यरम्म। अक्क कहि अन अक का शिवा अक कहि, अक का श्रामिता अक कहि।

কথং ? তং তং ভূতবিপবিণামাকাবমূপাদায় তথা তথা পঞ্ এত্তা ভূমিপব্ বতা দিকা. সমন্তাবসন্নিবেসাকাবং উপাদায গেহৰথসকটাদিকা, খন্দপঞ্চৰং উপাদায় পুৰিদ্ भूभ् ग्रांक्षिका, ज्यूमायब्सामिकः ज्यामाय मिमायांनिका, व्यमकः है ठीकावः ज्यामाय চ তৃষিধা হোতি। কুপগুহাদিকা, তং ভ্ৰতনিমিত্তং ভাবনাবিদেসঞ্চ উপাদাৰ কসিণনিমিতাদিকা চা' তি এবমাদিপ প্রভোগ পন প্রমুখতো অবিজ্জমানা পি অভচ্চায়াকারেন চিত্ৰ প্ৰাদানমালয়নভূতা তং তং উপাদায় উপনিধায় কাৰণং কৰা তথা তথা প্রবিক্স্ পিয়ুমানা সঙ্খাবতি, সম্ভূ গুলাবতি, বাহবীয়তি, পঞ্ গুলাপীয়তি তি

भक्त कार्ती, कि भर्ष १०६ । व्यनः अक कार्ति अक काश्मित्रा अक कार्ति माम । প্ত ্ঞাপনতো প্ত ঞ্ডি পন নাম নামকন্যাদিনামেন পবিদীপিতা। সা বিজ্জনামপঞ্ঞতি, অবিজ্জনানপঞ্ঞতি, বিজ্জনানেন অবিজ্জনানপঞ্জতি,

खिळ्यांत्न विळ्यांन्यव्य किंवि, विळ्यांत्न

তথ যদা পন পরমুখতো বিজ্জমান কুপ্রেদ্দাদি এতাব পুঞ্ এটাংপতি অবিজ্জানিপঞ্ঞতি চে'তি ছব্ বিধা হোতি। জনাবং বিজ্ জমানপঞ্ঞতি। যদা পন প্ৰমন্তা অবিজ্ জমানং ভূমিপৰ্ ব্ৰভাদিং এতায় পঞ্ঞাপেস্তি, তদায়ং অবিজ্জমানপঞ্ঞত্তী তি পবুচ্চতি। উভিন্নং পন বোর্মিস্পকবদেন দেসা যথাক্কমং ছলভিঞ্ঞো, ইখিসদ্দো, চক্থ্বিঞ্ঞাণং, স্বাজপুত্তো' তি চ বেদিতব্বা।

> বচীঘোসাত্মসাবেন সোতবিঞ্ঞাণবীথিযা পবজানন্তরূপ্ পন্ন-মনোঘাবস্স সোচবা অখাষস্সাত্মসাবেন বিঞ্ঞাযন্তি ততো পবং সাযং পঞ্জন্তি বিঞ্ঞেয়া লোকসঙ্কেতনিম্মিতা'তি।

ইতি অভিধন্মখদঙ্গতে পচ্চযদঙ্গতিভাগো নাম অট্ঠনো পৰিচ্ছেদো।

প্রজ্ঞপ্তি

৪ প্রঞ্জপ্তিব মধ্যে রূপ বা কাষই রূপস্কন্ধ। চিত্ত চৈতসিক সঙ্খ্যাত চার অরূপ স্কন্ধ ও নির্বাণ সহ পাঁচ অরূপস্কন্ধ হয়। তাদেবও 'নাম' বলা হয়।

অবশিষ্ট প্রজ্ঞপ্তিগুলি (৩৯) দুই প্রকাব যথা বচনীয় ও বাচক অর্থাৎ প্রজ্ঞাপিত (প্রকাশিত) বিজ্ঞপ্তি এবং প্রজ্ঞাপ্যমান (প্রকাশ কবণীয়) প্রজ্ঞপ্তি।

কি প্রকাবে ?

ভূমি পর্বত ইত্যাদি মহাভূতেব পবিবর্তিত আকাব অন্থ্যারে নামকরণ করা ইয়েছে, সেরপ গৃহ, বথ, শকট ইত্যাদিও দ্রব্য সম্ভাবেব বিশেষ সন্নিবেশাকারে এ নাম প্রাপ্ত হরেছে। পুরুষ, পুদ্পল প্রভৃতি পঞ্চয়ন্ধেব নমাবেশে এ নামে অভিহিত ইয়। দিক্ সময় ইত্যাদি চন্দ্র-সূর্যেব আবর্তননির্ভর নাম। কুপ, গুহা ইত্যাদি রূপেব অস্পৃত্যতা রূপ নাম। কসিণ (কৃৎস্প) আলম্বন প্রভৃতি সেই সেই ভূত নিমিত্তে ভাবনা পবিপ্রেক্ষিতে নাম প্রাপ্ত হয়েছে।

এ সকল বিভিন্ন পদার্থ সমূহেব যদিও পাবমার্থিক অস্তিত্ব নেই তবে তা চিত্তের মধ্যে পরমার্থেব ছাষাকাবে চিত্তোৎপত্তিব আলম্বন হয়।

পবমার্থ ধর্মেব সেই সেই ছায়া বিশেষ গৃহীত হয়, আলম্বিত হয়, নির্দ্ধারিত হয়

এবং অর্থপ্রজ্ঞপ্তি নামে অভিহিত হয়। কাবণ ইহা পবিকল্পিত, পরিগণিত, নাম

শমর্থিত' ব্যবহাবে প্রজ্ঞাপ্ত। পবমার্থ সম্বন্ধে একপ ধারণার নাম অর্থ-প্রজ্ঞপ্তি
কারণ ইহা বাক্য, শব্দ বা চিত্ত দ্বাবা প্রজ্ঞাপ্ত কবা হয়।

বাচক বা শন্ধ-প্রজ্ঞপ্তি, নামা ভাগে বিজ্ঞ বেমন নাম, নাম-নির্দ্ধারণ ইফ্যাদি। একপ নামেব শ্রেণী নিম্ন ছব প্রকাব (৪০):— বিভাষান প্রজ্ঞপ্তি ২ অবিভাষান প্রজ্ঞপ্তি ও বিভাষানেব সঙ্গে
অবিভাষান প্রজ্ঞপ্তি ৪. অবিভাষানের সঙ্গে বিভাষান প্রজ্ঞপ্তি ও বিভাষানেব সঙ্গে
বিভাষান প্রজ্ঞপ্তি ৬. অবিভাষানেব সঙ্গে অবিভাষান প্রজ্ঞপ্তি।

ब्रुशेख :

১ যথন পারমাথিককপে বিভ্যান কপ, বেদনা ইত্যাদি শবদাবা প্রকাশ কবা হয় তথন এই প্রকাশ বিভ্যান-প্রজ্ঞান্তি। ২ য়খন পাবমার্থিক রপে অবিভ্যান ভূমি, পর্বত ইত্যাদি প্রকাশ কবা হয় তথন এই প্রকাশ অবিভ্যান-প্রজ্ঞপ্তি। ৩. এই উভয়কে মিশ্রিত করেও 'য়ডভিজ্ঞ' ৪ 'স্ত্রীশন্ধ' ৫. চন্দ্রবিজ্ঞান ৬ বাজপুত্র ইত্যাদিকে য়থাক্রমে ব্রুতে হবে।

শ্রোত্রধাবে শব্দ শ্রুত হলে শ্রোত্রবিজ্ঞান উৎপন্ন হয এবং যথন অনন্তবে সেই আলম্বন মনোদ্বাব পথে আগমন কবে তথন তাব অর্থ স্থবিদিত হয়। কিন্তু আলম্বন প্রজ্ঞপ্তি হলেও তা লোকব্যবহারদিদ্ধ।

এ পর্যন্ত অভিধর্মার্থ-সংগ্রহে প্রত্যেষ সংগ্রহেব অষ্ট্রম পবিচ্ছেদ।

ব্যাখ্যা ঃ

(৩৯) পঞ্ ক্রেন্তি—প্রজ্ঞপ্তি ছই প্রকার যথা অর্থ প্রজ্ঞপ্তি ক্রেং নাম প্রজ্ঞপ্তি। পূর্বটি আলম্বন প্রজ্ঞপ্তি দারা প্রজ্ঞাপিত (প্রকাশিত)। প্রবর্তীটি আলম্বনেব নামাকরণ করে।

ভূমি, পর্বতকে দর্গান-প্রজ্ঞপ্তি বা লোক প্রজ্ঞপ্তি বলা হয় কাবণ তা আলম্বনের রূপাকারে গৃহীত।

শকট, গ্রাম ইত্যাদি সমূহ বা সমষ্টিগত প্রজ্ঞপ্তি কারণ তা কোন সমষ্টি গুচ্ছেব সঙ্গে একরণ।

পূর্ব, পশ্চিম প্রভৃতিকে কাল-প্রজ্ঞপ্তি বলা হ্য কারণ তা কালকে বুঝায়।

কুপ, গুহা ইত্যাদিকে আকাশ-প্রজ্ঞপ্তি বলা হয় কাবণ তা বিমৃক্ত স্থানকে নির্দেশ করে !

চাক্ষ্য নিমিত্ত, কল্পিত নিমিত্ত ইত্যাদিকে নিমিত্ত-প্রজ্ঞপ্তি বলা হয় কাবণ তা ভাবনা দ্বাবা মনোগৃহীত নিমিত্তস্বরূপ।

(8°) ছব প্রকাব **প্রজ্ঞপ্তি**।

- ১ রপ, বেদনা ইত্যাদি পাবমার্থিক রপে বিভ্যমান-বিভ্যমান-প্রজ্ঞপ্তি।
- ২ ভূমি, পর্বত ইত্যাদি পদার্থ সমূহেব নামাকবণ কবা হয়েছে, তাব পাবমা-র্যিক বিঅমানতা নেই—অবিঅমান-বিজ্ঞপ্তি।
- ত ষডভিজ্ঞ—ষড্ অভিজ্ঞা আছে যাব। এথানে পুক্ষেব বিদ্যমানতা নেই, ব্যুভিজ্ঞা পাবমার্থিক রূপে বিভ্যমান তাই বিভ্যমানেব সঙ্গে অবিভ্যমান-প্রজ্ঞপ্তি।
- প্রীলিক্ষ—এখানে শব্দ পাবমার্থিকরপে বিভ্যমান, স্ত্রী অবিভ্যমান— অবিদ্যমানেব সঙ্গে বিভ্যমান-প্রজ্ঞপ্তি।
- ৫ চক্ষ্বিজ্ঞান—এথানে সংবেদনশীল বা প্রসাদরপ পাবমার্থিকরপে বিভ্যমান কিন্তু বিজ্ঞানও তাই কাবণ বিজ্ঞানপ্রসাদরপনির্ভব—বিভ্যমানেব সঙ্গে বিভ্যমান— প্রজ্ঞপ্তি।
- ৬ বাজপুত্র—বাজা ও পুত্র, পাবমার্থিকরূপে কাবও বিভাগানতা নেই— অবিভাগানের সঙ্গে অবিভাগান-প্রজ্ঞপ্তি।

নবম পরিচ্ছেদ কম্মট্ঠান-সঙ্গহ-বিভাগো

১ কন্মট্ঠানসক্ষ

সম্থবিপদ্দনানং ভাবনানং ইতো পবং কম্মট্ঠানং প্ৰকৃথামি ছবিধং পি যথাক্কমং।

২ তথ সমথসঙ্গহে তাব দদকসিণানি, দসঅস্থভা, দসঅত্মৃদতিয়ে।, চতস্লো অপ্পমঞ্ঞায়ো, একা সঞ্ঞা, একং ববখানং, চত্তাবো আরুপ্পা চে'তি সম্ভবিধেন সম্থক্যমট্ঠানসঙ্গহো।

বাগচবিতা, দোসচরিতা, মোহচবিতা, সন্ধাচবিতা, বৃদ্ধিচবিতা, বিতক্কচরিতা, চে'তি ছব্ বিধেন চবিতসঙ্গহো।

পৰিকম্মভাবনা, উপচাৰভাবনা, অপ্পনাভাবনা চে'তি ভিস্সো ভাবনা।
পৰিকম্মনিমিজ, উগ্গহনিমিজ, পটিভাগনিমিজ চে'তি তীণি নিমিজানি চ
বেদিতব্বানি।

কথং ?

পঠবিবনিণং, আপোকসিণং, তেজোকনিণং, বাযোকসিণং, নীলকসিণং, পীত-কসিণং, লোহিতকসিণং, ওদাতকসিণং, আকাসকসিণং, আলোককসিণং চে'তি ইমানি দদ কসিণানি নাম।

উদ্ধুমাতকং, বিনীলকং, বিপূব্বকং, বিচ্ছিদ্দকং, বিক্থাযিতকং, বিক্থিন্তকং, হতবিক্থিন্তকং, লোহিতকং, পুলবকং, অটুঠিকং চে'তি ইমে দম অস্থভা নাম।

বুদ্ধান্থস্মতি, ধন্যান্থস্মতি, সংঘান্থস্মতি, সীলান্থস্মতি, চাগান্থস্মতি, দেবতান্থস্মতি, উপসমান্থস্মতি, মবণান্থস্মতি, কাৰণতাসতি, আনাপানসতি চে'তি ইমা দম অন্থস্মতিয়ো নাম।

মেন্তা, ককণা, মুদিতা, উপেক্থা চে'তি ইমা চতদ্দো অপ্পম্ঞ্ঞাযো নাম.. ব্ৰহ্মবিহাবা তি পি পৰুচ্চতি।

षाशास्त शिव्ह्नम्बन्धः धका मक्क्वा नाम । ठजूराजूवरथानः धकः ववशानः नाम । আকাদানকাষতনাদযো চত্তাবো আরপ্পা নামা'তি দব্বথা পি দমথনিদ্দেদে চত্তালীদ বম্মট্ঠানানি ভবস্তি।

সপ পাযভেদো

৩ চবিতাস্থ পন দস অস্কৃতা কায়গতাসতি সঙ্খাতা কোট্ঠাসভাবনা চ রাগচরিতস্স সপ্পায়া। চত্তাবো অপ্পমঞ্ঞায়ো নীলাদি চ চত্তাবি কসিণানি দোসচবিতস্স।

আনাপানং মোহচবিতদ্দ বিতক্কচবিতদ্দ চ।
বৃদ্ধান্ত্দ্দতি আদ্যো ছ সদ্ধাচবিতদ্দ।

মবণোপসমসঞ্ঞাববখানানি বৃদ্ধিচবিতদ্দ।

সেদানি পন সব্বানি পি কম্মট্ঠানানি সব্বেসং পি সপ্পাযানি।
তথ পি কসিণেস্থ পূথ্লং মোহচবিতদ্দ, খুদ্দকং বিতক্কচবিতদ্দ চ।

অযমেখ দপ্পাযভেদো।

ভাবনাভেদো

ভাবনাত্ম পন সব্বখা'পি পবিকম্মভাবনা লব্ ভত্ 'এব।
বুদ্ধান্মস্নতি আদিয় অট্ঠয় সঞ্ এগববখানেয় চে'তি দসয় বম্মট্ঠানেয়
উপচাবভাবনা'ব সম্পজ্জতি, নথি অপ্পনা ।
সেসেয় পন সমতিংসকম্মট্ঠানেয় অপ্পনা ভাবনা'পি সম্পজ্জতি।
তথা'পি দস কসিণানি আনাপানঞ্চ পঞ্চকজ্বানিকানি।
দস অয়ভা কাষগতাসতি চ পঠয়জ্বানিকা।
মেরাদ্যো তযো চতুক্কজ্বানিকা।
উপেক্থা পঞ্মজ্বানিকা।
ইতি ছব বীসতি ক্পাবচবজ্বানিকানি কম্মট্ঠানানি।
চত্তাবো পন আরূপ্পা আরূপজ্বানিকা।
অযম' এখ ভাবনাভেদো।

গোচরভেদো

নিমিত্তেয় পন পবিকম্মনিমিত্তং উপ্গহনিমিত্তং চ সৰ্বত্থা'পি ষথাবহং

পরিযামেন লব্ভন্তে'এব। পটিভাগনিমিতং পন কদিণাস্থতকোট্ঠাসানা-পানেষেব লব্ভতি। তথ হি পটিভাগনিমিত্তমারব্ভ উপচাবসমাধি অপ্পনাসমাধি চ পবত্তন্তি। কথং ? আদিকম্মিকস্স চি পঠবিমণ্ডলাদিস্থ নিমিত্তং উগ্গণ্হন্তস্স তম' আলম্বনং পবিকম্মনিমিত্তন্তি পবুচ্চতি। সা চ ভাবনা পরিকম্মভাবনা নাম।

যদা পন তং নিমিজং চিত্তেন সমৃগ্ গহিতং হোতি চক্থ্না পস্দন্তস্মেব মনোদ্বাবস্স আপাথমাগতং তদ। তম্' এবালম্বনং উগ্ গ- হনিমিজং নাম। সা চ ভাবনা সমাধিয়তি।

তথা সমাহিতস্দ পনেতস্দ ততো পবং তিন্ধিং উগ্গহনিমিত্তে পবিকম্মসমাধিনা ভাবনমন্ত্যুঞ্জজন্দ যদা তপ্পটিভাগং বথ ধ্ম্মিব্যুচ্চিতং পঞ্জিজিঙ্খাতং ভাবনাময়ং আলম্বনং চিত্তে সন্মিসিন্নং সমপ্পিতং হোতি, তদা তং পটিভাগনিমিত্তং সমুপ্পন্নজি পর্চ্চিত। ততো পট্ঠায় পবিবন্ধবিপ্পহীনা কামাবচবসমাধিমঙ্খাতা উপচাবভাবনা নিপ্ফন্না নাম হোতি। ততো পবং তম্ এব পটিভাগনিমিত্তং উপচাবসমাধিনা সমাসেবন্তস্স ৰূপাবচবপঠমজ্ঝানং অপ্পেতি। ততো পরং তম্ এব পঠমজ্ঝানং আবজ্জনং, সমাপজ্জনং, অধিট্ঠানং, বুট্ঠানং, পচ্চবেক্ষণা চে'তি ইমাহি পঞ্চি বিসিতাহি বসীভূতং কদ্বা বিতক্কাদিকং ওলারিকঙ্কং পহানায় বিচারাদি-স্থ্যুমংগুপ্পজিরা পদহত্তো যথাক্কমং ছতিযজ্ঝানাদ্যো যথাক্হম্ অপ্পেতি।

ইচ্চ' এবং পঠবিকিদিণা দিস্থ দ্বাবীদতিকম্মট্ঠানেস্থ পটিভাগং নিমিত্তম্' উপলব্ ভতি। অবদেনেস্থ পন অপ্ পমঞ্ঞা সত্তপঞ্ঞতিয়ং পবতন্তি।

আকাসবজ্জিতকসিণেস্থ পন যং কিঞ্চি কসিণং উগ্ ঘাটেত্বা লন্ধমাকাসং অনস্তবসেন পৰিকম্মং কৰোন্তস্স পঠমারূপ্ পং অপ্ পেতি। তমেব পঠমারূপ্ পবিঞ্ঞাণং অনস্তবসেন পৰিকম্মং করোন্তস্স তৃতিযারূপ্ পং অপ্ পেতি। তম' এব পঠমারূপ্ পবিঞ্ঞাণাভাবং পন নথি কিঞ্চী'তি পৰিকম্মং কৰোন্তস্স তৃতিযারূপ্ পং অপ্ পেতি। ততিয়াৰপ্ পং সন্তং এতং পণীতং এতন্তি পবিকম্মং কবোন্তদ্দ চতুখা-ৰূপ্ পং অপ্ পেতি।

অবদেসেম্ব চ দসম্ব কম্মট্ঠানেম্ব বৃদ্ধগুণাদিকমালম্বনং আবত্ত পবিকম্মং কন্বা ভদ্মিং নিমিত্তে সাধুকং উগ্গহিতে তথা এব পবিকম্-মঞ্চ সমাধিষতি, উপচাবো চ সম্পজ্জতি।

পঞ্চ ছাভিঞ্ঞায়ো

অভিঞ্ঞাবদেন প্রব্তমানং পন ক্পাবচবপঞ্চমজ্বানং অভিঞ্-ক্রাপাদকপঞ্চমজ্বানা বুট্ঠহিছা অধিট্ঠেয্যাদিকম্ আবজ্জিছা প্রিকম্মং ক্রোন্তস্স ক্পাদিস্থ আলম্বনেস্থ যথাবহং অপ্পেতি। অভিঞ্ঞা চনামঃ—

ইদ্ধিবিধং, দিব্ বদোতং প্রচিত্তবিজ্ঞাননা পুর্ বেনিবাসামুস্মতি দিব্বচক্ধ, 'তি পঞ্চধা।

> অযমে'খ গোচবভেদো। নিট্ঠিতো চ সমথকম্মট্ঠাননযো।

(শমথ) কর্মন্থান সংগ্রহ (১) বিভাগ)

১ এ পৰিচ্ছেদে আমি ছই ভাবনা ষথা ১ শম্ব (২) এবং ২ বিদর্শন (৩) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা কবব।

শ্যথ কর্মস্থার

- ২ (ক) শমথ ভাবনা সংগ্রহে শমথ কর্মস্থান সাত প্রকাব যথা ১ দশ কুংস্ন ২ দশ অন্তভ্ত ৩ দশ অনুস্থৃতি ৪০ চার অপ্রমেষ ৫ এক সংজ্ঞা ৬ এক ব্যবস্থান ৭ চাধ অবুপ ধ্যান।
- (খ) ছর প্রকাব (মানব) চবিত্র (৪)—> বাগচবিত্র ২ বেষচবিত্র ও মোহচবিত্র ৪ শ্রদ্ধাচবিত্র ৫ বুদ্ধিচবিত্র ৬. বিতর্ক চবিত্র।
- (গ) ভাবনাব তিন ন্তৰ ১ পৰিকৰ্ম ভাবনা (৫) ২ উপচাৰ ভাবনা ৩ অৰ্পণা ভাবনা।

- (ঘ) তিন প্রকাব নিমিত্ত (৬) ১ পবিকর্ম নিমিত্ত ২ উদ্প্রেহ নিমিত্ত ৩ প্রতিভাগ নিমিত্ত।
 - ইহাদের প্রকাব ভেদ কি ?
- (চ) দশ কৃৎস (৭) ১. পৃথিবী কৃৎস ২. আপ কৃৎস ও তেজ কৃৎস ৪ বায় কৃৎস ৫. নীল কৃৎস ৬. পীত কৃৎস ৭. লোহিত কৃৎস ৮ অবদাত (খেত) কৃৎস ২ আকাশ কৃৎস ১০. আলোক কৃৎস।
- (ছ) দশ অগুভ (৮) ১ উর্ধক্ষীত শব ২ বিনীল শব ০ পৃজপূর্ণ শব ৪. ছিত্রযুক্ত শব ৫. বিথাদিত (ভঙ্গ্যমান) শব ৬ (দেহাংশ) বিক্ষিপ্ত শব ৭. দেহাংশ ছিন্ন বিক্ষিপ্ত শব ৮ বক্তাক্ত শব ৮. কীটপূর্ণ শব এবং ১০ অন্থিমাত্র অবশিষ্ট কঙ্কাল।
- (জ) দশ অমুস্থৃতি (৯)—> বুদ্ধামুশ্যৃতি ২ ধর্মামুশ্বৃতি ও. সঙ্গামুশ্বৃতি ৪
 শীলামুশ্বৃতি ৫. ত্যাগামুশ্বৃতি ৬ দেবতামুশ্বৃতি ৭. উপশমামুশ্বৃতি ৮. মরণামুশ্বৃতি
 ৯ কাষণতাশ্বৃতি ১০. আনাপান শ্বৃতি (১০)।
 - (ঝ) চার অপ্রমেয় বা ব্রন্ধবিহাব (১১)—১. মৈত্রী ২ করণা ৩ মৃদিতা। ৪. উপেন্ধা।
 - (ঞ) এক সংজ্ঞ;—আহার্য দ্রব্যেব ঘুণা পবিণতি জ্ঞান বৃদ্ধিই এক সংজ্ঞা (১২)।
 - (ট) এক ব্যবস্থান দেহস্থ চাব ধাতুব (১৩) ব্যবস্থান বা বিশ্লেষণ পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ—এক ব্যবস্থান ভাবনা।
 - (ঠ) চাব অরূপ ধ্যান—অাকাশ অনন্ত আয়তন (১৪) ইত্যাদি চাব অবপ ধ্যান। এরূপে শমথ বিভাগে ৪০টি কর্মস্থান (১৫) হয়।

বিভিন্ন চরিত্রগত্ত মালুষের প্রকৃত কর্মস্থান নির্ণয়।

- ১. দশ অণ্ডভ, কাষগতামুশ্বৃতি (কাষ্ঠাংশ ভাবনা) রাগ চরিত্রেবা
 (১৬) পম্বে হিতবব।
 - २. ठात्र ष्यथात्रय, नीलांपि ठाव वर्ष क्रूप्त्र एष्ठठत्रित्वव शास्त्र (১१) हिजावह।
 - ৩ আনাপানস্থতি মোহ ও বিতর্ক চবিত্রেব পক্ষে উত্তম।
 - ৪ বুদ্ধান্তশ্বতি প্রভৃতি ছব স্মনুশ্বতি প্রদ্ধাচবিত্রেব পক্ষে প্রযোজ্য।
 - মবণান্তশ্বতি, উপশমান্তশ্বতি, এক সংজ্ঞা, এক ব্যবস্থান বুদ্ধিচবিত্রের
 পক্ষে অন্তব্ব । অবশিষ্ট কর্মস্থানগুলি সকলেব জন্মই প্রয়োজ্য ।

ক্ষুত্র ক্বংক্ষ মণ্ডল মোহচবিত্রেব পক্ষে এবং বৃহৎ ক্বংক্ষ মণ্ডল বিতর্ক চবিত্রেব পক্ষে-উপযোগী।

এ পর্যন্ত কর্মস্থান উপযোগিতা বিভাগ।

ভাবনা বিভাগ

৪ এই ৪০ প্রকাব ভাবনা অন্থালিন দাবা পরিকর্ম ভাবনা লাভ করা যায়। দশ অনুস্মৃতি ভাবনার মধ্যে বুদ্ধানুস্মৃতি থেকে মবণানুস্মৃতি আট ভাবনায়, আহারে অন্তভ সংজ্ঞা এবং চাব ধাতু ব্যবস্থান ভাবনায় (১৮) মাত্র উপচাব ভাবনা পর্যন্ত লাভ হয়, অর্পণা লাভ হয় না। অবশিষ্ট ত্রিশ কর্মস্থান ভাবনায় অর্পণা লাভ হয়।

দশ ক্রংম্ন এবং আনাপান স্মৃতি ভাবনায পঞ্চম ধ্যান পর্যন্ত লাভ হয়। দশ অন্তভ এবং কায়গতাহস্মৃতি ভাবনায় প্রথম ধ্যান মাত্র লাভ হয়। তিন অপ্রমেষ যথা মৈত্রী, কঙ্গণা, ম্দিতা দাবা চতুর্থ ধ্যান লাভ হয়, উপেক্ষা (১৯) ভাবনায় পঞ্চম ধ্যান লাভ হয়।

এরপ ছাব্বিশ কর্মস্থান রূপলোকেব ধ্যান এবং চাব অরূপ ধ্যান অরপলোকেব ধ্যান উৎপন্ন কবে। এ পর্যন্ত ভাবনা বিভাগ।

নিমিত্ত বিভাগ

৫ তিন নিমিত্তেব মধ্যে পবিকর্ম নিমিত্ত এবং উদ্গ্রেহ (চিত্তে কর্মস্থানেব যথামুরূপ নিমিত্ত গ্রহণ) নিমিত্ত দকল প্রকাব ভাবনায লাভ হয়। শুধু দশ ক্রৎক্ষ, দশ অশুভ, কাবগতামুম্মতি এবং আনাপানামুম্মতি ভাবনায় প্রতিভাগ নিমিত্ত লাভ হয়,।

প্রতিভাগ নিমিত্তকে অবলম্বন কবেই কেবল মাত্র উপচাব এবং অর্পণা সমাধি উৎপন্ন হব ৷

তা কিৰূপে হয় ?

কামাব্চর খ্যানের নিমিত্ত

নবযোগী যথন দশ কৃৎমেব একটিকে ধ্যানালম্বন ৰূপে গ্রহণ কবে, 'তাতে দৃষ্টি এবং মন স্থিব কবে ধ্যানাৰম্ভ কবেন তথন সেই আলম্বনকে 'পবিকর্ম নিমিত্ত' বলা হব এবং সেই ভাবনাই 'পবিকর্ম ভাবনা'। যথন সেই নিমিত্ত চিত্তহাবে সম্যক্রণে (যথাযথ) চক্ষ্ দৃষ্টের ক্যায় গৃহীত হয় তথন তাকে বলা হয—'উদ্গ্রহ নিমিত্ত'। সেই ভাবনা তথন স্প্রতিষ্ঠিত হয়।

অফুরূপ ভাবে ভাবনা কবাব পব যোগী যখন পূর্ব (উদ্গ্রন্থ) নিমিত্ত সকল বস্তুর্ব্য (২০) মূক্ত হরে চিত্তে প্রভিভাগ (প্রভান্তর) রূপে প্রকাশিত হয় তথন প্রজ্ঞপ্তি রূপে উৎপন্ন প্রতিভাগ নিমিত্ত চিত্তে প্রতিষ্ঠিত ও সমর্পিত হয়। এমতাবস্থায় প্রতিভাগ নিমিত্ত উৎপন্ন হয়েছে বলা হয়। সেই সময় থেকে চিত্ত নীবরণহীন হয—এ সময় কামাবচর সমাধি রূপ 'উপচাব ভাবনা' উৎপত্তি সম্পন্ন হয়েছে বুঝতে হবে।

রূপাব্চর ধ্যানের নিমিত্ত

তাবপর নীববণমূক্ত কামাবচব উপচাব সমাধি উৎপন্ন হব। তথন বোগী প্রতিভাগ নিমিত্ত পুনাপুন: উপচাব সমাধি দ্বাবা ভাবনা কবলে তাঁব নিকট রূপলোকেব প্রথম ধ্যান অর্পণা উৎপন্ন হব।

তাবপব তিনি প্রথম ধ্যানে ১. চিত্তকে পরিচালনা কবে ২ তথার পুন:পুন:
নিবিষ্ট ও রক্ষা কবে ৩ অধিষ্ঠান কাল (ধ্যানকাল) পূর্বে নির্ধাবিত কবে в নির্ধাবিত
কালে ধ্যান থেকে উঠেন এবং ৫. এরপে বাববাব প্রত্যবেক্ষণ কবতে থাকেন,
পঞ্চদক্ষতাও (২১) লাভ করেন। এ পঞ্চ অভ্যাসে ধ্যানকে আয়ত্তে বা বশীভূত
করবাব উদ্দেশ্যে, বিতর্কাদি স্থল অঙ্গ পবিত্যক্ত হ্য এবং পুন:পুন: প্রচেষ্টা দ্বাবা
বিচাবাদি স্কল্ম ধ্যানাদ্ধ উৎপন্ন হয়ে যথাক্রমে দ্বিতীয় ধ্যানাদির অর্পণা লাভ হয়।

এভাবে বাইশ প্রকার পৃথিবী কৃংস্ম ইত্যাদিকে কর্মস্থান রূপে গ্রহণ করে প্রতি-নিমিত্ত লাভ করা যায়। অবশিষ্ট আঠার কর্মস্থানেব মধ্যে 'অপ্রমেয' দত্ত্ব-প্রজ্ঞপ্তি নির্ভর করে ধ্যান উৎপন্ন হয়।

অরূপ ধ্যানের নি মত্ত (২২)

এখন যিনি আকাশ নিয়ে ভাবনা করবেন, তিনি আকাশ রুৎন্ন ব্যতীত অগ্য যে কোন রুৎন্ন হতে চিন্তকে তুলে নিষে লব্ধ আকাশ কর্মস্থানে 'আকাশ অনম্ভ আকাশ অনন্ত' নিবন্তব অন্তর্মনে জপ কবতে বরতে পবিকর্ম ভাবনা কবেন, তথন তাঁব নিকট অর্পণা সহ প্রথম অবুপ ধ্যান উৎপন্ন হয়। যিনি প্রথম অবুপ ধ্যানকে আলম্বন রূপে গ্রহণ কবে—'বিজ্ঞান অনন্ত. বিজ্ঞান অনস্ত' বূপে অন্তর্মনে জপ কবতে করতে পবিকর্ম ভাবনা কবেন, তাঁব নিকট দ্বিতীয় অবুপ ধ্যান উৎপন্ন হয়। যিনি প্রথম অবুপ ধ্যান চিন্তকে আলম্বন রূপে গ্রহণ কবে 'অরুপ বিজ্ঞান বিভ্যমান নেই, কিছুই বিভ্যমান নেই' বূপে অন্তর্মনে জপ কবতে করতে পবিকর্ম ভাবনা কবেন তাঁর নিকট তৃতীয় অরুপ ধ্যান উৎপন্ন হয়। যিনি তৃতীয় ধ্যানে চিত্তকে আলম্বন রূপে গ্রহণ কবে—'ইহা শান্ত, ইহা প্রণীড' নপে অন্তর্মনে জ্বপ কবতে কবতে পবিকর্ম ভাবনা কবেন, তাঁব নিকট চতুর্থ অরূপ ধ্যান উৎপন্ন হয়।

অবশিষ্ট দশ প্রকাব যথা বৃদ্ধানুস্মৃতি থেকে মবণানুস্মৃতি পর্যন্ত আট অনুস্মৃতি, এক সংজ্ঞা, এবং এক ব্যবস্থানকে আলম্বন কবে যখন পবিকর্ম ভাবনা কবা হয এবং সেই নিমিত্ত যখন স্থগৃহীত হয তখন পবিকর্ম ভাবনা স্থপ্রতিষ্ঠিত হয এবং উপচাব সমাধি লাভ হয়।

পঞ্চ অভিজ্ঞা (২৩)

যদি কেহ অভিজ্ঞা প্রবর্তক কপাবচব পঞ্চম ধ্যান হতে উত্থিত হন এবং অধিষ্ঠানাদিব জন্ম পবিকর্ম ভাবনা কবেন তবে অভিঞা উৎপাদক পঞ্চম ধ্যান কপাদি আলম্বনে, যথোপযুক্তভাবে উৎপন্ন হয়। অভিজ্ঞা দ্বারা বুঝায— নানাপ্রকাব ঋদ্ধি, দিব্যকর্ণ, পরচিত্তজ্ঞান, পূর্বনিবাসস্থৃতি জ্ঞান এবং দিব্যক্ষু।

এ পর্যন্ত গোচব বিভাগ।
শুমুথ কর্মস্থান নীতি সুমাপ্ত।

ব্যাখ্যা :---

- (১) কম্মট্ঠানঃ কর্মস্থান শব্দ এথানে এক বিশেষ অর্থে আরোপিত হমেছে। কম্ম অর্থে ধ্যান বা ভাবনা কর্মকে বুঝায়। ঠাণ বলতে (ধ্যান অন্থূশীলন) স্থান, ভিত্তি, ধ্যেয় বিষয় বা উপলক্ষকে বুঝায়। কর্মস্থান ধ্যানেব আলম্বন বা বিষয় বা ধ্যানাত্মশীলন অর্থে ব্যবহৃত হয় এক্সপ চল্লিশটি ধ্যান—কর্মস্থান আছে।
- (২) সমথ ঃ শমথ সম্ ধাতু উৎপন্ন, শান্ত কবা, দমন কবা অর্থাৎ পাঁচ নীববণকে দমন কবে প্রশান্ত বা সমাহিত হওয়া। ইহা সমাধিব একার্থবােধক শব্দ বা ধ্যান উৎপন্ন কবে। সমাধি দারা ক্লেশ সামন্ত্রিক প্রশান্ত হয় মাত্র।
- (৩) বিপস্সনাঃ বিদর্শন বি+দিস ধাতু নিম্পন্ন, দেখা, সাধাবণ অর্থে অনিত্য—ত্বঃখ—অনাত্ম রূপে বিভিন্ন ভাবে দেখা। এ শব্দকে বিদর্শন ভাবনা, ষতম্পূর্ত জ্ঞান, অন্তদর্শন রূপেও ভর্জমা কবা হয়। বিদর্শনেব প্রকৃত উদ্দেশ্য হল—বিমৃক্তি লাভ মানসে বিষয়কে যথাভূত দর্শন কবা।
- (8) চরিত ঃ চবিত্র—ইহা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত স্বভাব বা প্রকৃতি। ব্যক্তি যথন কোন বিছুতে নিপ্ত থাকেনা তথন তা সাধানণ অবস্থায় প্রকাশিত হয়।

মানুষেব মেজাজ তাদেব কর্মেব ভিন্ন ভিন্ন ফল রূপে ভিন্ন কিপ ধারণ কবে। অভ্যাসগত কর্ম সাধারণতঃ বিশেষ প্রকার মেজাজ বা প্রকৃতি ধারণ কবে।

বাগ (আসক্তি, তৃষ্ণা) কাবো নিকট প্রকল। আবার কাবো নিকট দোস (ছেব, দ্বণা বা ব্যাপাদ) প্রবল। প্রায় সবল মান্ত্রই এই শ্রেণীভূক্ত। আবার আব এক প্রকৃতিব ব্যক্তি আছে যাবা বৃদ্ধিহীন বা জ্ঞানহীন তারা মোহচথিত্রেব মান্ত্র। মোহ পরায়ণের সমকক্ষ অর্থাৎ বিতর্ক চরিত্রেব ব্যক্তি কোন এক বিষয়ে চিত্ত ইচ্ছাক্বতভাবে স্থিব কবতে পারেনা। তাদের মন সদা-দোলায়মান। প্রকৃতি হিসেবে কিছু লোক শ্রদ্ধাপরায়ণ (শ্রদ্ধা-চরিত্র) আবার কিছু লোক বৃদ্ধি-পর্বায়ণ (বৃদ্ধি-চরিত্র) আছেন।

এরপে সংক্ষেপে ছয় চরিত্রেব লোক দৃষ্ট হয়। তাদের পবস্পাবকে যুক্ত কবে আমবা ৬৩ শ্রেণীর ব্যক্তি পাই। আবাব দৃষ্টিচরিত্র সংযুক্ত কবলে ৬৪ শ্রেণীৰ ব্যক্তি হয়।

(৫) ধ্যানের প্রাথমিক অবস্থাকে পরিকর্ম ভাবনা বলা হয়। ধ্যানীর প্রতিভাগ নিমিত্ত উংপত্তিতে পঞ্চ-নীববণের সামযিক শমিত মুহূ তি থেকে ধ্যান জবনের গোত্রভূ চিত্তক্ষণ বীথি ধারণ পর্যন্ত অবস্থাকে উপচাব ভাবনা বলা হয়। গোত্রভূ চিত্তক্ষণেব অনন্তব পববর্তী চিত্তক্ষণকে অর্পণা বলা হয়। কাবণ প্রথম ধ্যানান্ধ 'বিতর্ক' তথন ধ্যের আলম্বনে দৃতভাবে নিবিভূতা লাভ করে।

ধ্যান চিত্তবীথি এরপ:—মনোদ্বাবাবর্তন: পবিকর্ম: উপচাব: অন্মলোম: গোত্রভূ: অর্পনা: ভবান্স।

(৬) যে কোন বিষয় বা ক্রংস্মকে আলম্বন রূপে গ্রহণ কবে যে ধাান আরম্ভ কবা হয়—তাই পরিকর্মনিমিত্ত।

একই বিষয় বা ক্বংগ্ন ধখন নিমীলিত নেত্রে মনে গৃহীত বা উদ্গৃহীত হয তখন তাকে উদ্গ্রহ-নিমিত্ত বলা হয়।

উদ্গ্রহ-নিমিত্তের সকল প্রকাব ক্বংম্ন দোষমৃক্ত (প্রভাম্বব রূপে চিত্তে গৃহীত) অবস্থাই প্রতিভাগ-নিমিত্ত। ইহা উপচাব এবং অর্পণা ভাবনার আলম্বন রূপে কান্ধ কবে।

(৭) ক্রিণ অর্থে 'সমগ্র' 'সকল' 'সম্পূর্ণ' বুঝাব। ইহাকে এরপ বলাব কাবণ হল—প্রতিভাগ নিমিত্ত থেকে যে আলোক বিচ্ছুবিত হয় তা সর্বত্র সীমাহীন রূপে বিস্তারিত হয়। পৃথিবী কৃৎশ্ন হল—এক বিগত চাব আঙ্গুল ব্যাস বিশিষ্ট মন্থণ নপে উষাবর্ণমন্ত্রিত একটি গোলাকাব মৃত্তিকা পিণ্ড। যদি উষাবর্ণ বিশিষ্ট মাটি পাণ্ডবা না
যায, ভিতরে অন্য বর্ণেব মাটিও ব্যবহার কবা যায়। এই প্রস্তুত কবা গোলাকাব
মৃত্তিকা পিণ্ডকে পৃথিবী কৃৎশ্ব বলা হয এবং তাকে পবিকর্ম নিমিত্তও বলা হয়।
এখন যোগী তাঁব নিকট থেকে তুই হাত এক বিঘত দূবে সেই মণ্ডল স্থাপন কবে তাব
উপব মন নিবিষ্ট করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে জ্বপ কববেন—পঠিবি: পঠিব।
এরপ জপ কবলে মনেব একাগ্রতা লাভ হয়। তিনি মুখন একপভাবে কিছু সময
অথবা ক্ষেক্ত সপ্তাহ ক্ষেক্ত মাস বা বৎসবকাল ধ্যানাভ্যাস কবেন তবে নিমীলিত
নেত্রে তা চক্ষ্পৃষ্টেব স্থায় মনে উদ্গৃহীত হবে। মনে উদ্গৃহীত কৃৎশ্ব বা মণ্ডলকে
উদ্গ্রহ নিমিত্ত বলা হয়। এই উদ্গ্রহ নিমিত্তেব উপর যোগীকে নিবন্তব ভাবনা
কবতে হবে যতদিন পর্যন্ত তা প্রতিভাগ নিমিত্তেব ক্ষণন্তবিত না হয়। এই প্রতিভাগ
নিমিত্ত হবে সকল প্রবার কৃৎশ্ব-দোষ বর্জিত। ইহাই প্রতিভাগ নিমিত্ত। যথন
তিনি নিয়ম্বত প্রতিভাগ নিমিত্তে মনঃসংযোগ কবে ভাবনা কবেন তথন সে ভাবনাকে
উপচার সমাধি বলা হয়। এস্তবে পঞ্চ নীব্রণ সাম্যিকভাবে ন্তিমিত হয়। অভঃপব
ভিনি অর্পণা সমাধি লাভ কবেন।

পাত্রস্থিত বর্ণহীন বৃষ্টিব জল, পুরুব বা হ্রদ বা সমৃদ্রেব জল ইত্যাদি আপ ক্রংস্ব। তাব উপর দৃষ্টি ও মন নিবদ্ধ কবে যতদিন পর্যন্ত অর্পণা সমাধি লাভ না হ্ব ততদিন 'আপ, আপ,' জপ করে ভাবনা কবতে হবে।

তেজ ক্বংস্পকে আলম্বন ববে ধ্যান বর্ধনেব প্রক্রিয়া হল—মাত্রর বা চামডাব মধ্যম্বিত এক বিঘত চাব আঙ্গুল পবিধিযুক্ত ছিদ্রেব মাধ্যমে প্রদীপ শিথাব উপব মন নিবন্ধ কবে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে যতদিন পর্যস্ত অর্পণা সমাধি লাভ না হ্য ততদিন 'তেজ, তেজ' রূপ মনে মনে জ্বপ কবতে হবে।

বায়্ ক্বংস্নেব উপর যিনি ভাবনা অভ্যাস কববেন তিনি জানালাব মধ্য দিয়ে বা দেওয়ালের কোন ছিজেব মধ্য দিয়ে যে বায় প্রবেশ কবে তার উপব মন নিবিষ্ট কবে বায়্, বায়্' রূপে জপ কববেন।

বর্ণ ক্বংম্নে ধ্যান অভ্যাস আরম্ভ কবলে তাকে উক্ত এক বিঘত চার আঙ্গুল মাপেব নীল, হলদে, লাল বা শ্বেত ক্বংম্নেব উপব মন নিবিষ্ট করে যে ক্বংম্ন সে বংরেব নাম বাব বাব জপ কবতে হবে।

नीन, रनाम, नाम वा मामा कत्नव छेभव मन निविष्ट करत्र धानां छाम कवा यात्र।

আলোক কৃংস্থ নিমিত্তে ধ্যানাভ্যাস কবতে হলে চন্দ্রালোক বা স্থির দীপালোক, বা মাটিতে পতিত চক্র-আলোক বা দেওয়ালের কোন ছিদ্রেব মাধ্যমে পতিত স্থা বা চন্দ্রালোকেব উপব দৃষ্টি নিবদ্ধ কবে 'আলোক, আলোক' জপ কবতে করতে ধ্যান কবা যায়।

আকাশ নিমিত্তে ধ্যানাভ্যাস করতে হলে এক বিঘত চাব আঙ্গুল বিশিষ্ট এক খণ্ড মাতৃব বা চামভা বা দেওবালের ছিন্ত পথের উপর মন নিবদ্ধ করে মনে মনে 'আকাশ, আকাশ' জপ কবা।

তবে আলোক এবং আকাশ কৃৎন্ন সম্বন্ধে পিটক সাহিত্যে কোন উল্লেখ নেই।

- (৮) অন্তুক্ত ঃ অগুড ঃ মৃতদেহের দশ প্রকাব অবস্থা অতীত ভারতেব শাশান সমৃহে দৃষ্ট হত। তথন শবগুলি হয়তঃ কবব দেওয়া হতনা বা দাহ হতনা ববঞ্চ মাংস থাদক পশুব বিচবণ স্থানে নিক্ষেপ করে দেওয়া হত। বর্তমান কালে এ সকল দৃশ্য চোথে পডেনা।
- (৯) অনুস্স্তি—অর্শ্তি—অর্থিতি—অর্থে প্নংপ্নং ভাবনা কবা বা নিয়ত চিক্ত সন্নিবেশ কবা বুঝায।
- বৃদ্ধানুশ্বতি—বৃদ্ধেব নয গুণাবলী শারণ করে ভাবনা করা , ষেমন তিনি—
 আईং, সমাক্ষয়ুদ্ধ, বিহাা ও আচকা সম্পন্ন, স্থগত, লোকবিদ্, অন্তব পুরুষ দম্য
 সারথি, দেবমানব-গান্তা বৃদ্ধ, ভগবান।
- ২. ধর্মান্তশ্বতি—ধর্মের ছয় গুণাবলী স্মরণ কবে ভাবনা কবা বেমন— ভগবানের ধর্ম স্থ্যাখ্যাত, সাংদৃষ্টিক (য়য়ং দর্শনীয়), অকালিক (ফল প্রাদানে কালাকালহীন), এস এবং দেখ বলার যোগ্য, উর্ধে (নির্বাণে) পরিচালনকারী, পণ্ডিতগণ বেদনীয়।
- ত সঙ্ঘানুশ্বতি—সজ্যেব নয গুণাবলী শ্ববণ কবে ভাবনা কবা যেমন—
 ভগবানেব প্রাবকসঙ্য:—স্প্রতিপন্ন, ঝজু প্রতিপন্ন, ফ্রাযপ্রতিপন্ন, সমীচিপ্রতিপন্ন,
 চাব মুগল বিশিষ্ট সঙ্ঘ (অর্থাৎ চাব মার্গলাভী ও চার মার্গফল লাভী সঙ্ঘ),
 আহ্বানধোগ্য, সৎকাবধোগ্য, দক্ষিণাপ্রদানধোগ্য, অঞ্চলি-প্রণামধোগ্য, মন্ত্র্যলোকে
 অন্তব্ব পুণ্যক্ষেত্র।
 - শীলামুশ্বৃতি—স্বীষ শীল পবিপূর্ণতাকে শ্ববণ কবে ভাবনা কবা।
 - ত্যাগানুশ্বতি—স্বীয দান কর্ম শ্ববণ কবে ভাবনা কবা।
 - ৬ দেবতামুশ্বতি—দেবগণ তাঁদেব শ্রদ্ধা এবং অন্তান্ত কুশল কর্ম প্রভাবে

দেবলোকে উংপন্ন হয়েছেন। দেবলা শ্রদ্ধা. শীল, শ্রুভজ্ঞান, ত্যাগ এবং প্রজ্ঞা 'আমাব নিকটও বিভ্যমান'। এরূপে যোগী দেবতাগণকে সাক্ষী কবে নিজেব শ্রদ্ধা এবং অক্সান্ত কুশল কর্মাদি স্মবণ কবে পুনঃপুনঃ যে ভাবনা কবেন, তাই দেবতা-হুম্মৃতি ভাবনা।

উপশ্বানুত্ম ভি—সর্বত্ব: খহব নির্বাণ শান্তি বিষয়ক ভাবনাই উপশ্নারুম্বৃতি।

৮ মরণানুস্মৃতি জীবিতেন্দ্রিষেব উপচ্ছেদ নিয়ে ভাবনা সবণানুস্মৃতি ভাবনা ব্যক্তিকে জীবনেব অনিত্যতা জাগ্রত কবায়। যখন ব্যক্তি হাদয়সম কবেন যে মৃত্যু নিশ্চিত এবং জীবন অনিশ্চিত তখন ব্যক্তি কামহ্রথে নিজকে সমর্পণ না করে নিজ এবং অত্যেব উম্নতি বিষয়ক কর্মে বত হন। নিষমিত ম্বণানুস্মৃতি ভাবনা মানুষকে নিবাশাবাদী এবং আলস্ত্রপবায়ণ কবেনা ববঞ্চ তাকে কর্মচ এবং উংসাহপ্রবঁণ কবে। তা'ছাডাও তিনি শাস্কভাবে মৃত্যুববণ কবতেপাবেন।

মবণামুশ্বতি ভাবনা কবাব সময জীবনকে প্রদীপ শিথার মঙ্গে তুলনা কবা যায়। অথবা অনৃষ্ঠ বৈছ্যতিক শক্তি ষেমন বৈত্যতিক আলোতে প্রকাশ পায় তেমন মান্ত্রেব অনৃষ্ঠ কর্মশক্তি জীব জীবনে বাহ্যিক রূপে ক্ষণস্থায়ী জীবন প্রবর্তনেক সঙ্গে তুলনা করা যেতে পাবে। এরূপ আবন্ত বছবিধ উপমা সংগ্রহ কবে জীবনেব অনিত্যতা এবং মৃত্যুব নিশ্চযতা সম্বন্ধে ভাবনা কবা যায়।

কায়গভানুমূতি—ইহা দৈহিক ৩২ প্রকাব অংশ নিয়ে ভাবনা কবা যথা—কেশ, লোম, নথ, দন্ত, ত্বক ইত্যাদি।

দেহেব অশুচি অংশ নিয়ে ভাবনা মামুষকে ইন্দ্রিব-পরায়ণতা থেকে দূরে সবিয়ে রাখে। এই অশুচি পদার্থ বিষয়ে ভাবনা কবে বুদ্ধ-কালে অনেক ভিন্দু অর্হন্ত লাভ কবেন। যদি কোন ব্যক্তি দেহেব ৩২ প্রকার অংশেব সঙ্গে পরিচিত নন তবে তিনি কেবলমাত্র দেহেব অস্থি নিয়ে ভাবনা কবতে পাবেন।

এই দেহে কম্বাল বিজ্ঞমান। ইহা মাংসপূর্ণ এবং চর্মে আবৃত। দেহ-সৌন্দর্ব কেবল চর্ম-গভীবতা পর্যন্ত। যখন ব্যক্তি দেহেব অশুচি অংশ নিয়ে ভাবন্য কবেন তথন তাব ইন্দ্রিষ ভোগ-বাসনা ক্রমান্বয়ে স্টিমিত হয়ে আসে।

এই ভাবনা সংযতে দ্রিষ ব্যক্তিব নিকট প্রযোজ্য নহে। তাঁবা অন্ততঃ মান্ত্র্যেব জটিল যান্ত্রিক দেহ-সাংগঠনিক অংশ নিয়ে ভাবনা করতে পাবেন। দেহস্থ ৩২ অংশবিশেষ হল—

কেশ, লোম, নথ, দন্ত, ত্বক;
মাংস, স্বায়্, অন্থি, অন্থিমজ্জা, মূত্রাশয়,
হংপিণ্ড, যকুত, ক্লোম, প্রীহা, ফুস্ফুস,
বৃহদন্ত, ক্মুদ্রান্ত, পাকাশয়, বিষ্ঠা, মগজ,
পিত্ত, শ্লেমা, প্রুজ, বক্ত, স্বেদ, মেদ,
অঞা, চর্বি, লালা, সিকনি, গ্রন্থিতৈল, মূত্র।

১০ আবাপানস্মৃত্তি—শ্বাস-প্রশ্বাসে শ্বৃতি স্থাপন। আন অর্থ শ্বাস গ্রহণ, অপান অর্থ প্রথাস নিক্ষেপ। কোন কোন প্রস্থে এর বিপরীত অর্থে ব্যাথ্যা কবা হয়েছে, শ্বাস-প্রশ্বাসে শ্বৃতি স্থাপন সাধ্যমে যোগীব চিত্ত একাগ্র হয এবং অবশেষে বিদর্শনচর্যা মাধ্যমে অর্হন্ত লাভ কবা যার।

আনাপান-স্থৃতি কর্মস্থান (ধ্যেয় বিষয়) রূপে উত্তম এবং সকলেব পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য। বৃদ্ধত্ব লাভেব পূর্বে বৃদ্ধ আনাপান-স্থৃতি ভাবনা অফুশীলন করেছিলেন।

এ ভাবনার বিন্তৃত বিববণ সতিপর্চ্ঠান স্থত্তে এবং বিশুদ্ধিমার্দ্ধে পাওয়া যায়। এপানে সাধারণ পাঠকদেব জন্ম তার কিছু সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দেওয়া হল মাত্র—

ত্বিধান্ত্সাবে যোগাসনে উপবেশন করে, মুখ বন্ধ করুন (চোখও বন্ধ করুন) এবং তাবপর প্রবাস ত্যাগ করুন, কোন প্রকাব জোব প্রযোগ না করে খাস গ্রহণ করুন। প্রথম খাস গ্রহণ কালে মনে মনে গণনা করুন এক। প্রধাস ত্যাগ কালে মনে মনে গণনা করুন—ছই। এ সময় চিত্তকে নিযমিত খাস-প্রখাস ক্রিযার মধ্যে রাখতে হবে। এ ভাবে চিত্তকে খাস-প্রখাসের মধ্যে বেথে দশ পর্যন্ত মনে মনে গণনা করুন। উক্ত প্রক্রিয়াষ দশ পর্যন্ত গণনাব সময় চিত্ত এদিক-ওদিক বমণ করতে পারে। এতে যোগীব নিরুৎসাহ হত্য়াব কোন কাবণ নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত এরূপ চর্যায় কৃতকার্য না হন ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্যানকার্য চালিয়ে যান। ক্রেমে ভাবনাচর্যায় নির্ভূল গণনায় দক্ষতা আসবে। এখন এক থেকে দশ পর্যন্ত গণনাকে অন্ততঃ পাঁচ বাব পুনরাবর্তন করুন। তারপর গণনা না কবেই যোগী ভাবনাকার্যে মন:সংযোগ কবতে পাববেন। কেহ কেহ গণনা মাধ্যমে ভাবনা চালিয়ে যেতে পছন্দ কবেন আবার কেহ কেহ তা পছন্দ কবেন না। দহকাব হল মন:সংযোগেব বা একাগ্রতার—গণনাব নয়। গণনা এখানে প্রধান নয়। এভাবে

ভাবনা অনুশীলন করলে যোগী দেহ-মনে হালকা অনুভব কববেন এবং প্রশান্তিও অনুভব করবেন। এমনও হতে পারে যোগী হাওযায় ভাসছেন বলে অনুভব কববেন। এভাবে কিছুদিন ভাবনা কবাব পব যোগী একদিন হাদ্যম্ম কববেন যে এ দেহ কেবল খাস-প্রখাস ক্রিবাভে স্থিত আছে এবং এ ক্রিয়াব অবসানে দেহেরও অবসান হয়। তখন তিনি পরিপূর্ণবিপে জীবনেব অনিত্যতা উপলব্ধি কবেন। যেখানে একপ পরিবর্তনশীলতা বিভ্যমান সেখানে নিত্য আত্মা বিভ্যমান থাকতে পাবেনা। সে অবস্থায় প্রজ্ঞা পবিপূর্ণ হলে অর্থন্ব লাভ হয়।

এখন পরিষ্কাবরূপে বুঝা গেল—আনাগানস্থৃতি ভাবনা কেবলমাত্র একাপ্রতা বা সমাধি লাভেব জন্ত নয ববং এ ভাবনাদ্বাব। প্রজ্ঞাদর্শন বা বিমৃত্তি লাভও হতে পারে।

এই ধ্যান-ধাবা নির্ভন্নে সকলেই অমুশীলন করতে পাবে। আরও বিস্তৃত জ্ঞান লাভেব জন্ম বিশুদ্ধিমার্গ পাঠ প্রযোজন।

কোন কোন স্বত্ত্বে এ ধ্যান প্রক্রিয়া অতি সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে—

'স্মৃতির সহিত (মনঃ সংযোগ দাবা) তিনি খাস গ্রহণ কবেন এবং স্মৃতির সহিত তিনি প্রশ্বাস ত্যাগ কবেন।'

- ১ যখন তিনি দীর্ঘধাস গ্রহণ কবেন তখন তিনি জ্বানেন—'আমি দীর্ঘধাস গ্রহণ কবছি।' যখন তিনি দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ করেন তখন তিনি জ্বানেন 'আমি দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ কবছি।'
- ২ ষথন তিনি হ্রম্বাদ গ্রহণ কবেন তথন তিনি জানেন—'আমি হ্রম্বাদ গ্রহণ করছি।' যথন তিনি হ্রম্ব প্রশ্বাদ ত্যাগ কবেন তথন তিনি জানেন 'আমি হ্রম্ব প্রশ্বাদ ত্যাগ করছি।'
- ৩. 'সর্বখাসকায় অন্থভব কবে (সব্বকায় পটিসংবেদী) আমি খাস গ্রহণ কবব' এরপ শিক্ষায় ভিনি ধ্যানাভ্যাসে ব্রতী হন।
- ৪.'খাস ক্রিয়াকে প্রশান্ত কবে (পস্মস্তয়ং কাষসংখারং) আমি খাস গ্রহণ কবব' এরপে শিক্ষায় তিনি ধ্যানাভ্যাস কবেন। 'প্রশ্বাস ক্রিয়াকে প্রশান্ত করে আমি প্রশাস ত্যাগ করব' এরপ শিক্ষায় তিনি ধ্যানাভ্যাস করেন।

এরপ চিন্তাবলী দর্ব জীবেব প্রতি জনস্থাকারে এবং বাধাহীনভাবে প্রদীপ্তরূপে প্রতিফলিত হয়।

- ক. মেত্রা: মৈত্রী—দয়া, পরোপকাবিতা, সদিচ্চা যা চিত্তকে দ্রবিত কবে।
 ইহা কামসম্পর্কযুক্ত ভালবাসা নয়। এবং ব্যক্তিগত মেহও নয়। মৈত্রীর প্রত্যক্ষ
 প্রতিপক্ষ হল—দ্বেম, ক্রোয়। পবোক্ষ প্রতিপক্ষ হল—ব্যক্তিগত আসক্তি বা প্রেম।
 মৈত্রী কোন ব্যক্তি বিশেষেব প্রতি প্রসাবিত হয় না, তা সর্বজীবেব প্রতিই প্রসারিত
 হয়। ইহাব পূর্ণিবিশ্বতি সর্বজীবে একাত্মবোষ। ইহা সর্বজীবেব মঙ্গল এবং স্বথ
 কামনায় পর্যবসিত। পবোপকাবিতা ইহাব মুখ্য লক্ষণ। ইহা ক্রোয়কে সম্পূর্ণ বর্জন
 কবে।
- থ করুণা—পবেব ছুংখ দর্শনে হাদ্য বিগলিত হওয়া বা পরছুংখ অপনোদনেচ্ছা।
 পবেব ছুংখ অপনোদনেক্সা ইহাব মুখ্য লক্ষণ। ইহাব প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষ হল—হিংসা
 এবং পবোক্ষ প্রতিপক্ষ হল—দেখিনস্থ বা ছুর্যনতা। মৈত্রীর আলম্বন ছুংখিত জীব।
 ইহা ক্রুবতা বা নিষ্ঠুরতা সম্পূর্ণ বিনাশ করে।
- গ মুদিতা—কেবল সহাস্তৃতি প্রকাশ নয়, অন্তেব স্থ্যাসুমোদনই প্রকৃত
 মুদিতা। ইহাব বিৰুদ্ধ পক্ষ হল ঈর্ষা এবং পবোক্ষ প্রতিপক্ষ হল প্রহাস। ইহার
 ম্থ্য লক্ষণ হল—অন্তের স্থাসম্পদ এবং শ্রীরৃদ্ধি অনুমোদন। মুদিতাব আলম্বন
 উন্নতিশীল সন্থ। ইহা অবতি বিনাশ কবে, এবং ইহা ব্যক্তিব অভিনন্দনস্চক
 গুণাবলী।
- ঘ উপেক্ষা —উপেক্ষা বলতে সাধাবণতঃ লোভ ও বেষ বজিত নিরপেক্ষতাকে বুঝায়। ইহা ভোগস্থখবাদকপ নিবপেক্ষতা নয়, ইহা পবিপূর্ণ নিবপেক্ষতা বা মানসিক সমতাপূর্ণ নিরপেক্ষতা। ইহা জীবনেব সর্ব হুঃখদৈত্যেব ষথা নিন্দা প্রশংসা, হুখ-হুঃখ, লাভ-ক্ষতি, যশ-অ্যশ প্রভৃতি বিষয়েও মানসিক অবিচলতা রূপ সমতা বা নিবপেক্ষতা। ইহাব প্রভাক্ষ প্রতিপক্ষ হল—রাগ (লোভ) এবং পবোক্ষ প্রতিপক্ষ হল—সহাত্মভৃতিহীনতা বা অনীহা।

উপেক্ষা লোভ (বাগ) এবং দেষকে সম্পূর্ণ ধ্বংস কবে। নিরপেক্ষতা ইহার মৃথ্য লক্ষণ।

এথানে উপেন্সাকে উপেক্ষা-বেদনা বুঝাচ্ছে না যা এক বিশেষ গুণরূপে বিবেচিত হয়, মানসিক স্থিরতা বা প্রশাস্ততা ইহাব নিকটতম প্রতিশব্দ। উপেক্ষা কুশল এবং অকুশল, প্রিয় এবং অপ্রিয়, মনোজ্ঞ এবং অমনোজ্ঞ প্রতিটি বিষয়কে সমভাবে দর্শন কবে। (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৪৯ নং ব্যাখ্যা দেখুন)

- (১২) **আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা—ই**হা সর্ব প্রকাব আহার্য বস্তব সন্ধান
- (১৩) এক ব্যবস্থান—(বা চতু ধাতু ব্যবস্থান) ইহা চাব ধাতু পঠবি (বিস্ত_ুতি) আপ (সংস্ক্তি), তেজ (উফ্তা) এবং বায়ু (গতি) প্রভৃতি বিষয়েব লক্ষণ অন্নসন্ধান।
- (১৪) জ্বন্ধপ্যান—(প্রথম পবিচ্ছেদ দেখুন) তা হল—

 ১ আকাশ-আনন্ত আয়তন ২ বিজ্ঞান-আনন্ত-আয়তন ত অকিঞ্চনাযতন
 (অর্থাৎ অরূপ বিজ্ঞান বিগ্নমান নেই এবং কিছুই বিগ্নমান নেই) в নৈবসংজ্ঞান নাসংজ্ঞাযতন (স্থুল সংজ্ঞাও নেই—স্কুল্ন সংজ্ঞাও নেই)।
- (১৫) আলোক এবং আকাশকে বাদ দিলে ৩৮ প্রকাব কর্মস্থান বা ধ্যেষ বিষয হয়।
- (১৬) বৃত্তিশ দেহাংশ নিয়ে ভাবনা ইন্দ্রিষ-কামনা-দায়ক দেহেব অণ্ডচিতা প্রতিপন্ন কবে।
 - (১৭) এ বিষয়গুলি অত্যন্ত গভীব এবং বিস্তৃত।
- (১৮) এই বিষযগুলি স্থুল এবং বিতর্কও একটি ধ্যানান্ধ ষা সেই ভাবনা বৃদ্ধিব পক্ষে সহায়ক। পববর্তী চার ধ্যানেব বিতর্ক ধ্যানান্ধ নেই তাই এই তুই বিষয়ে সমাধি উৎপন্ন কবা যায় না।
- (১৯) উপেক্ষা—কেবল পঞ্চম ধ্যানে উৎপন্ন হয়। সর্বশেষ 'অপ্রমেয' অর্থাং উপেক্ষা অনুশীলন দ্বাবা প্রথম চাব ধ্যান বর্ধন কবা যায় না।
 - (२०) वखु सम् (मा वख पर्भ : वर्षा । वर्षा कृ कृ म वर्षा पाष मगृश (परक ।
 - (২১) আবজ জন ঃ আবর্তন —বিভিন্ন ধ্যানাঙ্গে ভাবনা।

সমাপ্ত জ্বন—তৎক্ষণাৎ বিভিন্ন ধ্যান লাভ কবাব ক্ষমতা।

व्यथिष्ट्रिशन-रेष्डाञ्चल मगग्र शात्न निविष्ट शाका।

वृष्ठे।न-ज्यक्तार गान एएक छेता।

পচ ্চবেক্ধণ—আবজ্জনেব অহুরুপ।

(২২) প্রথম পরিচেছদেব ৪৪ নং ব্যাখ্যা দেখুন।

- (২৩) তাভিঞ্ ্ঞা: অভিজ্ঞা—ষিনি পঞ্চম ধ্যান লাভ কবেছেন তিনিই মাত্র এই পঞ্চ অভিজ্ঞা উৎপন্ন কবতে পাবেন।
- ক. ঋদ্ধিবিত্যা—আকাশের মধ্য দিয়ে গমন, জলেব উপব দিয়ে যাতায়াত, পৃথিবীতে ডুব দেওয়া ও নানা প্রকার রূপ উৎপন্ন কবণ ইত্যাদি ঋদ্ধির অন্তভূকি।
- খ. **দ্বিত্যশ্রবণ**—দিব্যকর্ণ বা দূবেব শব্দ শ্রবণ। এ অভিজ্ঞা দাবা নিকট এবং দূবের শব্দ শ্রুত হয়।
 - গ. প্রচিত্তবিজানন জ্ঞান—ইহা দাবা অন্সের চিস্তাব বিষয়জ্ঞাত হওয়া যায ।
- ঘ পূর্বনিবাসমৃতি জ্ঞান—ইহা নিজের বা অন্তেব পূর্ব (জন্মের) নিবাস সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ। সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ বন্ধনীতে বৃদ্ধ এ জ্ঞান বাত্রির প্রথম যামেই লাভ কবেন। এ বিববে বৃদ্ধজ্ঞান অপবিসীম কিন্তু বৃদ্ধব্যতীত অন্তের জ্ঞান সীমিত।
- ঙ দিব্যচক্ষু—এই দিব্যদর্শন দ্বারা পার্থিব এবং স্বর্গীয় দূব বা নিকটেব কোন বিষয় বা বস্তু যা চর্মচক্ষ্ দ্বাবা দৃষ্ট হয় না তা'ই দৃষ্ট হয়। বুদ্ধ সর্বজ্ঞতা লাভেব বাত্রিব দ্বিতীয় যামে এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন।
- চ. চ্যুতিউৎপত্তি জ্ঞান—ইহা জীবেব মৃত্যুক্প চ্যুতি এবং প্নর্জন রূপ উৎপত্তি জ্ঞান। এ জ্ঞান বা অভিজ্ঞা এবং দিব্যচক্ষ্জ্ঞান অভিন্ন। অনাগত সংজ্ঞা বা ভবিশ্বৎ জ্ঞান এবং ষথাকর্মোৎপত্তিজ্ঞান বা কুশল কর্ম প্রভাবে স্থগতি স্থানে উৎপত্তি এবং অবুশল কর্মপ্রভাবে তুর্গতি স্থানে উৎপত্তি জ্ঞান—এই তুই জ্ঞানও চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞানেব অন্তর্গত তবে এই জ্ঞান বৃদ্ধেব সর্বজ্ঞতা জ্ঞানেব অন্তর্গত।

এই পাঁচ প্রকার অভিপ্রাক্বত জ্ঞান পার্থিব বা লৌকিক জ্ঞান। আসবক্ষয়জ্ঞান (তত্ত্বক্ষব জ্ঞান) কিন্তু লোকোন্তব।

প্রথম পঞ্চ জ্ঞান যে কোন কালে উৎপন্ন কবা সম্ভব। কিন্তু শেষোক্ত আসবক্ষয় জ্ঞান কেবলমাত্র বৃদ্ধকালে উৎপন্ন কবা যায়।

বিস্থদ্ধিভেদে।

৬. বিপদ্দন্যকম্মট্ঠানে পন ১০ সীলবিস্থদ্ধি ২০ চিত্তবিস্থদ্ধি ৩০ দিট্ঠিবিস্থদ্ধি ৪. কঙ্থাবিতবণবিস্থদ্ধি ৫. সগ্গামগ্গএগণদস্দনবিস্থদ্ধি ৬০ পটিপদাএগণদস্দনবিস্থদ্ধি ৭ এগণদস্দনবিস্থদ্ধি চে'তি সত্তবিধেন বিস্থদ্ধিসঙ্গহো। অনিচ্চলক্থণং, তুক্থলক্থনং, অন্তলক্থনএ চে'তি ভীণি লক্থণানি।

অনিচ্ চাত্মপদ্সনা, তুক্ধান্থপদ্সনা, অনত্তান্থপদ্মনা চে'তি তিস্সো অন্থপদ্মনা।

১ সম্মসনএবণং ২ উদ্ধব্যযঞাণং ৩. ভদ্ধপ্ৰণং ৪. ভ্ৰমঞাণং
৫ আদীনবঞাণং ৬ নিব্বিদাঞাণং ৭. মুঞ্ চিতুক্স্যভাঞাণং ৮. পটিসন্ধাঞাণং ৯ সঙ্খাক্পোক্থাঞাণং ১০ অন্তলামঞাণং চে'তি দ্স
বিপদ্দনাঞাণানি।

স্ঞ্ঞতো বিমোক্থো, অনিমিন্তো বিমোক্থো, অপ্পণিহিতো বিমোক্থো চে'তি তয়ো বিমোক্থা।

স্ঞ্ঞতান্থপদ্দনা, অনিমিন্তান্থপদ্দনা, অপ্পণিহিতান্থপদ্দনা চে'তি তীণি বিমোক্থম্খানি চ বেদিতব্বানি।

কথং ? পাতিমোক্থসংববসীলং, ইন্দ্রিষসংববসীলং, আজীবপাবিস্থাধি-সীলং, পচ্চ্যসন্নিস্সিতসীলং চে'তি চতুপাবিস্থাধিসীলং সীল্বিস্থাধ্ নাম।

উপচাবদমাধি, অপ্পনাসমাধি চে'তি ত্বিধো'পি সমাধি চিত্তবিস্থদ্ধি নাম। লক্থণ-রদ পচ্ চুপটঠান-পদট্ঠান-বসেন নাম ৰূপপবিগ্ গছো দিট্ ঠিবিস্থদ্ধি নাম।

তেসমেব চ নাম-ৰূপানং পচ্চ্যপবিগ্গহো কংখাবিতবণ-বিস্থদ্ধি নাম।

ততো পরং পন তথাপরিগ্গহিতেত্ব সপ্পচ্চয়েত্ব তেভূমকসঙ্খাবেত্ব আতীতাদিভেদভিন্নেত্ব খন্ধাদীনং আবব্ত কলাপবদেন সঙ্খিপিত্বা অনিচ্চং থবট্ঠেন, ত্বক্থং ভষট্ঠেন, অনতা অসাবকট্ঠেনা তি অদ্ধানবদেন সন্ততিবদেন ধণবদেন বা সম্মসনঞাণেন লক্থণত্ত্যং সম্মসন্তস্স তেস বেব পচ্চযবদেন খণবসেন চ উদয-বযঞাণেন উদযবমং সম্মন্থস্সন্তস্স চ। ওভাসো পীতি পস্দদ্ধি অধিমোক্থো চ পগ্গহো প্রথং ঞাণম্পট্ঠানম্পেক্থা চ নিকন্তি চে'তি।

ওভাসাদিবিপস্মন্থপক্কিলেসে পবিপন্থপরিগ্ গহ্বসেন মগ্ গামগ্ গলক্থণববখানং মগ্ গামগ্ গঞাণদস্দনবিস্থদ্ধি নাম ।

তথা পাৰিপন্থবিমৃত্তস্স পন তস্স উদ্ধব্যযঞাণতো পট্ঠায যাবাল্লোমা তিলক্থণং বিস্সসনাপকপারায় পটিপজ্জন্তস্স নব বিপদ্সনাঞাণানি পটিপদা-ঞাণদস্সনবিজ্ল্ধি নাম।

তদ্ন' এবং পটিপজ্ জন্তদ্ন পন বিপদ্দনাপরিপাকমাগম্ম ইদানি অপ্পনা উপ্পজ্ জিদ্দতীতি ভবঙ্কং বোচ্ ছিন্দিত্বা উপ্পন্নমনোদ্বাবাৰজ্ জনান্তবং দ্বে তীণি বিপদ্দনাচিত্তানি যং কিঞি অনিচ্ চাদিলক্ষণমাবব্ভ পবিকম্মোপচারাত্ব- লোমনামেন পৰত্তন্তি। যা সিক্খাপ্পত্তা সা সাক্লোমসঙ্খারুপেক্থাবুট্ঠানগামিনি
বিপদ্দনা তি চ পবুচ্চতি। ততাে পবং গােত্রভূচিত্তং নিব্বানমালম্বিত্বা পুথুজ্জনগােত্তমভিভবন্তং অরিষগােত্তমভিসম্ভােন্তঞ্ চ পবত্ততি। তস্স আনন্তবং
এব মগ্গাে তুক্থসচ্চং পরিজানন্তাে সম্দাসচ্চং পজহত্তাে নিবােধসচ্চং
সচ্ছিকবন্তাে মগ্গসচ্চং ভাবনাবসেন অপ্পনাবীথিং ওতবতি। ততাে পরং
দে-তািণি ফলচিত্তানি পবতিত্বা ভবঙ্গাতােব হােতি। পুন ভবঙ্গং বােচ্ছিন্দিত্বা
পচ্চবেক্থণ্ঞাণানি পবত্তি।

মগ্গং ফলং চ নিব্বানং পচ্চবেক্খন্তি পণ্ডিতো হীনে কিলেসে সেসে চ পচ্চবেক্খতি বা ন বা। ছব্ বিস্থদ্ধিকমেন' এবং ভাবেতব্বো চতুব্ বিধো ঞাণদস্মনবিস্থদ্ধি নাম মগ্গো পবুচ্চতি। অয়ং এখ বিস্থদ্ধিভেদো।

বিশুদ্ধি বিভাগ বা বিদর্শন কর্মস্থান

- ৬.১. বিদর্শন ভাবনা (২৪) অনুশীলনের মধ্যে বিশুদ্ধি সাত প্রকাব যথা

 > শীলবিশুদ্ধি ২ চিত্তবিশুদ্ধি ৩. দৃষ্টি বিশুদ্ধি ৪. কন্ধাউত্তরণ
 বিশুদ্ধি ৫. মার্গামার্গজ্ঞান-দর্শন বিশুদ্ধি ৬ প্রতিপদজ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি ৭. জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি।
 - ২. তিন লক্ষণ—১. অনিত্য-লক্ষণ (২৫) ২ তৃঃথ-লক্ষণ (২৬) ৩. অনাত্ম লক্ষণ (২৭)।
 - ৩ তিন অন্তদর্শন (ভাবনা)—১ অনিত্যান্তদর্শন ২ ছঃখান্তদর্শন ৩. অনাআন্তদর্শন।
 - ৪ দশ বিদর্শন জ্ঞান—১ সংমর্শন জ্ঞান (২৮) ২. উদ্যব্যয় জ্ঞান ৩. ভদ জ্ঞান ৪. ভ্য জ্ঞান ৫ আদীনব জ্ঞান ৬. নির্বেদ জ্ঞান ৭. মৃক্রীচ্ছা জ্ঞান (মৃমুক্ষা-জ্ঞান) ৮. প্রতিসংখ্যাজ্ঞান (২৯) ৯ সংস্থাবোপেক্ষা জ্ঞান (৩০) ১০. অন্থলোম জ্ঞান (৩১)।

- ৩০ প্রকাব বিমোক্ষ (১২) ১ শূন্যতা বিমোক্ষ (৩০) ২. অনিমিত্ত বিমোক্ষ (৩৪) ৩ অপ্রাণিহিত বিমোক্ষ (৩৫)।
- গীল বিশুদ্ধি (৩৬) চাব প্রকাব শীল প্রতিপালনে পবিপূর্ণ হয় যথা
 প্রাতিমোক্ষ্মংবর (সংযম) শীল ২ ইন্দ্রিষসংবর শীল
 ভাজীবপবিশুদ্ধ শীল ৪ প্রভারসন্মিশ্রিত শীল।
- ২ চিত্তবিশুদ্ধি (৩৭) ছই প্রকাব সমাধি লাভে পবিপূর্ণ হয় যথা ১ উপচাব সমাধি ২ অর্পনা নমাধি।
- ৩. দৃষ্টি বিশুদ্ধি (৩৮)—লক্ষণ, বস, প্রত্যুপস্থান (উৎপত্তি পথ), পদস্থান (উৎপত্তিব কাবণ) অমুসাবে নাম-রূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।
 - বিজ্ঞা উত্তবণ বিশুদ্ধি (৩৯)—নাম-রূপ সম্বন্ধে উত্তমক্পে জ্ঞান সংগঠনেব পব নাম ও রূপের প্রত্যেয় (কাবণ) সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ। বজ্ঞা (সংশ্য) উত্তীর্ণ হবে যোগী স্বন্ধাদিব বিশ্লেষণ অনুষায়ী কলাপ অনুসাবে, অতীত প্রভৃতি বিভাগ অনুসাবে ত্রিভূমিব সংস্থাব সমূহকে পূর্বলব্ধ লক্ষণ ও প্রত্যযান্ত্রসাবে শ্রেণীভাগ কবেন এবং ক্ষমশীল অর্থে 'অনিত্য' ভয অর্থে 'তৃংথ' এবং অসাব অর্থে 'অনাত্ম' জ্ঞান লাভ কবে কাল—সম্ভতি—ক্ষণ বলে বা সংমর্শন বশে লক্ষণত্রয় পুনঃপুনঃ ভাবনা কবেন। তৎপব তিনি প্রত্যয়-ক্ষণ অনুসাবে উদয-বায় জ্ঞান দ্বাবা উদয়-বায় পর্যবেক্ষণ করেন। এ হেন সমযে যোগীব নিকট ওভাস (জ্যোভি), প্রীতি, প্রশান্তি, অধিমোক্ষ (শ্রদ্ধা), প্রগ্রহ (বীর্ষ), স্থুখ, জ্ঞান, শ্বৃত্তি (উপস্থান), উপেক্ষা এবং নিকন্তি (এ সকলেব প্রতি কৃক্ষ্ম তৃষ্ণা) উৎপন্ন হয়।

ভভাস (অবভাস, জ্যোতি) প্রভৃতিকে বিদর্শনেব উপক্লেশ বা কনুষকাবী বন্ধন বুবাতে পেবে মার্গ এবং অমার্ণের প্রকৃত লঙ্গণ বিচাব দ্বাবা (প্রকৃত মার্গে জ্ঞান লাভই)—মার্গামার্গজ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি (৪০)।

এই উপক্রেশ (বা বন্ধনমূক) যোগী ত্রিলক্ষণ নিয়ে ভাবনা কবেন। এখন তাঁর নিকট উদয়-ব্যয় জ্ঞান হতে অন্লোম জ্ঞান পর্যন্ত নিবন্তব, ভাবনা কালে নয় প্রকার বিদর্শন জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই নয় প্রকাব জ্ঞান পর-পর উৎপত্তিই প্রতিপদ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি (৪১)।

মাৰ্গ ও ফল জ্ঞান উপলব্ধি

৬ এরপে ভাবনা অনুশীলন কবে যখন তাঁব বিদর্শন পবিপক্ষ হয় বা পরিপূর্ণতা, লাভ করেন তখন তিনি বুঝতে পাবেন—এখন মার্গ (৪২) লাভ হবে (বা অর্পণা লাভ হবে)। তাবপব ভবান্ধ শ্রোত ছিন্ন হয় এবং মনোদ্বানাবর্তন চিত্ত ছই বা তিন ক্ষণেব জন্ম উৎপন্ন হয়ে বিদর্শন চিত্ত উৎপন্ন হয়। তখন অনিত্য, ছংখ, অনাত্ম প্রভৃতি ত্রিলক্ষণের যে কোন একটি বিদর্শন চিত্তবে আলম্বন হয়। এসকল চিত্তক্ষণকে পবিকর্ম—উপচার—অন্মলোম চিত্তক্ষণ (৪৩) বলা হয়।

শিখাপ্রাপ্ত সংস্থারোপেকা জ্ঞান অহলোম জ্ঞান সহ যথন লোকোত্তব মার্গ লাভেব উপযুক্ত হয় তথন তাকে উত্থানগামী বিদর্শন (৪৪) বলা হয়।

তারপব নির্বাণকে আলম্বন কপে গ্রহণ কবে গোত্রভূ চিত্ত (৪৫) উৎপন্ন হয এবং তগন যোগী পুথগ্ জন গোত্র পবিত্যাগ কবে আর্যগোত্রে উন্নীত হন।

এই চিত্তেব অনন্থনে বা অবিচ্ছেদে 'তৃঃখ সত্য' পবিজ্ঞাত হয়ে, 'স্মুদ্যসত্য' পবিত্যাগ করে, 'নিবোধ সত্য' প্রকৃত্তক কবে এবং 'তৃঃখনিবোধ মার্গ সত্য' পরিপূর্ণ কবে (চিত্ত) লোকোত্তব অর্পণা বীথিতে অবতবণ কবেন—ইহাই স্রোতাপত্তি মার্গ।

সেই মার্প-চিত্তক্ষণেব পর ছই বা তিন চিত্তক্ষণ (ব্যাপিয়া) ফলচিত্ত উৎপন্ন হয এবং তৎপব ভবাঙ্কে (৪৬) পতিত হয়। তথন ভবাঙ্ক চিত্ত ছিন্ন কবে পর্যবেক্ষণ চিত্ত উৎপন্ন হয়।

জ্ঞানীগণ মার্গ-ফল-নির্বাণ এবং পবিত্যক্ত ক্লেশ সমূহেব পর্যবেক্ষণ (৪৭) করেন। অবশিষ্ট ক্লেশেব পর্যবেক্ষণ কেহ কেহ করেন, কেহ কেহ করেন না।

একপে চাব মার্গে ক্রমান্বরে ছয় বিশুদ্ধি পবিবর্ধন কবাকে জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি (৪৮) বলা হয় ।

বিশুদ্ধি পর্যার এখানে সমাপ্ত।

১. শ্রোতাপরের চিত্তবীথি:—

* * *
মনোদ্বাবাবর্তন পবিকর্ম উপচার অন্থলোম

* * * * *
গোতভূ মার্গ ফল ফল ভবাঙ্গ।

ব্যাখ্যা :-

- (২৪) বিপাস্সনা—বা বিদর্শন আর্ষমার্সে উদ্লীত হওয়ার তৃতীয় বা সর্বশেষ তব। ইহাব মুখ্য লক্ষণ হল বিষয়েব ষণাষথ স্বভাব প্রজানন।
- (২৫) জানিত্য—ইহা নাম-রূপেব জনিত্য শ্বভাব। কাবণসম্ভূত সকল বিষয়ই জনিত্য লক্ষণযুক্ত। সকল কাবণসম্ভূত বিষয় ছুই পবস্পাব ক্ষণেব জন্মও স্থিব থাকে না, তাদেব প্রতিনিয়ত পবিবর্তন হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে মন রূপেব চেয়ে আবও জ্বততব লয়ে পবিবর্তিত হচ্ছে। সাধাবণত রূপ সতব চিত্তক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অর্থকথাচার্যরা বলেন এক বিত্যুৎ চমকেব জন্ম যে সমন্থ প্রযোজন সে সময়েব মধ্যে কোটি কোটি চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হতে পাবে।
- (২৬) **তুক্খ**় হংধ—সকল প্রকার কাবণ নির্ভব বিষয়ই হংধ। জন্ম হংখ, জরা হংধ, ব্যাধি হংখ, মরণ হংখ, প্রিয়েব বিযোগ হংখ, অপ্রিয়েব সংযোগ হংখ, ঈপ্সিত বস্তুর অলাভ হংখ। সংক্ষেপে পঞ্চম্বর্জই হংখ।
- (২৭) জ্মনাজ্ম—আত্মাৰ অনন্তিত্বই বৌদ্ধর্মেৰ মূল বিষয়। রূপে যেমন কোন নিত্য সত্তাৰ অভিত্ব নেই তেমন নাম বা মনেৰ মধ্যেও কোন নিত্য 'আমি' বা 'আত্মাৰ' বিজ্ঞমানতা নেই। লোকিক বা লোকোত্তৰ কাৰণ নির্ভৱ বা কাৰণ বিবহিত কোন বস্তু বা বিষয়েৰ মধ্যে নিত্য 'আত্মা' নেই। তাই ভগবান বৃদ্ধ ধর্মপদ গ্রন্থে বলেছেন: 'সব্বে ধর্মা অনত্তা' সকল ধর্মই জনাজ্ম। তিনি আবও বলেছেন: 'সর্বাক্ষাৰ জনিত্য এবং তৃঃখ'। জনাত্ম সম্বন্ধে বৃদ্ধ ধর্ম শব্দ ব্যবহাৰ ক্ষেছেন বাতে লোকোত্তৰ নির্বাণ্ড জনাজ্ম পর্যায়ভুক্ত হয়।

এখানে ইহা উল্লেখ কৰা যুক্তিযুক্ত হবে ষে অনাত্মলক্ষণস্ত্ৰ শুন্বার পব পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষ্ণণ আত্মদৃষ্টি বন্ধন খেকে বিমুক্ত হন এবং অহ'ত্ব লাভ কবেন্।

বোগী সাধাৰণতঃ অনিত্য, ছঃখ, অনাত্ম এই তিন লক্ষণেৰ সৰগুলি নিয়ে ভাবনা কৰেন না।

১ কার্য-কাবণ-নির্ভব ষাবতীয় বিষয়। এ তিন লক্ষণের মধ্যে যেটি তাঁকে বিশেষ কপে আরুষ্ট করে তিনি তা নিষেই ভাবনা ব্যবন। এ গুলির মধ্যে যে যেটি নিয়ে ভাবনা ক্রবেন তাঁর বিমৃক্তিকেও সে নামে অভিহিত করা হয়।

- (২৮) সংমর্শন জ্ঞান—যুক্তিপূর্ণ চিন্তাদন্মত জ্ঞান যদ্বারা পঞ্চম্বনকে কলাপ-গুচ্ছ ব্যতীত আব কিছু মনে হয়না।
- (২০) প্রতিসংখ্যা জ্ঞান—হেতুজ সংস্থাবেব প্রতি উপেক্ষক হয়ে পুনঃপুনঃ ত্রিলক্ষণাকাবে ভাবনা কবা।
- (৩০) সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান—পূর্ব-১ বর্ণিত আট প্রকার দর্শন জ্ঞান পবিপূর্বতা হেতু সর্বসংস্কাবের (কার্যকারণ নির্ভব বা হেতুজ সকল প্রকাব অন্তিত্বের) প্রতি সর্বপ্রকাব আসক্তি এবং দ্বেষ বর্জন রূপ মানসিক পূর্ণ নিরপেক্ষতাই সংস্কাবো-পেক্ষা জ্ঞান।
- (৩১) ভাকুলোম জ্ঞান—পূর্ব-২ বর্ণিত নয় প্রকাব বিদর্শন জ্ঞান পবিপূর্ণতায় 'অন্তলোম জ্ঞান' লাভ হয়। এ নামে অভিহিত করাব কাবণ হল অন্তলোম জ্ঞান স্তরে ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম পবিপূর্ণতা লাভ কবে এবং যোগী উচ্চ মার্গ লাভেব অধিকাবী হয়।
- (৩২) বিমোক্ষ-দশ প্রকাব বন্ধন-৩ বিমৃক্ত কবে বলে বিমোক্ষ নামে অভিহিত হয়।
- (৩৩) **শূগ্যতা**—আত্ম-ধাৰণা হতে মৃক্তি। অনাত্ম-ভাবনা দ্বাবা বিমৃক্তি লাভ করাকেই শ্ন্যতাবিমোক্ষ বলা হয়।
- (৩৪) **অনিমিত্ত**—নিত্য ধারণা থেকে মৃক্তি ইত্যাদি অনিত্য-ভাবনা দ্বাবা বিমৃক্তি লাভ কবাকেই অনিমিত্ত বিমোক্ষ বলা হয়।
- (৩৫) **অপ্রণিহিত**—তৃষ্ণাবিস্থক্তি। তৃ:খ-ভাবনা দ্বারা বিমৃক্তি লাভ কবাকেই অপ্রণিহিত বিমোক্ষ বলা হয়।
- (৩৬) শীল বিশুদ্ধি—সপ্ত বিশুদ্ধিব মধ্যে শীলকে প্রথম বিশুদ্ধিনপে উল্লেখ কবা হয়েছে। চার প্রকাব শীল বিশুদ্ধি ভিন্দুদেব প্রতিই প্রয়োজ্য।

প্রথম ঃ প্রাভিমোক্ষসংবর শীল—অর্থকথায় এ শীলের একপ বর্ণনা বয়েছে—'যে শীল পালনে ব্যক্তি হুর্গতি থেকে মৃক্ত থাকে'—তাই প্রাতিমোক্ষ। পা অর্থে বৃদ্ধবাণীকে বুঝায়। অতিপমোক্ষ অর্থে, অভীব গুরুত্বপূর্ণ বিষর। তাহলে,

১২. विश्विष्ठ विভাগেব ৪नः দশ विषर्भन छान एएथून।

ত সংকারদৃষ্টি, শীলব্রত প্রবাসর্শ, বিচিকিৎসা, কামরাগ, ব্যাপাদ, রূপবাগ, অরূপবাগ, মান, ঔদ্ধত্য এবং অবিদ্যা।

প্রাতিমাক্ষ অর্থে বুঝায়—মোলিক শিক্ষা বা মোলিক শীল। ইহা ২২০ প্রকাব নৈতিক শীল যা প্রত্যেক ভিক্ষ্ব পালন কবা একান্ত কর্তব্য। ইহা ব্যক্তিকে অকুশল কর্ম সম্পাদন থেকে সংযত কবে। এজন্ম ইহা 'সংবব' নামে অভিহিত। শীল 'সমাধান' এবং 'উপধাবণ' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। শীলকে এ অর্থে ব্যবহৃতি কবাব কাবণ হল—শীল ব্যক্তিব কায়-বাক্য-মনকে স্থনীতিব দিকে পবিচালিত করে এবং তা কুশল বা পুণ্য কর্ম সম্পাদনেব সহায়ক হয়।

দ্বিতীয় : ইন্দ্রির সংবর শীল—ইহা ষড-ইন্দ্রিযেব সংযম শিক্ষা।

তৃতীয় ঃ আজীব পরিশুদ্ধি শীল—ইহা ভিক্ষুগণেব আট প্রকার জীবিকা নির্বাহ পদ্ধতি। দৈনন্দিন আবশ্যকীয় বস্তু আহ্বণে ভিক্ষুগণ যেন কোন প্রকাব অসংযতাচবণ না করেন।

চতুর্থ: প্রত্যয়সম্লিশ্রিত শীল—ইহা ভিন্দ্ব চাব আবশ্রকীয দ্রব্যেব নিংমার্থ ব্যবহাব মথা—চীবর, ভিন্দান্ন, আবাস এবং ভৈষজ্য।

- (৩৭) চিন্ত বিশুদ্ধি—ইহা দ্বিতীয় বিশুদ্ধি। পঞ্চনীবৰণ সাময়িকভাবে অন্তমিত কবে সমাধি বা ধ্যান বর্ধন কবাই চিন্তবিশুদ্ধি। বিশুদ্ধ মন মহণ দর্পণ সদৃশ যেখানে সঠিকরপে প্রত্যেক বস্তু প্রতিফ লিত হয়। সেরপ বিশুদ্ধ মন বিষয়কে যথাকুরপ দর্শন কবতে সাহায্য কবে।
- (৩৮) দৃষ্টি বিশুদ্ধি—ইহা তৃতীয় বিশুদ্ধি। ইহা আত্মাব অন্তিত্বে বিশ্বাসরূপ মিথাাদৃষ্টি থেকে ব্যক্তিকে পবিশুদ্ধ কবে তাই ইহাকে দৃষ্টিবিশুদ্ধি বলা হয়।
 নাম রূপেব লম্মণ, রস, প্রত্যুপস্থান (উৎপত্তি) এবং পদস্থান (কাবণ) সম্বন্ধে যথার্থ
 অমুসন্ধান দ্বাবা দৃষ্টিবিশুদ্ধি লাভ হয়।
- (৩৯) কন্ধাউত্তরণ বিশুদ্ধি—ইহা চতুর্থ বিশুদ্ধি। ইহা কার্যকারণ সম্বন্ধ, তত্ত্বংপন্ন ফল, অতীত, বর্তমান এবং ভবিশুং সংশ্য বিশোধন করে। ইহাকে বিশুদ্ধি বলাব কারণ হল—ইহা দৈব, (নিয়তি, অদৃষ্ট) অকাবণবাদ প্রভৃতি ভ্রান্ত ধাবণার অবসান ঘটায়।

এই বিশুদ্ধি লাভ কবতে হলে যোগীকে যে সকল কাবণে এই নাম ৰূপ উংপন্ন হয়েছে এবং যে সকল কাবণে নাম-ৰূপ বর্তমানেও প্রতিফলিত হয়ে চলেছে সে বিষয়ে ভাবনা কবতে হয়। ভিনি হৃদয়ঙ্গম কবেন যে নাম-ৰূপ প্রতিসদ্ধিক্ষণে কাবণবদ্ধৰূপে সম্পর্কিত হয়েছিল তা পূর্বজন্মেব অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান এবং কর্ম প্রভাবেব ফলশ্রুতি এবং ৰূপ এই জীবন প্রবর্তন কালে কর্ম, চিত্ত, ঋতু এবং আহাব প্রভাবিত হবে প্রবর্তিত হয়ে চলেছে এবং মন বা চিত্ত ইন্দ্রিবাহুগত হবে বড-ইন্দ্রিব্যগ্রাহ্ বিষয় ভোগ দ্বাবা প্রতিপালিত হচ্ছে। এরপ ভাবনা দ্বাবা তিনি দ্বিতীয় জার্যস্বত্য 'হুংথেব কাবণ' হৃদযঙ্গম কবেন এবং সংশয় থেকে নিজকে মৃক্ত কবেন।

- (৪০) মার্গায়ার্গজ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি—ইহা পঞ্চম বিশুদ্ধি। যে যোগী তাঁর সংশ্য অপনোদন কবেছেন তিনি পুনর্বাব ত্রিলক্ষণ যথা অনিত্য, তৃঃখ, অনাত্ম বিষয়ে আরও গভীব জ্ঞান সঞ্চয়েব জন্ম ভাবনা কবেন। তথন তিনি হৃদঃদম কবেন জীবন একটি প্রতিনিয়ত অবিভক্ত ক্ষণশ্রোত সদৃশ। তিনি কোন প্রকৃত স্থুথ দর্শন করেন না কাবণ প্রতিটি স্থুথ বিপরিণাম তুঃখ ব্যতীত আব বিছু নয়। যা অনিত্য তা তুঃগ এবং যেখানে পবিবর্তন এবং তুঃখ বিজ্ঞমান তার মধ্যে কোন 'আমি' বা আত্মা থাকতে পাবে না। কাবণবদ্ধ বা কাৰ্যকাবণ নিৰ্ভৱ উদয় ও ব্যয় তাঁব নিকট প্রভাক্ষ প্রতিভাত হয়। এমতাবস্থায় তিনি যথন ভাবনাগত থাকেন তথন তিনি দেখেন ভাবনাব ফল স্বন্ধপ তাঁর দেহ হতে 'ওভাস' বা এক অমিত জ্যোতি কিছুবিত হচ্ছে। তিনি তথন অনহুভূত প্রীন্তি, স্থ্ণ, প্রশাস্তি অহুভব কবেন এবং তথন ভাবনায় আবও উন্তম প্রকাশ করেন এবং উপেক্ষক হন। তাঁব অবিমোক্ষ (ভাবনায় অভিবতি) আবও প্রবল হয়, স্মৃতি বলবান হয এবং জ্ঞান পরিপক্ক হর। জ্যোতির আবির্ভাবে অর্হন্ত লাভ করেছেন বলে তাঁব দৃঢ ধাবণা হয় এবং এ ধাবণার বশবর্তী হয়ে তিনি সেই অনুভূতিকে ভোষনাব কনুষতা বা ক্লেশের আকর্ষণকে) অনুভব বা উপভোগ কবতে ইচ্ছা কবেন—ইহাই নিকন্তি। শীঘ্রই তিনি এই আকর্ষণকে বিদর্শনের ক্লেশ রূপে জ্ঞাত হন এবং বুঝতে পাবেন যে তিনি অর্হন্ত লাভ করেননি। স্বাভাবিকভাবে তিনি তথন মার্প এবং অমার্গ বিচাব করেন—ইহাই মাগামার্গজ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি। ইহাকে বিশুদ্ধি হয় কারণ ইহা প্রকৃত মার্গ দম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা দূবীভূত করে। তিনি তথন হাদয়ঙ্গম কবেন—'ইহাই প্রকৃত মার্গ এবং উহা মিথ্যা মার্গ বা অমাগ'।'
- (৪১) প্রতিপদজ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি। ইহা ষষ্ঠ বিশুদ্ধি। দশ বিদর্শনজ্ঞানের উদয় ব্যয় জ্ঞান থেকে মার্গ' চিত্তক্ষণের গোত্রভূ পূর্বক্ষণে বিকশিত অন্থলোম জ্ঞান পর্যন্ত নয় জ্ঞানকে একত্রে প্রতিপদজ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি বলা হয়। (পববর্তী পৃষ্ঠায় ৪৫ নং ব্যাখ্যাব পর 'বিশুদ্ধি মার্গ' এর এক নং পাদটীকা দেখুন)।

- (৪২) ভার্পগা, লোকোত্তব মাগ'।
- (৪৩) পূর্ব পবিক্রেদে লোকোত্তব অর্পণা চিত্তবীথি এবং এই পবিচ্ছেদে স্রোতাপন্নেব চিত্তবীথি দেখন।
- (৪৪) উত্থানগামিনী বিদর্শন—দশ প্রকাব বিদর্শন জ্ঞানেব সংস্কাবোপেক্ষা এবং অন্থলোমজ্ঞানকে এ নামে অভিহিত কবা হয়। তুর্গতি অবস্থা এবং সংস্কাব বন্ধতা থেকে মুক্ত কবে বলে ইহা উক্ত নামে পবিচিত।
- (৪৫) গোত্তভূ পৃথগ্জন গোত্ত জ্ব কবা। এই চিত্তস্বণেৰ আলম্বন নির্বাণ কিন্তু সর্ব কলুমতা (ক্লেশ) ত্যাগ দ্বাবা এই চিত্তস্ক্রণেব পববর্তী মার্গ চিত্তস্ক্রণে নির্বাণ প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি হয়।

আর্থকপে (স্রোতাপন্নরূপে) রূপান্তবিত হবোব পব তিন বিশেষ মাগচিত্তক্ষণকে অর্থাৎ সরুদাগামী, অনাগামী এবং অর্হৎ মাগ চিত্তক্ষণকে 'বোদান'
(বিশুদ্ধ) বলা হয়।

- (৪৬) গোত্রভূ চিত্তক্ষণের অব্যবহিত পর স্রোতাপন্নের মার্গ চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়। এই ন্তবে বা অবস্থায় যোগী তুঃথসতা উপলব্ধি কবেন এবং ভৃষণ যা তুঃথের কাবণ তা পরিত্যাগ কবেন এবং প্রথম বার ইহজীবনে নির্বাণ উপলব্ধি কবেন। আর্য মার্গের অন্ত অন্ধ এই ন্তবেই পবিপূর্ণতা লাভ কবে। এই বিশেষ চিত্তক্ষণকে 'স্রোতাপত্তি মার্গ' বলা হব। স্রোত্ত অর্থে এখানে নির্বাণের দিকে চালিত স্রোত্তকে বুঝায়। ইহাই অন্তান্ধিক মার্গ। 'আপত্তি' অর্থে প্রথমবাব প্রবেশকে বুঝায়। ইহাই মার্গ কাবণ ক্রেশ ধ্বংস কবেই ইহাব উৎপণ্ডি। এই মার্গ চিত্তক্ষণ জীবন প্রবর্তন কালে মাত্র একবার উৎপন্ন হয় এবং তাব অব্যবহিত পব তুই বা তিন ফল-চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়। তাবপব চিত্তস্রোত ভবান্ধে আবর্তিত হয়। একাবণে ধর্মকে 'অ্কালিক' বা প্রবর্তী মুহুর্তে ফলপ্রাদ্ধ বলা হয়।
- (৪৭) প্রভ্যবেক্ষণজ্ঞান—বিধি অন্নসাবে চাব আর্যন্তবের প্রতিটি ন্তর লাভ করাব পব যোগী মাগ এবং ফল, উপলব্ধ নির্বাণ, বিগত কল্ ষ (ক্লেশ) সমূহ এবং প্রথম তিন ন্তবেব ক্ষেত্রে অবিগত ক্লেশ সমূহ যা এখনও বিদূবিত ক্বতে হবে তাব পর্যবেক্ষণ করেন। অর্হং জ্ঞাত হন যে তাঁব নিকট আব বিদ্বিতব্য কোন ক্লেশ বিভাষান নেই।

সর্বসোট পর্ববেক্ষণজ্ঞান ঊনিশ প্রকাব, পনেরটি প্রথম তিন আর্য তবেব এবং চাবটি পরিশেষ তবেব জন্ম প্রযোজ্য। હહેર.

পালি শ্বন্তচ্ছ—নাপৰং ইখাখাষ'—অৰ্থাৎ ইহাৰ পৰ আৰ বিছু নেই—

(৪৮) জ্ঞানদর্শনবি**শুদ্ধি** ইহা মার্গচিত্তের মানসিক প্রজ্ঞান্তব। এই ভাবনা-জ্ঞানকে এ নামে অভিহিত কৰা হয়েছে। ইহাকেও বিশুদ্ধি বলা হয় কাৰণ ইহা ইহা প্রত্যবেক্ষণকে নির্দেশ করে। চাৰ আৰ্থসতা জন্মবোধ প্ৰভাবে সৰ্ব প্ৰকাৰ ক্লেশবিমৃক্ত জবস্থা। ইয় সপ্তম

বিষোক্খতেনো

কুঞ এতোরপদ্দন । বিশুদ্ধি । নাম বিমোক্থমুখং হোতি। জনিচ্চাত্পস্দনা বিপল্লাসনিমিতং মুঞ্চিত, জনিমিত্তাত্ব তথ অনভাত্মপদ্দনাঅভাভিনিবেসং মুঞ্জি। পদ্দনা নাম। তুক্ধাত্মপদ্দনা তণ্ হাপণিথিং মুক্ষণ্ডি অপ্ পনিহিতাত্মপদ্দনা নাম। তন্মা যদি বুটঠানগামিনীবিপদ্দনা জনভতো বিপদ্দতি, স্বুঞ্ঞ্জতো বিমোক্থো, নাম ষদি তুক্থতো বিপদ্দতি অপ পণিহিতো বিমোক্থো নামা'তি চ মগ্গো বিপদ্দনা গমনবদেন তীনি নামানি লব্ভতি। বদা ফলং চ মগ্ গাগমনবদেন মগ্ গবীথিকং, ফলস্মাপতিবীথিকং পন ষ্থাবৃতন্তেন বিপদ্দন্তানং ফ্থাসকং ফলমূপ্ পজ জমানমং পি বিপদ্দনাগমনবনেন এব ক্ষুণ্ড জতাদিবিমোব পোঁ তি চ পব্চ চতি। আলফন वरनन अन जवजवरमन ह नोमख्यः भव् वर्ध जव् वनम्ति जमराव । व्यरः धर्यं विमिक्यं (ज्यां।

এথ পন সোতাপত্তিমগ্ গং ভাবেত্বা দিট্ ঠিবিচিবিচ্ ছাপছানেন পহীনাপাষগমনো স্কুদাগামিমণ গং ভাবেছা বাগদোসমোহানং তত্ত্বৰতা স্বদাগামি সত্তৃথত পুৰমো সোতাশন্নো নাম হোতি। হোতি। দকিণ এব ইমং লোকং আগন্থা অনাগাদিমগগং ভাবেতা কামবাগ ব্যাগাদানং অনংমেদগ্ পহানেন অনাগামি নাম হোতি, অনাগড়া ইখতং। অবহত্তমগ্ৰাং ভাবেত্বা অনবদেশকিলেশগ্ৰুহানেন অবহা নাম হোতি, খীণাসবো

লোকে অগ্ গদক্ষিণেয়ো व्ययः वयं भूतं नताज्यम् ।

বিশেক্ষ বিভাগ

বিদর্শন ভাবনায় অনাত্মামদর্শন (অনাত্ম-জ্ঞান) আত্মাব অন্তিত্ব সম্বন্ধে দৃচমূল খারণা (৪৯) দ্বীভূত কবে বিমোক্ষের প্রবেশ দ্বার রূপে পবিণত হয়। ইহা শ্ন্যতা বিমোক্ষদ্বাব। অনিত্যামদর্শন (অনিত্যক্রান) বিপর্যাসকে (৫০) দ্বীভূত করে, বিমোক্ষের প্রবেশ দ্বাব হয়। ইহা অনিমিত্ত বিমোক্ষ দ্বাব। তৃঃখামদর্শন (তৃঃখ-জ্ঞান) তৃঞ্চাপ্রনিধি (৫১) দ্রীভূত কবে বিমোক্ষ দ্বাব হয়। ইহা মার্গের অপ্রণিহিত বিমোক্ষ দ্বাব। এ কাবণে বিদর্শন উৎপত্তিব উপায় অমুসাবে মার্গ দ্বাব তিন প্রকার হয়। সেরূপ মার্গ (চিত্ত) বীধিতে (মার্গ) ফলজ্ঞান উৎপত্তিব উপায় অমুসারে তিন (বিমোক্ষ) নাম প্রাপ্ত হয়।

ফল-সমাপত্তি বীথিতে উক্ত প্রণালীতে বিদর্শনেব ষথায়থ ভাবে স্ব স্ব ফলোৎ-পাদন হলে, তা বিদর্শন উৎপত্তিব উপায় অনুসারে সেই ফলকে শৃগ্যতা বিমোক্ষ ইত্যাদি বলা হয়। তথাপি এ ফলেব আলম্বন নির্বাণ এবং স্বভাব একই প্রকার এবং এবং নামত্রয় মাগ ও ফলে এবং মাগ স্থ ও ফলস্থ পুদ্গলেন প্রতি সম ছাবে প্রযোজ্য।

এ পর্যন্ত বিমোক্ষ বিভাগ।

পুদ্গল ভেদ

৮. উক্তরূপে যিনি স্রোতাপত্তি মার্গ (৫২) ভাবনা কবে মিথ্যাদৃষ্টি এবং বিচিকিৎসাধ্বংস কবেছেন, তাঁকে স্রোতাপন্ন বলা হয়। অপায়দ্বাব তাঁব জন্ম বন্ধ হয়েছে এবং তিনি উর্ধপক্ষে আব সাতবাব মাত্র জন্মগ্রহণ কববেন।

যিনি সরুদাগামী মাগ' (৫৩) ভাবনা করে লোভ দ্বেষ মোহকে ছুর্বল করেছেন (বা স্বল্প পরিমাণে নিয়ে গেছেন), তাঁকে সন্ধুদাগামী বলা হয়। তিনি এ সংসারে একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করেন।

বিনি অনাগামী মাগ (৫৪, ভাবনা কবে কামবাগ এবং পটিব ধ্বংস করেছেন, তাঁকে অনাগামী বলা হয়। অনাগামী কামজগতে (কামলোকে) আব উৎপন্ন হন না।

বিনি অর্হন্ত মার্গ ভাবনা করে সর্বপ্রকার (দশ) ক্রেশ ধ্বংস কবেছেন, তাঁকে

আর্হং বলা হয়। তিনি সর্বকলুষতা বিমৃক্ত (৫৫) এবং এ জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ দান গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি।

এ পর্যন্ত পুদ্গল ভেদ।

ব্যাখ্যা:-

- (৪৯) **অন্তাভিনিবেদ** : আত্মাই কর্মের কর্তা এবং ফলভোক্তা—ইহা আমাব আত্মা এরপ দৃঢমূল বিশ্বাস।
- (৫০) বিপল্লাসনিত্রিক্ত: তিন প্রকাব মিখ্যা ধাবণা বা বিপল্লাস অনিত্য ভাবনা দ্বাবা দূবীভূত হয় যথা—
- ১. সংজ্ঞা (সঞ্ঞা) বিশ্বাস মিথ্যা সংজ্ঞা ২. চিত্তবিপল্লাস চিত্তেব মিথ্যা ধাবণা এবং ৩. দৃষ্টিবিপল্লাস মিথ্যা দৃষ্টি। এই তিন ধাবণাৰ বশবর্তী হযে মাত্র্ষ অনিত্যকে নিত্য জ্ঞান কবে।
- (৫১) তন হাপনিধি—'ইহা আমার। ইহা আমাব হ্রথ।' একপ আসক্তি।
- (৫২) সোভাপগ্রো যিনি প্রথম বাব নির্বাণ স্রোতে প্রবেশ কবেন, তিনিই স্রোতাপন্ন। স্রোতাপন্ন তিন প্রকাব—
- যাঁবা সাতবাব স্বর্গ বা মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ কবেন (সত্তকৃথত্ত প্রবম)।
 অষ্ট্রম জন্মেব পূর্বেই তাবা নির্বাণ লাভ কবেন।
- ২. নির্বাণ লাভেব পূর্বে যাঁবা তৃই বা তিন বাব (মন্থুয়) কুলগৃহে জন্মগ্রহণ কবেন (কোলংকোল)।
- ত নির্বাণ লাভেব পূর্বে যাঁবা একবাব মাত্র জন্মগ্রহণ কবেন (একবীজী)।
 শ্রোতাপন্ন বৃদ্ধধর্ম-সঙ্ঘের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন। তিনি কখনও পঞ্চনীল
 ভঙ্গ কবেন না এবং গহিত অবুশল কর্ম সম্পাদন কবেন না। তিনি অপায় মৃক্ত
 এবং নিয়ত সম্বোধি প্রায়ণ।
- (৫৩) সকদাগানী সরদাগানী একবাব মাত্র মহন্তর্বল জন্মগ্রহণ কবেন। এ জীবনে সরুদাগানী হযে তিনি স্বগে জন্মগ্রহণ কবেতে পাবেন এবং অর্হন্থ লাভেব জন্তু মহন্তর্যাকে জন্মগ্রহণ প্রত্যাশা কবতে পাবেন।

সকুদাগামী পাঁচ প্রকাব—

১ থাঁবা এ সংসারে সক্তদাগামী হন এবং এখানেই অর্হনু লাভ কবেন। ;

- ২ যাঁবা স্বৰ্গে সকুদাগামী হন এবং সেখানেই অৰ্হন্ত লাভ কৰেন।
- ৩ যাঁবা এথানে সকুদাগামী হন এবং স্বর্গে অর্হত্ব লাভ কবেন।
- 8 याँ वा अर्थ मकुमाशामी इन धवः धवान अर्थ नां करवन । वि
- ধাঁব। এখানে সক্ষণাগামী হন এবং স্বর্গে জন্মগ্রহণ কবেন , পুনঃ মন্তয়্ত লোকে জন্মগ্রহণ কবে এখানেই অর্হন্ত লাভ কবেন ।
- (৫৪) তা**নাগানী**—তিনি কামলোকে জন্মগ্রহণ কবেন না। অনাগামিগণ উচ্চতব শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উংপন্ন হন এবং অর্হন্ত লাভ না কবা পর্যস্ত সেখানে অবস্থান কবেন।

অনাগামী পাঁচ প্রকাব—

- ১. যাঁবা আযুদালেব পূর্বার্ধে শুদ্ধাবাস ব্রন্ধভূমিতে পবিনির্বাণ লাভ কবেন (অন্তবপবিনিব্বাযি)
- ২ ধাঁরা আযুদ্ধালেব শেষার্ধে শুদ্ধাবাস ব্রহ্মভূমিতে পবিনির্বাণ লাভ কবেন (উপহচ্চপবিনিব্রাষি)।
- ৩ যাঁরা সসংস্থাব (সচেষ্ট হবে) পবিনির্বাণ লাভ কবেন (সসংখাব-পবিনিব্বাযি)।
- ৪ যাবা অসংস্থাব (সচেষ্ট না হয়ে) পবিনির্বাণ লাভ কবেন (অসংখাব-পবিনির্বায়ি)।
- ই বি এক ব্রন্ধলোক থেকে অন্ত উচ্চতব ব্রন্ধলোক অতিক্রম কবে সর্বশেষে

 পর্বিনির্বাণ লাভ কবেন (উদ্ধংলোত অকনিট্ঠগামী)।
- (৫৫) খ্রীণান্নবো—ক্ষীণাদ্রব শুর্হংকে বলা হয় কাবণ তিনি দকল প্রকাব ক্ষোযুক্ত হয়েছেন।

বিশুদ্ধি মাগ

ধ্যান যথন পবিপক্ষ হয়, মন মস্থা দর্পনেব ন্থায় বিশুদ্ধ হয় তথন সকল বিষয় মনে পবিদ্ধাব রূপে প্রতিফলিত হয়। তথনও মন কিন্তু অকুশল চিন্তামূক্ত হয়নি, সমাধি বা ধ্যান সহযোগে কেবল মনেব কু-স্বভাব সামযিক শাস্ত হয়েছে সাত্র। তা আবাব মনের অনবহিত মূহুর্তে প্রকাশিত হতে পাবে।

যো। গগণ বাক্য এবং কর্ম সংযত কবেন, সমাধি মনকে সংযত করে কিন্তু

বিদর্শন প্রজ্ঞা যা বিমৃক্তিব তৃতীয় বা শেষ ন্তব তা সমাধি-প্রশমিত ক্লেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে যোগীকে অবহুত্বে উন্নীত কবে।

প্রথমতঃ যোগী বিষধকে যথাযথ দর্শনেব নিমিত্ত 'দৃষ্টি বিশুদ্ধি'ব জন্ম ভাবনা' কবেন। সমাধি-চিত্তে তিনি তথাকথিত 'আত্মা'কে বিশ্লেষণ এবং পবীক্ষা কবেন। এই অনুসন্ধান রূপ পবীক্ষা দ্বারা তিনি জ্ঞাত হন যে তিনি যাকে 'আমি' বা আত্মা'-রূপে ধাবণা কবতেন তা নাম-রূপের অবিবত্ত পবিবর্তনশীল প্রবাহ ব্যতীত আব কিছুই নয়।

এরপে তিনি তথাকথিত 'আত্মা'ব প্রকৃত স্বভাব সহয়ে সত্যদৃষ্টি লাভ কবে
নিত্য আত্মাব বিভ্যমানতারপ মিথাাদৃষ্টি থেকে বিমৃক্ত হন। তাবপব তিনি আত্মধাবণাব কাবণ অত্মন্ধান কবেন। তিনি তথন হাদয়ঙ্গম কবেন এ বিশ্বে এমন বিছু
নেই যা কোন অতীত কারণ বা কাবণ সমূহ দ্বাবা প্রভাবিত (বা সম্বন্ধযুক্ত) নয়
এবং বর্তমান জীবন ও অতীত অবিভা, তৃষ্ণা, উপাদান, কর্ম এবং বর্তমান জীবনেব
আহাব নির্ভরভাষ বিভ্যমান। এ পাঁচ কাবণে আত্মদৃষ্টিব উৎপত্তি। অতীত কাবণ
যেমন বর্তমানকে প্রভাবিত করেছে, বর্তমান কাবণও তেমন ভবিশ্বৎকে প্রভাবিত
কববে। এ প্রকারে ভাবনা কবে যোগী সকল প্রকাব অতীত, বর্তমান এবং
ভবিশ্বৎ সংশয় মৃক্ত হন।

তাবপর তিনি তিন সত্য সম্বন্ধে ভাবনা করেন তা'হল—সকল কার্য কাবণ'
সম্বন্ধ যুক্ত বা হেতুজ বস্তই অনিত্য, ছংখ এবং অনাত্ম। যে দিকেই তিনি
তাকান সে দিকে তিনি এ ত্রিলক্ষণ ব্যতীত আর কিছু দর্শন করেন না। তিনি
হাদশঙ্গম করেন জীবন আভ্যন্তবীন এবং বাহ্নিক কাবণের এক অবিবত পবিবর্তনশীল
প্রবাহ যাত্ম। তিনি কোন বিষমেই প্রকৃত হুখ লাভ করেন না কাবণ প্রত্যেক
বিষয়ই পবিবর্তনশীল বা অনিত্য।

জীবনেব এরপ প্রকৃত স্বভাব নিয়ে তিনি যখন ভাবনা কবেন, তখন তাঁকে বিস্মিত কবে একদিন তাঁব শবীব থেকে জ্যোতি (ওভাস, অবভাস) নির্গত হতে থাকে। তিনি তখন অনুভূতপূর্ব আনন্দ, স্থুখ এবং প্রশান্তি অন্তভব কবেন। তখন তাঁব মন 'সমতা' ধাবণ কবে (বা তিনি উপেক্ষক হন), 'শ্রদ্ধা'

সপ্ত বিশুদ্ধিব তৃতীয় বিশুদ্ধি। ২ কঙ্খাবিতবণ বিশুদ্ধি, ইহা সপ্ত বিশুদ্ধিব চতুর্থ বিশুদ্ধি।

গভীবতব হয়, 'শ্বৃতি' নির্মলতব হয় এবং বিদর্শন (অন্তর্দু ষ্টি) অসাধাবণ তীক্ষ্ণ হয়। তিনি অভ্তপূর্ব অবস্থাকে অর্থাৎ বিশেষতঃ দৈহিক জ্যোতিকে অর্হত্তেব অবস্থা মনে কবে ভূল করেন। এবং এ অবস্থাব প্রতি আকাজ্জা (নিকন্তি) পোষণ কবেন। শীঘ্রই তিনি তাঁব ভূল ব্বতে পাবেন যে এ নৃতন অবস্থা তাঁব আধ্যাত্মিক উন্নতিব পক্ষে অন্তবাধ (উপক্রেশ) এবং তথন তিনি 'মার্গ' এবং 'অমার্গ' নিধাবণ কবে মার্গামার্গজ্ঞান কর্ণনি বিশুদ্ধি লাভ কবেন।

সম্যক মার্গ নির্ধাবণ কবে তিনি সর্ব সংস্থাবেব (কার্যবাবণ সম্বন্ধ্বুক্ত বিষয়ের প্রতি) উদয় এবং ব্যয় দর্শন কবে ভাবনা কবেন (উদয়-ব্যয় জ্ঞান)। এই ছুই বিষয়েব পরেবটি (অর্থাৎ ব্যয়) তাঁব চিত্তে সম্যক্রপে প্রতিভাত হয় কাবণ উদযেব (উৎপত্তিব) চেয়ে ব্যয় (ভঙ্গ বা ভঙ্গুবতা) তাঁব নিকট ম্থ্যরূপে প্রতীত হয়। স্কৃতবাং তিনি বিষয়েব ভঙ্গের দিকে তাঁব চিত্তকে ভাবনায় পবিচালিত কবেন (ভঙ্গজ্ঞান)। তথন তাঁব নিকট ইহাই প্রতীত হয় যে নাম এবং কপ যা জীবের তথাক্থিত 'আত্মা' তৈযাব কবেছে তা নিয়ত পবিবর্তনশীল এক প্রবাহ মাত্র যা পবপব ছুই মুহুর্তও স্থিব থাকেনা। তথন তাঁব নিকট সকল ভঙ্গুব বস্তু ভয়াবহ রূপে প্রতীয়মান হয় (ভয়জ্ঞান)। সমস্ত বিশ্বই তাঁব নিকট যেন এক জ্ঞলম্ভ আয়িকুণ্ড রূপে প্রতিভাত হয় এবং বিপদেব উৎসক্রপে পবিগণিত হয়। তারপব তিনি বিশ্বের ভয়স্কবতা এবং আশ্রয়হীনভাব ভাবনা কবেন (আদীনব জ্ঞান) এবং তাতে তাঁব বিশ্বের প্রতি দৈগুতা (নীবসতা) বৃদ্ধি পায় (নির্বিদাজ্ঞান) এবং চিত্তে এ সকল অবস্থা থেকে মৃক্তি লাভেব নিমিত্ত প্রবল ইচ্ছা জন্মে (মৃঞ্জিতুবাম্যভাজ্ঞান)।

এই উদ্দেশ্যে তিনি পুনঃ তিলক্ষণ যথা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম লক্ষণ তাবনা কবেন (প্রতিসংজ্ঞাজ্ঞান) এবং তাবপব সর্ব সংস্কাবেব প্রতি (বিশ্বেব সকল প্রকাব কার্যকাবণ সম্বন্ধযুক্ত বিষয়েব প্রতি) সম্পূর্ণ নিবপেক্ষতা অবলম্বন কবেন, তাতে তিনি কিছুব প্রতি আসক্তও (তৃফাযুক্ত) হন না এবং বিবক্তও (ষেযুক্ত) হন না (সংস্কাবোপেক্ষাজ্ঞান) ।

>. সপ্তবিশুদ্ধিব পঞ্চম বিশুদ্ধি।

এই নয় প্রকাব বিদর্শন জ্ঞানকে যথা উদয়, ব্যয়, ভঙ্গ, ভয়, আদীনব, নির্বিদা, মৃঞ্চিতুকাম্যতা (বা মৃমৃক্ষা), প্রতিসংখ্যা, সংস্থাবোপেক্ষা জ্ঞানকে প্রতিপদজ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি এবং অন্থলোম জ্ঞান বলে। ইহা য়ৡ বিশুদ্ধি।

এই পর্যন্ত ভাবনায় অগ্রসব হয়ে তিনি ত্রিলক্ষণের যে কোন এক লক্ষণকে যেটা তাঁব নিকট বিশেষ কার্যকবী মনে হয় সেই লক্ষণকে নিয়ে সেই গৌববময় প্রথম নির্বাণ-দর্শন দিন পর্যন্ত প্রতিনিয়ত ভাবনা কবতে থাকেন।

'রাত্রির অন্ধকারে বিত্যুৎবিকাশে চাবদিকেব সমতলভূমি যেমন পথিকেব ন্যন-গোচব হয় এবং সেই উজ্জ্বল আলোক তাঁব ঝলসিত চোথে অনেকন্ষণ পর্যস্ত সন্তবণ করে তেমন বিদর্শনজাত নির্বাণের অমিত জ্যোতিও চিত্তে এমন নির্মল-ক্রপে প্রতিভাত হয় যে তাবণবও সে শ্বৃতি চিত্ত থেকে বিলীন হব না'!

প্রজ্ঞাপথ যাত্রীব নিকট যথন নির্বাণেব অমিব শান্তি-জ্যোতির প্রথম বিকাশ হব তথন তাঁকে স্রোভাপর^৩ বলা হব—অর্থাৎ যে স্রোভ নির্বাণে পবিচালিত করে তিনি তাতে প্রথম বাব প্রবেশ কবলেন।

আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ ই সেই স্রোত।

মাগ স্রোত লাভী বা স্রোতাপন্ন এখন আব পৃথগ্জন (পাথিব মান্নব) নন, তিনি এখন আর্থ-প্রাবক (লোকোন্তব মান্নব)।

যিনি আর্ষমার্গেব প্রথম মার্গ বা স্তব লাভ লাভ কবেছেন তাঁব তিন সংযোজন (যা মান্থযকে সংসারে আবদ্ধ কবে রাথে এরপ বন্ধন) ছিন্ন হয তা' হল:—

› সক্কাযদিট্ঠি : (সংকাষদৃষ্টি)—সতি +কাষে + দিট্ঠি অর্থাৎ স্বন্ধেব বিভাগনতা আছে এরপ ধারণা বা দৃষ্টি । এথানে কায বলতে পঞ্জন্ধকে বুঝাচ্ছে যথা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্থাব, বিজ্ঞান অথবা নাম-রূপেব জটিল মিশ্রণকে বুঝাচ্ছে । একটি সাধাবণ অভিমত আছে : যেথানে স্বন্ধরূপ নাম-রূপেব জটিল মিশ্রণ আছে সেথানে নিত্য আত্মা বা অপরিবর্তনশীল সন্থ বিভাগন—তাকেই বলা হয় সক্কাযদিট্ঠি । ধন্ম-সঙ্গনি গ্রন্থে এরপ বিশ প্রকাব আত্মদৃষ্টিব উল্লেখ আছে । সক্কায়দিট্ঠিকে সাধাবণতঃ আত্ম-ভ্রান্তি, আত্মদৃষ্টি, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যাদ কপ্রেও অনুবাদ করা হয় ।

তাকাত্তর মার্প চিত্তেব বিদর্শন জ্ঞানকে জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি বলা হয়। ইহা
সপ্তম বিশুদ্ধি।

^{2.} Dr. Paul Dahlke

৩ প্রথম পবিচ্ছেদ দেখুন।

৪ ধম্মদঙ্গণিব অন্নবাদ দেখুন পৃ. ২৫৭-২৫৯। ধম্মদঙ্গণিব ২৩৯ পৃঃ।

- ২. বিচিকিচ্ছা: বিচিকিৎসা—সংশ্ব। এ সংশ্ব হল ১ বুদ্ধ ২. ধর্ম ৬ সজ্ব ৪ শিক্ষা (বিনয়) ৫ অতীত ৬ ভবিশ্বৎ ৭. অতীত ও ভবিশ্বৎ উভয এবং ৮ প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্বন্ধে সংশ্ব বা সন্দেহ।
- সীলব বভপরামাস শীলব্রতপবামশ মিথ্যা যাগ, যজ্ঞ ও আত্মকুচ্ছতায
 মৃক্তি লাভে বিশ্বাস।

ধশ্মদঙ্গণিতে ইহাব এরূপ বর্ণনা আছে, 'ইহা এ ধর্মেব বাইবেব তীথিক সম্প্রদাষ এবং ব্রাগ্দাগণেব অভিমত। তাঁদেব বিশ্বাস নৈতিক চাবিত্রিক নীতি বা যাগ-মজ্জ বা এই উভয় প্রকাবে (জীবেব) বিশুদ্ধিতা লাভ হয়।'

অবশিষ্ট সাত সংযোজন (সংসাব চক্রেব বন্ধন) নির্মূল কববাব জন্ম স্রোতা-পন্নকে উর্ধপক্ষে সাতবাব জন্মগ্রহণ কবতে হয়। বুদ্ধ-ধর্ম-সজ্যেব প্রতি তাব অবিচলিত শ্রদ্ধা থাকে। তিনি কোন কাবণে পঞ্শীল ভঙ্গ কবেন না। তাব অপাব গতি কন্ধ কাবণ তিনি নিয়ত সম্বোধি প্রায়ণ।

নির্বাণের শাস্তি জ্যোতি দর্শনের পর আর্য যোগী নব উন্থমে ভাবনায় অগ্রসব হন। এবং তাঁর বিদর্শন বা অন্তদৃষ্টির পূর্ণতা সাধন করে সরুদাগামী হন। ইহা তাঁর আর্যমার্গের দ্বিভীয় স্তবে পদার্পণ এবং এ স্তবে তাঁর ছুই সংযোজন যথা কামবাগ (কামাসক্তি) এবং পটের (দ্বেষ) ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়।

এখন তিনি মুমুগ্রভূমিতে একবাব মাত্র আগমনবাবী হলেন (অবশ্য তিনি যদি সে জন্মে আর্হন্থ লাভ না কবেন)। ইহা অতি চিত্তাকর্ষক ষে এই দ্বিতীয় মাগ্য স্থব লাভী আর্ষেব কেবল মাত্র ছুই প্রবল শক্তিশালী সংযোজন (বন্ধন) আছে যা তাঁকে আনাদি কাল থেকে সংসাবে আবদ্ধ কবে বেখেছিল তা মাত্র ছুর্বল হয়। কথনও কথনও অবশ্য অতি ছুর্বল কামবাগ ও প্রতিঘু তাঁব চিন্তে উপস্থিত হয়।

বেবলমাত্র আর্থ-মার্গেব তৃতীয় ন্তব লাভ কবে অনাগামী শ্রাবক এই ছুই সংযোজনেব সম্পূর্ণ বিনাশ সাধন কবেন। তাবপব তিনি মন্থয়ভূমিতে বা দেব-ভূমিতেও আব উৎপন্ন হন না কাবণ তিনি কামবাসনাব (কামবাগের) সম্পূর্ণ বিনাশ সাধন কবেছেন। ইহ জীবন সাঙ্গ হুগোব পব তিনি শুদ্ধাবাস ব্রন্ধভূমিতে উৎপন্ন হন কাবণ এই ভূমিই কেবল অনাগামী এবং (তৎস্থানে অর্হন্থ প্রাপ্ত) অর্হৎগণেব আবাসভূমি।

ব্ৰন্নচৰ্য আচবণকারী (শীল সমাবি-প্রজ্ঞা বর্ধন কবে) পৃথগ্ জনও অনাগামী পদ লাভ কবতে পাবেন। সমাপনান্তে তিনি নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞাযতন ধ্যানে উন্নীত হন। তাবপৰ এই ধ্যানে তুইবাব জ্বন উৎপত্তিব পব চিক্ত-প্রবাহ কদ্ধ হয়। তথন তাঁকে 'নিবোধ সমাপন্ন' ধ্যানী ৰূপে অভিহিত কবা হয়।

অনাগামী যথন নিবোধসমাপত্তি থেকে ওঠেন তথন তাঁব নিকট প্রথমতঃ অনাগামী ফলচিত্ত এক চিত্তক্ষণেব জন্ম উৎপন্ন হ'ব এবং তাবপব চিত্ত ভবাঙ্কে পতিত হব। তাবপব ফল সম্বন্ধে প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অর্হৎ যথন সেই ধ্যান থেকে ওঠেন তথন তাঁব নিকট অর্হত্ত ফলচিত্ত এক চিত্তক্ষণেব জন্ম উৎপন্ন হব। এবং তাবপব চিত্ত ভবাঙ্গে পতিত হব। তাবপব ফল দম্বন্ধে প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

এ পর্যন্ত সমাপত্তি প্রভেদ। বিদর্শন কর্মস্থান নীতি সমাপ্ত।

যিনি ধ্যানলব্ধ বস এ ধর্মে পবিভোগ কবতে চান তিনি শ্রেষ্ঠ ভাবনাদ্ব (শম্থ ও বিদর্শন) স্বত্নে ভাবনা করুন।

অভিবর্মার্থ সংগ্রাহে কর্মস্থান সংগ্রাহ বিভাগ নামক নবম পবিচ্ছেদ এখানে সমাপ্ত।

ি চবিত্র-শোভিত, সন্মানিত কুলপুত্র, শ্রন্ধাবিভৃষিত, শবিশুদ্ধ গুণসম্পন্ন নম্ব কর্তৃ ক আমন্ত্রিত হয়ে পরহিত কল্পে এই গ্রন্থ বিবচিত হয়েছে।

এই বিপুল পুণ্য প্রভাবে পবিশুদ্ধ প্রজ্ঞায় স্থিত এবং বিনয়ে স্থানোভিত ভিন্দগণ শক্তভবা এই বিথ্যাত তুমূলসোম সঙ্ঘারামকে তাঁদেব পুণ্য এবং স্থথ লাভেব জন্ম পৃথিবীব শেবদিন পর্যন্ত স্মবণ কববেন।

এখনেই আচার্য অনুকন্ধ বিবচিত অভিধর্মার্থ সংগ্রহের সমাপ্তি হল।

ব্যাখ্যা

৫৬ নিরোধসমাপ ত্তি—নিবোধ প্রাপ্তি বা নিবোধে বিলীন হওবা। নিরোধ-সমাপত্তিতে অবস্থান কালে চিত্তপ্রোত সামযিক নিকদ্ধ হব, তাই এ নামে অভিহিত হয়। এ অবস্থায় চিত্তক্রিয়া নিরুদ্ধ হয় বটে তবে জীবিতেন্দ্রিয় সজীব থাকে।

অনাগামী এবং অৰ্হং যাঁবা ৰূপ এবং অৰূপ ধ্যান পৰিবৰ্ধন কৰেছেন তাঁবাই কেবল এ সৰ্বোত্তম ধ্যানস্থুখ উপলব্ধি কৰতে সক্ষম।

একপ ব্যক্তি যথন নিবোধ সমাপত্তি ধ্যানে নিমজ্জিত হতে চান, তিনি সর্বপ্রথম রূপাবচব ধ্যানে নিমজ্জিত হন। সেই ধ্যান থেকে জাগ্রত হয়ে তিনি সেই সেই ধ্যানচিত্তেব হেতুজ সংস্থাবেব প্রতি অনিত্য, তৃংখ এবং অনাত্ম আবোপ কবে (পূর্ব বর্ণিত দশ বিদর্শন জ্ঞান অন্ম সাবে) ভাবনা কবেন। অভঃপব তিনি দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং আকিঞ্চনায়তন অবপ ধ্যানে নিমজ্জিত হন এবং পূর্বান্থকপভাবে তৎতৎ ধ্যানের হেতুজ সংস্থাবেব প্রতি ত্রিলক্ষণ ভাবনা কবেন। এই ধ্যান থেকে জাগ্রত হয়ে তিনি নিয়ব্বপ অধিষ্ঠান কবেন—

১ তাঁৰ আৰশ্যকীয় চাৰ প্ৰত্যথ যেন কীট, চোৰ বা অন্য কোন প্ৰকাৰে ধ্বংস না ^{হব ২} সজ্বেৰ আহ্বানে তিনি যেন যথাসমযে জাগ্ৰত হন ৩ বুদ্ধেৰ আহ্বানে যেন ধ্যান ভঙ্গ হয় ৪ সে মুহূৰ্ত থেকে সাতদিনেৰ অধিক তিনি বেঁচে থাকবেন কিনা তা জেনে নেন।

তাঁব আয়্সীমা জানা বিশেষ প্রয়োজন কাবণ এই নিবোধসমাপত্তি সাধাবণতঃ সাত দিন পর্যন্ত স্থিত থাকে।

এই অধিষ্ঠান ভাবনা সমাপণ কৰার পৰ তিনি চতুর্থ অৱপ ধ্যানে (নৈবসংজ্ঞনাসংজ্ঞায়তনে) নিমজ্জিত হন এবং এই অবস্থায় তুই চিন্ত-জবন অতিবাহিত হওয়াব
পৰ তিনি নিবােধ সমাপত্তি ধ্যানে নিমজ্জিত হন। তথন তাঁৰ চিন্তপ্রােত সাময়িক
ভাবে নিরুদ্ধ হয়। সাতদিন পর তিনি ধ্যান থেকে জাগ্রত হন। তিনি যদি
অনাগামী হন তবে (জাগৃতি মুহুর্তে) প্রথম অনাগামী ফলচিত্ত এবং অর্হৎ হলে
তবে (জাগৃতি মুহুর্তে) অর্হন্ব ফলচিত্ত উৎপন্ন হয়। তৎপৰ চিত্ত ভবাঙ্গে পতিত
হয়।

এসম্বন্ধে আবও বিস্তাবিতরপে জানতে হলে বিশুদ্ধিমাগ গ্রন্থ আলোচনা কবা প্রযোজন।

অভিধর্মার্থ সংগ্রহেব কর্মস্থান বিভাগেব ব্যাখ্যাব এথানে পবিদমাপ্তি।

সমাপ্ত

নবোধসমাপত্তি ধ্যানে মগ্ন হবাব কালে প্রথম বাক্তিয়া তাবপব কাযক্তিয়া এবং চিভক্তিয়া যথাক্রমে নিক্নদ্ধ হয়। এ কথাব অর্থ হল প্রথম বিতর্ক, বিচাব, তাবপর নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং সংজ্ঞা বেদনা যথাক্রমে নিক্নদ্ধ হয়। এ ধ্যান থেকে জাগ্রত হওবাব সময় প্রথম চিত্ত-সংস্থাব, তাবপুৰ ক্রার্য্র-মংস্থাব এবং সর্বশেষে বাক্-সংস্থাব বা বিতর্ক, বিচাব উৎপন্ন হয়।